বাংলাপিডিএফ.নেট

জেমস টোয়াইনিং-এর

ডাবল ঈগল

অনুবাদ : আসিফ সিদ্দিকী দীপ্র

মুন্না

বাংলাপিডিএফ.নেট

প্যারিসে নৃশংসভাবে খুন হওয়া এক যাজকের পাকস্থলিতে পাওয়া যায় দুষ্প্রাপ্য আমেরিকান মুদ্রা ডাবল ঈগল। কেসের দায়িত্ব দেওয়া হয় এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট জেনিফারকে। তদন্তে নেমেই সে উন্মোচন করে একটি ঘটনা, সন্দেহভাজন হিসেবে আবির্ভূত হয় পৃথিবীর সেরা আর্টথিফ টম ক্রিক। চুরি এবং খুনের দায়ে অভিযুক্ত টমের পাশে দাঁড়ায় জেনিফার। অন্যদিকে টম তার এক পার্টনারের অনুরোধে আন্ডারওয়ার্ল্ড আর্ট কালেক্টরের জন্য পুণরায় চুরির সাথে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলে শুরু হয় টম এবং জেনিফারের সময়ের বিরুদ্ধে এক অসম রেস। দুই ভবনের দুজন মানুষ আসল চোর আর ঐতিহাসিক ডাবল ঈগল-এর খোঁজে একসাথে শুরু করে তাদের অভিযান, যার পটভুমি আবর্তিত হয়েছে লন্ডন থেকে শুরু করে প্যারিস, আমস্টারডাম আর ইস্তানবুল পর্যন্ত। এতসব বাধাবিপত্তি পার হয়ে জেনিফার কি পারবে তাদের লক্ষ্যে পৌছাতে–জানতে হলে পড়ুন জেমস টোয়াইনিংয়ের বেস্টসেলার উপন্যাস *ডাবল ঈগল*।

'এটা ড্যান ব্রাউনের এলাকা...সত্যি বলতে কি টোয়াইনিং অনেক বেশি ইম্প্রেসিভ'

-ক্রাইম টাইম

'খুবই যত্নের সাথে প্লটটি নির্মাণ করা হয়েছে...একটি আদর্শ থৃলার'

–সানডে সান

'মনোমুগ্ধকর আর চমকপ্রদ ডেবু...আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের নিঁখুত বর্ণনা...ফরসাইথ, ফোলেট আর হিগিনসের স্বার্থক উত্তরসূরী হলেন টোয়াইনিং'

–ক্রিস্টোফার রিখ

'ডাবল ঈগল শ্বাসরুদ্ধকর একটি কাহিনী...ডেবু হিসেবে দারুণ'

–লাডমাগ

'এটা টম ক্রুজের জন্য পারফেক্ট একটি সিনেমা হতে পারে'

–দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট

'রবার্ট লুডলাম আর ড্যান ব্রাউন ধাঁচের থৃলার'

–ওয়াশিংটন পোস্ট

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN ৯৮৪৮৭২৯৪৬-১

9 789848 729465

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

মুন্না

শুভম

লন্ডনে জন্ম নেয়া জেমস টোয়াইনিং বড় হয়েছেন ফ্রান্সে। তার বয়স যখন চার তখনই তার পরিবার ফ্রান্সে চলে আসে। পরবর্তীতে মার্চেন্ট টাইল স্কুল এবং অক্সফোর্ডের ক্রাইস্টচার্চ থেকে ফরাসি সাহিত্যের উপর পড়াশোনা করেছেন তিনি। তার প্রথম চাকরি ছিলো একটি কর্পোরেট ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানে। এরপর এক বন্ধুর সাথে ব্যবসা শুরু করেন। টোয়াইনিং এবং তার পার্টনার নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকার জরিপে 'বেস্ট এইট ইয়ং ব্রিটিশ' পুরস্কার লাভ করেছে।

টোয়াইনিং থৃলার লেখা শুরু করেন ২০০৩ সাল থেকে। তার সবগুলো থৃলারের মূল বিষয় আর্ট, আন্ডারওয়ার্ল্ড এবং আর্টথিফিং। প্রতিটি বইয়ের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে ঐতিহাসিক পটভূমির প্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে। ডাবল ঈগল, দ্য ব্ল্যাক সান, গ্লাইডেড সিল এবং জেনেভা ডিসেপশান তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

বর্তমানে তিনি স্ত্রী, দুই মেয়ে এবং এক ছেলের সাথে লন্ডনে বসবাস করছেন।

ডাবল ঈগল

জেমস টোয়াইনিং-এর

ডাবল ঈগল

অনুবাদ আসিফ সিদ্দিকী দীপ্র

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

বাতিঘর প্রকাশনী

ডাবল ঈগল

মূল : জেমস টোয়াইনিং

অনুবাদ : আসিফ সিদ্দিকী দীপ্র

Double Eagle

copyright©2012 by Batighar prokashoni

স্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ: দিলান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

ডাবল ঈগল

মূলঃ জেমস টোয়াইনিং

অনুবাদঃ আসিফ সিদ্দিকী দীপ্র

কৃতজ্ঞতা

MUNNA

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

WEBSITE:

www.banglapdf.net

FACEBOOK:

HTTPS://WWW.FB.COM/GROUPS/BANGLAPDF.NET

উৎসর্গ :

ফাহমিদা সিদ্দিকী, শাহীন সিদ্দিকী, শাহ আলমগীর বাদশা,
কাজী মুতাসিম্মুল হক, আক্তারুজ্জামান এবং জিয়াউল হক

মুখবন্ধ

পন্ত দ্য গ্রিনিল
১৬ জুলাই–রাত ৯:০৫

তারা দেরি করছে।

পৌনে ন'টার কথা বলেছিল কিন্তু ন'টা পাঁচ বেজে গেছে। এভাবে এতক্ষন খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার অনুভূতিটা বেশ অস্বস্তিকর। তারা যদি আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে না আসে তবে সে চলে যাবে, হয় এক মিলিয়ন, না হলে নয়।

সে নার্ভাসভাবে তার পকেটে হাত বোলালো। ওটা আছে, সে তার প্যান্টের মধ্য দিয়ে ওটাকে অনুভব করছে, আর ওটার ওজনের উষ্ণতা তার পেশিতে চাপ দিচ্ছে। এক জোড়া তরুণ দম্পতি গোধূলির শেষ হয়ে আসা আলোয় হাত ধরাধরি করে হাটছে আর পরস্পরকে এলোপাথাড়িভাবে চুমু খেতে খেতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটি তাকে দেখে লজ্জা পেয়ে সরে গেল, আর অবচেতন মনে আঙুল বুলাতে লাগলো তার গলায় থাকা রুপালী ক্রুশের উপর।

"শুভ সন্ধ্যা, ফাদার।"

"শুভ সন্ধ্যা, মাই চাইল্ড।"

তাকে অতিক্রম করে তারা পন্ট ডি গ্রিনিলের অপরপ্রান্তে চলে গেল। তাদের অপরাধী হাসির শব্দ শুনতে পেয়ে মৃদু হাসল সে। গোধূলির গোলাপী হয়ে আসা আকাশে আইফেল টাওয়ারের বাতিগুলো যেন আগুনের মত দাউ দাউ করে জ্বলছে।

সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্রিজের রেলিংয়ের উপর হাত রেখে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির দিকে তাকালো। সিন নদীর উপরের ছোট্ট দ্বীপ অ্যালি দে সিগনে'তে অবস্থিত এই স্ট্যাচু অফ লিবার্টি। ভিত্তিপ্রস্তরের লেখা অনুসারে ১৮৮৯ সালে বানানো হয়েছে, আটলান্টিকের ওপারে অবস্থিত তার বড় বোনের (আমেরিকার স্ট্যাচু অব লিবার্টি) মত করে। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে মূর্তিটির পিছন দিক দেখতে পাচ্ছে। জরাজীর্ণ কাপড় এবং ব্রোঞ্জের পেশীর মসৃণ ত্বক তাকে চিরযৌবন দান করেছে।

ছোটবেলায় তার দাদী একবার তাকে বলেছিল, ১৯২০ সালের দিকে তার পরিবারের অনেকে নেপল্‌স থেকে আমেরিকায় গিয়েছিল। এই যাত্রাপথ মোটেই সহজ ছিল না। যখন সে মূর্তিটির দিকে তাকায় তখন সে নিজেকে তার সেই সব অচেনা আত্মীয়দের সাথে যুক্ত করে ফেলে, অনুভব করতে পারে তাদের নতুন পৃথিবী দেখার অনুভূতিকে, নবসূচনার প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাসকে। এজন্যে এই জায়গাটি তার সবসময় পছন্দ। এখানে সে নিরাপদ বোধ করে।

ব্রিজের নিচের ছায়া থেকে দু'জন লোক বের হয়ে এসে তার দিকে তাকালে ধীরে ধীরে সে রাস্তার অন্যপাশে চলে এল । কংক্রিটের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে তাদের দিকে এগোচ্ছে। এরপর মূর্তিটিকে ঘিরে রাখা চত্বরের এক প্রান্তে দাঁড়ালো। অতি সতর্কতার সাথে তাদের থেকে বিশ ফুট দুরত্ব বজায় রেখেছে ।

তারা এখানে পুরোটা সময় ধরেই ছিল, ভাবলো সে। সে একা আছে কিনা এটা জানার জন্য বড় বড় ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে থেকে শিকারী সিংহের মত তাকে পর্যবেক্ষন করেছে। অবশ্য এটাই সে আশা করেছিল। তারা কিংবা সে কেউই চান্স নেবার মত লোক নয়।

"*বঁজুখ,*" বামদিকের বিশালদেহী লোকটি তার উদ্দেশ্যে বললো। রাতের বাতাসে তার গলার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। উজ্জ্বল রঙের চুল আর ঘন দাঁড়ি দেখে সে আন্দাজ করলো লোকটি আমেরিকান।

"*বঁজুখ,*" সতর্কভাবে জবাব দিল সে।

নদীর বুক চিড়ে এগিয়ে যাওয়া একটা বিশাল *বাতু মুশে*'র উজ্জ্বল আলো অন্ধকারের মধ্যে চোখ ধাধিয়ে দিলে তার মনে হল যেন তাদের স্পর্শে স্ট্যাচুটার ভারি ভাজের কাপড় সামান্য উপরে উঠে গেছে, যেন কিছু অদেখা রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

"জিনিসটা এনেছো?" জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ আর তীব্র আলো তীরের দিকে মিলিয়ে গেলে দাঁড়িওয়ালা লোকটি তাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি টাকা এনেছো?" দৃঢ়স্বরে সে জানতে চাইলো। এটা সাধারণ একটি খেলা আর এই খেলাটা যে কতবার খেলেছে তা সে নিজেও মনে করতে পারে না। কিছুই হয় নি এমন ভাব করে নিচের দিকে তাকালো, তার পালিশ করা কালো জুতোজোড়া কাদা লেগে ময়লা হয়ে গেছে।

"আগে ওটা দেখাও," বললো লোকটা।

সে একটু থামলো। দাঁড়িওয়ালা লোকটার কণ্ঠে সামান্য অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছে, একটু দুশ্চিন্তা। সাবধানে চারপাশটা দেখে নিল। তার পালানোর পথ এখনো পরিস্কার আছে। নিজের ভেতরে দুশ্চিন্তা থাকার পরও তাদেরকে সঠিক পথটাই দেখালো সে।

"আগে আমাকে টাকাগুলো দেখাও, আমি তোমাদেরকে ওটার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"

হুম্, এবার সে আরো তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করলো। বেশিরভাগ লোকই হয়ত খেয়াল করবে না কিন্তু এইসব চিহ্ন বোঝার মত ক্ষমতা তার আছে। তাদের কাঁধের নড়াচড়া আর চোখের সরু হওয়ার মধ্যে কেমন যেন একটু অস্বাভাবিকতা রয়েছে। ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক নয়।

তারা নিজেদের প্রস্তুত করছে।

আবার চারপাশটা দেখে নিল সে। যদিও রাত হয়ে যাবার কারণে গাছের

মধ্য দিয়ে দেখতে কষ্ট হচ্ছে তবুও দেখলো তার পথটি এখনো পরিস্কার। এবার সে বুঝতে পারলো তারা কেন দেরি করে এসেছে।

আসলে তারা অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করেছে।

আর কোন কথা না বলে সে উল্টো দিকে ফিরে দৌড় দিল, যত জোরে সম্ভব। তার জুতার সোলের আঘাতে পাথরগুলো ছিটকে যাচ্ছে। অনেকটা এবড়োথেবড়ো মাটিতে ট্রাক চলার মত।

সে তাদেরকে কোনভাবেই এটা পেতে দেবে না, এমনকি তারা যেন এটা খুঁজেও না পায়।

দ্রুত পেছনে তাকিয়ে এক নজর দেখলো। লোকগুলো পিছু নিয়েছে তার। একটা বন্দুকের ব্যারেলের মুখ কমলা আলোয় ধক করে জ্বলে উঠতেই তীক্ষ্ণ ছুঁচের মত ব্রিজের গায়ে বিধলো গুলিটা।

আচমকাই তার মাথা নিচের দিকে ঝুঁকে গেল, সে নিজেকে আবিষ্কার করলো একটি ছুরির সামনে। একটি কালো মূর্তি, হাত সামনের দিকে বিস্তৃত, রাতের অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না। তার স্ট্রাইকিং ডিসটেন্সের মধ্যে চলে আসার আগ পর্যন্ত লোকটি ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে ছিল। একটি পশুর মত সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে যাচ্ছে।

ছোট্ট একটি খাঁজ কাটা ছুরির ছয় ইঞ্চির ধারালো ব্লেডটা তার বুকের মধ্যে ঢুকে যেতেই তার শরীর শক্ত হয়ে গেল। সে ছুরির শীতলতা অনুভব করছে যা তার পাঁজরের হাঁড় কেটে কেটে তার হৃদপিন্ড ভেদ করলো।

এটাই ছিল তার জীবনের সর্বশেষ অনুভূতি।

কমলা আলোতে ফিনকি দিয়ে বের হওয়া লাল রক্ত সবুজ দেখালো। ঠিক লেডি লিবার্টির গায়ের রঙের মত। আর লেডি লিবার্টি তার পেছনে ঘটে যাওয়া এই লোমহর্ষক ঘটনাটা না জেনে, না দেখে স্থির দৃষ্টিতে আমেরিকার দিকে তাকিয়ে আছে।

নিউইয়র্কের দিকে।

স্বর্ণ একজন মানুষকে জাদুমন্ত্রের মত আচ্ছন্ন করে ফেলে, তার সকল ধ্বংসাত্মক ইন্দ্রিয়কে জাগিয়ে তোলে আর সমস্ত চেতনাকে করে দেয় স্থবির ।

–চার্লস ডিকেন্স

নিকোলাস নিকোলবি

অ ধ্যা য় ১

১৬ জুলাই–১১:৩০

ফিফটিন্থ্ এভিনু, নিউইয়র্ক

সুদক্ষ আর নির্ভুল একটি মুভমেন্টের মাধ্যমে সে বিল্ডিংটার কোণায় ঝুলে থেকে পিছন ফিরে সুন্দর করে এমনভাবে নামলো যেন একটা মাকড়শা আচমকা বাতাসের ঝাপ্টায় নিচে পড়ছে। দড়ির শেষ প্রান্ত তার গ্লাভস পরা হাতে এসে গেলে সে লাফ দিয়ে ১৭ তলার বেলকনিতে নেমে গেল। ফ্লাডলাইটগুলো একে একে নিভে যেতে থাকলে দেখতে পেল মেটের পরিচিত বিশাল অবয়বটা পিছু হটে গেছে।

সে শুয়ে পড়ে, গায়ে লাগানো দড়ির ক্লিপ থেকে দড়ি খুলে আলাদা করে দেওয়ালের দিকে পিছন দিয়ে শরীর দেওয়ালের সাথে মিশিয়ে দিল। তার কালো অবয়ব এবং নমনীয় শরীর দেখতে অনেকটা মোচড়ানো পাথরের মত লাগছে। সে একটুও নড়ছে না, সামান্যই ওঠা-নামা করছে তার বুক। তার পাতলা স্কি-মাস্কটি মসৃণভাবে ঠোঁটের সাথে লেগে আছে। তাকে আসতে যে কেউ দেখে নি সেটা নিশ্চিত হতে হবে। তাই কান পেতে আছে, ঘুমন্ত শহরটির নিঃশ্বাসের শব্দ শোনার চেষ্টা করছে সে ।

সেন্ট্রাল পার্কের গাঢ় অন্ধকারের বুক চিড়ে কিছু ট্যাক্সি ইস্ট থেকে ওয়েস্ট এইট্টি সিক্সথ স্ট্রিটের দিকে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা একটি নিঃশ্বাস ছাড়লো সে। বাইরে গরম কিন্তু তারপরও বিল্ডিংয়ের উপরের দিকের বাতাসে তার ঠাণ্ডা লাগছে। রাতের ভারি বাতাসে নিউইয়র্কের গন্ধ ভেসে আসছে। সাবওয়ে-টানেল আর চিমনী দিয়ে বুদবুদের মত উঠে আসা বিষাক্ত বাতাসের গন্ধ, যার মধ্যে মিশে আছে ভয়, ঘাম আর অহংকার।

একটি এনওয়াইপিডি'র হেলিকপ্টার সাইরেন বাজিয়ে স্পটলাইটের আলো ফেলতে ফেলতে পাশের রাস্তার উপর চক্কর দিচ্ছে। তবে এতে সে মোটেই বিচলিত না, এটা তার জন্য নয়, কখনোই না। কারণ টম ক্রিককে কেউ কখনও ধরতে পারে নি।

একটি পাথরের রেলিং পেরিয়ে সে একটি অর্ধবৃত্তাকার জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো। এটা বেলকনি দিয়ে খোলে। জানালার কাঁচটা স্টিল শিটের মত চকচক করছে। রুমের ভেতরটা খালি আর অন্ধকার। যেমনটা সে আশা করেছিল। প্রত্যেক গ্রীষ্মের উইকেন্ডে এমনিই হয়।

সে জানালাটার ডানদিকের কব্জাগুলিতে কয়েকটা গুতো দিতেই বোল্টগুলো ছিটকে তার হাতে চলে এল। তারপর খুব সাবধানে জানালার লিভারটি টেনে জানালাটা ফাঁক করলো যাতে অ্যালার্ম দেওয়া সেন্ট্রাল ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্টটি ভেঙ্গে না যায়। তার ভেতরে ঢোকার জন্য যতটুকু ফাঁক দরকার সে শুধু ততটুকুই ফাঁক করলো।

ভেতরে ঢুকে টম তার কাঁধের ব্যাগটা নীচে নমিয়ে মেটাল ডিটেক্টরের মত দেখতে একটি জিনিস বের করলো। একটা অ্যালুমিনিয়াম রডের সাথে পাতলা কালো প্লেট আটকানো। সে প্লেটের মাথায় থাকা একটি সুইচ টিপতেই প্লেটটা সাথে সাথে সবুজ হয়ে গেল, যেন জীবন ফিরে পেয়েছে। টম ডানহাত দিয়ে রডটি ধরে প্লেটটি মেঝের একটু উপর থেকে নিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ করে এক জায়গায় প্লেটের আলো লাল হয়ে গেলে সে থামলো। সে আন্দাজ করলো প্রেশার প্যাড।

আলো যেখানে লাল হয়েছে প্লেটটি তার চারপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে পুরো জায়গাটা চিহ্নিত করলো। এরপর চক দিয়ে গোল করে ঐ জায়গাটুকু দাগালো। এভাবে সে পুরো ঘরের নিষিদ্ধ অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করে ফেললো। সে নিয়ন্ত্রিতভাবে হাটছে, মাপা মাপা পদক্ষেপ। পাঁচ মিনিট পর চকের সাদা গোল গোল বৃত্তগুলো পেরিয়ে একটি দেওয়ালের কাছে এসে পৌছালো।

তাকে রুমটির যে ছবিগুলো দেখানো হয়েছিল রুমটি একদম সেই রকম আর এর বাতাসে মিশে আছে নতুন টাকা আর পুরনো ফার্নিচারের গন্ধ। বিশাল একটা ভিক্টোরিয়ান ডেস্ক সবার আগেই চোখে পড়ে। পোলিশড ইংলিশ ওক আর ইটালিয়ান লেদারের অপূর্ব কম্বিনেশন। দেখে ১৯২০ সালের দিকের রোলস রয়েসের ভিতরের কথা মনে পড়ে যায়। ডেস্কের পেছনের দেওয়ালের দাগগুলো দেখে তার মনে হল, এটা কোন বিশাল লাইব্রেরি ছিল যা এখন নিলামের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে গেছে।

দুই পাশের গ্রে কালারের দেওয়ালে জানালা পর্যন্ত চারটি করে পেইনটিং ঝুলানো। পেইন্টিংগুলো চেনার জন্য ওগুলো কাছ থেকে দেখার কোনো দরকার নেই–পিকাসো, ক্যানডিনস্কি, মনড্রিয়ান ক্লিম্‌ট। কিন্তু টম এখানে পেইন্টিংয়ের জন্য আসে নি, এমনকি তার পেছনে বা'দিক থেকে তিন নাম্বার পেইন্টিংটার পেছনে যে লুকানো সিন্দুকটা রয়েছে তার জন্যও নয়। সবসময়ই সে শিখেছে "অতি লোভে তাতি নষ্ট।"

এসবের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আরো কিছু চকের দাগ পার হয়ে টম একটা

সিল্কের কার্পেটের কিনারায় এসে দাঁড়ালো। কার্পেটটি জানালা আর ডেস্কটার মাঝামাঝি। চাঁদের আলোয় চকচক করছে। সে কার্পেটটির কোণা ধরে ছুড়ে ফেলে দিল। কার্পেটটা যেটুকু জায়গা জুড়ে ছিল ওইটুক জায়গার মেঝের কাঠের রঙ সূর্যের আলো না পড়ার কারণে অন্যান্য অংশের তুলনায় সামান্য একটু বেশি গাঢ়।

সে হাটু গেড়ে বসে তার গ্লাভস পরা হাত দুটি মেঝেতে রেখে ধীরে ধীরে শুকনো কাঠের উপরিভাগে হাত বোলালো। তার থেকে প্রায় দু ফিট সামনে একটি কাঠের কোনা। সেখান থেকে সোজা হাত বুলিয়ে অন্য কোনাটাও পেয়ে গেল সে। তার আঙুলের গাটগুলো ওই কোণাগুলোর উপর রেখে শরীরের সমস্ত ওজন সেখানে প্রয়োগ করলো।

ক্লিক!

দু'ফুটের বর্গাকার প্যানেলটি একটু নেমে আবার স্প্রিংয়ের মত উপরে উঠে এল। এবার সেটা মেঝের অন্য অংশের তুলনায় আধা ইঞ্চি উঁচু হয়ে গেছে। এটি একটি কব্জা। সে প্যানেলটা ভাজ করতেই ভিতরে অবস্থিত সিন্দুকটা চকচক করে উঠলো।

এই ধরণের সিন্দুকের ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারক আর ইন্সুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি একসাথে কাজ করে। সাধারণত তাদের প্রোডাক্টগুলো স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করার জন্য প্রস্তুতকারকেরা সেগুলো আন্ডার-রাইটার্স ল্যাবরেটরি বা ইউএল-এর কাছে দেয়। তারা আবার সেটা পরীক্ষা করে একটি রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি কন্টেইনার লেবেল ইস্যু করে। এই লেবেলটি ইন্সুরারদের প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়।

উপরের লেবেল অনুসারে এই সিন্দুকটার রেটিং টিএক্সটিএল ৬০। যার অর্থ এটা পুরো এক ঘন্টা একটি শক্তিশালী আক্রমন ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

কিন্তু তারপরও টমের সময় লাগলো মাত্র আট মিনিট হাফ সেকেন্ড।

ভিতরে ক্যাশ প্রায় ৫০,০০০ ডলার, ও আন্দাজ করলো কিছু গয়নাগাটি, ১৯২০ সালের দিকের একটি রিভার্সো রিস্ট-ওয়াচ। এগুলো সব বাদ দিয়ে সে নজর দিল একটি বড় মেহগনী কাঠের বাক্সের দিকে। বাক্সটার কালো ঢাকনার উপর একটি দুই মাথাওয়ালা ঈগলের ছবি, বাঁকানো নখে একটি রাজমুকুট আর একটি রাজতরবারী শক্ত করে ধরা। রোমানোভ ইম্পেরিয়াল ক্রেস্ট। বাক্সটা খুলে এর মধ্যে থাকা সাদা সিল্কের আবরণযুক্ত মূল্যবান বস্তুটা অতিসাবধানে তুলে নিল।

টম অনুভব করতে পারছে তার পাল্স বেড়ে যাচ্ছে। তার মত লোক যে কিনা জীবনে অসংখ্য শ্বাসরুদ্ধকর সুন্দর জিনিস দেখেছে তার কাছেও এটা একটি ব্যতিক্রমী জিনিস। এটার সৌন্দর্য তাকে এতটাই মুগ্ধ করেছে যে সে একটি অভুতপুর্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। আরেকটু ভালো করে দেখার জন্য সে তার

মাস্কটি খুলে ফেললো। স্বভাবের বিপরীতে গিয়ে করা এই কাজটির পুরস্কার প্রায় সাথে সাথেই পেয়ে গেল সে। চাঁদের আলো যখন ওটার মুক্তা বসানো অংশে পড়লো তখন ওর মনে হল সেটা যেন তার হাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ওটা আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে।

হঠাৎ করেই ক্রিস্টির ক্যাটালগ থেকে ছিড়ে নেওয়া পাতাগুলোর কথা ওর মনে পড়লো। ওগুলো তার ব্রিফিংয়ের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

কার্ল ফবার্গ উইন্টার এগ তৈরী করেছিলেন জার নিকোলাসের জন্য। জার নিকোলাস ইস্টার উপলক্ষে দোয়াগার সম্রাজ্ঞী তার মা মারিয়া ফিওদোরোভনাকে এটা দিতে চেয়েছিলেন। ডিমটি কাটা হয়েছিল সাইবেরিয়ান পাথর থেকে। এর গায়ে ৩০০০ এরও বেশি হীরা লাগানো, এর নিচে আরও ১৩০০ হীরা খোদাই করা।

ফবার্গের অন্য ডিমগুলোর মত এটাতেও ইস্টারের জন্য একটি আলাদা চমক ছিল। একটি প্লাটিনামের ঝুড়ি ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। ফুলগুলো সাধারণ ছিল না। ওগুলো তৈরী করা হয়েছিল সোনা, লালমণি আর স্বচ্ছ স্ফটিক দিয়ে। ঝুড়িটি শীত থেকে বসন্তের আর্বতনকে নির্দেশ করে।

সে ডিমটির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কেবলমাত্র তার হৃদপিন্ডের ধক ধকানি আর কোন একটি অদেখা ঘড়ির টিক টিক শব্দ শুনতে পাচ্ছে। টম শুধু ঐ অনিন্দ্য সুন্দর বস্তুটিই দেখছে। পুরো ঘরের আর কিছুই তার চোখে পড়ছে না। কড়া রোদে তুষার কণা যেভাবে ঝিলিক দেয় ওটার হীরাগুলোও ঠিক ঐভাবে চকচক করছে। ওর মনে হচ্ছে ওটা শরীরের মধ্য দিয়ে ওর গ্লাভস ভেদ করে আঙ্গুল এমনকি আঙ্গুলের হাড়গুলোও দেখে ফেলবে।

হঠাৎ করেই সে নিজেকে জেনেভায় আবিষ্কার করলো, তার বাবার কফিনের সামনে দাঁড়ানো অবস্থায়। বেদীর উপর মোমবাতি জ্বলছে, পিছন থেকে প্রিস্টের গলার শব্দ ভেসে আসছে। কফিনের বৃত্তাকার ঢাকনার উপর কয়েক ফোটা পানি পড়ে তা আবার কফিনের গা বেয়ে মেঝেতে পড়ছে। সে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল মনোমুগ্ধকরভাবে। সে দেখছিল কিভাবে তার সামনে থাকা লাল কার্পেটার উপর বৃষ্টির পানি পড়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে, আর এজন্য কিভাবে এর উপরের কোমল আস্তরণের রঙ বদলে যাচ্ছিলো।

অপ্রত্যাশিত এবং অনাকাঙ্খিত একটা চিন্তা তার মাথায় এল, চিন্তা না বলে প্রশ্ন বলাই ভাল। এটা কি এসব চিন্তার জন্য সঠিক সময়? সে তার আশেপাশের জগৎ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হবার কারনে নিজেকে বিদ্রুপ করলো।

পরবর্তীতে সে মন থেকে এই চিন্তাটা দূর করার অনেক চেষ্টা করেছিল। এটা নিয়ে সে আর ভাবেনি, হয়তোবা ভাবতে চায়ও নি। কিন্তু শেষকৃত্যানুষ্ঠানের দু মাসের মধ্যে প্রশ্নটি বারবার তার মাথায় এসেছে, প্রতিবারই আগেরবারের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে। এটা তাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে, তার

প্রতিটি কাজে, প্রতিটি কথায় এটা ছিল সন্দেহ আর অনিশ্চয়তার সাথে। উত্তরের অপেক্ষায়।

সময় হয়েছে। এখন সে চলে যাবে।

আবার তার মাস্কটি পরে নিয়ে ডিমটা প্যাক করে ফেললো সে। এরপর সিন্দুকের দরজাটা বন্ধ করে কাঠের প্যানেলটা বন্ধ করে দিল। চুপিসারে সে আবার জানালা দিয়ে বেরিয়ে বেলকনিতে চলে আসলো।

দূরের সাইরেনটা এখন আরো জোরে শোনা যাচ্ছে। পুলিশ হেলিকপ্টারটির ঘূর্ণায়মান ব্লেডের সাথে তাল মিলিয়ে তার হার্ট বিট করছে। এটা প্রায় মাথার উপর এসে পড়েছে, স্পটলাইটগুলো আশেপাশের গাছগুলো আর নিচের রাস্তার উপর ঘোরাঘুরি করছে। বোঝাই যাচ্ছে এটা নির্দিষ্ট কাউকে বা কোন কিছুকে খুঁজছে। সে শুয়ে পড়ে দড়িটা নিজের সাথে লাগিয়ে নিল। এরপর চপারটার চোখ ফাঁকি দিয়ে লাফ দিয়ে সেকেন্ডের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

শুধুমাত্র একটি চোখের পাপড়ি পড়ে থাকলো মেঝেতে, যেখানে সে তার মাস্কটি খুলেছিল। চাঁদের আলোতে এটা ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

অধ্যায় ২

জে, এডগার হুভার বিল্ডিং, ওয়াশিংটন ডিসি
১৮ জুলা– সকাল ৭টা

দরজা খুলে গেলে যখন দেখলো একটা কালো মূর্তি ভেতরে ঢুকছে তখনই সে বুঝে গেছে এটা ঘটবে। নিজেকে থামানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। কখনোই হয় না। সে হাতের অস্ত্রটা তাক করলো। তার অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী বাম হাতটি একটু নমনীয় হল, ওটা বন্দুকটিকে তার থেকে একটু দূরে ঠেলে দিচ্ছে। ভালো করে গ্রিপ করার জন্য তার সাপোর্টিং বাহুটি একটু বেঁকে আছে, অপেক্ষাকৃত দুর্বল ডান পা-টি সামান্য এগিয়ে।

কিলিং-জোনে সে পরপর তিনটি গুলি করলো। গুলিগুলো পারফেক্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ তৈরী করেছে। মেঝেতে পড়ার আগেই তার টার্গেট মারা গেল। সাদা ব্লটিং পেপারে লাল কালি ছিটকে পড়ার মত তার সাদা শার্টটি রক্তে লাল হয়ে গেছে। লোকটির মুখের উপর আলো পড়তেই কেবল দেখতে পেল সে।

জেনিফার ব্রাউন লাফ দিয়ে ঘুম থেকে উঠলো। তার গাল ঘামে ভিজে চটচটে হয়ে গেছে। হাত দিয়ে ঘাম মুছলো সে। নিয়নের তীব্র আলোর সাথে মানিয়ে নিতে তার একটু সময় লাগছে। সে পাশের ডেস্কটার উপর ঘড়ি দেখলো। সকাল সাতটা। উফফ...আবার সারারাত।

আড়মোড়া ভেঙে একটা হাই তুললো সে। তারপর ডেস্কটার একদম নিচের ড্রয়ারটা খুললো। সেখান থেকে সবচেয়ে উপরের প্যাকেট করা সাদা ব্লাউজটা তুলে নিল, সে যেমনটা পরে আছে সেটার মতো একই রকম। ওখানে ওইরকম আরও দুটো রয়েছে।

ওটাকে তার ডেস্কের উপর রেখে সে তার পরনের ব্লাউজটার বোতাম খুলতে লাগলো। বোতামগুলো খোলার সময় তার আঙুলগুলো আড়ষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। তাই সবগুলো বোতাম না খুলেই উঠে দাঁড়িয়ে ব্লাউজটা খুলে খোলা ড্রয়ারটার মধ্যে ফেলে পা দিয়ে ড্রয়ারটি ঠেলে বন্ধ করে দিল সে।

সামান্য কিছু মেয়েদের মত সে কোন চেষ্টা ছাড়াই সুন্দরী। তার উচ্চতা পাঁচ ফিট নয়, গায়ের রঙ মিল্কিব্রাউন, হাল্কা পাতলা গড়ন, মুখ গোল আর চুল কুচকুচে কালো যা এই মুহূর্তে তার নগ্ন কাঁধ স্পর্শ করছে। গায়ে কোন গয়না নেই, সে গয়না পরে না। শুধুমাত্র গলায় একটা হার্ট শেপড নেকলেস, যেটা তার বোন তাকে তার ১৮তম জন্মদিনে গিফট করেছিল। ওটা তার মসৃণ স্তনযুগলের খাঁজে লেগে আছে।

ব্লাউজটি পরে ওটাকে তার কালো ট্রাউজারের ওয়েস্টব্যান্ডের মধ্যে ভাজ

করে ঢুকিয়ে দিল সে। তারপর তার চারিদিকের জানালাবিহীন, রঙ করা কংক্রিটের ঘরটা দেখে মুচকি হাসলো। হাসলে তার গালে টোল পড়ে। সে এখনো তার ছোট্ট অফিসটার সাথে মানিয়ে নিতে পারে নি অথচ এটা তার নিজের জায়গা। মাত্র তিন মাস হল সে ডিসিতে ফেরত এসেছে, নতুন জায়গার সাথে এখনো ঠিকমত অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে। এটা তিন বছর কাজ করে আসা আটলান্টা ফিল্ড অফিসের মত নয়, যেখানে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় লাগে যেন সেটা এখনই ভেঙ্গে পড়বে। ফিরে এসে ও আনন্দিত, আর এবার ও এখানেই থেকে যাবে।

হঠাৎ দরজায় কেউ নক করলে অস্বস্তির সাথে তাকালো। কিন্তু ফিল টাকারকে দেখে সে রিল্যাক্স বোধ করছে। ফিল টাকার ওর স্টেশন চিফ। সে ভাবলো একদম সময়মত। ফিল আগেরদিন ওকে বলেছিল যে ওর সাথে সকালে কথা বলবে। কি নিয়ে কথা বলবে তা অবশ্য বলে নি।

"হাই," জেনিফার বললো।

"তোমার খবর কি?" জেনিফারের ডেস্কের দিকে এগিয়ে আসছে টাকার। তার রিমলেস চশমার ভিতর দিয়ে সে জেনিফারের দিকে একটু উদ্বেগের সাথে তাকালো। তার ঝুলে যাওয়া গলার উপরের চামড়া টাইয়ের চাপে আরো ঝুলে গেছে। "আরেকটা লেট নাইট?"

"এটাই স্বাভাবিক, তাই না?" জেনিফার সচেতনভাবে তার চুলগুলো সমান করে আর চোখ দুটো একটু ডলে চোখের কোণে জমে থাকা ঘুমটা তাড়ালো।

"নাহ।" ফিল হাসলো। "সিকিউরিটি আমাকে বলেছে তুমি রাতে বাসায় যাও নি...যেমনটা তুমি জান এটা আমি অ্যাপ্রিশিয়িয়েট করি।"

টাকার এমনই। সে এমন ধরনের বস নয় যারা সবসময় চায় যে সবাই অনেক রাত পর্যন্ত অফিসে থাকুক অথচ তারপর সেটা লক্ষ্য করেও দেখে না। সে সবসময়ই তার লোকদের খেয়াল করে। আর এটাও নিশ্চিত করে যেনো তারা সেটা জানে। জেনিফার ওর এই বিষয়টা পছন্দ করে। এটা তাকে অনুভব করায় সে আবারও কোনো কিছুর অংশ হতে পেরেছে, কোন লজ্জা নয়, যেটাকে কোনভাবে ব্যাখা করা হয়েছে।

"নো প্রব্লেম।"

ফিল তার তামাটে রঙের দাঁড়ি চুলকাচ্ছে, তারপর মাথা, তার মাথার চামড়া গোলাপী দেখাচ্ছে, সেখান থেকে চুল পাতলা হতে শুরু করেছে।

"ভালো কথা, আমি ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলেছি, আর এখন থেকে ট্রেজারি বয়রা হ্যামন কেসের সব কিছু হ্যান্ডেল করবে। তারা তোমার সাহায্যের জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। সে বলেছে তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকলো সে। গুড জব।"

"থ্যাঙ্কস।" জেনিফার একটু অপ্রস্তুতভাবে শ্রাগ করলো। ও সবসময়ই

নিজের প্রশংসা শুনলে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। "তো এত সকালে কেন?" ও কথা ঘুরালো। "কোন কংগ্রেসম্যানের কুকুর হারিয়ে গেছে?"

টাকার একটা চেয়ারে আরাম করে বসে চেয়ারের হাতলে হাত রাখলো।

"গতকাল একটা ঘটনা ঘটেছে, আমি তোমাকে নিয়োগ করলাম।" সে দাঁত বের করে হাসছে। "আশা করি তুমি মাইন্ড করবে না।"

জেনিফার হাসলো। "আমি এটা করলে কি আলাদা কিছু হবে?"

"তুমি এটা চাও না! এটা কিন্তু তোমার জন্য ভালো একটা সুযোগ, আবার ট্র্যাকে ফেরার জন্য।" সে একটু থামলো এবং হঠাৎ করেই একটু সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। "সম্ভবত দ্বিতীয় একটি সুযোগ।" সে একদৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে।

"তুমি এখনো আমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করে যাচ্ছ?" জেনিফারের স্বপ্নগুলো তখনও ওর চিন্তার মধ্যে জীবন্ত, কিছু কষ্টদায়ক স্মৃতি তাকে একটু কঠোর করে তুলছে।

"না। তুমি নিজেই সব করছো। কিন্তু আমরা দু'জনেই জানি মানুষের মন বদলানো সহজ নয়।"

"আমি কোন হ্যান্ডআউট চাচ্ছি না ফিল। আমি নিজেই নিজেরটা বানিয়ে নিতে পারবো।" ওর চোখে অভিমান ফুটে উঠলে টাকার মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"সেটা আমি জানি। কিন্তু সবারই কখনও না কখনও একটা ব্রেকের দরকার হয়, তোমারও। আর তাছাড়া তুমি যদি যোগ্য না হতে তবে কখনোই আমি তোমাকে সাজেস্ট করতাম না। যাইহোক এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, আমি তাকে আসতে বলে দিয়েছি।"

ফিল তার ঘড়ি দেখলো, তার রিস্ট নাড়িয়ে কানের কাছে নিয়ে ঘড়ির শব্দ শোনার চেষ্টা করছে, তারপর আবার ঘড়ি দেখলো।

"সময় হয়েছে না?" জেনিফারের ডেস্কের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ও জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি কাকে আসতে বলেছ?"

তখনই দরজায় নকের শব্দ হল, ফিল জবাব দেবার আগেই একজন লোক ঢুকলো। ফিল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "জেনিফার, ইনি হলেন বব করবেট। বব, জেনিফার ব্রাউন।"

ওরা তিনজন কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকলো। টাকার একটু দুশ্চিন্তা নিয়ে জেনিফারের চোখের দিকে তাকাচ্ছে। ও ভয় পাচ্ছে জেনিফার উল্টাপাল্টা কিছু করে ফেলতে পারে।

ওরা হাত মেলালে টাকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

"তুমি আমার চেয়ারটায় বস।" টাকার ববকে ওর চেয়ারটায় বসতে বলে জেনিফারের ডেস্কের কোণায় ভর দিয়ে বসলে করবেটও বসলো।

"বব এখানকার মেজর থেফট অ্যান্ডট্রান্সপর্টেশন ক্রাইম ইউনিটের হেড ।"

"আমাদের লিফটে একবার দেখা হয়েছিল," জেনিফার হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো। ও এই বিল্ডিঙে যতবারই করবেটকে দেখেছে প্রতিবারই ওর করবেটকে ভীষণ ফিটফাট মনে হয়ছে, ওর ক্লিন শেভ করা চিবুক থেকে শুরু করে পালিশ করা কালো জুতা পর্যন্ত, ওর পাতলা সু লেসগুলো সবসময়ই সুন্দর করে ডাবল নটে বাধা। কিন্তু এখন ওর নিষ্পাপ চেহারার মধ্যে জেনিফার সূক্ষ্ম একটি পরিবর্তন লক্ষ করছে। ওর সিল্কের টাইয়ের নটটা অন্য সময়ের তুলনায় একটু বেশিই ছোট, দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে ওটা বেশ কয়েকবার লুজ করে আবার টাইট করেছে। অর্থাৎ সে চিন্তিত।

করবেট জেনিফারের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসলো। এরপর যখন সে কথা বলতে শুরু করল তখন তার গলার স্বর খুবই ক্লান্ত শোনাল, যেনো দৌড়ঝাপ করে এসেছে।

"হ্যা, অবশ্যই, আমার মনে আছে, হাই," সে সংক্ষেপে একটু তাড়াতাড়িই বললো। তার মেশিনগানের মত বলে যাওয়া শব্দগুলোর মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যাতে মনে হচ্ছে সে মিলিটারি থেকে এসেছে। ওরা আবার হাত মেলালো।

করবেটের বয়স ৪৫ হলেও তাকে আরো কম বয়স্ক মনে হয়, যদিও তার চোখের চশমা আর মুখ দেখে বোঝা যায় বয়স হতে শুরু করেছে। টাকারের তুলনায় তাকে আরো অনেক ফিট দেখায় যদিও তুলনাটা অসম।

তার মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা একটা গতিশীলতা এনে দেয়। তার মসৃণ স্টিল গ্রে চুল থেকে শুরু করে তার চোয়ালের আকৃতি পর্যন্ত। তার চোয়ালের হাড়গুলো তাকে মার্জিতভাব এনে দিয়েছে, আর সেগুলো দেখে ১৯৩০-এর দশকের আর্ট ডেকো রেল ইঞ্জিনগুলোর কথা মনে হয়, যেগুলো দেখলে মনে হত ঘন্টায় দু'শ মাইল বেগে ছুটতে পারে, এমনকি যখন দাঁড়িয়ে থাকতো তখনও। তার সুতীক্ষ্ম নাক আর ধূসর চোখ দেখে বোঝা যায় সে যথেষ্ট চালাক আর দৃঢ়চেতা। সে অদ্ভুতভাবেই জেনিফারকে ওর বাবার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কঠিন কিন্তু ভদ্র।

"ব্যুরোতে ববের ক্লিন-আপ রেট সবচেয়ে ভালো," টাকার বললো। "এখন কত আছে? ২৫ বছরে মাত্র পাঁচটা আনসলভড কেস? দারুণ রেকর্ড।" সে মাথা নাড়লো, যেন ব্যাপারটা ঠিক তার বোধগম্য হয় না।

"আসলে ফিল, পাঁচটা নয়, দুটো। আর আমি এখঁনো ওগুলোর হাল ছাড়ি নি।" করবেট হাসছে। তবে জেনিফার বুঝতে পারছে সে ইয়ার্কি করছে না। তাকে দেখে ইয়ার্কি করার মত লোক বলে মনেও হচ্ছে না।

"বব চাচ্ছে কেউ তার জন্য নতুন একটা কেসে কাজ করুক। আমি তোমাকে সাজেস্ট করেছি।"

জেনিফার শ্রাগ করলো। দুই জোড়া চোখ ওর দিকে তাকিয়ে থাকায় ও

একটু অপ্রস্তুত বোধ করছে।

"থ্যাংক ইউ, স্যার। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। কেসটা কি?"

করবেট ওকে বড় একটা ম্যানিলা এনভেলাপ বের করে দিয়ে খুলতে ইশারা করলো। জেনিফার ওটা সাবধানে খুললো, ভেতরে কতগুলো সাদাকালো ছবি।

"ছবির লোকটা ফাদার গিয়ানলুকা রানিরি।" জেনিফার ছবিটা ভালো করে দেখছে, লোকটার মুখ দুমড়ানো আর বুকে একটি গভীর ক্ষত।

"তাকে গতকাল প্যারিসে পাওয়া গেছে। পুলিশ তাকে সিন নদী থেকে তুলেছে, দেখতেই পাচ্ছ সে পানিতে ডুবে মারা যায় নি।"

জেনিফার বাকি ছবিগুলোতে চোখ বুলিয়ে গেল। তার লালচে-বাদামি চোখ দুটো রানিরির মুখ আর ক্ষতস্থানের ক্লোজআপ ছবিগুলো খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করছে। তারপর পেছনের ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেওয়া অটপ্সি রিপোর্টটাতে একবার চোখ বুলিয়ে গেল। যেমনটা করবেট বলেছে, ছুরি মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

ফাইলটা দেখে ও করবেটকে এক নজর দেখে নিল। সে ওর অফিস দেখছে আর মিটিমিটি হাসছে। জেনিফার ওর অফিসের সবুজ কংক্রিটের দেয়ালগুলো খালি রেখেছে, এটা ওর অনেক কলিগের কাছেই অদ্ভুত লাগে। আসল কথা হল গাদাগাদি কম থাকলে ওর মনোযোগ করতে সুবিধা হয়।

"কি মনে হয়?" করবেট জিজ্ঞেস করলো।

"ইনজুরি দেখে মনে হচ্ছে এটা পেশাদারী কাজ।"

"আমিও একমত।" করবেট মাথা নেড়ে সায় দিলো, ও জেনিফারের দিকে একটু চোখ সরু করে তাকাচ্ছে যেন ওকে আবার যাচাই করে নিচ্ছে।

"তারা লাশটা এমন জায়গায় ফেলেছে যাতে ওটা তাড়াতাড়িই পাওয়া যায়।"

"মানে?"

"মানে, হয় তারা ধরা পড়ার ব্যাপারে চিন্তিত নয়, অথবা তারা কাউকে কোন মেসেজ দিতে চাচ্ছে।" করবেট মাথা নেড়ে সায় দিল।

"সম্ভবত দুটোই। ধারণা করা হচ্ছে তাকে ১৬ জুলাই মাঝরাতে মারা হয়েছে, ৩/৪ ঘন্টা এদিক-ওদিক হতে পারে।" করবেট উঠে পায়চারী করতে শুরু করেছে। জেনিফার লক্ষ্য করলো করবেট ওর পকেটে চাবি বা কয়েন জাতীয় কিছু রাখে না যাতে কেউ তার পজিশন না জানতে পারে। শিকারী বিড়ালের মত, যে তার গলার ঘন্টাটা খুলে ফেলেছে যেন শিকার তার অস্তিত্ব টের না পায়। জেনিফার ফাইলটার পাতা ওল্টাচ্ছে।

"আমরা যা জানতে পেরেছি তা হল, রানিরি একজন ক্যাথলিক প্রিস্ট হিসেবে প্রশিক্ষণ নেয়, এরপর সে ভ্যাটিকান ইন্সটিটিউটে ধর্মীয় কাজে যোগ দেয়।"

"ভ্যাটিকান ব্যাংক?"

"আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, হ্যা।" করবেট তার ভ্রু উঁচু করলো, পুরোপুরি অভিভূত। "ওখানে প্রায় ১০ বছর কাজ করার পর সে কেইম্যান আইল্যান্ডের কোন একটা অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার নিয়ে তিন বছরের জন্য উধাও হয়ে যায়।"

জেনিফার করবেটের দিকে ঘুরতেই ওর কপাল কুঞ্চিত হল। ও বুঝতে পারছে, যে করবেট কিছু একটা দাঁড় করাচ্ছে। টাকার অলসভাবে বুকে দুই হাত রেখে বসে আছে। করবেট জেনিফারের ক্যাবিনেটের উপর হাত বোলালো, কোন ধুলা আছে নাকি চেক করছে। জেনিফার জানে নেই, ওর অফিসে কখনোই ধুলা থাকে না।

"সে মনে হয় সব টাকা শেষ করে ফেলেছিল, কারন গতবছর সে প্যারিসে ফিরে আসে। ফ্রেঞ্চদের মতে ওখানে সে ছোটখাটো কাজ করতো, বড় কিছু নয়। কোথাও একটি পেইন্টং কিংবা কোথাও একটি নেকলেস বিক্রি করে চলছিল। তবে তার সাইজ বিবেচনা করলে বলা যায় সে ভালোই ছিল।"

ওরা তিনজন হেসে উঠলে জেনিফারের বুকের মধ্যে যে অস্বস্তিটা জমা হচ্ছিলো তা কেটে গেল। করবেট আবার তার চেয়ারে বসতেই জেনিফার একনজর করবেটের জুতো জোড়া দেখে নিল। ওদের দুজনের তুলনায় করবেটের জুতোর রঙ একটু বেশি গাঢ়।

"আমি এটা বুঝতে পারলাম না," জেনিফার ফাইলটা টেবিলে রাখতে রাখতে বললো। "আমার কাছে মনে হচ্ছে সে কোন কিছু বা কাউকে ঝেড়ে ফেলতে চাচ্ছিলো অথবা তার কারো সাথে কোন ডিল ছিল যা পরে খারাপ দিকে মোড় নেয়। যাই হোক না কেন এসবের সাথে আমাদের সম্পর্ক কোথায়?"

করবেট সোজা ওর দিকে তাকালে অস্বস্তিটা আবার ফিরে এল, আরেকটু স্পষ্টভাবে।

"আমাদের সম্পর্ক? এজেন্ট ব্রাউন এটা তুমি অটপ্সি রিপোর্টে খুঁজে পাবে না। তার পাকস্থলিতে কিছু পাওয়া গেছে। এমন কিছু যা সে মারা যাবার আগে গিলে ফেলতে চেয়েছিল। এমন কিছু যা সে তার হত্যাকারীদের দেখতে দিতে চায় নি।"

করবেট পকেটে হাত দিয়ে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করে ডেস্কের উপর রাখলো। ডেস্কের উপর একটা ঈগলের ছবি, গর্বিত উড়ন্ত ঈগল। ছবিটা নিরেট সোনার পাতের উপর খোদাই করা।

একটি কয়েন।

অধ্যায় ৩

ক্লারকেনোওয়েল, লন্ডন
১৮ জুলাই–বিকাল ৪:৩০

বাইরে বিকাল, সময়টা রাশ আওয়ার। গাড়িগুলো গর্জন করতে করতে চলে যাচ্ছে। একটি রাবার আর স্টিলের সাগর যা ট্রাফিকের আলোতে উদ্বেলিত।

ভিতরে জানালার সাদা গ্লাসের উপর হলুদ আলো পড়ে চকচক করছে। কিছু কিছু জায়গায় রং উঠে গেছে আর সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোকরশ্মি সেখান থেকে ঘরে ঢুকে অন্ধকারকে বিদ্ধ করছে। ফ্যাকাশে বিমগুলোয় এমনভাবে ধুলো জমে আছে যেন গাড়ির হেডলাইট বেয়ে বর্ষার পানি পড়ছে।

রুমটা ভয়াবহ রকম অগোছালো। কমলা দেয়ালের উপর বড় বড় দাগ আর কাঠের মেঝে পুরোনো খবরের কাগজ আর খাবারের খোসায় ভরা। অন্যদিকে ফাটা সিলিং থেকে খোলা তারগুলো বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে, অনেকটা কঙ্কালের মত লাগছে।

রুমটির পেছনের দিকে, অমসৃণ মেঝেতে দুটি টি-চেস্ট রাখা। ওগুলোর একটার সামনে টম ক্রিক কুঁজো হয়ে মুখে হাত দিয়ে বসে আছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন সে। তার বয়স মাত্র ৩৫। কিন্তু এর মধ্যেই তার মাথার পাশ থেকে চুল কমতে শুরু করেছে। আর কয়েক দিন ধরে দাঁড়ি না কাটার ফলে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ির কারনে সেটা আরো বেশি করে চোখে পড়ছে।.

সে সবাইকে তার বাবার কথা মনে করিয়ে দেয়, অথবা সবাই তাকে তাই বলে। তার সামান্য কাঠিন্য মেশানো মুখ, উসকো খুসকো বাদামি চুল, গাঢ় নীল চোখ যার উপরে এক জোড়া ঘন বাদামি ভ্রু সবই তার বাবার মত।

ওর বিপরীত দিকে একটা বিশাল ব্যাকগ্যামন খেলার বোর্ড বিপজ্জনকভাবে দাঁড়ানো, যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। সেটার উপর অনেক জটিল নকশা আঁকা। এটা ও কয়েক বছর আগে ইস্তানবুলের গ্র্যান্ড বাজারের রাস্তার পাশ থেকে এনেছিল। এটা থেকে এখনও গ্লু, গ্রিস আর মসলার গন্ধ আসে। যখন তার ঘুম আসে না তখন সে একা একা ঘন্টার পর ঘন্টা নিজের সাথে খেলে। খেলার বিভিন্ন সম্ভাব্যতা আর নানা ধরনের কৌশল নিয়ে গবেষনা করে। তার সামনের অর্ধপুর্ণ গ্রে গুসের বোতল, এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রাতটা ছিল দারুণ দীর্ঘ।

কিন্তু টম তখন বোর্ডটার দিকে তাকিয়েও দেখছে না। সে তার কোলের উপর থাকা স্কি-মাস্কটি দেখছে। সে ওটা খুব সাবধানে দোলাচ্ছে যেন এটা খুব নরম কিছু দিয়ে বানানো। একটু হেসে সে তার ডান হাতটি মাস্কটার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ওটার চোখের গোলোক দুটোর মধ্যে আঙুল দিয়ে ঘোরাতে

লাগলো। যেন দুটো মাছ খুলির ভিতরে চোখের গোলোকের ভিতরে-বাইরে একে অপরকে তাড়া করছে।

ওর আঙুলগুলো বেশ লম্বা আর সুন্দর। আঙ্গুলগুলোর পরিমিত নড়াচড়া, জয়েন্টগুলোর শিকলের আংটার মত আকৃতি এবং সুন্দর করে কাটা প্রতিটি নখের নিচে অর্ধচন্দ্রাকার সাদা অংশ সেগুলোকে আরো অভিজাত করে তুলেছে। তারপরও ওর আঙুলের গাটগুলোতে অনেক কাটা-ছেড়া। ওর হাতের তালু রুক্ষ্ম আর শুষ্ক। অনেকটা কোন কন্সার্টের পিয়ানো বাদকের মত, প্রতিনিয়ত বাজানোর ফলে যার তালু রুক্ষ্ম হতে বাধ্য।

টম বুঝতে পারছে তাকে এখন কলটা করতেই হবে। সে পুরো তিন সপ্তাহ কোন যোগাযোগ করে নি, এখন তার কাছে আর কোন চয়েজ নেই। কিন্তু আর্চি কি ব্যাপারটা বুঝবে? সে কি তাকে বিশ্বাস করবে? হঠাৎ করেই ওর ঠোঁটে লেগে থাকা হাসিটা মিলিয়ে গেল, ও মাস্কটাকে ঘরের অন্য প্রান্তে এমনভাবে ছুড়ে দিল যেন সেটাকে দেয়ালে আঘাত করে ভেঙে ফেলতে চাইছে।

সে পেছনের পকেট থেকে ফোনটা বের করে ডায়াল করলে প্রায় সাথে সাথেই অপরপ্রান্তে ফোনটা রিসিভ করা হল। কিন্তু কেউ কথা বলছে না। টম একটু কেশে কথা বলতে শুরু করলো, তার গলা মোলায়েম এবং শান্ত। ওর সূক্ষ্ম আমেরিকান উচ্চারণ একটু গাঢ় হয়ে উঠেছে, যেটা ও নার্ভাস হলে প্রায়ই হয়।

"আর্চি, ফেলিক্স বলছি।"

"জিসাস ক্রাইস্ট, ফেলিক্স!"

ফেলিক্স নামটা সে খ্রিস্টান হবার সময় নেয়, বহু বছর আগে যখন সে প্রথম এই খেলাটা খেলতে শুরু করে। সে এখন নামটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

"তুমি এত দিন কোন চুলোয় ছিলে?"

"আমি দেরি করছিলাম।" টম উত্তর দিল।

"দেরি করছিলে? আমি তো ভেবেছি তোমাকে জেলে পোরা হয়েছে।"

আর্চি হল এই বিজনেসের সবচেয়ে ভালো ফেন্স। টম মাঝে মাঝেই ভাবে এটা ওর আসল নাম নাকি তার মত সেও একটি ঢাল ব্যবহার করছে, নিজেকে আড়ালে রাখার জন্য। আবার কেন যেন এটাও মনে হয় এটাই ওর আসল নাম।

"না, শুধু দেরি করছিলাম।"

"কেন?" এই প্রথমবারের মত আর্চির কণ্ঠে সত্যিকারের উদ্বেগ ফুঁটে উঠলো।

"না, আমি আর স্টেটসে কাজ করবো না, আমি তো তোমাকে বলেছিই, এটা আমার জন্য খুব রিস্কি হয়ে যায়। আমি জানি আমিই শেষজন যাকে ওরা জীবিত পেতে চায়, আর কোন একদিন ওরা সৌভাগ্যবান হয়েও যেতে পারে।

"কিভাবে হল?"

"মোটামুটি সবকিছুই প্ল্যান মোতাবেক ছিল। শুধু ওদের কিছু কন্সট্রাকশনের

কাজ চলছিল আর আমি এক্সট্রা সিকিউরিটির কারণে ভয় পাচ্ছিলাম। তাই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করেছি। প্রেশার প্যাড আর কম্বিনেশন রিসেট করা হয় নি। তাই কাজটা সহজেই হয়েছে।

"নাইস ওয়ান, তাহলে আগের জায়গাতেই?"

"আমার জিনিস পৌছে গেছে তো?"

"কি মনে হয়?"

"ফাইন, তাহলে আমি কয়েকদিনের মধ্যেই ওটা ওখানে রেখে যাব।"

"তোমাকে দ্বিতীয়টার জন্য কাজ শুরু করতে হবে, তোমার হাতে সময় বেশি নেই, ইতিমধ্যেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।"

একটা বিরতি। টম টি-চেস্টের উপর বসে বাম হাত দিয়ে নিজের কপাল ঘসলো। যেমনটা সে ভেবেছিল আর্চি তার কাজটা মোটেই সহজ করে দিল না। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে।

"আমি এই বিষয়ে তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

"হ্যা, অবশ্যই, বল," আর্চির কণ্ঠ একটু রহস্যজনক শোনালো।

"আসলে, আমি আর এই কাজ করতে চাই না।"

"কি?"

"যা তুমি শুনলে, আমি এগুলো ছেড়ে দিচ্ছি।"

"তুমি আমাকে ঝুলিয়ে দিচ্ছ?"

"আসল কথা হচ্ছে, এই ছাতার কাজ থেকে আমার মন উঠে গেছে, আর আমি এগুলো করতে চাচ্ছি না। আই অ্যাম সরি।"

"সরি?" শব্দটা হাতুড়ির মত আবার টমের কানে ফিরে এল। "সরি? এইসব বালের মানে কি? তুমি আমকে ঝুলিয়ে দিয়ে আবার ক্ষমা চাচ্ছ? তুমি ইয়ার্কি করছ। যাইহোক, আমিও সরি। তুমি সরি, আর আমি তোমার সরির পোঙ্গা মারি, আমাকে আগামী ১২ দিনের মধ্যে ক্যাসিয়াসকে দুটো রাশিয়ান অ্যান্টিক ডিম ডেলিভারি দিতে হবে, আর তা না হলে আমি শেষ। বুঝেছো?"

"ক্যাসিয়াস?" টম বিড়বিড় করে নামটা উচ্চারণ করতে লাগলো। সে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর পা ময়লা ভরা মেঝের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলো, যেন ওটা চোরাবালি। ও ফিসফিস করে বলতে শুরু করলো, "ডিল তো এমন ছিল না। তুমি বলেছিলে এটা ভিক্টর নামের কোন রাশিয়ান ক্লায়েন্ট। তুমি তো একবারও ক্যাসিয়াসের কথা মুখেও আনো নি। তাছাড়া তুমি তো জানোই আমি এই ধরণের লোকের জন্য কাজ করি না, বিশেষ করে ক্যাসিয়াস। তুমি আমার সাথে কি খেলা খেলতে চাচ্ছ?"

"শোন, আমি যখন কাজটা নেই তখন আমিও তার কথা জানতাম না।" আর্চির গলা একদম শান্ত, কিন্তু টমের কাছে মনে হল সে এটা অনেকবার প্র্যাক্টিস করেছে। "আর আমি যখন জানতে পেরেছি ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে,

কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি আর তুমি দুজনেই জানি তুমি কখনও ক্যাসিয়াসের কাজ কর না।"

"আর যদি ভালো টাকা পাওয়া যায় তবে তুমি সেটা ভুলে যেতে পারো? তাই না?"

"ওহ, আমাকে ভুল বোঝো না!"

"তোমাকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য সে কত দিয়েছে?"

"এর মধ্যে টাকার কথা কেন আসছে? এটা তোমার আর আমার দু'জনের জন্যই ভালো একটা ডিল আর তুমি সেটা খুব ভালো করেই জানো। তোমার তো জানার দরকারও ছিল না এটা ক্যাসিয়াস কি না।" টম দেয়ালে এক হাত ভর দিয়ে দাঁড়ানো, মেঝের দিকে তাকানো, অন্য হাত ফোনটা কানের সাথে চেপে ধরেছে। "ফেলিক্স, আমি জানি এটা আমাদের নিয়মের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু আমাদের দেখা হওয়া দরকার।" আর্চি অনেকটা অনুনয়ের সুরে বললো। "আমরা একসাথে ডিনার করতে পারি, কিভাবে ডিম দুটো ক্যাসিয়াসের হাতে তুলে দেব সেটার প্ল্যান করতে পারি। তুমি যদি তোমার কাজটা শেষ করার পরেরদিনই মিট করতে চাও, ঠিক আছে, কিন্তু আমাদেরকে আগে কাজটা ঠিকভাবে শেষ করতে হবে।"

আর্চির এত দ্রুত উত্তর দেয়াটা টমকে বেশ অবাক করলো। টম আশা করেছিল তাদের মধ্যে আরো কিছু কথাবার্তা হবে, আর্চি কাজটাতে ক্যাসিয়াসের জড়িয়ে যাবার ব্যাপারে তার অবস্থানটা আরও একটু ভালভাবে ব্যখ্যা করার চেষ্টা করবে, তারপর তারা এই শেষ কাজটা করার বা ছেড়ে দেবার সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কথা বলবে। কিন্তু আর্চির উত্তরটা এত দ্রুত এসেছে যে এটা নিয়ে আর বিতর্ক করার সুযোগ নেই।

"আর্চি আমি দুঃখিত।" টম সোজা হয়ে দাঁড়ালো, কঠিন স্বরে বললো সে, "তোমার আমাকে সত্যি কথাটা বলা উচিৎ ছিল। এখন এটা তোমার সমস্যা, আমার নয়। তুমি এই ডিমটা নিতে পারো যেটা আমি এনেছি, কিন্তু এই পর্যন্তই, আমি আর এসবের মধ্যে নেই।" বলেই ফোনটা কেটে দিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, যাক ব্যাপারটা শেষ হয়েছে।

টম ভ্রু কুচকে তাকালো। ও যখন স্কি-মাস্কটা ছুড়ে ফেলেছিল তখন ওটা একটা পেরেকে আটকে গিয়েছিল, এখনও সেখানেই আটকে আছে। ওর মনে হল ওটার খালি চোখগুলো ওর সাথে কোমর করছে।

অধ্যায় ৪

লুইসভিল, ক্যানটাকি
১৮ জুলাই–দুপুর ২:২৩

ইঞ্জিনের শব্দটা তার ঘুম ভাঙিয়ে ছাড়লো। শব্দটা তার স্বপ্নের মধ্যেও ঢুকে গিয়েছিল, আর সেটা বেড়েই চলেছে যতক্ষণ না সে জেগে ওঠে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল তার মাথা ঘোরাচ্ছে এবং ইন্দ্রিয়গুলো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রনে নেই, যেনো সে ঘুমিয়ে আছে। তারপর মনে পড়লো, মাথার পেছনে হঠাৎ করে একটা আঘাত, তীব্র একটা ব্যাথার অনুভূতি। তারপর কিছুই নেই।

সে চোখ পিটপিট করে তাকালো, তার মাথা নিচু হয়ে বুকের সাথে লাগানো। তার ধোয়াটে দৃষ্টি দিয়ে একটা স্টেয়ারিং হুইল দেখলো, একটি জানালা আর গাড়ির মধ্যে ঢুকে থাকা একটি লাল টিউব। তখন আসল ব্যাপারটা মাথায় এল তার এবং আতংকে তার চোখ বড় হয়ে গেল। এভাবে নয়, অবশ্যই এটা এভাবে শেষ হবে না।

সে বুঝতে পারলো সে কাশছে, তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, মাথা থেকে রক্তও ঝরছে। নিজের হৃদপিন্ডের শব্দ কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তার ইউনিফর্মের কলার আর টাই যেন গলা চেপে ধরেছে। তার ভীষণ খারাপ লাগছে। বিভিন্ন ঘটনা আর স্মৃতি তার মাথা যাওয়া আসা করছে। হঠাৎ করেই এক একটা ঘটনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে আবার সেটা নিভে গিয়ে অন্য একটি ঘটনা আসছে।

তার আট বছর বয়সের থ্যাংস গিভিং ডে'তে মে আন্টির মাতাল হয়ে যাওয়া, বেটি ব্ল্যাককে প্রথমে কিস করা, কলেজে থাকার সময় বাইক থেকে পড়ে গিয়ে গাল কেটে ফাঁক হয়ে যাওয়া। তার রিটায়ারমেন্ট পার্টিতে পুলিশ ক্যাপ্টেন ও'ব্যালের তার জন্য তালি দেওয়া, আর পরবর্তিতে তাকে কানে কানে বলা যে যদি কখনও সে তার পুরনো চাকরিটা ফেরত পেতে চায় তবে পেয়ে যাবে। সে তখন ফোনটা তুলে নিয়ে সাথে সাথেই রেখে দিয়েছিল। এটা ভেবে যে ডেবি না বলবে। ডেবি আর বাচ্চারা বারান্দা থেকে তার দিকে হাত নাড়ছিল, সবাই খুব খুশি।

ডেবি। ওর কথা চিন্তা করেই সে কাঁদতে শুরু করলো, তার অপরাধবোধটাকে কষ্টে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু খেয়াল করলো তার চোখ দিয়ে পানি আসছে না, তার শরীর তাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছে, তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তাকে দ্বিতীয়বার চেষ্টার অনুমুতি দিচ্ছে না।

"হে ঈশ্বর," সে তার মাথায় ঘুরতে থাকা ঘটনাগুলোর মধ্যে প্রার্থনা করলো, "আমাকে এতটুকু সময় দাও যাতে আমি ডেবিকে শুধু বলতে পারি, আসলে কি

ঘটেছিল। কেন আমি এটা করেছি, কেন ওরা আমাকে মেরে ফেললো।"

সে তার পা দুটো অনুভব করতে পারছে না, তারপরও সমস্ত শক্তি এক করে দরজার হ্যান্ডেলটা হাত দিয়ে টানতে চেষ্টা করলো। হ্যান্ডেল সরলো কিন্তু দরজা খুললো না। সিট বেল্টটা তার বুকের সাথে লেগে আছে, পাকস্থলিতে চাপ দিচ্ছে, তার বুকে চেপে বসে তাকে শ্বাস নিতে দিচ্ছে না।

সে চিৎকার করতে চাইলো, কিন্তু সে তার লাল দুটো ঠোঁট ফাঁক করতে পারছে না। তারপর গরম, ধোয়া আর আতঙ্কের মধ্যেও ব্যাপারটার সারল্য চিন্তা করে সে হাসলো। অতঃপর ইঞ্জিনের শব্দটাই ধীরে ধীরে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

অধ্যায় ৫

এফবিআই ল্যাবরেটরি, এফবিআই অ্যাকাডেমি
কোয়ান্টিকো, ভার্জিনিয়া
১৮ জুলাই–রাত ১১:১০

"তুমি এখনও আছ?"

ড. সারা লুকাস ল্যাবের দরজার সামনে এসে থামলেন। তিনি তার জ্যাকেটটা পরে নিয়ে ব্লন্ড চুলগুলোকে কলারের নিচ থেকে বের করে দিলেন। ঘরটা অন্ধকার ছিল, শুধুমাত্র ঘরের এক কোণায় একটি কম্পিউটারের আলো জ্বলছে। একজন লোকের অবয়ব দেখা যাচ্ছে, সে কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে কুঁজো হয়ে বসে কাজ করছিল।

"হুম," অবয়বটা বিরক্তির সাথে উত্তর দিল। "আমি নিউইয়র্কের কিছু পুলিশকে প্রমিজ করেছিলাম আজ রাতে যাবার আগে আমি সিস্টেমটা দিয়ে কিছু জিনিস রান করাবো। এখন মনে হচ্ছে না করলেই ভালো হত।"

সারা মৃদু হাসলেন। ডেভিড ম্যাকোনি, কোয়ান্টিকো থেকে আসা নতুন কর্মী। প্রবল উৎসাহী এবং অসাধারণ উচ্চাভিলাষী। তার এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি, বিশেষ করে কখন না বলতে হয়। এগুলো শেখায় সময় আর অভিজ্ঞতা। হঠাৎ করেই তিনি নিজের কথা চিন্তা করলেন। এগারোটা অতিক্রম করে গেছে, অথচ এখনও তিনি এখানে আছেন। সম্ভবত কিছু কিছু লোক কখনো না বলতে শেখে না।

"তো তুমি কি পেলে?"

ডেভিড পাগলের মত কি-বোর্ডে টাইপ করে যাচ্ছে। আর ওর খাটো আর মোটা অঙুল, মাংসল মুখ। বা দিকে সিথি করা তেলতেলে বাদামি চুল কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আছে। ড. সারা যখন ওর ঘাড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে তার টরটয়েজশেল চশমাটা পরছিলেন, তখন সে তাকিয়েও দেখলো না।

"এক লোক ফিফটিনথ এভিন্যুর ১৭ তলার একটা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে নয় মিলিয়ন ডলারের একটা ইস্টার এগ চুরি করে উধাও হয়ে গেছে। এনওয়াইপিডি'র ফরেন্সিক গ্রুপ সিন্দুকের সামনে মেঝেতে একটা চোখের পাপড়ি পেয়েছে। ওরা বলছে এটার সঙ্গে পুরো বিষয়টার কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে, তাও যেন আমরা একবার চেক করে দেখি, যদি কিছু পাওয়া যায়। আর কয়েক সেকেন্ড লাগবে।" বলেই সে ডক্টরের দিকে তাকাল। "আপনার কি খবর? আপনি এখনও এখানে?"

"আমিও তোমার মত প্রমিজ রাখছি।" ডক্টর মৃদু হাসলেন।

স্ক্রিনে একটা ছবি আর একটা নাম আসলো, কিন্তু এগুলো দেখতে বা পড়তে পারার আগেই স্ক্রিনটা লাল হয়ে গেল আর সেখানে একটি বক্সে একটি মেসেজ দেখা গেল

রেস্টিকটেড অ্যাকসেস!!!
ফাইলটি দেখার জন্য আপনার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স
থাকতে হবে।

এর নিচে একটি নাম আর ফোন নাম্বার দেওয়া।

"শিট।" মেসেজটা পড়েই ডক্টর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"কি হল?" ডেভিড পাগলের মত মাউসে ক্লিক করে আগের পেজটা আনার চেষ্টা করছে। "এর মানেটা কি?"

"এর মানে হল, তুমি যে এটা দেখেছ সেটা তুমি ভুলে গেছ, তুমি এটা দেখ নি," কঠোর স্বরে ডক্টর বললেন। তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। "কাল তুমি এনওয়াইপিডি'কে বলবে তুমি কোন ম্যাচ খুঁজে পাও নি, এগুলো কিছুই ঘটে নি, বুঝছ?"

ডেভিড বোকার মত মাথা নাড়লো। তার চোখ বড় হয়ে গেছে, স কনফিউজড। ডক্টর তার পাশ থেকে উঠে গিয়ে মেসেজের নিচে থাকা নাম্বারটা ডায়াল করলেন।

"হ্যালো স্যার," অপরপ্রান্তে ফোন ধরলে ডক্টর বললেন, "আমি কোয়ান্টিকো এফবিআই ল্যাব থেকে ড. লুকাস বলছি। এত রাতে কল করার জন্য আমি দুঃখিত স্যার। আমরা একটা ম্যাচ খুঁজে পেয়েছি। এনওয়াইপিডি দু'দিন আগে ক্রাইম সিন থেকে পাওয়া একটি স্যাম্পল দেয়। আমরা যখন এটা সিস্টেমে প্রবেশ করাই তখন আমাদের লক করে দেওয়া হয় এবং আপনাকে কল করতে বলা হয়েছে, স্যার, শুধু আমি আর একজন নতুন রিক্রুট জানি। হ্যা স্যার, আমি তাকে ব্যাপারটা বলেছি।" তিনি ঠান্ডা দৃষ্টিতে ডেভিডের দিকে তাকালেন। "আমার ধারণা সে বিষয়টা বুঝেছে। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। ইউ টু, স্যার।"

তিনি ফোনটা রেখে কনফিউজড হওয়া ডেভিডের দিকে তাকিয়ে কষ্ট করে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন,

"ওয়েলকাম টু এফবিআই।"

অধ্যায় ৬

ওয়াশিংটন ডি.সি
১৯ জুলাই–সকাল ৮:৩৫

গাড়িটা নতুন। বাতাসে এটার আর্টিফিসিয়াল লেদার আর প্লাস্টিকের গন্ধ এখনো অটুট। একটি পাতলা চেইন দিয়ে আটকানো সিলভার ক্রুশ ব্যাকভিউ মিররে ঝুলছে। এটা আস্তে আস্তে দুলছে, আর সূর্যের আলো পড়ে চিক চিক করছে।

জেনিফার ওর নোটগুলো থেকে চোখ তুলে গাড়ির গ্লাসটা একটু নামিয়ে দিতেই বাইরের গরম বাতাস মুখে এসে লাগলো। ও ডাউন-টাউন দিয়ে কন্সটিটিউশন এভিন্যু হয়ে স্মিথসোনিয়ান-এর দিকে যাচ্ছে। সে প্রথমে লিংকন মেমোরিয়াল এবং তারপর ভিয়েতনাম মেমোরিয়ালের জাহাজের গুদাম অতিক্রম করলো। একজন নিঃসঙ্গ প্রবীণ যোদ্ধা ঘুরতে বের হয়েছেন, তার হুইলচেয়ারের হ্যান্ডেলে ছোট ছোট দুটো স্টার, লাল-সাদা স্ট্রাইপ দেয়া। অনেকটা কূটনৈতিকদের গাড়িতে থাকা পতাকার মত। একটু সামনে দুটো বিশাল বাস রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে জাপানি টুরিস্টদের নামাচ্ছিল। রাস্তায় নামার সাথে সাথেই তাদের হাতে ক্যামেরা চলে এল।

অবচেতন মনেই সে তার কালো ট্রাউজার স্যুটের জ্যাকেটের বাম দিকের কলারটা সমান করলো। ও সব সময়ই কালো পরে। কালো পরলে ওকে ভাল লাগে, তাছাড়া সকালে সিদ্ধান্ত নিতেও কম সময় লাগে। ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হল। সে তার অ্যাপোয়েন্টমেন্টের জন্য দেরি করে ফেলেছে, লেট করা ওর প্রচন্ড অপছন্দ। পাঁচ মিনিট পর সে যখন দেখল সে কেবল ওয়াশিংটন মনুমেন্ট পর্যন্ত আসতে পেরেছে তখন তার পার্সটা খুলল।

ড্রাইভারের ডান কানের পেছনে ২০ ডলার ধরে বললো, "আমি এখান থেকে হেটে যাব।"

দরজা খুলে বের হয়ে আসলো সে। বাইরের তাপমাত্রা বাড়ছে। তার হিলের নিচে রাস্তার উপরিভাগ বেশ নরম। সে দুটো কালো সরকারী সিডানের মাঝখানে পড়েছিল। ওগুলোর প্যাসেঞ্জাররা এসি'র মধ্যে বসে আছে, ও ফুটপাতে উঠলো। একটু সামনে গিয়ে সিক্সটিনথ এভিন্যুর কোণায় এক হট-ডগওয়ালাকে দেখতে পেল। ভাজা পেয়াজ আর গরম সসেজের গন্ধে তার পেটের ক্ষিদেটা জেগে উঠছে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে জেনিফার হেটে চলে গেল।

স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউশন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিউজিয়াম কমপ্লেক্স। এটার রয়েছে চৌদ্দাটি আলাদা আলাদা মিউজিয়াম আর ডি.সি'র ন্যাশনাল জু।

এটা এবং নিউইয়র্কের আরো দুটো মিউজিয়াম মিলিয়ে এখানে ১৪২ মিলিয়নেরও বেশি ভিন্ন ভিন্ন আইটেম আছে।

ন্যাশনাল নিউমিশম্যাটিক কালেকশনের মানি অ্যান্ড মেডেল হলটি ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব আমেরিকান হিস্ট্রির তিন তলায়। ফরটিনথ স্ট্রিট আর কন্সটিটিউশন এভিন্যু'র জংশনে ন্যাশনাল মলে অবস্থিত ১৯৬০-এর দিকের একটি সাদা পাথরের বিল্ডিং। এটার কালেকশনে প্রায় চল্লিশ লাখ আইটেম আছে। যদিও এর খুবই সামান্য অংশই ডিসপ্লেতে রাখা হয়।

দশ মিনিট পর, জেনিফারকে অন্ধকার কাঠের অফিসে গাইড করে নিয়ে আসা হল। ওর পা ঘন সবুজ কার্পেটের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। ঘরের এক কোণায় একটা স্টার আর স্ট্রাইপের ছাপ। ঘরের শেষ প্রান্তে দুটো বিশাল জানালা। ফাইল আর একগাদা কাগজপত্রে ভরা বিশাল একটা ডেস্কের পেছনে বসে আছে ন্যাশনাল নিউমিশম্যাটিক কালেকশনের কিউরেটর, ৪২ বছর বয়সের মিলস বাক্সটার। সাদা শার্টের উপর একটি ডার্ক ব্লু স্পোর্টস জ্যাকেট পরা, সাথে বাদামি জিন্স। বাতাসে আফটার শেভের গন্ধ। সে উঠে দাঁড়ালো না।

"তারা আমাকে বলে নি তারা একটি মেয়েকে পাঠাচ্ছে।"

"আপনাকে হতাশ করার জন্য আমি দুঃখিত।" জেনিফার একটু টেনশন বোধ করলো।

"ঠিক উল্টোটা, মিস ব্রাউন। এটা একটা প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ। আসলে আমি যদি ব্যাপারটা জানতাম তাহলে একটু স্পেশাল কিছু করার চেষ্টা করতাম।"

সে তার পিয়ানো কি'য়ের মত ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো বের করে হাসল। জেনিফার তার হাসির মধ্যে একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষকে দেখতে পেল। হাত মেললে জেনিফারের কাছে মনে হল তার হাতটা একটু ভেজা ভেজা। অবচেতনভাবেই ও খেয়াল করলো তার বাম দিকে সিঁথি কাটা অংশটা অন্য দিকের তুলনায় একটু কম ফোলা। বুঝে গেল লোকাটা ঘরে ঢোকার একটু আগেই হাত দিয়ে চুল ঠিক করেছে।

"তাই নাকি, স্পেশাল এজেন্ট ব্রাউন," জেনিফার ওর আইডি বের করে বলল।

"অফকোর্স।" তার হাসিটা একটু স্তিমিত যেন।

সে জেনিফারের আইডি'টা নিয়ে ভাল করে দেখছে। বেশ কয়েকবার আই.ডি'র ছবির সাথে ওর চেহারা মিলিয়ে দেখলো। এই ফাঁকে জেনিফার ট্রাউজারে ওর হাতটা মুছে নিল। জায়গাটায় এখনও ভেজা একটা ভাব আছে। সে ওয়ালেটটা বন্ধ করে আইডি'টা ফেরত দিয়ে দিল।

"অফকোর্স, আমি এফবিআই'এর সাথে আগেও কাজ করেছি, যদিও তাদের কেউ এতটা আকর্ষণীয় ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত আমি সেই কেসগুলো আপনার

সাথে ডিসকাস করতে পারবো না।" তার চোখ দুটো একটু সরু হয়ে গেল। "ন্যাশনাল সিকিউরিটির ছোট্ট একটা বিষয়। আপনি তো বোঝেনই।" সে ডান দিকের দেয়ালে ইশারা করলো। সেখানে কিছু গুরুত্বপুর্ণ লোকের সাথে ছবি, কিছু সার্টিফেকেট। জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মুখ বাঁকা করে হাসল, আর আশা করল তার এই হাসিটা লোকটা দেখে নি।

"আপনি কি ভালোভাবে ওয়াশিংটন চেনেন?" জেনিফার কাঁধ তুললো, এইটুকু উৎসাহই বাক্সটারের জন্য যথেষ্ঠ ছিল। "আপনি যদি চান কেউ উইকেন্ডে আপনাকে পুরো শহরটা ঘুরিয়ে দেখাক, তবে আমি আপনার গাইড হতে পারলে খুবই খুশি হব।"

কয়েক বছর আগে জেনিফার যখন বিশ্বাস করতো কেবলমাত্র বুদ্ধি আর পরিশ্রম দিয়েই ভাল একজন এজেন্ট হয়া যায় তখন যদি ওর কাছে এ ধরনের অফার আসত তবে সে হেসেই উড়িয়ে দিত। কিন্তু কয়েক বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ওর সেসব নীতি বদলে গেছে। সে যদি দ্রুত কোন রেজাল্ট চায় তবে তাকে সেইসব নীতি ছাড়তে হবে। এর মানে যদি এই হয় যে, এখন মিলস বাক্সটার যা শুনতে চায় তাকে তাই শোনালে করবেটের কাছে ভাল কিছু নিয়ে যাওয়া যাবে, তাহলে সেটাই হোক।

"ব্যাপারটা আসলে সেরকমই," জেনিফার ওর চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে বললো।

"গ্রেট।" বাক্সটারের চোখ উজ্জ্বল হল। "প্লিজ বসুন," সে তার সামনের লেদারের চেয়ারটায় ইংগিত করে বললো। "আর আমাকে শুধু মিলস ডাকতে পারেন।"

"থ্যাংক্স, মিলস," জেনিফার উষ্ণভাবে হাসলো। "তাহলে আপনিও আমাকে শুধু জেনিফার ডাকুন।"

"তো জেনিফার, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?"

জেনিফার ওর জ্যাকেটের পকেটে হাত দিল।

"আপনি আমাকে এই কয়েনটার ব্যাপারে কি বলতে পারেন?" সে কয়েনটা বাক্সটারের সামনে তুলে ধরলো।

কয়েনটা এখনো একটা প্লাস্টিকের প্রটেক্টিভ খামের মধ্যে রাখা। বাক্সটার জিনিসটা ভাল করে দেখার জন্য একটা স্টিল রিমের চশমা পরে ডেস্ক-লাইটটা জালিয়ে দিয়েছে। সে একবার দেখে চোখ তুলে তাকালো। তার চোখ বিস্ময়ে পরিপুর্ণ। তার গলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা শোনাল, এই প্রথমবারের মত পুরো ব্যাপারটা তার কাছে আকস্মিক হয়ে উঠেছে।

"তোমরা এটা কোথায়, কিভাবে পেলে?" সে অবিশ্বাসে মাথা নাড়াতে লাগল। ওর গলার নিচের পাতলা চামড়া পেন্ডুলামের মত নড়ছে। "এটা তো

অবিশ্বাস্য, অসম্ভব।" তার নিঃশ্বাস ঘন, সে এমনভাবে কয়েনটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে যেন ওটা প্রচন্ড গরম কোন কিছু, ওটাকে হাতে রাখা যাচ্ছে না।

"মানে কি?"

"এটা অবশ্যই ১৯৩৩ সালের ডাবল ঈগল।"

জেনিফার কাঁধ তুললো। "আমি কোন কয়েন এক্সপার্ট নই, মিলস।"

"অবশ্যই নও। আসলে ১৮৪৯ সালের স্বর্ণ বিপ্লব থেকে ইউ.এস গভমেন্ট ১৭৯০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে গোল্ড কয়েন আর ২০ ডলারের কয়েন চালু করে, যেটাকে ডাবল ঈগল বলা হয়।"

"ডাবল ঈগল কেন? কয়েনটাতে তো মাত্র একটা ঈগল।"

"আমার ধারণা," সে সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "দশ ডলারের কয়েনগুলোকে বলা হত ঈগলস, আর যখন বিশ ডলারের কয়েন এল তখন তাদের ডাকা হত ডাবল ঈগল। বেশিরভাগ মানুষ খুব বেশি চেষ্টা করলেও আসলে কল্পনাশূন্য।"

"বুঝেছি।"

"পরে সব বন্ধ করে দেয়া হয়।" বাক্সটার চিন্তা করে বলল।

"এই কয়েন? কেন, কি হয়েছিল ১৯৩৩ সালে?"

"কি হয় নি ১৯৩৩ সালে," বাক্সটার বলতে শুরু করলো, ধীরে ধীরে সে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। তার গলা আরো আত্মবিশ্বাসী শোনালো। সে কয়েনটা ডেস্কের উপর রেখে চেয়ারে বসে বলা শুরু করলো, "১৯৩৩ সালে ছাড়া গোল্ড কয়েনগুলোর একটা মজার ব্যাপার হল আমেরিকা তখন ডিপ্রেশনে ভুগছিল। যার ফলে ১৯৩৩ সালের মার্চে রুজভেল্ট ক্ষমতায় আসার পর সোনার উৎপাদন, বিক্রি, মালিকানা সব বাতিল করে দেয়া হয়।"

হঠাৎ স্কুলের একটি হিস্ট্রি প্রজেক্টের কথা ওর মনে পড়াতে জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো। ১৯২৯ সালের ওয়ালস্ট্রিট ক্র্যাশ। দ্য গ্রেট ডিপ্রেশনের শুরু। দেশে লোকদের একটা অংশ কোন কাজ করতো না, দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলে স্টকস, বন্ডস ইত্যাদিতে মানুষের কৃপণতা সব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। মানুষ তখন কেবল একটা জিনিসকেই দাম দিত–সোনা।

"প্রেসিডেন্ট, ফেডারেল গোল্ড রিসিভারদের ঠেকিয়ে মার্কেট শান্ত করতে চাইলেন," বাক্সটার হাত নাড়িয়ে বলতে থাকল, "এক্সিকিউটিভ অর্ডার ৬১২০ দেশের মানুষের জন্য সকলপ্রকার সোনার মালিকানা এবং ব্যাংকগুলোর সোনা দিয়ে মূল্য পরিশোধ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো।"

"তাহলে তো সমস্ত কয়েনগুলো একেবারে মুল্যহীন হয়ে পড়েছিল," জেনিফার বলল।

"ঠিক তাই, তখনো ব্যাপারটা ভালোভাবে প্রকাশিত হয় নি, তাই

ফিলানফিয়া মিন্ট আইনটা জারি হবার ঠিক পরের মাসে ৪৫০০০০টি ১৯৩৩ ডাবল ঈগলস উৎপাদন করে। আর সেগুলোর যাবার কোন জায়গা ছিল না।"

"তার মানে তারা কয়েনগুলো বাজারে ছাড়তে পারে নি?"

বাক্সটার হেসে বললো, "আসলে তারা সেগুলো দিয়ে কিছুই করতে পারে নি। ১৯৩৭ সালে তারা প্রত্যেকটা কয়েন গলিয়ে ফেলে।" সে একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে গলা নামিয়ে বললো, "জেনিফার, অফিসিয়ালি ১৯৩৩ ডাবল ঈগলের কোন অস্তিত্ব নেই।"

অধ্যায় ৭

ক্লারকেনওয়েল, লন্ডন
১৯ জুলাই–দুপুর ২:০৫

সে দোকানের সামনের দিকটায় সুন্দর কালো রঙ দিতে পারতো, যদিও জানালাগুলোকে ঘন সাদা রঙ করে রাস্তার মানুষের চোখের আড়ালে রাখা হয়েছে। দোকানের নামটা অর্ধগোলাকার বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা। টম গর্বের সাথে পড়ল ক্রিক ডুভাল।

ওর মা এটা দেখলে পছন্দ করতেন। ওই লাইনটার নিচে সোজা লাইনে ছোট করে লেখা : ফাইন আর্ট অ্যান্ড অ্যান্টিকস।

রাস্তার দু'পাশ ভালো করে দেখে নিয়ে ও রাস্তা পার হয়ে অর্ধেক পথ গিয়ে একটু থেমে চলমান গাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে দোকানটার দরজার সামনে দাঁড়ালো। দরজাটা শব্দ করে খুলতেই দেখতে পেল একগাদা ডিপোজিট বক্স এবং বক্সগুলোর মধ্যের জিনিসগুলো রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত শোলা আর খড়-কুটো চারদিকে ছড়ানো। একটা বক্সের মধ্যে রিজেন্সি (১৮১০-২০ সাল) ঘড়ি, আরেকটার মধ্যে সিজার বা আলেকজেন্ডারের একটা মার্বেলের মূর্তি, সে এখনও চেক করে দেখে নি। ঘরের একদম শেষে এডওয়ার্ডের আমলের একটা গোলাপ। কাঠের টেবিল পুরোপুরি আনপ্যাক করা এবং গাঢ় সবুজ রঙের একটি পশমের কাপড়ের উপর রাখা শুকনো ফুলে ভরা বিশাল একটা হ্যান ডাইন্যাস্টি ফুলদানি। এগুলো সব পরিস্কার করতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে।

তারপরও এটা নিয়ে টম তেমন একটা ভাবলো না। ওর যতদূর মনে পড়ে এই প্রথমবার তার নিজের কথা ভাবার সময় আছে। ও এর আগেও শপিংয়ের কথা ভেবেছে, অন্তত ওর আইডিয়াগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছে। হাজার হোক অনেক বছর তার টাকাটা লাগে নি। কিন্তু এর থেকে কয়েক সপ্তাহের বেশি দূরে থাকা ছিল কষ্টকর। যেমনটা জুয়াড়িরা দীর্ঘ দিনের বিরতির পর আবার ব্ল্যাকজ্যাক টেবিলে তাদের প্রিয় সিটটাতে ফিরে যায়, তেমনি সেও প্রতিবার ফিরে এসেছে।

কিন্তু এবারের বিষয়টা ভিন্ন। বিষয়গুলো বদলেছে, সেও বদলেছে। নিউইয়র্কের কাজটার পর তো তাই মনে হয়।

আর এখন পর্যন্ত শুধু একটা নামই টমের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাসিয়াস। অবশ্য ও এখনও পুরোপুরি শিওর না যে, আসলেই এ সবের পেছনে ক্যাসিয়াস আছে নাকি আর্চি কেবলমাত্র তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য ক্যাসিয়াসের নাম ব্যবহার করছে। যদি তাই হয়

তবে সে একটা বড় ঝুঁকি নিচ্ছে। আর যদি এসবের পেছনে আসলেই ক্যাসিয়াস থেকে থাকে তাহলে আর্চি ক্যাসিয়াসের খেলার নিয়মটা ঠিকমত না বুঝেই ডাইস ছুড়েছে, আর মনে হয় একেবারে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে।

কিন্তু আর্চি তো ওর রেসপন্সিবিলিটি নয়। এটাই টম নিজেকে মনে করিয়ে দিল। এখনও নয় আর কখনো ছিলও না। আর্চি যখন নিজেকে বিপদের মধ্যে জড়িয়েছে তখন তাকে নিজে নিজেই বিপদ থেকে উঠতে হবে। টম হৃদয়হীন হচ্ছে না, এটা খেলাটার নিয়ম।

ও দোকানের কাজগুলো করতে লাগলো, কাঠের ফ্লোরটাকে পুরোপুরি পরিস্কার করে, এরপর পেছন দিকের দরজা দুটির সামনে আসলো। বামদিকের দরজাটা খুলে বিশাল ওয়্যারহাউজে ঢোকার করিডোরে পা দিল সে।

বা দিকে, ২০ ফুট নিচে ওয়্যারহাউজের মেঝের সাথে শক্ত করে লাগানো একটা লোহার মই। দেয়ালের অন্য দিকে একটা স্টিল শাটার রয়েছে। ওটা রাস্তার দিকে খোলে। রাস্তাটা আশেপাশের বিল্ডিংগুলোর পিছন দিয়ে গিয়ে পাহাড় দিয়ে নেমে গেছে। ওয়্যারহাউজটার সিলিঙের সাথে যে নিয়নের টিউবগুলো মিশেছে ওগুলো থেকে একটু শব্দ আসছে, আর এদের লাইটের গরমে সাদা দেয়ালগুলো ঘেমে গেছে।

সিঁড়িটা বেশ খারাপভাবে নড়ছে আর শব্দ করছে। "তুমি উপরে ওঠো কিভাবে?" সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে টম জিজ্ঞাসা করল। মেয়েটা শব্দ শুনে উপরে তাকালো।

"এখনো অনেক কাজ বাকি," মেয়েটা চশমাটা খুলে তার নীল চোখ ডলে নিল। "কেমন দেখাচ্ছে?" ওর ইংলিশ বেশ সুন্দর, যদিও সামান্য সুইস-ফ্রেঞ্চ উচ্চারণে কথা বলে।

"গ্রেট, তোমার কথাই ঠিক, রূপালীর থেকে সোনালী রঙেই বেশি সুন্দর লাগছে।"

মেয়েটা লজ্জা পেয়ে চশমাটা আবার পরে নিল। ডোমিনিকের বয়স মাত্র ২২। কিন্তু তারপরও ও প্রায় চার বছর জেনেভাতে টমের বাবার জন্য কাজ করেছে। এরপর ও টমকে পুরো দোকান লন্ডনে নিয়ে এসে বিজনেস ঠিকঠাক করতে সাহায্য করছে। মেয়েটা দারুন কাজ করছে, টম আশা করছে ও থেকে যেতে রাজি হবে।

"সব এখানে আছে?" টম আশেপাশের বাক্সগুলোর দিকে তাকিয়ে বললো।

"আমার তো তাই মনে হয়, লাস্টের দিকের কয়েকটা বাক্স লিস্টের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে।"

"এগুলো?" ডোমিনিকের দেখানো বক্সগুলো সামনে গিয়ে টম জিজ্ঞেস করল।

"উ...হুম, নাম্বারগুলো একটু বল তো?"

"হ্যা, পড়ছি।" প্রথমটার সামনে গিয়ে একটু নিচু হয়ে টম পড়তে লাগল।

"১৩১২৭২।"

"ওকে," ডোমিনিক ল্যাপটপ দেখে বলল।

"১৩১১১-"

উপরের প্লাটফর্ম থেকে একটা নাকি গলা শুনে টম থেমে গেল।

"আমরা বেশ ব্যস্ত, ক্রিক। আমার মনে হচ্ছে তুমি বাকিংহাম প্যালেসে হাত টান দিয়ে এসেছ।"

"ডিটেক্টিভ কন্সটেবল ক্লার্ক," উপরে না তাকিয়েই টম বললো। "আমাদের প্রথম কাস্টমার।"

ক্লার্ক রোবটের মত আরেকটা সিগারেট ধরালো। ওর মুখে একটা সিগারেট ছিল, ওটা শেষ হবার আগেই আরেকটা সিগারেট ধরালো, আগের জ্বলন্ত সিগারেটটা টমের পায়ের সামনে ফেলে দিল সে।

"ক্রিক, এটা এখন ডিটেক্টিভ সার্জেন্ট ক্লার্ক," বলে সিগারেটে একটা টান দিল। ও মই দিয়ে এত আস্তে আস্তে নামছে যে মইটা কোন শব্দই করছে না। "তুমি যখন বাইরে ছিলে, তখন এখানে অনেক কিছুই বদলে গেছে।"

"ডিটেক্টিভ সার্জেন্ট? ওদের মাথা মনে হয় পুরোপুরি ঠিক নেই।"

ক্লার্কের গলার রগ ফুলে উঠলো। সে বেশ লম্বা, যদিও ওর গোলাকার ঘাড়ের কারণে ওকে ততটা লম্বা মনে হয় না। তাছাড়া ক্লার্ক অসম্ভব রোগা। ওর গ্রে রঙের চামড়া ওর গালের হাঁড়ের সাথে শক্ত করে লাগানো। ওর মুখে সবসময়ই একটা অসন্তুষ্টির ভাব লেগে থাকে। চুলগুলো সুন্দর করে ব্যাকব্রাশ করে আচড়ানো, কব্জির হাড়গুলো দেখলে মনে হয় চামড়া দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসবে আর যদি একটু জোরে হ্যান্ডশেক করা হয় তবে হাঁড়ই ভেঙ্গে যাবে।

"শুনলাম গত কয়েক মাস তুমি যেই গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ছিলে তার থেকে বেরিয়ে এসেছ।" ক্লার্কের চোখ জ্বলে উঠল। "তাই চিন্তা করলাম একবার তোমাকে দেখে যাই, একটা সোশ্যাল ভিজিট আর কি, তোমার আবার এটা না মনে হয় যে আমি তোমাকে ভুলে গেছি।"

"উমম...আমি তোমাকে সান্তনা দেবার জন্য এটুকু বলতে পারি, আমি তো তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

ক্লার্ক ওর মুখ বন্ধ রাখলো। টম দেখতে পেল ওর চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। ক্লার্ক সম্পুর্ণ শক্তি নিজেকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করছে। ও টমের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে পুরো ঘরটা দেখতে লাগলো।

"তো, এই ছাতার মাথার জিনিসগুলো সব তোমার?"

টম একবার ডোমিনিককে দেখে নিল। ও এমনভাবে কম্পিউটারে কাজ করেছে যেন ওর পেছনে কিছুই হচ্ছে না।

"এটা তোমার কোন জানার বিষয় নয়, তারপরও বলছি, হ্যা।"

ঠান্ডা গলায় ক্লার্ক বলতে লাগলো, “কিন্তু খোদা জানে কোন গরীবের ঘর থেকে তুমি এগুলো মেরে দিয়েছো।” ওর সবচেয়ে কাছের বক্সে একটা লাথি মেরে ও জিজ্ঞেস করল, “কি এটার মধ্যে?” ওর বিশাল আর উঁচু সোলের জুতার কারণে পা দুটোকে অনেক বড় মনে হয়।

“ক্লার্ক তুমি তোমার সময় নষ্ট করছ।” টম একটু দ্রুত বলল। ওর নিজেরই এখন মেজাজ খারাপ হতে শুরু করেছে। “আমি আমার বাবার ব্যবসা সুইজারল্যান্ড থেকে এখানে নিয়ে এসেছি। আর আমি এসবের জন্য সুইস এবং বৃটিশ দুই দেশেরই প্রয়োজনীয় সকল ফর্মালিটি কমপ্লিট করেছি।”

ক্লার্ক ওর দিকে ফিরে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি দিল। “আচ্ছা আমাকে একটা কথা বল তো, তোমার কি ছেলে হিসেবে লজ্জা করল না এসবের মধ্যে তোমার বাবাকে টেনে আনতে?”

টমের শরীর শক্ত হয়ে গেল। ক্লার্ক ওর চোয়াল দেখে বুঝতে পারল ও দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে। পুরো ব্যাপারটা খুব এনজয় করছে সে। ওর চোখ সরু হয়ে গেল।

“আমার মনে হয় তোমার যাবার সময় হয়েছে,” টম একটু সামনে এগিয়ে বললো।

“আমাকে হুমকি দিচ্ছ নাকি?”

“না, আমি যেতে বলছি, এখনই।”

“আমার যখন যাবার সময় হবে তখন আমি যাব।” ক্লার্ক বেশ বাজেভাবেই কথাটা বললো। বলেই বুকের উপর হাত ভাঁজ করে দাঁড়ালো। ওর গ্রে কালারের সুটটা কনুইয়ের কাছে চকচক করে উঠছে।

“ডোমিনিক,” ক্লার্কের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টম ডাক দিল। “প্লিজ একটু মেট্রোপলিটন পুলিশে ফোন করে কমিশনার জারভিসকে বল তো ডিটেক্টিভ সার্জেন্ট ক্লার্ক আমাকে আবার হয়রানি করছে। আর বল, সে বিনা ওয়ারেন্টে বেআইনীভাবে আমার দোকানে ঢুকেছে আবার যেতেও অস্বীকার করছে।” ডোমিনিক সায় দিলো কিন্তু নড়লো না।

ক্লার্ক টমের একদম কাছে এগিয়ে এল। এত কাছে যে টম ওর নিঃশ্বাসের গন্ধ পাচ্ছে।

“তুমি ধরা পড়বে, ক্রিক। সবাই পড়ে, আর সেদিন আমি সেখানে থাকবো।”

সিগারেটটা মুখের একপাশে নিয়ে সে একটা টান দিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডোমিনিক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে টমের দিকে তাকালে টম নার্ভাসভাবে কেশে গলাটা একটু পরিস্কার করে নিল। সে জানত কোন না কোন দিন তাকে এটা নিয়ে কথা বলতেই হবে, কিন্তু সেটা সে বলবে নিজের মত করে, যখন সে বলার

জন্য প্রস্তুত হবে। অবশ্যই এখন এভাবে নয়।

"আমি দুঃখিত তোমাকে এসবের মধ্যে বসে থাকা লাগলো।" টম শুরু করলো, "আসলে ব্যাপারটা যেমন দেখাচ্ছে সেরকম নয়।"

"অবশ্যই এমনই," সে একটু হেসে অন্যদিকে তাকাল।

"এর মানে কি?" টমের চোখ সরু হয়ে গেল।

নীরবতা।

"তোমার বাবা মদ্যপ অবস্থায় অনেক কথা বলতেন, তুমি তো জানোই," অবশেষে ডোমিনিক বলতে শুরু করলো। "উনি তোমার সম্পর্কে আমাকে কিছু কথা বলেছিলেন, তাতে কিছু দাঁড় করাই, আর তোমার পুলিশ বন্ধু ফাঁকা ঘরগুলো পুরণ করে দিয়ে গেল।"

টম মাথার পেছনে দুই হাত দিয়ে ডোমিনিকের সবচেয়ে কাছের বক্সটার উপর বসে পড়ল। "তুমি যদি ব্যাপারটা জানই, তাহলে তুমি এখানে কি করছ?"

"তুমি সত্যিই মনে কর আমি আশা করব আর্ট বিজনেসে তুমিই একমাত্র সৎ মানুষ? সবারই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। আমি দেখেছি তোমারটা অন্যদের চাইতে ভাল।"

"এটাই কারণ?"

"আংশিক,।" সে একটু হেসে একদিকে তাকালো। "তুমি জান আমি অনেকদিন ধরে এই বিজনেসে তোমার বাবার সাথে কাজ করেছি। যখন উনি মারা গেলেন ব্যবসাটা তখন ভালোই চলছিল। আমার আর তোমার যখন প্রথম দেখা হল তখন তুমি বলেছিলে তুমি এটা চালিয়ে নিয়ে যেতে চাও। আর আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম।"

"আমি এটা নিয়ে কাজ করার ব্যাপারে সিরিয়াস। আগের থেকেও বেশি," টম অনুনয়ের ভঙ্গীতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল।

"আর অন্যদিকের...?"

"সেসব শেষ। এখন এটাই সব। আর এজন্যই আমি এটা নিয়ে ভালভাবে এগুতে চাই।"

"ওকে," ডোমিনিক আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় দিল।

"ওকে?" ভ্রু উঁচু করে জিজ্ঞেস করল টম।

"ওকে," চশমাটা পরে আবার কম্পিউটারের দিকে তাকাল সে।

অধ্যায় ৮

স্মিথোসনিয়ান, ওয়াশিংটন ডিসি
১৯ জুলাই–সকাল ৯:০৬

"আর আন অফিসিয়ালি?"

বাক্সটার ওর ডেস্ক থেকে উঠে আবার চেয়ারে বসল।

"আনফিসিয়ালি, দশটা কয়েন বেঁচে গিয়েছিল।" সে উত্তেজিতভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে আবার বলতে শুরু করলো। "এমন একটা ঘটনা শোনা গিয়েছিল যে কয়েনগুলোকে গলানোর ঠিক আগে ওখানকার চিফ ক্যাশিয়ার জর্জ ম্যাককেন দশটা কয়েন সরিয়ে ফেলে। সে সকল অভিযোগ অস্বীকার করেছিল কিন্তু এটা আসলে সে-ই করেছিল।"

"আর কয়েনগুলো?"

"১৯৪৪ সালে এক দম্পতি কয়েনগুলোকে নিলামে তোলার চেষ্টা করলে এক সাংবাদিক তাদের ব্যাপারে টাকশালকে বলে দেয়। তাকে আবার সিক্রেট সার্ভিসে ডেকে নেয়া হয়। তাদের কয়েনগুলো উদ্ধার করতে প্রায় দশ বছর লেগে যায় কিন্তু তারা সফল হয়। তারা সবগুলো কয়েনই গলিয়ে ফেলে, কেবল মাত্র একটা ছাড়া।"

"তারা সেটা পায় নি?"

"হুমম...তারা জানতো ওটা কোথায় আছে, কিন্তু তাদের সেখানে যাবার সুযোগ ছিল না। ওটা মিশরের রাজা ফারুকের কয়েন কালেকশনে চলে গিয়েছিল। আসলে ইউ.এস রাজস্ব বিভাগ বুঝতে পারে নি ওটা কি, তাই ওরা ওটাকে এক্সপোর্ট লাইসেন্স দিয়ে দেয়। ওটা ফেরত পাবার কোন রাস্তা ছিল না, কারণ তারা নিজেদের পেপারওয়ার্কের কারণেই ফেঁসে যাচ্ছিল।"

"সে তো জানতো এটা চুরি হয়েছিল?"

"যতক্ষণে সে ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল, সেটা সম্ভবত কয়েনটার দামের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। আর ১৯৫২ সালে মিশরীয় অভ্যুত্থানের পরে সে তো সকল সমীকরণের বাইরেই চলে গেল। নতুন সরকার তার সকল সম্পদ সিজ করে নেয়। তারপর থেকে কয়েনটার নাম হয়ে যায় 'ফারুক কয়েন'।"

"তো কয়েনটা অন্য কেউ নিয়ে আসে?"

"না।" বাক্সটারের চোখ জ্বলে উঠলো, সে উত্তেজিতভাবে বললো, "কয়েনটা স্রেফ উধাও হয়ে যায়।"

"উধাও?" জেনিফার যেন সিট থেকে লাফিয়ে উঠল, বাক্সটারের মত সে-ও

উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

"ভ্যানিশড।" বাক্সটার নাটকীয়ভাবে তার হাতটা মুঠো করে আবার খুলে ফেললো। তারপর বলতে থাকলো, "চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় উধাও থাকার পর রাজস্ব বোর্ড কালেক্টরের ছদ্মবেশ ধরে ১৯৯৬ সালে সেটাকে একজন ইংলিশ ডিলারের কাছ থেকে উদ্ধার করে। পরে ওই ডিলার দাবি করে যে সে ওটা অন্য একজন ডিলারের কাছ থেকে বৈধভাবে কিনেছে। অবশেষে রাজস্ব বোর্ড কয়েনটাকে নিলামে তোলে আর ওই ডিলারের সাথে তারা কিছুই করে নি।"

"আপনি এতসব কেমন করে জানেন?" জেনিফার জিজ্ঞেস করল। বাক্সটারের কাছ থেকে এতগুলো তথ্য এক রকম মুখস্থ শুনে ও কনফিউজড হয়ে গেছে। "এটাতো শুধু একটা কয়েন, তাই না? এরকম তো এখানে হাজার হাজার আছে।"

"কারণ এটা কেবলমাত্র একটা পুরনো কয়েন নয়, জেনিফার। এটা কয়েনদের হলি গ্রেইল। এটাকে ফিলাডেলফিয়া মিন্ট থেকে চুরি করা হয়, পরে উধাও আবার অনেক নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে সেটা পাওয়া যায়। এটা ইডেন গার্ডেনের সেই নিষিদ্ধ ফলটার মত। একেবারেই অনন্য।"

"তো আমরা কত টাকা নিয়ে কথা বলছি?"

"ইউএস মুদ্রা বানানোর সার্টিফেকেট অনুসারে ২০ ডলার," বাক্সটার একটু নাটকীয়ভাবে থামলো। "আর কয়েনটার নিজের দাম আট মিলিয়ন ডলারের কিছু কম।"

জেনিফারের চোখ বড় হয়ে গেল। একটা কয়েনের দাম আট মিলিয়ন ডলার? এটা পাগলের মত, লাগাম ছাড়া দাম। এটা কোন কথা হল। নাকি এটাই কথা। একজনকে হত্যা করার জন্য যথেষ্ট টাকা। সম্ভবত এজন্যই রানিরিকে মরতে হয়েছে।

"ন্যাশনাল নিওম্যাশটিক কালেকশনে আমেরিকার সব কয়েনেরই এক্সাম্পেল আছে। আমাদের কাছে দুটো ১৯৩৩ ডাবল ঈগল আছে, মানি অ্যান্ড মেডেল হলের ডিসপ্লে'তে। ওগুলো আর ফারুক কয়েনটাই ডাবল ঈগলের সর্বশেষ অস্তিত্ব। অবশ্য এক্সিবিশনের কয়েনগুলো ফারুক কয়েনের মত ব্যক্তিগত মালিকানার জন্য নয়। তুমি চাইলে কিন্তু আমরা গিয়ে দেখতে পারি।" বাক্সটার বলল।

"অবশ্যই।" জেনিফার সায় দিলো।

বাক্সটার ডেস্ক থেকে নেমে দরজাটা খুলে জেনিফারের জন্য থামলো। "আফটার ইউ।"

"থ্যাংক ইউ, মিলস।"

হলে যাবার রাস্তাটা বেশ ছোটই। একটা সরু গ্যালারি পার হয়ে যেতে হয়। ওটার দু'পাশের দেওয়ালের আয়তাকার ডিসপ্লে কেসগুলো আর তাদের মধ্যের

জিনিসগুলোর উপর লাইট পড়ে চকচক করছে। বাক্সটার রুমটার মাঝখানের একটা ক্যাবিনেটের দিকে ইশারা করলো। বিশেষভাবে তৈরি রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় প্লাস্টিক কন্টেইনারের মধ্যে কয়েনগুলো রাখা। একটা সবুজ রঙের পশমী কাপড়ের উপর রাখা কয়েন দুটো দুটি ভিন্ন দিক প্রদর্শন করছে।

"খুব সুন্দর না?" বাক্সটার আস্তে করে বললো। নিচু হয়ে দেখতে লাগল জেনিফার। ওর নিঃশ্বাস গ্লাসে লেগে গ্লাসটা ধোয়াটে হয়ে গেল। সেই ধোয়ায় এর আগের দর্শনার্থীদের ফিংগার প্রিন্টগুলো স্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

"আসল ডিজাইন কমিশন করেন প্রেসিডেন্ট থিয়োডর রুজভেল্ট, ১৯০৭ সালে। ডিজাইনটা করেন ভাস্কর অগাস্টাস সেইন্ট-গাউডেন্স। তুমি আদ্যক্ষরগুলো এখানে পাবে, তারিখের ঠিক নিচে। সে পৃথিবীর সমস্ত কয়েনগুলোর রাজকীয়তা আর আভিজাত্যের কিছু অংশ দখল করতে চেয়েছিল। আর আমার ধারণা সে সফল হয়েছে, তোমার কি মনে হয়?"

জেনিফারের মনে হল বাক্সটার আস্তে আস্তে তার নিজের মুখটা ওর কাছে নিয়ে আসছে, সে প্রায় কানে কানে কথা বলছে। "যেমনটা দেখছো, একদিকে একটা বিশাল উড়ন্ত ঈগল যেটা লেডি লিবার্টিকে নির্দেশ করে, তার ডান হাতে একটা মশাল আর বা হাতে একটা জলপাই শাখা, এক হাতে শান্তি আর অন্য হাতে জ্ঞানের আলো। খুব সুন্দর, তাই না?"

জেনিফার অনুভব করলো, বাক্সটার ওর গলায় হাত দিয়েছে, আর জেনিফারের ঘাড়ের একটি বিরক্তিযুক্ত শ্রাগে হাতটা সরে গেল। জেনিফারের মনে হল এটা না করলেই ভাল হত। বাক্সটারের মুখ দেখে বোঝা গেল সে বুঝতে পেরেছে, তার কাছে থেকে তথ্য বের করার জন্য জেনিফার ওর সাথে ফ্লার্ট করেছে। আর ওর প্রতি জেনিফারের আসল অনুভূতি এই শ্রাগটাতেই ফুঁটে উঠেছে। বাক্সটার যখন পরেরবার কথা বললো, ওর গলায়।

"তুমি আমাকে বলছো না কেন এগুলো কিসের জন্য, এজেন্ট ব্রাউন?"

"এটা হচ্ছে, আমার কাছের কয়েনটা আসল না নকল সেটা জানার জন্য।" ওর গলায় বন্ধুসুলভ কোন ভঙ্গী নেই। তার জন্য অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

"আসলে কিছু প্রয়োজনীয় টেস্ট না করে এটা বলা সম্ভব না। এটার ডিজাইন আসলটার মতই, আর এটাকে আসলটার মতোই মনে হয়। তারপরও আমাদের এটাকে আসলগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। এজন্য কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহও লেগে যেতে পারে," বাক্সটার বলল।

"আমি বুঝতে পারছি," জেনিফার সায় দিলো। "আপনার মূল্যবান সময় দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, মি. বাক্সটার। আপনি অনেক উপকার করেছেন। আমাদের ল্যাবে ওই টেস্টগুলো করে নেওয়া যাবে।" বলেই ও যাবার জন্য ঘুরল, কিন্তু ব্যক্সটার ওর কাঁধ ধরে ওকে থামাল। ব্যক্সটারের আঙুলগুলো

ওর কালো জামা খামছে ধরেছে।

"জেনিফার দাঁড়াও," তার গলায় আকুতি। "তুমি এভাবে চলে যেতে পারো না। এই কয়েন তোমরা কোথায় পেয়েছ? আমাকে জানতে হবে।"

জেনিফার মুচকি হাসল। "আমি দুঃখিত, মিঃ বাক্সটার, তথ্য গোপনীয়, ন্যাশনাল সিকিউরিটির ছোট্ট একটা বিষয়, আপনি তো ভালো করেই জানেন।"

অধ্যায় ৯

এফবিআই অ্যাকাডেমি, কোয়ান্টিকো, ভার্জিনিয়া
১৯ জুলাই–দুপুর ১২:৩০

"তো আমরা এখনো জানি না কয়েনটা আসল না নকল? এই যে, লোকটা, বাক্সটার, সে এই বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারলো না?"

করবেট এফবিআই কম্পপাউন্ডের 'পোটোম্যাক' অফিসের একটা কাঠের বেঞ্চে বসে আছে। পোলেস্টারিনের কাপ ভরা এক কাপ ঘন ব্ল্যাক কফি, দু'পায়ের ফাঁকে মাটিতে রাখল। জেনিফার ওর সামনে বসা, ওর স্যান্ডউইচটা এখনো খোলা হয় নি, লাঞ্চের অপেক্ষায় আছে।

"না, ল্যাবে টেস্ট না করে কিছু বলা সম্ভব না। আমি বিকেলে ওটা টেস্ট করতে পাঠাবো। কিন্তু ও অন্য কিছুর কথা বলেছে।"

"কি?"

"আসলে...এটা তেমন কিছু না..."

জেনিফার লক্ষ্য করলো, করবেটের কপালে ভাজ পড়েছে। করবেটের মধ্যে অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে ধৈর্যটা অবশ্যই নেই।

"বাক্সটার আমাকে বলেছে, ১৯৪০ সালে সিক্রেট সার্ভিস নয়টা কয়েনই নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু আমি ওখান থেকে ফেরার পথে রাজস্বের একজনের সাথে কথা বলে এসেছি। তার কাছে আমি একটা ফেবার পেতাম। যাইহোক, সে আমাকে অফ দ্য রেকর্ড বললো যে, আসলে নয়টার মধ্যে মাত্র চারটা কয়েনকেই নষ্ট করা হয়েছিল, বাকি পাঁচটা আবার ফিলাডেফিয়া মিন্টকে ফিরিয়ে দেয়া হয়, দশ বছর আগে যখন টাকশাল ফোর্ট নক্সে স্থানান্তরিত হয় আর যতদূর সে জানে ওগুলো তখনো ওদের ইনভেনটরিতে ছিল।"

করবেট আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় দিলো। উঁচু উঁচু গাছের পাতার ফাক দিয়ে সূর্যের আলো উকি দিচ্ছে। জেনিফার ভালো করে করবেটের মুখটা দেখলো। একটা জিনিস দেখে ও খুবই অবাক হয়েছে ওর এই সর্বশেষ তথ্যটা শোনার পরও করবেটের মুখে বিস্ময়ের ছিঁটেফোটা পর্যন্ত নেই।

"আচ্ছা, আপনি এগুলো সবই জানতেন, তাই না?" জেনিফার আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো।

"আসলে যে ফ্রেঞ্চ ডাক্তার রানিরির অটপ্সি করেছে, সে-ই এই কয়েনটা চিনতে পারে।" করবেট মেনে নিল, সে একদৃষ্টিতে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে, সেখানে হঠাৎ করেই একটা মাছ ভেসে উঠে আবার ডুব দিল, জায়গাটায় সূর্যের

আলো পড়ে চকচক করছে। "আর সে কারণেই আমরা এত দ্রুত কাজে নামতে পেরেছি। আমি ফাইলটা দেখেছি। আর তুমি সেই ফাইলের তথ্যগুলোর সত্যতা নিশ্চিত করলে।"

"তাহলে এগুলো কিসের জন্য, স্যার?" রাগটা যাতে ওর কণ্ঠে প্রকাশ না পায় তার জন্য জেনিফার রীতিমত নিজের সাথে যুদ্ধ করলো। ও ভেবেছিল ওকে একটা পরিস্কার ধারনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু করবেটও ওর সাথে বাকিদের মতই আচরন করছে। "এটা কি কোন ধরনের টেস্ট? এটা কি আমার–"

করবেট ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল, যেন বিরক্ত হয়ে গেছে।

"তুমি জানো, এখানে অনেক লোক আছে যারা মনে করে তুমি একটা ঋণের মত, কোন নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিস, আর তিন বছর আগে ওই শুটিংটার পরপরই তোমার অবসর নেওয়া উচিত ছিল।"

জেনিফার চুপ করে থাকলো, কোন উত্তর দেবার আগে ও চেষ্টা করছিল যেন ওর গলা খুব বেশি রক্ষণাত্মক না শোনায়।

"আমি ওটা ঠেকাতে পারি নি।"

"না, কিন্তু ওটা সবসময়ই তোমাকে যন্ত্রণা দেয়।" করবেট শ্রাগ করে আবার নদীর দিকে তাকালো। "ভুল সবাই-ই করে, আমিও করি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল, এরপর তুমি কি করেছ। কেউ সারা জীবন সেটা পুষে রেখে কষ্ট পায়, আবার কেউ সামনে এগিয়ে যায়, আগের চেয়ে আরো শক্তিশালীভাবে।"

"আমাকে কোন দলের মনে হয়, স্যার?"

করবেট চুপ। "আমার দু দিন লেগেছিল রাজস্ব থেকে কয়েনগুলোর পুরো খবর বের করতে। আর তোমার শুধু একটা ফোন কল। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি তোমাকে হাল ছেড়ে দেয়াদের দলে মনে হয় নি আমার।" করবেট জেনিফারের দিকে তাকিয়ে ওর আজকের দিনের প্রথম হাসিটা হাসল। "এটা তোমার কেস।"

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো। ওর বুকের ভিতর থেকে একটা উষ্ণ কৃতজ্ঞতা বেরিয়ে আসতে চাইছে।

"থ্যাংক ইউ, স্যার।" জেনিফার উঠে দাঁড়িয়েছে, ওর গলা সামান্য ধরা। এটা তেমন একটা চান্স যার জন্য সে এতদিন প্রার্থনা করেছে। "আমি অবশ্যই আপনার সম্মান রাখবো।"

"গুড।" করবেট জেনিফারের চোখের দিকে তাকালো। "আমি চাই কালকে সকালে তুমি কেন্টাকি গিয়ে কয়েনগুলো চেক করে আসো। আমি তোমার জন্য একটা জেট বুক করে রাখব।"

"জি স্যার।" জেনিফার চলে যেতে উদ্যত হলে করবেট ওকে ডাকল।

"ভালো কথা, সবার শেষে ফারুক কয়েন কার পকেটে গেছে? আমাদের

তার সাথে কথা বলতে হবে।"

জেনিফার ওর নোটবুকের পাতা উল্টাতে লাগলো। "রাজস্ব বোর্ডের কন্ট্যাক্ট থেকে জানতে পেরেছি, এটার জন্য অনেকে বিড করলেও সবশেষে এটা একটা ডাচ প্রোপার্টি ডেভেলপার পেয়েছিল।" ও একবার মুখ তুলে দেখল করবেট চিনতে পারে কি না।

"দারিউস ভ্যান সিমসন।"

অধ্যায় ১০

মারাইস, ফোর্থ অ্যারোডিস্পমেন্ট, প্যারিস
সন্ধ্যা: ৬টা

"এই জায়গাটাকে মারাইস বলা হয় কেন জানেন?"

তার ফ্রেঞ্চ সম্পূর্ণ নির্ভুল। দারিউস ভ্যান সিমসন তার অফিসের ডান দিকের বিশাল মেহগনি ডেস্কের পেছনে বসে আছে। ওর মুখ কৌণিক, চোখের উপর জোড়া ভ্রু। ওর বালু রঙের চুল আর থুতনির নিচের কৌণিক দাঁড়ি মাথার উপরের এয়ার কন্ডিশনের বাতাসে সামান্য উড়ছে। তার সামনে একটা ভারি ক্রিস্টাল গ্লাসে হুইস্কি।

"এমনটা ধারণা করা হয়, কারণ এলাকাটা একটা জলাভূমি ছিল।"

সিমসনের সামনে যে লোকটা বসা তার শরীরটা খাটো আর গোলগাল, লাল ফোলা মুখ আর ছোট ছোট বাদামি চোখ। তার পরনের সুটটা দেখে মনে হচ্ছে সে হঠাৎ করেই প্রচণ্ড মোটা হয়ে গেছে। সুটটার কাপড় ঘাড়ের কাছে অত্যাধিক খসখসে। তার প্যান্টের উপরের খোলা বোতামটা মাজায় শক্ত করে আটকানো কালো বেল্টটা ঢুকতে পারে নি।

"শাবাশ, মঁসিয়ে রেইনাউড!" সিমসন ওর প্রশংসায় টেবিল চাপড়ে দিল। "অনেকটা এ রকমই, নাইটস টেম্পলাররা এগারো শতকের দিকে এর পানি বের করে দেয়। কে ভেবেছিল এটাই মধ্যযুগে ফ্রেঞ্চ রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে? অভিজাত পরিবারগুলো শুধুমাত্র নিজেদের সম্রাটের কাছাকাছি থাকার জন্য তাদের বিশাল বাড়িগুলোকে এর সরু রাস্তার উপর গড়ে তুলবে?"

রেইনাউড বোকার মত মাথা নেড়ে সায় দিলো, যেন বুঝতে পারছে না ওর কিছু বলা উচিৎ কি না। ভ্যান সিমসন তার চোখের চশমাটা খুলে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের অন্য পাশে চলে গেল। ডার্ক গ্রে ফানেলের ট্রাউজারের উপর একটা ব্লেজার পরে আছে, ব্লেজারের নিচের তার সাদা রঙের শার্টটা গলার কাছে খোলা। কোন মোজা পরে নি। তার নগ্ন পা দুটোকে আবৃত করে আছে একজোড়া হরিণের চামড়ার জুতো।

পুরো ঘরে চারটা বিশাল বিশাল জানালা, আর প্রতি দুটোর মাঝখানে একটা করে দামি পেইন্টিং। পেইন্টিংগুলোর পেছনে কুলুঙ্গি বানিয়ে তাতে স্পটলাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার ফলে এদের রঙগুলো এমনভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যেন দেখলে মনে হয় ওগুলোকে ওখানে টাঙ্গিয়ে রাখা হয় নি, ওদের ওখানেই আঁকা হয়েছে।

"বছরের পর বছর ধরে ওইসব বিশাল বিশাল বাড়িগুলোকে অ্যাপার্টমেন্ট,

দোকান বা অফিসে পরিণত করা হয়েছে। অথবা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে," জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভ্যান সিমসন বলতে থাকলো। "কেন? আমি এই বাড়িগুলো কিনে ঢেলে সাজানোর আগেও তো এই বাড়িগুলো রেস্টুরেন্ট, ক্রাফট সপ বা ড্যান্স স্টুডিওর জন্য খুবই ভালো ছিল।"

"মঁসিয়ে ভ্যান সিমসন, এটা ইন্টারেস্টিং, কিন্তু আমি এর প্রাসঙ্গিকতা ঠিক বুঝতে..."

"আপনি এটা দেখেছেন?" ভ্যান সিমসন ঘরের মাঝখানে গ্লাসের ডিসপ্লেতে রাখা একটা আর্কিটেকচারাল মডেলের সামনে এসে দাঁড়ালো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেইনাউড চলে এল ওর পাশে। "কি এটা?"

"আপনি চিনতে পারছেন না?"

রেইনাউড ভ্রু কুঁচকে ভালোভাবে রাস্তার লে-আউটটা দেখছে। একটা আর্টিফিসিয়াল লেকের চারপাশে একটা শপিং মল, একটা কার পার্কিংলট আর লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্ট। হঠাৎ করেই ওর চোখ সরু হয়ে গেল।

"না, কখনো না। আমি আগেও আপনাকে বলেছি। আমি কখনই এটার অনুমতি দেব না।"

ভ্যান সিমসন হাসল।

"সবই বদলায়, মঁসিয়ে রেইনাউড। একটা জলাভূমি একটা রাজকীয় জায়গা হয়ে যেতে পারে, একটা অভিজাত বাড়ি একটা বস্তিতে পরিণত হতে পারে। শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার। আপনি যদি ভেবে থাকেন আপনি উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবেন তবে আপনি নিজেকেই বোকা বানাচ্ছেন।"

"না, আপনিই নিজেকে বোকা বানাচ্ছেন, আপনার উকিল আর অ্যাকাউন্টটেন্টদের সাথে মিলে।" রেইনাউড রেগে উঠছে। সে সিমসনের দিকে এক পা এগিয়ে এল। "এটা বিক্রি হবে না, কখনোই না।"

ভ্যান সিমসন একটা নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে করে মাথা নেড়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা চেকবুক বের করে ডিসপ্লে কেসের উপর রেখে একটা সিলভার রঙের ফাউন্টেন পেনের মুখ খুলে রেইনাউডের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

"আপনি ভালো নেগিশিয়েটর, মঁসিয়ে রেইনাউড। আমি আপনাকে উপযুক্ত দামই দিব। কিন্তু এখন থামুন, অনেক হয়েছে আপনার..." সে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। "নীতিবাক্য রাখুন, আমার কাছে অনুমোদন আছে, অন্য সবাই আমার শর্তগুলো মেনে নিয়েছে আমার লোকেরা প্রজেক্টের কাজও শুরু করে দিয়েছে। আপনার প্লটটা সবচেয়ে ভাল। শুধু আপনিই বাকি আছেন...যাই হোক আপনি কত চান?"

"টাকা এখানে কোন ইস্যু না," রেইনাউড উত্তেজিত হয়ে উঠলো। "গত ৬০০ বছর ধরে আমার পরিবার এখানে বসবাস করছে। এই মাটিতে আমার পুর্বপুরুষদের মাটি দেওয়া হয়েছে, একদিন আমাকে আর আমার সন্তানদেরও

দেওয়া হবে। এটা আমাদের কাছে শুধুমাত্র জমি নয়, এটা আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। আমাদেরকে দেওয়া পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ। এটা স্প্রেডশিটে শেয়ারের হিসাব কিংবা আপনার অ্যানুয়াল রিপোর্টের ফুটনোট নয়। আমরা এটা কখনও বেচবো না। আমি এই দানবতা দেখার চাইতে মরে যেতে পছন্দ করবো।”

ভ্যান সিমসনের হাসি মিলিয়ে যেতে একটা বিন্দুতে গিয়ে স্থির হল। তার গালে ক্রোধের ছায়া। সে অনুভব করতে পারছে ব্লেজারের নিচে তার শার্ট তার পিঠের সাথে লেগে যাচ্ছে। সে ডেস্কের কাছে গিয়ে এক ঢোক হুইস্কি খেল। রেইনাউড গ্লাসের সাথে বরফ টুকরার বারি খাবার শব্দ শুনতে পেল।

হঠাৎ করেই সে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাতের গ্লাসটি সজোরে ঘরের অপরপ্রান্তে ছুড়ে মারলো। গ্লাসটা রেইনাউডের কানের পাশ দিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে গিয়ে পেছনের দেওয়ালে আঘাত করাতে গ্লাসটা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য কাঁচের টুকরোগুলোর উপর আলো পড়লে যেন মনে হল শত শত রংধনু মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

“ওই গ্লাসটা ছিল টাইটানিকের ফার্স্ট ক্লাস লাউঞ্জের গ্লাসজোড়ার একটা। ওই একটাই পাওয়া গিয়েছিল। আপনার একগুয়েমির কারণে আমার এক লাখ ডলার নষ্ট হল।” ভ্যান সিমসন ফ্যাকাশে মুখের রেইনাউডের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হিস হিস করে বললো, “রেইনাউড, আমার কাছে তোমার কোন মূল্যই নেই,” সে তুড়ি বাজাতে বাজতে বললো, “অবশ্যই এই গ্লাসটা থেকেও কম। আমার সাথে যুদ্ধে নামলে তুমি এর পরিণাম ভোগ করবে। এবার শেষবারের মত জিজ্ঞাসা করছি, তোমার দাম বল।”

ঘরের অন্যপাশে হুইস্কি গড়িয়ে দেওয়ালের সাথে একটা ছোট্ট পুকুরের মত করেছে। ঘরের বাদামি রঙের কার্পেটের উপর মনে হচ্ছে যেন রক্ত।

অধ্যায় ১১

হাইগেট সেমিট্রি, লন্ডন
২০ জুলাই–দুপুর ৩:৩০

টম সমাধিক্ষেত্রগুলোর মধ্য দিয়ে হেটে যাচ্ছে। এবড়ো থেবড়ো রাস্তাটা পাহাড়ের থেকে নিচের দিকে নেমে গেছে। কিছু কিছু জায়গায় রাস্তার উপরের প্রলেপ সম্পুর্ণ গায়েব। টমের হাতে একগুচ্ছ কার্নেশন ফুল। এগুলো টিউব স্টেশনের সামনের এক ফুল বিক্রেতার কাছ থেকে কিনেছে।

একটা সময় ছিল যখন সে উপরের গেট থেকে ওর মায়ের সমাধি পর্যন্ত প্রায় সবগুলো সমাধির নাম মুখস্থ বলে দিতে পারতো। এগুলো যেন মাংসের ভিতর দিয়ে ঠেলে ওঠা ফাঁক ফাঁক দাঁতের মত, মাটির উপর ফাঁক ফাঁক হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সেখানে বৃষ্টির পানি ভরা জেলির বয়ামে প্লাস্টিকের ফুল রাখা।

কালো মার্বেলের স্লাবটি ঘাসের উপর ঋজুভাবে দাঁড় করানো। এর উপর গাছের পাতা পড়ে এটাকে ঢেকে দিয়েছে। ছোট ছোট গুল্মজাতীয় গাছ এর দেওয়ালের উপর জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের উপর খোদাই করা নামটার উপর টম আস্তে করে হাত বোলাল। আজকে তার বয়স ষাট হতো।

রেবেকা লরা ক্রিক

সবাই তাকে বলেছিল এতে তার কোন দোষ নেই, এটা কেবলই একটা অ্যাক্সিডেন্ট, একটা ট্র্যাজেডি। এমনকি তদন্তকারী কর্মকর্তাও এর জন্য মেকানিক্যাল ত্রুটিকে দায়ি করেছে। আসলে তাদের সবার মতে, একটা তের বছরের ছেলেকে গাড়ি চালাতে দেওয়া তার মায়েরই ভুল ছিল। দুরত্ব যতই কম হোক না কেন আর রাস্তা যতই ফাঁকা হোক না কেন। এক মুহূর্তের জন্য টম তাদের কথা বিশ্বাসও করেছিল।

কিন্তু শেষকৃত্যানুষ্ঠানের দিন ওর বাবা যখন ওকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তখন তার চোখের পানিতে টমের উপর ক্রোধ চকচক করছিল। তিনি টমকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, অন্তত তার অন্যভাবে চিন্তা করা উচিৎ। তার প্রচন্ড জেদ করার পরই তাকে গাড়ি চালাতে দেওয়া হয়। সে-ই তার মাকে হত্যা করেছে। টম যখন বড় হয়েছে তখন প্রায়ই একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছে, সেদিন ওর বাবা ওকে এত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন নাকি তিনি ওর শ্বাসরোধ করতে চেয়েছিলেন।

টমের চোখ বন্ধ, অন্যমনস্কভাবে ওর পকেটে থাকা হাতির দাঁতের চাবির রিংটা নাড়ছে। এটা ওর বাবা ওকে মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে দিয়েছিলেন। সে গভীরভাবে শ্বাস নিচ্ছে। পৃথিবীর গন্ধ টেনে নিচ্ছে। রিংটা তাকে মনে করিয়ে দেয় বাগানে বসে একা একা কাটানো গ্রীস্মের বিশাল অলস দিনগুলোর কথা। সবকিছুর আগে, নিজেকে একাকিত্বের হাতে সপে দেবার আগে। কারণ ওই দিনের পর তার বাবা তাকে আর কোন দিন জড়িয়ে ধরেন নি।

"আমাদের ভাগ্যও এই মার্বেলগুলোর মধ্যে," একটা পরিচিত গলার স্বর টমের চিন্তা বাধাগ্রস্থ করল। "আমি এক লোককে চিনি আমাদের হাত থেকে সব নিয়ে যাবে।" একটা অসম্ভব গলা। "সে শুধু কবরগুলোর উপরের অংশটা খুঁচিয়ে উঠিয়ে আবার কবর দিবে। ক্লায়েন্টরা কিছুই বোঝে না।" এমন একটা গলা যার এখানে থাকার কোন অধিকারই নেই।

"আর্চি?" টম ঘুরে দাঁড়ালো। "তুমি কিভাবে...কে?...তুমি এখানে কি করতে এসেছ?"

বছরের পর বছর টম মনে মনে ভেবেছে, আর্চি আসলে দেখতে কেমন, মনে মনে ওর গলার সাথে খাপ খাইয়ে একটা চেহারা তৈরি করে নিয়েছে, গলার শব্দের মিলিয়ে একটা করে অভিব্যক্তি দিয়েছে। ওরা যতবারই কথা বলেছে প্রতিবারই ছবিটায় নতুন কিছু যুক্ত হয়েছে; কখনো চোখে একটা ভাজ কিংবা কখনও নাকটা একটু স্ফীত হয়েছে আবার কখনো বা চোয়ালটা একটু তীক্ষ্ণ হয়েছে। কখনও কখনও টম ওকে দেখা করার জন্য প্রায় রাজি করিয়ে এনেছিল। কিন্তু আর্চি–আসল আর্চি এই প্রথমবারের মত তার সামনে দাঁড়ানো। টমের মনের মধ্যে আর্চির যে ছবিটি তৈরি হয়েছিল তার সাথে তার সামনে দাঁড়ানো আর্চির কোনই মিল নেই।

তার সামনে মধ্য চল্লিশের হাল্কা পাতলা গড়নের এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। টম আন্দাজ করল তার উচ্চতা হবে পাঁচ ফুট দশ। ডিম্বাকার মুখ, চুলগুলো ছোট ছোট আর পিছন দিকে আচড়ানো যার ফলে কপালের উপর ফাঁকা একটা অংশের সৃষ্টি হয়েছে। ওর তিন বোতামের সুটটা নিশ্চিতভাবে দর্জি দিয়ে বানানো, সম্ভবত সেভিল রো, একটা দশ আউন্সের ডার্ক ব্লু পিনস্ট্রাইপ, যেটা দেখে মনে হয় না কোন সাধারণ সিটি মার্কেট থেকে কেনা। তার নীল রঙের সূতির শার্টটার বোতাম গলার কাছ দিয়ে খোলা। টম আন্দাজ করলো সে তার মোজার সাথে মিলিয়ে একটা লাল রঙের সাসপেন্ডার পরেছে।

ওর গায়ের পোশাকগুলো খুবই দামি, সঠিক ব্র্যান্ড আর সঠিক জায়গা থেকে কেনা। আর্চির এইসব সূক্ষ্ম কেনা-কাটা তাকে এই স্মার্ট আর দ্রুত টাকা তৈরি করার বিশেষ জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে।

এত সব কিছুর পরও ওর চেহারায় একটা কর্কশভাব রয়েছে। তার মুখ সামান্য কুঞ্চিত, মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি, তার কান দুটো সামান্য খাড়া। সমগ্র

চেহারার মধ্যে এমন একটা আত্মবিশ্বাসী ভাব রয়েছে যা দেখলে মনে মনে হয় সে জানে কিভাবে নিজেকে কিংবা অন্যকে সামলাতে হয়। কিন্তু তার গাঢ় বাদামি চোখগুলো বলছে এখন সে ভীত।

টম চিন্তিতভাবে আশেপাশে তাকালো আর্চি, সম্ভবত একা আসে নি।

"সব ঠিক আছে মেট, শান্ত হও," আর্চি হাত উঁচু করলো। "আমি একাই এসেছি।"

"চুপ থাক, আমাকে শান্ত হতে বোল না," টম ঠান্ডা গলায় বললো। "এটা কি হচ্ছে? তুমি নিয়মগুলো জানো না?"

"অবশ্যই আমি জানি, আমিই তো সেগুলো বানিয়েছিলাম, নাকি?" আর্চি ছোট্ট করে হাসলো।

এটা আর্চিরই আইডিয়া ছিল। তাদের কখনো দেখা করা উচিৎ হবে না। কখনোই না। এটাই সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা। পরস্পরের জন্য তাদের কাছে থাকবে শুধুই একটা নাম আর একটা ফোন নাম্বার। টমকে খুঁজে বের করে আর্চি সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ নিয়মটা ভেঙ্গেছে। এটা কি বাঁচার জন্য একটা মরিয়া চেষ্টা, সাহায্যের অনুনয়, নাকি কোন ফাঁদ?

হঠাৎ করেই টম আর্চির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অবিশ্বাস্য ক্ষীপ্রতায় ও আর্চিকে দুটো ঘুষি মারলো। একটা পাকস্থলি বরাবর আর একটা মাথার বাম পাশে। প্রথমটায় একটা ধাক্কার মত খেল আর পরেরটায় মাটিতে পড়ে গেল সে।

"তুমি শরীরে ঐ বালের আড়িপাতার যন্ত্র লাগিয়ে এসেছ? বানচোত! তুমি ক্লার্কের সাথে মিলে আমাকে ফাঁসিয়ে দিতে চাচ্ছ?" টম ওর বুকে হাটু গেড়ে বসে ওকে ভালো করে সার্চ করলো। ওর ধারণা আর্চির কাছে ট্রান্সমিটার জাতীয় কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু তেমন কিছু পাওয়া গেল না।

"ফাক ইউ।" আর্চি টমকে ওর গায়ের উপর থেকে নামিয়ে মুখের এক পাশটা মেসেজ করতে লাগলো, ও কাশছে। "আমি দুই পয়সার টিকটিকি না।" ও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে টমের দিকে রাগের সাথে তাকিয়ে আছে সে।

"গতরাতে ক্লার্ক এসে আমাকে শাসিয়ে গেছে, আর আজ দশ বছর পর তুমি কভার ভেঙ্গে সামনে আসলে। এতে আমি কি ভাববো? এগুলো সবই কাকতলীয়?"

"ক্লার্ক? ওই বালেরা আহাম্মকটা? তোমার মনে হয় ওই ভেড়ার বাচ্চাটার জন্য আমি এত বড় ঝুঁকি নেব? তোমার তো আমাকে এর থেকে ভালো চেনা উচিৎ।"

"তাই নাকি? আমি যে আর্চিকে চিনি সে কখনো নিয়ম ভাঙ্গে না।"

"দেখ, আমি তোমার কাছে কিছু জিনিস পরিস্কার করতে এসেছি। আমার তোমাকে কিছু ব্যাপারে সাবধান করা উচিত।" আর্চি মোটামুটি সুস্থভাবে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এখনও নিজের গাল ডলছে।"

"তুমি জান আমি কোথায় থাকি?"

টম বিস্ময়ে মাথা নাড়ল, ওর রাগ চূড়ান্ত সীমায় পৌছে যাচ্ছে।

"হুম, আসলে..আমাদের শেষ যেবার কথা হল, তারপর আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। একটু হাত পা ছুড়তে হল আর কি। লন্ডনে খুব বেশি টম ক্রিক নেই। তোমার জায়গাটা তৃতীয়।"

"হায় খোদা, তুমি আমার নামও জান?" টম চিন্তিতভাবে চারিদিকে তাকালো। ও রাগে ফুঁসছে।

"তোমাকে এসব বলতে আমার ভালো লাগছে না, মেট, কিন্তু আমি আগে থেকেই জানি। সবসময়ই জানতাম, আমাদের প্রথম কাজ থেকেই। তুমি বা আমি কেউই ঝুঁকি নিতে পছন্দ করি না। আজকের আগে আমার এসব কখনও প্রয়োজন হয় নি।"

"যাই হোক, তুমি তোমার সময় নষ্ট করছ। এসব কথা কোন কিছুই বদলাতে পারবে না। তুমি অন্য লোক দেখ।"

"জিনিসগুলো ততটা সহজ নয়।"

"হ্যা, ততটাই সহজ।" টম সরু চোখে তাকালো। "আমি ক্যাসিয়াসের জন্য সাইন করি নি, তুমি করেছ, এখন তুমিই বোঝ।"

আর্চি টমের দিকে অপরাধীর মত তাকিয়ে আছে। "আসলে, তুমি কিংবা আমি কেউই ক্যাসিয়াসকে সাইন করি নি, সে তোমাকে এ্যাসাইন করেছে।"

"কি?" এবার টমের চিন্তিত হবার পালা।

"তার এক লোক আমার সাথে দেখা করে। ইউজুয়াল ভিজিট।" আর্চি মাটির দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, "আরেকটা বিদেশি। মাঝেমাঝে মনে হয় ইংলিশরা সব এই দেশ ছেড়ে চলে গেছে।" আর্চি মাথা নাড়ল। "যাইহোক সে বলল তুমিই এ কাজে সেরা, আর কাজটা যেন তোমাকেই দেওয়া হয়। আমি ইনিয়ে বিনিয়ে বললাম তোমার পরিবারে একজন মারা গেছে, তোমার ফিরতে কয়েকমাস লেগে যাবে। কিন্তু কোন লাভ হল না। সে বললো তারা অপেক্ষা করবে।"

"তার মানে তুমি শুরু থেকেই জানতে ক্যাসিয়াসই এসবের পেছনে। তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছ।"

"তো, তাতে কি?" বললো আর্চি, হঠাৎ করেই সে একটু রক্ষণাত্মক হল। "তুমি কি আশা কর? আমি তাকে না করে দেব?"

"আসলে, আমরা একসাথে এত কাজ করেছি, এত বছর ধরে কাজ করেছি, আমি শুধু এইটুকুই আশা করেছিলাম তুমি আমাকে সত্য বলবে।"

একটা মোবাইল বেজে উঠলো, বিরক্তিকর রিংটোন, একটা অস্বস্তিকর সুর। আর্চি ওর পকেট থেকে মোবাইল বের করে নাম্বারটা দেখে ফোনটা কেটে দিয়ে টমের দিকে তাকালো।

"আর আমি আশা করি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতিগুলো রাখবে। তুমি দুটো কাজের জন্যই সাইন করেছিলে। তুমি এখন একটা করেই ইচ্ছেমত বেরিয়ে আসতে পার না। তুমি কি ভাব? এটা একটা ছেলে খেলা? আমি এখানে একটা ব্যবসা করার চেষ্টা করছি, আর এই ব্যবসাই তোমাকে এত বড়লোক বানিয়েছে। আমি ক্লায়েন্ট খুঁজি আর তুমি কাজগুলো কর। এভাবেই কাজগুলো হয়। এভাবেই গত দশ বছর আমরা কাজ করেছি। আমি কি তোমাকে ইচ্ছা করেই বলি নি এটা ক্যাসিয়াসের কাজ? হ্যা, ঠিক, আমি বলি নি। ক্লায়েন্ট সবসময়ই ক্লায়েন্ট। তার টাকাও আমাদের কাছে অন্যদের মতই।"

"তুমি সবসময়ই টাকাটাই আগে দেখ, তাই না?" টমের জবাব। "তুমি কি এখনও বোঝ নি সব টাকা সমান নয়। তার টাকার সাথে অন্যদের টাকার পার্থক্য আছে, তার টাকার সাথে শর্ত যুক্ত থাকে।"

তারা দু'জনেই চুপ। আর্চি টমের কাছে আসলো। ওর নকশা করা জুতো ঘাসের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

"তোমার কি হয়েছে, ফেলিক্স? আমারা এক জায়গায় বসে ব্যাপারটা শেষ করি।"

"ফেলিক্স নেই, শেষ।"

"এটা অন্য কাজের মতোই। এটা শেষ করে চাইলে তুমি এসব বাদ দিও।"

"আচ্ছা, এই কাজগুলো তুমি কতদিন ধরে করছ? ২০-২৫ বছর?"

আর্চি শ্রাগ করলো। "তেমনই।"

"তুমি কখনো চিন্তা করো নি তুমি এই অবস্থায় কিভাবে এলে?" টম নিচু গলায় দ্রুত কথা বললো। "কিভাবে ছোট্ট একটা সিদ্ধান্ত পুরো জিনিসটাকে বদলে ফেলতে পারে? আমি মাঝেমধ্যে চিন্তা করি কিভাবে আমার জীবনটা কয়েক প্রস্থ মুখোশ আর কালো কাপড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, আজ থেকে ১৫ বছর আগে যখন আমি প্রথম সেগুলোর ভিতরে ঢুকেছিলাম, আমার তো এটাও মনে পড়ে না কবে প্রথমটা ছিড়ে গেছে, হঠাৎ করেই আমি এখানে চলে এসেছি।"

আর্চি হাসছে। "মাঝবয়সে একজন চোরের বিবেক জেগে উঠলো? এসব বাদ দাও।"

আবার মোবাইলটা বাজছে। এবার কিছু উন্মত্ত বিপ যার শব্দ আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। আর্চি ওর জ্যাকেটের অন্য একটা পকেট থেকে দ্বিতীয় ফোনটা বের করলো। ও হাত উঁচু করলে একটা সোনার ব্রেসলেট মুহূর্তের জন্য চকচক করে উঠলো। ও নাম্বারটা দেখে ফোনটা ধরলো। "হ্যালো, না এখন না, না...প্রায় পাঁচশ ন্যানো ডিল। সে লটটা না নিলে হবে না। ঠিক আছে, চিয়ার্স।"

টম ওর কথা শেষ হয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো।

"তুমি জানো, আমার বয়স ৩৫, আর আমার বয়স যখন ২০ তখন থেকে

আমি এক জায়গায় চার সপ্তাহের বেশি থাকি নি।"

আর্চি ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো। "এজন্য কি তোমার জন্য আমার দুঃখ পাওয়া উচিত? তারা তোমাকে এভাবেই ট্রেনিং দিয়েছে। এটা তোমার কাজের একটা অংশ, এমন একটা অংশ যেটা তোমাকে অন্যদের থেকে আরো ভালো করে।"

"আর্চি, তোমার মনে হয় না কাজটা জীবনের থেকেও বড় হয়ে গেছে?

আর্চির চোখে অস্থিরতা ফুঁটে উঠলো। "সরি মেট, আমার কাছে এখন টিস্যু পেপার নেই।"

"ভালো জিনিসগুলো সবসময় সবার শেষে আসে। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হতে পারে।"

আর্চি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। "আমি কি তোমাকে বিষয়গুলো পরিস্কার করে বলতে পারছি না? আমরা যদি এক সপ্তাহের মধ্যে কাজটা শেষ না করি তাহলে আমরা শেষ।" আর্চির গলা স্বাভাবিক শোনালেও তার চোখ দুটো জ্বলছিল। "একটা গুজব শোনা গেছে ক্যাসিয়াস নাকি রেগে আছে। শেষের কোন একটা ডিলে সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে সে। এটা কোনভাবেই ছাড়বে না, কোন অজুহাতই শুনবে না। আর একটা কথা, আমি যদি তোমাকে খুঁজে পাই, তবে সে-ও পাবে। আমাদের বাচতে হলে একসাথে কাজ করতে হবে। এটা এখন আর আমার সমস্যা না, এটা এখন আমাদের সমস্যা।"

অধ্যায় ১২

ফোর্ট নক্স, কেন্টাকি
২০ জুলাই–সকাল ১০: ০০

সকালবেলা একটা কালো ফোর্ড এক্সপ্লোরার জেনিফারকে ওর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তুলে নিয়ে রিগ্যান ওয়াশিংটন ন্যাশনালে নিয়ে গেল। ওখানকার একটা হ্যাংগারে একটা তামাটে রঙের ক্যাসিনা সিটাশন আল্ট্রা ওর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। করবেট ওর জন্য ভালো ব্যবস্থাই করেছে।

পুরো প্লেনটাকেই নতুন মনে হচ্ছে, পাইলট ছাড়া। প্লেনে একজনই অ্যাটেনডেন্ট। আর পুরো প্লেনে ও ছাড়া আর কোন যাত্রি নেই। নরম লেদারের সিটে ও আরাম করে পা ছড়িয়ে বসলে বিশ মিনিট পর প্লেনটা ওয়াশিংটনের মুক্ত আকাশ থেকে ল্যান্ড করতে শুরু করলো।

প্লেনের জার্নিতে ও একটু নার্ভাস হয়ে পড়ে। ঠিক যখন প্লেনটা পাঁচ হাজার ফুট উপর থেকে রানওয়েতে আঘাত করে, ওই সময়টার কথা চিন্তা করলেই ওর অস্বস্তি লাগে। ওর মনে হয় যেন প্লেনটা আকাশে কোন একটা কাঁচের গ্লাসে বাড়ি খেয়ে নিচে পড়ছে। টেক অফ আর ল্যান্ডিঙের সময় আপনা-আপনিই ওর হাত সিটের হাতল খামচে ধরে। ও ঝাকুনিটা ঠেকাতে নিজেকে সামনের সিটের সাথে চেপে ধরে। তবে এবারের কথা আলাদা। আজকের জার্নিটা বেশি সকালের ছিল বলে ও অনেক ক্লান্ত। আর তাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। প্লেনটা নিচে নামার সময় এর অবতরণের চাকাগুলো যখন বের হচ্ছিলো তার মৃদু ঝাকুনিতে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

চোখ খুলে জানালা দিয়ে নিচে তাকাল। শব্দ-রোধক জানালা দিয়ে মাঠগুলোকে সামান্য ভিন্ন রঙের দেখাচ্ছে, প্রতিটা মাঠ গাঢ় রঙের গাছ দিয়ে ঘেরা।

"ওয়েলকাম টু কেন্টাকি, এজেন্ট ব্রাউন।" জেনিফার জেট থেকে নামার পর একজন লোককে দেখতে পেল যে ওকে নিতে এসেছে। "আশা করি আপনার যাত্রা শুভ হয়েছে। আমি লেফটেন্যান্ট শেপার্ড। আমিই আপনাকে এখান থেকে ডিপোজেটরিতে নিয়ে যাব।"

"থ্যাংক ইউ," জেনিফার হাসি চাপতে চাপতে বললো। লোকটার কাপড়-চোপড় খুবই অদ্ভুত। গোলাপী ট্রাউজার, সাদা পোলো শার্ট আর হলুদ একটা সানক্যাপ। মনযোগ আকর্ষনের জন্য যথেষ্ঠ। ওরা হ্যান্ডশেক করলে টুপির নিচে লোকটার একটা অতি উৎসাহী হাসি দেখা গেল।

জেনিফার সব সময়ই একটা ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকে। ও কখনোই কোন

মানুষ সম্পর্কে দ্রুত কোন সিদ্ধান্তে আসে না। এটা ওর মায়ের কাছ থেকে শিখেছে। ওর মা সময়ই বলতেন, 'সময় হল এমন একটা লেন্স যার মধ্য দিয়ে যে কোন মানুষের সত্যিকারের চেহারা দেখা যায়।' কিন্তু তারপরও জেনিফারের কেন জানি শেপার্ডকে পছন্দ হয়ে গেলো। ওর মধ্যে একটা প্রফুল্ল আর ফুরফুরে আত্মবিশ্বাস ভরপুর।

শেপার্ড নিজেকে একবার দেখে জেনিফারের দিকে তাকিয়ে বোকার মত হাসলো। ওর মসৃণ তামাটে মুখে বাদামি চোখ দুটো পিটপিট করছে।

"আমি আমার কাপড়ের এই অবস্থার জন্য সত্যিই দুঃখিত, ম্যাম। আসলে আমাকে যখন আপনার কথা বলা হয়েছিল তখন আমি বাইরে ছিলাম। আমি চেঞ্জ করার সময় পাই নি।"

জেনিফার ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল। "ঠিক আছে, লেফটেন্যান্ট, কোন সমস্যা নেই, জায়গাটা কি বেশি দূরে?"

"না, ম্যাম মোটেই নয়, আমরা যাবো ওইটাতে করে," সে একটি গলফ কার্ট দেখিয়ে বলল, ওটার পেছনে গলফ খেলার স্টিকগুলো শক্ত করে আটকানো।

জেনিফার ওর দিকে অবাক হয়ে তাকালো। "এটাতে?"

"এটাতে," শেপার্ড ড্রাইভিং সিটে বসে ওটার ছাদে একটা রেড লাইট জ্বালিয়ে দিল। "আমার এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু এটাতে কিছু পরিবর্তন এনেছে। আশা করি আপনার খারাপ লাগবে না।

"আমি মাঝেমধ্যে আমার বাবার সাথে ম্যাস্ট্যাং রেস করতাম, যদি সেটা ধরার মধ্যে পড়ে," জেনিফার হাসতে হাসতে বললো।

"আরে, তাহলে এটা তো আপনারই চালানো উচিত," শেপার্ড বললো। "আপনিই তো আমাকে শেখাতে পারেন কিভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করতে হয়।"

"শিওর," জেনিফার শ্রাগ করলো। ওরা জায়গা বদল করে জেনিফার জানতে চাইলো, "আপনি রেডি তো?"

"আলবত।"

ফোর্ট নক্স শুধু আমেরিকার সোনা-রূপার পিন্ডের ডিপোজিটরিই নয়, এটা হল আমেরিকার সর্ববৃহৎ ট্যাংক কেন্দ্র। এর আয়তন প্রায় ১০৯০৫০ একর, আর এখানে ইউ.এস আর্মি আর্মার অ্যান্ড ক্যাভলারির প্রায় ৩২০০০ লোক থাকে। আর এটাই ইউ.এস আর্মি আর্মার অ্যান্ড ক্যাভলারির হেডকোয়ার্টার। ওরা সামরিক বাহিনীর ব্যারাক বিল্ডিং, হল, ট্রেনিং ব্লকগুলো পার করে যাচ্ছে। সৈন্যদের শৃংখলাবদ্ধ পদক্ষেপ আর সমবেত কণ্ঠের সংগীত মিলে একটা বেশ শক্তিশালী আর আলোড়ন সৃষ্টিকারী সুর সৃষ্টি হয়েছে।

জেনিফার গলফ কার্টটা পতাকা দিয়ে সীমানা করে দেওয়া রাস্তার উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উপরের রেড লাইটটা জ্বলছে আর শেপার্ড এক হাত দিয়ে ওকে পথ দেখাচ্ছে, আর অন্য হাত দিয়ে একটা রড শক্ত করে ধরে আছে

যাতে পড়ে না যায়। জেনিফার বুঝতে পারছে শেপার্ড মজা পাচ্ছে।

ওরা সামনে, গ্রানাইট পাথরে তৈরি ডিপোজেটরি বিল্ডিংটা আবছাভাবে দেখতে পেল। একটু দূর থেকে দেখে জেনিফারের ওটাকে আর দশটা অফিসের থেকে আলাদা মনে হল না, অনেকটা লো-রাইজ ব্যাংক কিংবা লোকাল শপিং মলের মত। কিন্তু ওটার একদম কাছাকাছি আসতে ও দেখতে পেল ওর সামনে একটা সাদা পর্বত দাঁড়িয়ে আছে।

প্রশস্ত একটা কম্পাউন্ডের উপর দুইতলা বিল্ডিং। উপরের তলাটা নিচের তলা থেকে সামান্য ছোট। স্টিল ফ্রেমের জানালাগুলো দেওয়ালের সাথে সমতলভাবে তৈরি। যেমনটা কোন প্রাসাদে থাকে তীর মারার জন্য থাকে। ভিতরে ঢোকার জন্য একমাত্র স্টিলের দরজাটি পনের ফুট উঁচু কম্পাউন্ডের দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে। দরজার পাশে দুটো সেন্ট্রি বক্স। ভিতরে নিখুঁতভাবে কাটা ঘাসের মধ্য দিয়ে গোলাকার রাস্তা; যার চার কোণায় চারটি কংক্রিটের বাংকার। ওখানে একটা লন রোলার চলছে।

"এটা ১৯৩৬ সালে তৈরি হয়েছে, আর সোনার প্রথম শিপমেন্টটা আসে ১৯৩৭ সালে," কার্টটার গর্জন ছাপিয়ে শেপার্ড বললো। রাগী চেহারার সৈন্যদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে যাচ্ছে। জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো। ওর বারবার মনে হচ্ছে, বিল্ডিংটা তৈরিই হয় নি, ওটা লক্ষ-কোটি বছর ধরেই ওখানে আছে, যেন বহু বছর আগেই মাটি ফুড়ে বেরিয়েছিল আর হাজার বছরের আলো-বৃষ্টি-কুয়াশায় ওটা এমন আকৃতি ধারণ করেছে।

"এটা সম্পুর্ণভাবে ব্যবহার শুরু হয় ১৯৪১ সালে, তখন এখানে ৬৫০ মিলিয়ন আউন্স সোনা থাকত," শেপার্ড বলছেই, "অবশ্য, তখন মেইন রিজার্ভ নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভেই থাকতো, প্রায় পাঁচতলা নিচে। আপনি এক সময় ওখানে গিয়ে দেখে আসতে পারেন, আমি সিকিউরিটিকে বলে রাখবো, আপনার কাছে জায়গাটাকে ডিজনি ল্যান্ডের মত মনে হবে।"

জেনিফার গেটের কাছাকাছি এসে কার্টটা স্লো করলো, তারপর যখন গেটের পাশের গার্ডগুলো ওদের হাত নাড়িয়ে যেতে বলল তখন ও আবার স্পিড বাড়িয়ে দিল। সেন্ট্রিরা শেপার্ডকে সেলুট করার পরও ওদের হাত মাথার পাশে শক্ত হয়ে থাকলো, শেপার্ডের অদ্ভুত পোশাক কিংবা গলফ কার্টের স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসা জেনিফারকে দেখে ওদের কোন ভাবান্তর হলনা।

কাছাকাছি আসার পর জেনিফারের কাছে বিল্ডিংটাকে আরো ভয়ানক মনে হচ্ছে। এটার গ্রানাইটের দেওয়ালগুলোর সামনে যেন আশেপাশের সবকিছু মাথা নুইয়ে রেখেছে; এটার মধ্যে কেমন যেন একটা দুর্বহ শক্তি বিরাজ করে। জেনিফার নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, ওর মনে হচ্ছে ও পানির নিচে।

গ্রানাইট দেওয়ালগুলোর একদম উঁচুতে রাখা সার্ভিলেন্স ক্যামেরাগুলো বিল্ডিংটার প্রতিটি ইঞ্চি কভার করছে। বিল্ডিঙের চার কোণায় চারটা কালো পোল

রয়েছে যেগুলোর মাথায় রয়েছে বিশাল বিশাল টুইন ফ্লাডলাইট। এগুলো চারপাশে ঘুরে ঘুরে সম্পুর্ন এলাকাটাকে কভার করছে। মূল প্রবেশদ্বারে একটা বিশাল স্টার আর স্ট্রাইপ–আমেরিকার পতাকার লোগোর ছবি, যার চারপাশে ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের সোনালী সিল দেওয়া, ছোট্ট একটা সূর্যের মত।

"এখানে থামুন ," শেপার্ড চিৎকার করে বললো।

জেনিফার ব্রেক করতেই কার্টটা থেমে গেল।

"ওয়াও," একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো শেপার্ড, "আমার মনে হয় আপনি নতুন একটা রেকর্ড করলেন।"

"এটা তো বেশ জোরেই চলে," নামতে নামতে বললো জেনিফার। ও চাবিটা শেপার্ডের দিকে ছুড়ে দিল, "আপনি কি করেছেন? গিয়ার বদলে দিয়েছেন?"

"ট্রেড সিক্রেট," শেপার্ড হাসতে হাসতে বললো, "হ্যান্ডেলিংটা কেমন লাগল?"

"সামান্য একটু বেয়াড়া, সামনের বা দিকের স্প্রিংটা একটু টাইট করে নিতে হবে।"

"আচ্ছা, আমি করে নেব।" ও চোখ টিপে বললো, "তাড়াতাড়ি চলেন, রিগবি ওয়েট করছে। অপেক্ষা করাটা সে খুব অপছন্দ করে।"

ওরা ডিপোজিটরির বিশাল কালো দরজাটার মধ্য দিয়ে বিল্ডিংটার শীতল মার্বেল ফ্লোরের উপর হাটতে হাটতে এগিয়ে চলেছে।

অধ্যায় ১৩

সকাল ১০:২৭

যেমনটা শেপার্ড ভেবেছিল, কর্তব্যরত অফিসার ক্যাপ্টেন রিগবি জেনিফারকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রবেশদ্বারের পেছনে বিশাল হলঘরে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি জেনিফারের সাথে সংক্ষিপ্তভাবে হাত মেলালেন। শেপার্ড যখন ওদেরকে পরিচয় করিয়ে দিল, জেনিফারের তখন মনে হল, ক্যাপ্টেন জোর করেই মুখের হাসিটা ধরে রেখেছেন।

তিনি অনেক লম্বা, সম্ভবত ছয় ফিট চার, তার ইউনিফর্ম ভাজহীন, চুল ছোট ছোট করে কাটা, চোখেমুখে সুদক্ষতার ঝলক। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে জেনিফার বুঝতে পারছিল তিনি শেপার্ডের রংচঙ্গে গলফের পোশাক দেখে বিরক্ত। তিনি তার সুশৃঙ্খল পৃথিবীতে ব্যাপারটা ঠিক মেনে নিতে পারছিলেন না। জেনিফার ঠিক করলো, ও কাজটা খুব দ্রুত আর সাবধানে শেষ করে ফেলবে। তা না হলে রিগবির ইন্টারনাল রাডারে ধরা পড়ে যাবে।

"আমাকে সময় দেবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন।"

"ইটস ওকে, এজেন্ট ব্রাউন," সে কঠিনভাবে বললো, "আমাদের সবারই নিজ নিজ কাজ আছে।" তার পাতলা নাকের উপরে ফ্যাকাশে চোখ দুটোর সামান্য সরু হওয়া আর তার শক্ত হওয়া চোয়াল দেখে জেনিফার তার চিন্তাটা ধরতে পারলো। এটা তার কাছে কেবলই সময় নষ্ট, সে জেনিফারকে কিংবা ওর মত আর কোন ফেডারেল যন্ত্রনাকে এখানে চায় না। এরা শুধু তাকে ফালতু সব প্রশ্ন করে বিরক্ত করে, তার রুটিনের ব্যাঘাত করে আর তার সুন্দর পরিস্কার ফ্লোরটাকে নোংরা করে। সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে বিদায় করতে চায়। জেনিফারের জন্য ভালই হল।

"আপনি কি ওয়াশিংটন থেকে ইন্সট্রাকশনগুলো পেয়েছেন?" জেনিফার জিজ্ঞাসা করলো।

সে মাথা নেড়ে সায় দিলো। "হ্যা, আমরা সকালে সেগুলো পেয়েছি। আর আপনাদের অনুরোধমতে আইটেমগুলোকে সাবধানে রাখা হয়েছে।"

"গুড, নিচে যাবার আগে আমি একটা জিনিস জানতে চাই, আমি যদি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করি তবে আপনি কি তার উত্তর দেবেন?"

"কি ধরণের প্রশ্ন?" রিগবির কণ্ঠে আচমকা সন্দেহ ফুটে উঠেছে।

"যে কোন প্রশ্ন, যা আমি জানতে চাই, ক্যাপ্টেন," জেনিফার দৃঢ়ভাবে বললো।

"এগুলো ক্লাসিফায়েড ব্যাপার," রিগবি কঠোরভাবে প্রত্যুত্তর করলো,

"আপনি যদি ভাবেন যে আমি সুনির্দিষ্ট অথোরাইজেশান ছাড়া ইনফরমেশন লিক করবো, তাহলে আমি আপনাকে আপনার প্লেনে ফিরে যেতে বলবো, এজেন্ট ব্রাউন।"

"আর আপনি যদি ভাবেন আমি যা যা চাই তা না নিয়েই প্লেনে উঠবো তবে আমি আপনাকে বলবো, অর্ডারগুলো আর একবার ভালো করে পড়ে দেখুন, ক্যাপ্টেন।" জেনিফারের কণ্ঠে দৃঢ়তা আর প্রতিরোধের ছাপ। সাধারনত জেনিফার গলার জোরের থেকে যুক্তির জোরকেই বেশি পছন্দ করে, কিন্তু রিগবির ক্ষেত্রে ওর মনে হয়েছে এই লোককে অন্য কোন কিছুতেই গলানো যাবে না। "তারা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেছে যে, এই তদন্তের সময়ে আপনারা সম্পুর্ন এবং নিঃশর্তভাবে এফবিআইয়ের সাথে কো-অপারেট করবেন, এমনকি এর মধ্যে আপনাদের স্পর্শকাতর নিরাপত্তা ব্যবস্থা পদ্ধতিও পড়ে। আর আপনার যদি এতে কোন প্রকার সমস্যা থাকে তবে আমার মনে হয় আমাদের এখনই আপনার অফিসে গিয়ে ওয়াশিংটনে আমার উর্ধ্বতনদের সাথে কথা বলে নেওয়া উচিত। আমার ধারণা আমরা দু'জনেই জানি তাদের উত্তরটা কি হবে।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। কেবলমাত্র শেপার্ড যখন নার্ভাসভাবে ওর শরীরের ভার অন্য পায়ে বদল করতে গেল তখন মার্বেলের ফ্লোরে ওর গলফ সু'র জুতার ঘষা লেগে শব্দ হল। রিগবির মুখ লাল হয়ে গেছে, সে তার তর্জনী আর বুড়ো আঙুল একসাথে ঘুরাচ্ছিল, আঙুল দুটো এত শক্ত করে চেপে ধরেছে যে আঙুলের মাথা সাদা হয়ে গেছে। জেনিফার ওর ঠোঁট দুটো একসাথে চেপে ধরে আছে, যেন এভাবেই রিগবির ক্রুদ্ধ দৃষ্টির উত্তর দিচ্ছে। অনেকক্ষন পর রিগবি এমন একটা মুখভঙ্গি করলো যেটা দেখে জেনিফারের কাছে হাসিই মনে হল।

অবশেষে রিগবি স্বীকার করে নিল, "ভেরি ওয়েল।" ওর গলা শুনে মনে হল ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

"আমার কিন্তু অযথা উঁকিঝুঁকি মারার কোন ইচ্ছা নেই, ক্যাপ্টেন," অনেকটা আপোষের স্বরে জেনিফার বললো। সে তার বিষয়টা প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। "আমার শুধু ইন্সটলমেন্টটার ব্যাপারে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন দরকার। যেমন এটা কোন ধরনের ইন্সটলেশন? ফেডারেল না মিলিটারি?"

"ওহ্," রিগবির গলা শুনে মনে হল সে স্বস্তি পেল, যদিও ওর গলায় একটা অধৈর্যভাব আছে। "আসলে দুটোই। এই বিল্ডিংগুলো একটা আর্মি বেস আর তাই তাদের একটা দায়িত্ব থেকেই যায়, কিন্তু এটা চালায় ইউ.এস ট্রেজারি আর এর স্টাফ অফিসাররা। এরা টাকশাল পুলিশ থেকে এসেছে। আমরা মোট ছাব্বিশ জন।"

জেনিফারের ভ্রু উঁচু হয়ে গেল।

"বিল্ডিংগুলো? আমি তো মাত্র একটা দেখলাম।"

"না," রিগবি দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়তে লাগলো। "বিল্ডিং দুটোই, আপনি এখন যেটা দেখছেন সেটা কেবলমাত্র একটা একতলা দালান, গ্রানাইট আর কংক্রিট দিয়ে তৈরি। কিন্তু ভল্ট নিজেই আলাদা একটা বিল্ডিং। দু'স্তরবিশিষ্ট স্টিল প্লেট দিয়ে বানানো, বিম আর সিলিন্ডারগুলো আরো মজবুত কংক্রিট দিয়ে ঢাকা।"

"তাহলে আপনারা ভিতরে ঢোকেন কিভাবে?"

"একটা বিশ টনের দরজা দিয়ে।"

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো। সে সন্তুষ্ট।

"ওকে তাহলে, যাওয়া যাক।"

"ইয়েস ম্যাম।"

জেনিফার আর রিগবি পাশাপাশি হাটতে শুরু করলো, পেছনে শেপার্ড। হলটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে ডান-বাম দুই দিকেই একটা করিডোর চলে গেছে। এই করিডোরটাই ভল্টটাকে ঘিরে রেখেছে। বাইরের দিকে কয়েকটা অফিস আর স্টোররুম। জেনিফার বুঝতে পারলো কেন এটাকে দুটো বিল্ডিং বলা হয়েছে। করিডোরটা বেশ সরু, অন্যান্য ফেডারেল ইন্সটলেশনের মত এই জায়গাটার মধ্যেও একটা নির্মম গোপনীয়তার ভাব রয়েছে। ব্যুরোতেও থাকে। ওরা ডানে ঘুরে করিডোরের শেষ মাথায়, বিল্ডিঙের অন্যপ্রান্তে অন্য আরেকটা হল ঘরের মত জায়গায় এসে পৌছালো। বড় জায়গায় এসে স্বস্তি পেল জেনিফার।

এখানে গ্রানাইটের দেওয়ালের বাইরের দিকে একটা স্টিলের শাটার দেখা যাচ্ছে। সিঁড়িগুলো দেখে বোঝা গেল এখান থেকেই গোল্ডবারগুলো আনা-নেওয়া করা হয়, আর এর উল্টোদিকেই ভল্টের বিশাল স্টিলের দরজাটা চকচক করছে।

"একজন লোকের পক্ষে এই ভল্টটা খোলা সম্ভব নয়," রিগবি বলতে শুরু করলো। "আসলে ভল্টটা খুলতে হলে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন কম্বিনেশনের নাম্বার দরকার হয়। আর আমার টিমের কেউই সবগুলোর নাম্বার জানে না। একেকজন একেকটার নাম্বার জানে।"

রিগবি কথা বলতে বলতেই দরজার ডান দিকের একটা কনসোলের দিকে এগিয়ে গেল। ওদের উলটো দিকে একটা কাঁচের জানালা রয়েছে। জেনিফার দেখতে পেল আরো দুজন লোক একই রকমের দুটো কনসলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দশ সেকেন্ড পর জোরে জোরে কয়েকটা শব্দ হতেই ভল্টের দরজায় লাগানো বোল্টগুলো খুলতে শুরু করলো। কয়েকটা যান্ত্রিক শব্দ, এরপর বিশাল দরজাটা খুলে যেতে শুরু করলো। স্টিলের পিস্টনগুলো স্টিম ট্রেনের মত হিস হিস শব্দ করছে।

রিগবি মৃদু হেসে বললো, "এটা আসলেই একটা চমৎকার সেট-আপ।"

জেনিফারের মনে হল ওদের আগের উত্তপ্ত কথাবার্তা অন্তত সাময়িকভাবে হলেও রিগবির মন থেকে দূর হয়ে গেছে।

"ম্যাম, আমি এটা বলতে গর্ব বোধ করছি এই ইন্সটলেশনটা আমাদের

বেশিরভাগ মিসাইল সিলোগুলো (silo) থেকেও বেশি নিরাপদ। আমরা পুরো একটা আর্মি বেজের মধ্যে আছি। আমাদের নিজস্ব পাওয়ারপ্লান্ট আছে, নিজস্ব পানি এমনকি খাবারের ব্যবস্থাও আছে। আমাদের ২৪/৭, ৩৬০ ডিগ্রি সার্ভিলেন্স রয়েছে। কোন কিছুই এখান থেকে ঢুকতে বা বের হতে পারবে না।"

ওরা ভল্টের ভিতরে ঢুকে একটা সরু মেটাল প্লাটফর্মের মধ্য দিয়ে হেটে একটা লিফটে উঠলো। লিফটটা ওদের নিচে ভল্টের বেজমেন্টে নিয়ে যাচ্ছে। রিগবি ওদের জন্য দরজাটা খুলে রাখলো জেনিফার ধীরে ধীরে ওর চারপাশটা একবার দেখে নিল।

ঘরটা দেখতে বিশাল একটা ওয়্যারহাউজের মত। ওরা এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানটাসহ মোট দুটো ফ্লোর। প্রতিটি ফ্লোর ভিন্ন ভিন্ন কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা আর এই কম্পার্টমেন্টগুলো আবার ঘন স্টিলের বার দিয়ে ঘেরা। এই বারগুলোই কম্পার্টমেন্টগুলোকে আলাদা করে রেখেছে। এজন্য সেগুলোকে বড় বড় খাঁচার মত মনে হয়। প্রতিটি কম্পার্টমেন্টই একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত হাজার হাজার গোল্ডবারে ভর্তি।

জেনিফারের এটা অনুধাবন করতে কয়েক সেকেন্ড লাগলো যে, ও ওর নিঃশ্বাস চেপে রেখেছে। যেন ভয় পাচ্ছে ওর নিঃশ্বাসের শব্দে কোন ঘুমন্ত দানব জেগে উঠবে, রূপকথার গল্পে যেসব পাহারাদার দানবের কথা শোনা যায়।

"ইমপ্রেসিভ, তাই না?" শেপার্ড চোখ টিপে দিল, "এটা সব সময়ই আমার ঠিক এখানে আঘাত করে, যতবারই এটাকে দেখি।" বুকের দিকে হাত দিয়ে দেখালে জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো। চারিদিকে সোনা ভরা, চকচক করছে, যেন জীবন্ত। ঘরের লাইটগুলোতে স্বর্ণালী আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

"প্রায় সবসময়ই এখানে ছোট ছোট শিপমেন্ট আসা-যাওয়া করে।" রিগবির কথায় জেনিফারের চিন্তার সুতো কেটে গেল, সে ঘরের মাঝখানে তিনটি বড় বড় সিল্‌ভার রঙের কন্টেইনার দেখিয়ে বললো। কন্টেইনারগুলো চার ফুট লম্বা, দুই ফুট চওড়া আর তিন ফুট উঁচু। সামনে ইউ.এস ট্রেজারির সিল মারা। "এগুলোতে করে গোল্ডবারগুলো আনা-নেওয়া করা হয়। আজকে বিকালে এগুলোর বাইরে যাবার কথা।"

"হুমম," জেনিফার মৃদু হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আপনারা যে আইটেমগুলো দেখতে চেয়েছেন সেগুলো এখানে।"

রিগবি জেনিফারকে ঘরের একদম বা দিকের একটা কমপার্টমেন্টের কাছে নিয়ে গেল। কাছে গিয়ে জেনিফার বুঝতে পারলো এই কম্পার্টমেন্টটা অন্যগুলোর থেকে সামান্য ছোট কিন্তু এটা অন্যগুলোর তুলোনায় বক্স, ব্রিফকেস আর ফাইলে আরো বেশি পরিপূর্ণ ।

"যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন," কম্পার্টমেন্টের দরজার সাথে লাগানো একটা বড় মেটাল ট্যাগ তুলে ধরে রিগবি বলতে লাগলো, "মোট চৌত্রিশটা

কম্পার্টমেন্টের প্রতিটিই সিল করা। আর যখনই সিল ভেঙ্গে এর মধ্য থেকে কোন কিছু নেওয়া হয় কিংবা এতে কোন কিছু রাখা হয় তখনই ইউ.এস মিন্ট (টাকশাল) এটাকে আবার সিল করে দেয়।" রিগবি একটা সিল ছিড়ে পকেট থেকে একটা চাবি বের করে তালা খুলে ভিতরে ঢুকলো। তারপর কয়েক সেকেন্ড পর একটা পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের ব্রিফকেস নিয়ে এসে জেনিফারের দিকে বাড়িয়ে দিল।

"আমার মনে হয় এটাই আপনি চাচ্ছেন।"

"আমি এটাকে এখানে খুলছি।"

"আপনার খুশি।"

রিগবি ব্রিফকেসটা নিয়ে একটা কন্টেইনারের উপর রাখলো। ও এটাকে জেনিফারের দিকে মুখ করিয়ে এটার লক দুটো খুলতেই, খোলার শব্দটা সমস্ত ঘরে রাইফেলের গুলির শব্দের মত প্রতিধ্বনিত হল। শেপার্ড আর রিগবি জেনিফারের দু'পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

জেনিফার কেসটা খুলে দেখলো ভিতরে আরেকটা ছোট বক্স, আট ইঞ্চি লম্বা আর ছয় ইঞ্চি চওড়া। একটা ডার্ক-ব্লু ভেলভেটের কাপড়ে মোড়ানো, যেটাকে কোণার দিকগুলো থেকে খুলে ফেলা হয়েছে। মাথায় ইউ.এস ট্রেজারির সোনালী সিলটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

জেনিফার সাবধানে বক্সটা ব্রিফকেস থেকে সরাল, তারপর উপরের গোল্ড ক্যাচটাকে চাপ দিলে বক্সটার ঢাকনা খুলে গিয়ে ভিতরের ক্রিম রঙের সিল্কি অংশটা উন্মুক্ত হয়ে গেলে হঠাৎ করেই জেনিফারের গলা শুকিয়ে গেলো। বক্সটার ভিতরটাকে উপরের দিকে দুটো আর নিচের দিকে তিনটি মিলিয়ে মোট পাঁচটা কয়েন রাখার মত করে তৈরি করা।

কিন্তু বক্সটা খালি।

অধ্যায় ১৪

আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড
২১ জুলাই, বিকাল ৪:৪০

সিনডি আর পেট বেশ মজায় আছে। লন্ডন ইম্প্রেসিভ, প্যারিসও খুব সুন্দর কিন্তু আমস্টারডাম আসলেই একটা মজার জায়গা। এই জায়গাটা টুলসা কিংবা ওকলাহোমা থেকে ভিন্ন। ওদের হোটেলের একটা দারোয়ান ওদের কাছে হোটেলের কিছু বাটি পর্যন্ত বিক্রি করার চেষ্টা করেছে। ওরা উপরে উপরে শক্‌ড হবার ভান করলেও ভেতরে ভেতরে বেশ মজা পেয়েছে।

আমস্টারডাম সিনডির জন্য আবার একটা স্পেশাল জায়গা। ১৯৩০-এর দিকে ওর দাদা-দাদি হল্যান্ড থেকে পালিয়ে এসেছিল। আগের দিন ও অ্যানা ফ্র্যাংকের বাসা থেকে ঘুরে এসেছে। ব্যাপারটা ওর জন্য বেশ আবেগঘন ছিল।

"ইশ, বেচারা মেয়েটা," পেটে-এর শক্তিশালি বাহুতে মাথা রেখে কেঁদেছে। ওর চোখের মাসকারা সারা মুখে লেগে গিয়ে মাকড়শার জালের মত ডোরা কাটা দাগ ফেলে দিয়েছে। অন্য টুরিস্টরা ওদের দুজনের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

আজকে এখানে ওদের শেষ দিন। গত পনের দিন ওরা সারা শহরের সব মিউজিয়াম আর অন্যান্য জায়গাগুলো ঘুরে বেড়িয়েছে। আজ ওরা ঠিক করেছে, বাড়ি যাবার লম্বা ফ্লাইটা ধরবার আগে সারাদিন রিল্যাক্সভাবে এখানকার খাল-বিলগুলো ঘুরে দেখে ওদের সুন্দর ট্রিপটা শেষ করবে। দশ মিনিট ধরে ওরা ডালাস-কাউবয় জ্যাকেট পরে, ছাদ-বিহীন নৌকায় করে শহরের মধ্য দিয়ে ঘুরছে। ওদের গাইড ওদের বিভিন্ন সাইট দেখাচ্ছে। সিদ্ধান্তটা ভুল হয় নি, ওদের বেশ লাগছে।

সিনডি সব সময়ের মত একটা বাইবেলের গাইডবুক হাতে নিয়ে বসে আছে। এটা এয়ারপোর্টে ওর ইমোশনাল মা ওকে দিয়েছিল। ওর মায়ের ধারণা বাইবেলের গসপেলের সব কিছুই ইউরোপের। এটার উচ্চারণের উপর ওর এতটাই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, এখন যদি কোন গাইডের ধারাভাষ্য ওর বইটার সাথে না মেলে কিংবা গাইড যদি কোন বিশেষ কিছু বাদ দিয়ে যায় তাহলে সাথে সাথেই ও পেট-এর সাথে এটা নিয়ে কানাকানি শুরু করে দেয়। ব্যাপারটা বেশ বিরক্তিকর।

পেট এই সময়টাতে একটা বিষয়ে একেবারে মাস্টার হয়ে গেছে। বউয়ের কথা অর্ধেক শুনেই সঠিক সময়ে একদম সঠিক প্রতিক্রিয়াটা দেখাতে পারে সে। ওর মনযোগটা থাকে ছবি তোলায় আর ভিডিও করায়। ট্রিপের যতটুকু সম্ভব

ক্যামেরায় ক্যাপচার করতে ব্যাস্ত থাকে সে। তাই যখন সিনডি বইয়ে নাক ডুবিয়ে বসে থাকে ওর চোখ ওর হাতের ডিজিটাল ক্যামেরাটার মনিটরে লেগে থাকে।

ওদের ইউরোপে থাকার এই দিনগুলোতে পেট ওর ক্যামেরা স্কিলটার একটু উন্নতি করেছে। বড় কোন বিল্ডিং ক্যাপচার করতে গেলে প্রায়ই ওর হাত খুব দ্রুত ওঠানামা করে, কিংবা অন্য কোন দৃশ্য ধারন করতে গেলেও ছবিগুলো খুব জাম্পি আর অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা যখন একটা ব্রিজের নিচ দিয়ে যাচ্ছে একটা জটিল শট ট্রাই করলো। জুম আউট করে খালটাসহ একটা বিল্ডিঙ্গের ডিটেইল ক্যাপচার করলো সে। তারপর আস্তে আস্তে ওদের বোটের সিটগুলো ক্যাপচার করছে। ট্যুর গাইড বোটের একদম সামনে ডান দিকে দাঁড়ানো। ও মৃদু হাসছে। মেয়েটা কিউট।

হঠাৎ করেই ক্যামেরার ভিউ-ফাইন্ডারের কোণার দিকে ওর দৃষ্টি গেল। সাবেক পুলিশ পেট খটকাগুলো চিনতে পারে। ও ক্যামেরাটা একটু উঁচু করে ধরলো। এখন ট্যুর গাইড শুধুমাত্র হাফ স্ক্রিন জুড়ে রয়েছে।

পেটের ক্যামেরার মনিটরে ওর ঠিক সামনের ব্রিজের একটা ফোনবুথের মধ্যে একজন তামাটে মুখের টেকো লোক ভেসে উঠেছে, লোকটা কারো সাথে বেশ ক্ষুব্ধভাবে কথা বলছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ করেই বড় একটা কালো রেঞ্জ রোভার থেকে নেমে আসা দু'জন কালো সুট পরা লোক ওর ক্যামেরায় ধরা পড়লো। লোক দুটো টেকো লোকটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের হাটার মধ্যে একটা সুপ্ত এনার্জি আছে, আচরণে একটা প্রবল আত্মবিশ্বাস। এটা দেখে পেটের গলায় বেল্ট বাধা কুকুরের কথা মনে হল। যেটার মালিক ওটার বেল্টে সামান্যই ছাড় দিয়েছে। এই দু'জন বেল্টটা লুজ করতে যাচ্ছে। পেট গাইডের পাশ দিয়ে ফোনবুথটা জুম করল। টেকো লোকটা ওই দু'জনকে দেখার সাথে সাথেই তার হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেল। লোকটা খুব দ্রুত চারপাশে তাকাচ্ছে, পালানোর রাস্তা খুঁজছে। কিন্তু পেট দেখতে পেল লোকটা ওদের দেখতে অনেক দেরি করে ফেলেছে। লোকটা ফোনবুথে কোণঠাসা, তার যাবার আর কোন জায়গা নেই।

লোক দুটো ফোনবুথের সামনে আসলো। ওরা যখন টেকো লোকটার কাছে পৌছে গেল তখন ওদের দুজনের পিঠ একটা বড় কালো পর্দার মত ফোনবুথটা ঢেকে রেখেছিল, পেট শুধু ওদের পিঠ দেখতে পাচ্ছে। ও ওদের উপর ক্যামেরা স্থির করে রেখেছে। ও চোখের পলক পর্যন্ত ফেলছে না, যদি কিছু মিস করে ফেলে। হঠাৎ করেই ওদের কাঁধ আলাদা হলে পেট টেকো লোকটাকে দেখতে পেয়ে ওর চোখ আতংকে বড় হয়ে গেল। দুজনের একজন টেকো লোকটার মুখ চেপে ধরেছে ওর চিৎকার আটকাতে।

একটা হাত উপরে উঠলো, হাতে লম্বা খাঁজকাটা ছুরি সূর্যের আলোতে

ঝলসে উঠেছে। লোকাটার বুকে ছুরিটা বসিয়ে দেবার আগে এটার চকেচকে অংশটার ছায়া কোবাল্ট রঙ্গের আকাশে ফুটে উঠলো। লোকটা পড়ে গেছে, নির্জীব।

ওদের বোটটা এখন লোক দুটোর সাথে প্রায় এক লেবেলে। ওরা যখন কুঁজো হয়ে লোকটার পকেট হাতড়াচ্ছিল তখন পেট ওর ভিউটা ওয়াইড করল। কিন্তু তখনই বোটটা ওদের থেকে সামান্য একটু সামনে চলে গেলে ওদের আসল চেহারা ভাল করে ধরতে পারলো না। বোটটা নিচু ইটের ব্রিজের নিচ দিয়ে যাচ্ছে। যখন বোটটা অপর দিকে পৌছালো ততক্ষনে ওরা ভিউ থেকে হারিয়ে গেছে। পেট ব্রিজের অন্য দিকে ক্যামেরা ধরল, ওরা কিংবা ওদের গাড়ি কিছুই আর সেখানে নেই।

"হলি শিট, তুমি দেখলে এটা?" পেট ওর বউয়ের কানে আস্তে করে বলল। ভয়ে আর উত্তেজনায় ওর মুখ শুকিয়ে গেছে। ওর ক্যামেরাটা ফোনবুথে নির্জীবভাবে পড়ে থাকা দেহটার উপরে তখনো ধরা আছে।

"ওহ, আমি জানি সোনা, ব্যাপারটা খুব বাজে হল, তাই না?" সিনডি মাথা নাড়িয়ে বলতে লাগল। ওর বড় বড় কানের দুল দুটো ওর গালের সাথে বারি খাচ্ছে। "ওই জায়গাটাতে ভ্যানগগ থাকতো, আর গাইড মেয়েটা এটা নিয়ে একটা কথাও বললো না!"

অধ্যায় ১৫

জে, এডগার হুভার বিল্ডিং, ওয়াশিংটন ডিসি
২২ জুলাই, দুপুর ২:০৭

ডেস্কের ফ্যানটা সর্বোচ্চ গতিতে ঘুরছে। ভাইব্রেশনের কারণে এটা কনফারেন্স টেবিলের এক কোণায় রাখা। কিন্তু পাতলা মেটাল রিমের উপর থেকে এটা স্লিপ করে পড়ে যাবার উপক্রম হলে এটাকে সরিয়ে রাখা হল।

"আচ্ছা, আমরা ওগুলো আরেকবার ভালো করে দেখি," জেনিফার ওর হাতের কোকটা শেষ করতে করতে বললো। ও খালি ক্যানটা ওদের মাঝখানে থাকা উপচে পড়া ডাস্টবিনটাতে ফেলে দিল। স্পেশাল এজেন্ট পল ভিজ্জিয়ানো সচেতনভাবে তার কালো ভ্রু উঁচু করে তাকিয়ে আছে।

"কি জন্য? আমরা প্রত্যেকে অন্তত একশবার করে এগুলো দেখেছি। সিআইএ আর এনসিআইসি'র ডাটাবেস দিয়ে করা হয়েছে ক্রস চেকিং। তাদের ব্যাংক রেকর্ড ঘেটেছি, তাদের বাবা-মা, বউ-ছেলে-মেয়ে সবই চেক করা হয়েছে। কিছুই নেই। ওরা একদম ক্লিন।"

জেনিফার চেয়ার থেকে উঠে কনফারেন্স টেবিলটার চারপাশে হাটতে লাগলো। বাইরের রাস্তার উঁচু উঁচু হ্যালোজেন লাইটগুলোর আলো রুমের ভিতরের পালিশ করা আখরোট কাঠের টেবিলের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে।

"কারণ কিছু না পেয়ে আমরা এখান থেকে যাচ্ছি না," ও কঠোরভাবে বললো। ওর চোখ সারা টেবিলে ছড়িয়ে থাকা ফাইল আর কাগজগুলোর উপর ঘুরছে। এই ডকুমেন্টগুলো ওর গত দুই দিনের কাজের ফসল।

ভিজ্জিয়ানো উঠে দাঁড়ালো। পরিপাটি মাস্কুলার ফিগার, কালো মসৃণ চুলগুলো পিছন দিকে আচড়ানো, আর মুখে একটা চিরস্থায়ী বিরক্তির ভাব লেগে আছে। রাগে মাথা নাড়তে নাড়তে ও ওর সাদা শার্টটার ইন ঠিক করতে লাগলো। যখন সে কথা বলতে শুরু করলো তখন তার সাদা শার্টের উপরে একটা লাল ফেব্রিকের হালকা আভা বের হতে লাগলো।

"তুমি একটা ব্যাপার জানো? এই পুরো জিনিসটাই বিরক্তিকর, পুরোটাই আর্বজনা।" বলেই হাতটা দিয়ে সশব্দে টেবিলের উপর বারি মারতেই ফ্যানটা ভারসাম্যহীনভাবে নড়তে নড়তে অসহায়ভাবে পড়ে গেল। ওটা মেঝের উপর ঝুলছে, ওটার প্লাগটা পেছনে সকেটের সাথে শক্তভাবে আছে।

জেনিফার একমত, আসলেই পুরো জিনিসটা একটা আর্বজনা। করবেট গত দুদিন অনেক চেষ্টা করেছে যাতে ঘটনাটা অল্প কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এই ধরনের কেসগুলো বেশি দিন চেপে রাখা যায় না। অন্য

ডিপার্টমেন্ট কিংবা অন্য এজেন্সির মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে ফেডারেল বাজেটের ভাল একটা অংশ বাগিয়ে নেবার জন্য এটা একজন ফান্ড রেইজারের জন্য খুবই ভাল সুযোগ। আসলে এটা এমন একটা ঘটনা যার জন্য ওয়াশিংটন প্রার্থনা করে থাকে।

"হ্যা, এটা আর্বজনা, কিন্তু এটা আমাদেরই আর্বজনা, আর তাই আমাদেরই এটা ঠিক করতে হবে," জেনিফার উত্তর দিল।

জেনিফার ফ্যানটা আবার ঠিক করে উঠিয়ে রাখতেই ভিজ্জিয়ানো ওর মিলিটারি স্টাইলের টাইটা আরেকটু লুজ করে দিল। জেনিফার জানতো ভিজ্জিয়ানো প্রচন্ডভাবে ওর আগে যাবার চেষ্টা করছে। ও জেনিফারের থেকে প্রায় দশ বছরের বড়। দু'বছর আগে জেনিফার ভিজ্জিয়ানোর আন্ডারে একটা কেসে কয়েক মাস কাজ করেছে। ভিজ্জিয়ানো ওকে একবার একটা বারে নিয়ে যাবার আমন্ত্রনও জানিয়েছে। কিন্তু জেনিফার যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে ওকে না করে দেয়। আর এখন জেনিফার চার্জে আছে, এটা ভিজ্জিয়ানোর মোটেও ভাল লাগার কথা নয়। জেনিফার এই সুযোগটার জন্য অনেক কষ্ট করেছে, আর ও ভিজ্জিয়ানোকে এটা নষ্ট করতে দেবে না। যদিও ও মানতে চায় না তারপরও গত কয়েকটা বছর ওর খুব খারাপ কেটেছে। আর তাই একটু পরিবর্তন ওর জন্য ভালই।

"দেখ, আমি ওখানে গিয়েছিলাম, জায়গাটা আমি দেখেছি," জেনিফার বললো। ওর কণ্ঠে কঠোরতা আর অত্যাবশকীয়তার সংমিশ্রণ। যে-ই এটা করুক না কেন তার পুরো ভল্টের সিকিউরিটি সিস্টেম আর লে-আউট সম্পর্কে ডিটেইল ধারণা ছিল। খুবই ডিটেইল।"

ভিজ্জিয়ানো ঘোৎ করে একটা শব্দ করলো।

"বিগ ডিল। সঠিক দামে সব কিছুই কেনা যায়। কারো যদি ফোর্ট নক্সের প্ল্যানটা দরকার হয় তাহলে কয়েকজনের পকেট ভরে সে ম্যানেজ করে নিতে পারে। টাকা কথা বলে।" ভিজ্জিয়ানো মুচকি হেসে ওর বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনী জেনিফারের মুখের সামনে নাড়ছে।

"ও, তোমার মনে হয় লোকাল প্ল্যান ডিপার্টমেন্টে ওরা ওদের ডিটেইল প্ল্যান রেখে দিয়েছে? লে-আউট, অ্যালার্ম সিস্টেম, অ্যাক্সেস কোড সব?" জেনিফার ঝাঁঝের সাথে বলল। "এই জায়গাটার সব কিছুই ক্লাসিফায়েড। জেসাস, ওরা তো মনে হয় ঘাস কাটার ডকুমেন্টগুলোও পুড়িয়ে ফেলে। ওখানকার সিকিউরিটি খুব বেশি টাইট। আমার কথা শোন, ভেতরের কেউ অবশ্যই জড়িত। তাই আমরা তাদের আরো ভালো করে চেক করবো, এখনই।"

"ঠিক আছে।" ভিজ্জিয়ানো আশাহত হয়ে ওর চুলের মধ্যে দিয়ে হাত চালিয়ে একটু আগে টেবিলের উপর ছুড়ে ফেলা ফাইলটা আবার তুলে নিয়ে রাগী চোখে জেনিফারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো, "তো আমরা কোথা থেকে শুরু করবো?"

“একদম শুরুতে, আমরা দেখব গত বারো মাসে কার কার ভল্টে অ্যাক্সেস ছিল আর কারা কারা আসলেই ভল্টে ঢুকেছে। এর জন্য আমাদের যদি আরো পেছনে যেতে হয় আমরা যাব, কিন্তু আগে এই জায়গাটায় ফোকাস করতে হবে।”

ভিজ্জিয়ানো গজ গজ করতে করতে ওর সামনের সব ফাইলগুলো দেখে নাম্বারটা চেক করা শুরু করলো।

“আগে যা বলেছিলাম তাই -ই, ৪৭।”

“আমিসহ ৪৮।”

“কি? আমাকে কি ইডিয়ট মনে হয়? তুমিই ৪৭ নম্বর।” ভিজ্জিয়ানোর চোখে মুখে স্পষ্ট ক্রোধের ছাপ।

“তাই? তুমি কিভাবে বের করলে?” জেনিফার ওর হায়ারোগ্লিফিক নোটগুলোতে চোখ বুলাতে বুলাতে জানতে চাইলো।

“মিন্ট পুলিশের ২৫ জন গার্ড, ১৫ জন মিলিটারি কর্মচারী, পাঁচ জন ট্রেজারি কর্মকর্তা আর দু'জন ফেডারেল এজেন্ট, যার একজন তুমি। খুব বেশি লোক এখানে ঢোকে নি।” ভিজ্জিয়ানো ওর কথার প্রমাণ দেখাতে পেপারগুলো উঁচিয়ে ধরলো।

“অদ্ভুত তো। রিগবি আমাকে বলেছে গার্ড ২৬ জন। তাই তো আমার ৪৮ জন এসেছে।”

জেনিফারের মসৃণ বাদামি কপালে ভাজ পড়েছে। “কে?”

“রিগবি, মনে নেই? ওখানকার অফিসার ইন চার্জ। জেনিফার অধৈর্যভাবে বলছে, যদিও শেপার্ডের গোলাপী ট্রাউজার আর রিগবির ছাই বর্ণ মুখের কথা মনে পড়ে ওর ঠোঁটের কোণে একটা ছোট্ট হাসি দেখা দিয়েছে।

“তো ট্রেজারির অনুসারে ২৫ জনের নাম এখানে আছে।” ও কয়েকটা শিট তুলে ধরে বললো। “ওরা আজ সকালে ফ্যাক্স করেছে।”

“আমি একটু দেখি,” জেনিফার চাইলে, ভিজ্জিয়ানো শ্রাগ করে ওগুলো ওকে দিল। নামগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর একদম শেষ শিটটায় এসে ওর ভ্রূ কুচকে গেল। শিটটা উঁচু করে লাইটের সামনে ধরলো সে।

“কি?” ভিজ্জিয়ানোর কণ্ঠ হঠাৎ করে একটু রক্ষণাত্মক শোনাল। জেনিফার কোন কথা না বলে ওর বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জণী দিয়ে শিটটার কোণা চেপে ধরে একসাথে ঘষল। আস্তে করে একটা শব্দ হল আর প্রথম শিটটার থেকে নতুন একটা শিট বের হয়ে আসতেই ভিজ্জিয়ানোর চোয়াল ঝুলে পড়লো।

“যেমনটা আমি বলেছিলাম ২৬ জন গার্ড,” নতুন শিটটার একদম প্রথমে একমাত্র নামটা দেখে জেনিফার শান্তভাবে বললো, ওর চেহারায় একটা কঠোরভাব ফুটে উঠেছে।

“আমি তো কিছুই বুঝলাম না।”

"মনে হয় কালির কারণে পেজ দুটো আটকে গিয়েছিল।"

জেনিফার জানতো যদি ওদের ভূমিকাটা পালটে যায় তাহলে ভিজ্জিয়ানো নিজের এই ধরণের অমনোযোগীতার কারণে ওর উপর আর মেজাজ দেখাতে পারবে না। কিন্তু এটা জেনিফারের স্টাইল নয়। ওরা দু'জনেই বুঝতে পেরেছে ভিজ্জিয়ানো বোকা বনে গেছে। আর তাই এটা নিয়ে প্যাচানোর কোন মানে হয় না। এখন যেটা দেখতে হবে নতুন নামটা দিয়ে ওরা কিছু বের করতে পারে নাকি।

"টনি শর্ট," জেনিফার নামটা পড়ল। "ডেট অব বার্থ ১৮ই মার্চ ১৯৬৫, মৃত।"

"মৃত? তার মানে অপ্রয়োজনীয়," ভিজ্জিয়ানো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।"

"তার কিন্তু ভল্টে অ্যাক্সেস ছিল।"

"কিন্তু সে তো মৃত।"

"কিন্তু মাত্র," জেনিফার কাগজটা ভিজ্জিয়ানোর সামনে ঠেলে দিল যাতে ও পড়তে পারে। "চারদিন আগে।"

"এটা কাকতলীয়।" ভিজ্জিয়ানোর কণ্ঠটা এমন শোনালো যেন ও নিজেকেই কনভিন্স করার চেষ্টা করছে।

"হতে পারে, তবে সে-ই এখন একমাত্র লোক যাকে আমরা এখনও চেক করি নি। আমরা তার সম্পর্কে কি কি জানি?"

ভিজ্জিয়ানো ওর ল্যাপটপে নামটা টাইপ করলে কয়েক সেকেন্ড পর টনি শর্টের ফাইলটা মনিটরে ভেসে উঠলো।

"এক্স এনওয়াইপিডি, মেডেল অব অনার। পাঁচ বছর আগে মিন্ট পুলিশে এসেছে। বিবাহিত এবং বাচ্চা আছে। সাধারণ বয়স্কাউট। এইতো। মৃত।" সে উপরে তাকালো, "এই তারকা চিহ্নটা আবার কিসের?"

"সুইসাইড," জেনিফার বলল। "তারকা চিহ্ন মানে সুইসাইড।"

অধ্যায় ১৬

ক্লার্কেনওয়েল, লন্ডন
২২ জুলাই, সন্ধ্যা ৭:৪২

বিল্ডিংটার গর্বিত ভিত্তিপ্রস্তর বলে দিচ্ছে ১৮৭৬ সালে যখন এটা তৈরি করা হয়েছে তখন এটা একটা হ্যাট কারখানা ছিল। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এর প্রোডাকশনকে অর্ডার দেওয়া হয় আরএএফ ইউনিফর্মের জন্য বোতাম তৈরি করতে। টম যখন এটা কেনে তখন এটা একেবারে পরিত্যক্ত, দোকান আর ওয়্যারহাউজ পুরোপুরি শূন্য। ১৯৬০-এর দিকে উপরের ফ্লোর তিনটা অফিস হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

টম এটার প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অফিসের রাজকীয় ভাব দেখে সেটাকে নিজের বেড রুম বানিয়ে নিয়েছে। অদ্ভুতভাবেই ওখানকার মার্বেল পাথরের বাথরুমটা এটাকে একেবারে পারফেক্ট বেডরুম বানিয়েছে। মনে হয় স্টাফরা কখনো বুঝতে পারে নি ওদের বসের ম্যানেজারিয়াল ক্ষমতা নষ্ট হবার কারণ হল যে, উনি সম্ভবত অন্য যে কোন কিছুর তুলনায় বাথরুমটাই বেশি ব্যবহার করতেন।

সবশেষে টম ঠিক করল টপ ফ্লোরের বিশাল ওপেন স্পেসটা হবে লিভিংরুম, কিচেন আর ডাইনিং। সেকেন্ড ফ্লোর বেডরুম আর বাথরুম আর ফার্স্ট ফ্লোর.... ও আসলে পুরোপুরি ঠিক করে নি, তবে মনে হয় আরেকটা শো-রুম।

আসলে এসবই অনেক পরের কথা। ওর দোকানটা ভালমত চলা শুরু করলে এগুলো ঠিকঠাক করা হবে। আর এখন ও বাথরুমের দরজার পেছনের ভাঙা আয়নাটা দিয়েই কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। ওই আয়নাটা দেখেই টাইটা ঠিক করে নিল। তারপর ক্লিপ ক্যাবিনেট থেকে সিলভার রঙের কাফলিঙ্কগুলো বের করে সেটাকে খুব সুন্দর করে ওর ডাবল কাফের শার্টের উপর পরে নিল।

"আমি বের হচ্ছি," সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ও ডোমনিকিককে চিৎকার করে বললো। ওর পায়ের শব্দ খালি সিঁড়িঘরের চারপাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

"ওকে।" ডোমিনিক সেকেন্ড ফ্লোরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। ও ওখানেই থাকছে। চারপাশে চা-বর্ণের দেয়ালে ঘেরা। আগে এটা ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট ছিল। "হ্যাভ ফান।"

সুর্যাস্তের সময় টম বাইরে বের হলো, কমলা বর্ণের আকাশ থেকে রক্তিম সূর্যটা ধীরে ধীরে নিচে নামছে। রাস্তার উপর নীরব গরম একটা বাতাস বইছে। এই সময়ে শহরটাকে দেখতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। একটা অদ্ভুত পরিবর্তন, একটা পরিবেশ ধীরে ধীরে অন্য একটা আবহে রুপান্তরিত হচ্ছে।

ও তাড়াতাড়িই স্মিথফিল্ডে পৌছে গেল। এটা ইউরোপের সবচেয়ে পুরনো মাংসের বাজার। ঢালাই লোহা দিয়ে ঘষে মেজে বানানো নিচু ছাদের একটা ভিক্টোরিয়ান মার্কেট হল আর যুদ্ধের পর ইট আর কংক্রিট দিয়ে বানানো একটা হ্যাঙ্গার। এটার চারপাশে রয়েছে দূর্গের মত ছিদ্রবিশিষ্ট ছাদের ছোট-বড় বিভিন্ন ওয়্যারহাউজ, কর্কশ লাল ইট আর সাদা পাথরের কতগুলো দেয়াল, একই দিকে মুখ করা ভৌতিক জানালা আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টিল শার্টার। পাঁচ মিনিট পর ও হ্যাটন গার্ডেনে পৌছাল। হ্যাটন গার্ডেন লন্ডনের ডায়মন্ড ব্যবসার কেন্দ্রস্থল।

জায়গাটা তখন প্রায় ফাঁকাই। গন হল এখানকার সবচেয়ে আগ্রহী শপ অ্যাসিসট্যান্ট। এরা তোমাকে ঢুকতে প্ররোচিত করবে, বেস্ট প্রাইস অফার করবে, সাথে তোমার নেকলেসটার সাথে সবচেয়ে মানানসই একজোড়া কানের দুল। গন কুরিয়ার বাইক আর সিকিউরিটি ভ্যানও অফার করে। এছাড়া এরা এদের জমকালো জানালাগুলোর সামনে বিভিন্ন বিয়ে করতে যাওয়া কাপলকে আকৃষ্ট করতে ওয়েডিং রিঙের তুলনামূলক দাম ঝুলিয়ে রাখে। এখন ওদের শার্টার বন্ধ। দোকানের মালগুলো রাতের জন্য সাবধানে সরিয়ে রাখা, নিয়ন লাইটগুলো বন্ধ।

কিন্তু এখনো রাস্তার মধ্যে সুপ্ত একটা শক্তি অনুভব করা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে রাস্তা ঘুমিয়ে পড়ে নি, একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। কালো সুট পরা কয়েকজন শুকনো মুখে কিছু দোকান আর বিল্ডিঙের ভিতরে দাঁড়িয়ে, পর্দার আড়ালে কাজ ঠিকমতই চলছে। হীরা কাটা, ডিল ফাইনাল করা, টাকা গোনা, হ্যান্ড শেক।

টমের নিজের জীবনে সুনির্দিষ্ট নিয়মের অনেক অভাব ছিল বলেই মনে হয় এই জায়গাটা ওকে বেশ মুগ্ধ করে। স্মিথফিল্ডের রাস্তাগুলোর অপরিবর্তনীয়তা, লোকগুলোর প্রতিদিনকার সুনির্দিষ্ট রুটিন দেখে টম তাদের কাজকর্মের ধরণ সম্পর্কে বেশ সুনিশ্চিত। ওদের কাজ সম্পর্কে ও সহজেই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে।

রাস্তা থেকে নেমে টম হ্যাটন গার্ডেন সেফ ডিপোজিট লিমিটেডের লবিতে এসে দাঁড়ালো। জায়গাটায় মলিন ফ্লুরোসেন্ট আলো জ্বলছে। টম ওর পার্সটা ওখানকার সিকিউরিটি গার্ডদের দেখালো। গার্ডরা একটা জানালার পেছনে তাদের নির্ধারিত স্থানে বসে পাসটা পরীক্ষা করছে। ওদের সামনের কম্পিউটার স্ক্রিনের আলো ওদের মুখে পড়ার কারণে মুখে নীলাভ একটা আভা খেলা করছে। ওরা স্ক্রিনে লবি আর ভল্টের প্রতিটা ইঞ্চির ছবি দেখছে। সন্তুষ্ট। ওরা টমকে প্রথম দরজা দিয়ে ঢোকার অনুমুতি দিল। দরজা দিয়ে ঢোকার পর সেটা বন্ধ হয়ে যেতেই সামনে আরেকটা দরজা। এর মধ্য দিয়ে মেটাল বারগুলো চলছে।

গাঢ় সবুজ রঙের লিনলিয়ামের সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটু সামনেই সতেরো স্কয়ার ফুট উঁচু মজবুত ভল্টটা দেখা গেল। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত প্রায় ৯৫০টা একই সাইজের বক্স। টাংস্টাইন আর স্টিলের এই বক্সগুলো রুপালী আলোতে

চকচক করছে। প্রতিটি বক্সের উপর কালো রঙের নাম্বার দেওয়া।

টম ওর পকেট থেকে একটা চাবি বের করে, ওর পেছনে দাঁড়ানো গার্ডটাকে দেখালো। গার্ডটা ওর সাথে সাথেই ঘরটাতে এসেছে। টম যে বাক্সটা খুলতে চাচ্ছে সেটা গার্ডকে দেখালে গার্ড তার কাছে থাকা চাবিটা কি হোলের মধ্যে ঢুকালো। এরপর টম ওর চাবিটা অন্য আরেকটা কি হোলের মধ্যে ঢুকালে দু'জনেই নিজ নিজ চাবি ঘোরালো। ক্লিক। বক্সের দরজাটা খুলে গেল। টম একটা কালো মেটাল কন্টেইনার বের করে আনলো। কন্টেইনারটা কোমর সমান উঁচু দুই বক্সের লেয়ারের মধ্যে একটা কালো মেটাল ট্রে'র উপরে সিল করা। এটার মধ্যে আরেকটা চাবি। টম চাবিটা নিল। ওরা এই বক্সটার উল্টো দিকে অন্য আরেকটা বক্সের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর একইভাবে ও আর গার্ড দুজনেই আবার ওদের নিজের নিজের চাবি দুটো আলাদা আলাদা কি-হোলের মধ্যে ঢুকিয়ে ঘোরাল। কিন্তু এবার কালো কন্টেইনারটা খোলার আগে গার্ড চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো টম।

টম আগেই জানতো এর মধ্যে কি আছে। তারপরও ছোট্ট লেদারের পাউচটা খুললে পাউচটার ভেতরের জিনিসগুলো গ্লাভস পরা হাতে চলে এল। নিউইয়র্কে যে চুরিটা করেছে এখানে ওর অংশ। এক মিলিয়নের এক-চতুর্থাংশের সামান্য কিছু বেশি। টাকায় নয়, ডায়মন্ডে। টাকার থেকে অনেক সহজে পরিবহনযোগ্য, তাছাড়া যদি তুমি জান কোথায় কথা বলতে হবে তাহলে আমেরিকান এক্সপ্রেসের থেকেও বেশি জায়গায় গ্রহনযোগ্য। ও ডায়মন্ডগুলো আবার পাউচে রেখে দিল।

জ্যাকেটের পকেটে হাত দিয়ে ডিমটা বের করে আনলো টম। তারপর এটাকে ওর স্কি মাস্কে মুড়িয়ে দ্বিতীয় বক্সটায় রেখে দিল, একটা ছোট্ট সিম্বল যাতে আর্চি বুঝতে পারে ও ওর জিনিসটা পেয়েছে। টম বক্সটা ভিতরে ঢুকিয়ে বক্সের দরজাটা লক করলো। এরপর ও আবার উল্টো দিকে এসে প্রথম বক্সটার কন্টেইনারের মধ্যে চাবি আর পাউচটা রেখে লক করে দিল।

টম আবার সিকিউরিটি গেটগুলো অতিক্রম করে যাবার সময় গার্ডগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো। ও রাস্তায় পা রাখার সাথে সাথে স্ট্রিট লাইটগুলো জ্বলে উঠলো।

অধ্যায় ১৭

লুইসভিল কাউন্টি মর্গ, লুইসভিল, কেন্টাকি
২৩ জুলাই–১১:৩৭

জেনিফার কখনোই কাকতালে বিশ্বাস করে না। এগুলো কেবলই মানুষের চিন্তা ভাবনার পার্থক্য। যেমন একটা চিন্তা হল, অনেকগুলো পৃথক পৃথক ঘটনা এলোমেলোভাবে কিন্তু একসাথে ঘটতে পারে, কেবল তাদের মূল অস্তিত্ব ছাড়া কোন কিছুর দ্বারাই তাদের এক করা যায় না। কাকতালীয়।

অন্যভাবে চিন্তা করলে, যে কোনভাবে ঘটনাগুলো বিস্তৃত হয়ে ওঠে, আরো জটিল আকার ধারন করে। ঘটনাগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকে নিগূঢ় অর্থ। যখন পুরো ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যায় কেবলমাত্র তখনই বোঝা যায় পৃথক পৃথক ঘটনাগুলোর তাৎপর্য কিংবা সম্পর্ক। এর আগে ঘটনাগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কোনভাবেই বোঝা যায় না।

শর্ট সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যা কিছু জানা যায় তা হল, সে ফোর্ট নক্সে কাজ করতো, তরুণ এবং স্বাস্থ্যবান, দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের, তিনটি বাচ্চা আছে এবং তাদের সে প্রচন্ড ভালোবাসতো, নিয়মিত চার্চে যেত, কর্মক্ষেত্রে সবাই তাকে পছন্দ আর শ্রদ্ধা করতো। সব মিলিয়ে তার সুইসাইড করার কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। একভাবে চিন্তা করলে, কয়েন পাঁচটা খোয়া গেছে জানার কয়েকদিন আগে তার সুইসাইডের ব্যাপারটা একটা মারাত্মক কাকতালীয় ঘটনা।

আর এখন পর্যন্ত, অন্যভাবে চিন্তা করলে এটা কোনভাবেই কাকতালীয় নয়, এটা খুবই রহস্যজনক।

করবেটও ওর সাথে একমত হয়েছে। আগেরদিন বিকালে অনেক কষ্টে একটা ইন্টার্নাল মিটিংয়ে যাবার সময় জেনিফার ওকে খুঁজে পেয়েছে। কঠোর মুখে একটা হালছাড়া ভাব। ও জেনিফারকে একটা ক্লান্ত হাসি উপহার দিয়েছিল।

"পাঁচ মিনিট ব্রাউন, এর বেশি এখন আমি দিতে পারছি না। তোমাকে দ্রুত শেষ করতে হবে। চল হাটতে হাটতেই কথা বলি।"

জেনিফার খুব দ্রুত শর্টের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলো। ইচ্ছে করেই ভিজ্জিয়ানোর ভুলের ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল, যদিও জানতো তার জায়গায় যদি ভিজ্জিয়ানো থাকতো তবে সে কখনোই এটা করতো না। করবেট নিশ্চিতভাবেই মুগ্ধ। ও জেনিফারের কাঁধে মৃদু একটা চাপড় দিলে জেনিফার হঠাৎ করেই একটু গর্বিত হয়ে উঠলো।

"তো, সে কোন নোট রেখে যায় নি?"

"না," জেনিফার নিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ল। "সব স্বাক্ষীই একই কথা

বলেছে, এটা ওর চরিত্রের সাথে যায় না। তার দাম্পত্য জীবন আর কর্মক্ষেত্র দুটোই ভালো চলছিল। ওর আত্মহত্যার কোন কারনই ছিল না।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

নীরবতা।

"আর তুমি বলছ সে ফোর্ট নক্সে একজন গার্ড ছিল?"

"হ্যা, একজন স্টার পারফর্মার, আপাতদৃষ্টিতে, এর মানে যা-ই দাঁড়াক না কেন।"

"আরেকবার বলতো এটা কবে ঘটেছিল?"

"চার দিন আগে, প্যারিসে রানিরি মার্ডারের দু'দিন আগে।"

"হুমম।" করবেটের কপালে ভাজ পড়ল।

"অটপ্সি একখনও হয় নি। আমি লুইসভিলের করোনারের অফিসে কথা বলেছি, তারা প্রসিডিউরটা কালকে পর্যন্ত দেরি করতে রাজি হয়েছে, যাতে আমি সেটা দেখতে পারি। আমি ফ্লাইট বুক করে ফেলেছি।"

"গুড," করবেট মাথা নেড়ে সায় দিলো। ওরা মিটিং রুমের একেবারে সামনে পৌছে গেছে।

"তোমার কথাই ঠিক। এটা আসলেই মিলছে না। যা পাও আমাকে জানাতে থাকো। ওহ্, আর ব্রাউন..." জেনিফার চলে যাবার জন্য ঘুরলে করবেট বললো, "দারুণ কাজ।" জেনিফারের মনে হল ওকে চুমু খেতে।

মর্গটা শহরের একপ্রান্তে একটা নামবিহীন সাদা পাথরের বিল্ডিঙে অবস্থিত, লাউস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে ছোট্ট একটা ড্রাইভিঙের পথ। বিল্ডিংটার চারপাশ পাইন গাছে ঘেরা। জেনিফার বিল্ডিংটার স্যাঁতস্যাঁতে আদ্র রেফ্রিজারেটেড রিসিপশন এরিয়া থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে বেরিয়ে এল।

মর্গটার ডেকোরেশনের মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব। দেওয়ালগুলো কটকটে গোলাপী আর লালের সংমিশ্রনে রঙ করা। আর অরেঞ্জ কালারের রোয়া ওঠা প্লাস্টিক শিট দিয়ে লাইনিং করা। সিলিঙের উপরে একটা স্পিকারে বিচ বয়েজের গান শোনা যাচ্ছে।

একটি আয়তকার এক্সেস হ্যাচের পেছনে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পোশাক পরা একজন ভাবলেশহীন মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। সে জেনিফারের দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করে ওকে ডেকে নিল। তারপর একটা নাম্বারে ডায়াল করে ফিসফিস করে ওর আসার কথা জানালে কয়েক মিনিট পর খাটো নীরস চেহারার একজন লোক ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকলো। বয়স আনুমানিক ৫০। বুক পকেট থেকে একটা সোনার চেইন ঝুলছে, যেটা আসলে একটা সোনার পকেট ওয়াচের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে।

"এজেন্ট ব্রাউন? আমি ড. রেইমন্ড ফিঞ্চ, এখানকার প্যাথোলজিস্ট। আমাদের আগে ফোনে কথা হয়েছে।"

"হ্যালো," জেনিফার উষ্ণভাবে হাত মেলালো, অন্য হাতে ওর আইডি কার্ড ধরে রেখেছে। যদিও জেনিফার খেয়াল করলো লোকটা একবার তাকিয়েও দেখলো না। "অভ্যর্থনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।" আসলে তাদের কাছে আর কোন চয়েস নেই, কিন্তু জেনিফার জানে সামান্য আদ্র ব্যবহার সবসময়ই কাজ করে, বিশেষ করে স্থানীয়দের সাথে।

"নো প্রবলেম, আপনি চাইলে আমরা এখন যেতে পারি।"

"গ্রেট।"

ফিঞ্চ ওকে একটা দরজার মধ্য দিয়ে একটা করিডোরে নিয়ে গেল। যার শেষ মাথায় কয়েক ধাপ নিচে ওদের সামনে একটা ভারি ডাবল ডোর খুলে গেল। সামনে একটা সাদা টাইলসের ছোট্ট কক্ষ দেখা গেল। এখানে তাপমাত্রা হঠাৎ করেই নেমে গেছে। জীবাণুনাশক আর ফর্মালডিহাইডের ঝাঝাল গন্ধে ওর গলা সামান্য জ্বলে উঠলো। ঘরের যত ভিতরে ঢুকছে গন্ধটা আরো গাঢ় হচ্ছে।

"আপনি আগে কখনো এগুলো করেছেন?" ফিঞ্চ ওকে একটা গাউন এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলো। গাউনটা জেনিফার ওর কালো জ্যাকেট আর লম্বা শার্টের উপর পরে নিল। তারপর ফিঞ্চ নিজেও তার ফ্যাকাশে সবুজ রঙের স্যুটের উপর আরেকটা গাউন পরে নিয়ে এক জোড়া প্লাস্টিকের জুতো ওর ব্রাউন কালারের জুতোর উপর পরে নিল।

"না।"

"আসলে, এটা একেবারে স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড। কুৎসিত কিন্তু স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড। আপনি চাইলে আমাদের এখানে বসতে পারেন।"

ফিঞ্চ ওর দিকে তাকিয়ে সহনাভূতির একটা হাসি উপহার দিল। কিন্তু জেনিফার মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল সে এতদূর এসে অ্যাকশনটা মিস করতে পারবে না।

"আমি অনেক লাশ দেখেছি ডক্টর, আরেকটা বেশি দেখলে কিছু হবে না।"

"ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি।"

ফিঞ্চ ওকে আরেকটা ডাবল ডোর দিয়ে অটপ্সি রুমে নিয়ে গেল। রুমটা বেশ বড়। আনুমানিক বিশ স্কয়ার ফুট। সাদা রঙ করা। ঘরের দুই পাশের দেয়ালে স্টেইনলেস স্টিল আর গ্লাসের ক্যাবিনেট। শক্তিশালী লাইটের আলো দাগবিহীন সাদা টাইলসের মেঝে আর দেয়ালে পড়ে ক্যাবিনেটগুলোতে প্রতিফলিত হচ্ছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা স্টেইনলেস স্টিলের টেবিল, একটা কোমর সমান উচ্চতার ঢালু ট্রে যেটা পানির যাওয়া আসার জন্য ব্যবহৃত হয়।

"তো, এই কেসটায় ব্যুরোর ইন্টারেস্টের কারণ কি?"

"এটা জাস্ট একটা রুটিন ইনকোয়ারি। এক্সাইটিং কিছুই না।" জেনিফার মিথ্যা বললো। ফিঞ্চ তার প্রশ্নে যতটা কৌতুহল আড়াল করতে পেরেছে, জেনিফার উত্তরে তার চাইতে বেশি মিথ্যাটা লুকাতে পেরেছে।

"আহ।" জেনিফার বুঝতে পারল সে ওর কথা বিশ্বাস করে নি। "তো এটা আপনাদের জন্য রুটিন হতে পারে কিন্তু আমরা এদিকে তেমন একটা সুইসাইড কেস পাই না। আর যা-ও পাই তাতে দেখা যায় তারা নিজেরা নিজেদের খুলি উড়িয়ে দিয়েছে, সে তুলনায় এটা তো বেশ এক্সাইটিং।"

ফিঞ্চ হাসলো। জেনিফার জানত অন্য সময় হলে ও ফিঞ্চকে বেশ প্রসন্ন মানুষ হিসেবে পেত। তার অর্ধচন্দ্রাকার চশমার উপর দিয়ে একজোড়া দয়ালু সবুজ চোখ উকি দিচ্ছে। তীক্ষ্ণ নাকের নিচের শক্ত সাদা মোচটা তাকে একটা দাদু দাদু চেহারা দিয়েছে। কিন্তু এখন এই রুমে, ওর মনে শুধু একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, লোকটা শুরু করবে কখন?

"লাশটা কই?"

ফিঞ্চ ওর কণ্ঠের অস্থিরতাটা খেয়াল করলো না।

"আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট যে কোন মুহূর্তে মি. শর্টকে নিয়ে আসবে। আহ, এই তো সে এসে পড়েছে।"

একটা ট্রলি ভিতরে ঢুকলো। ট্রলির উপরের বডিটা একটা সাদা শিট দিয়ে ঢাকা। পেছনে ক্লান্ত চেহারার এক তরুণ। পারঅক্সাইড দিয়ে সাদা করা চুল তার সাথে ম্যাচ করে টাং স্টাড আর নোজ রিং। তার গায়েও ফিঞ্চের মত প্রটেক্টিভ গাউন আর মেডিকেল স্যুট।

"আশা করি তুমি পুলিশ রিপোর্টটা পড়েছ?" ফিঞ্চ ওর অ্যাসিস্ট্যান্টকে জিজ্ঞাসা করলো। ট্রলিটা অটপ্সি টেবিলের পাশে এনে রাখলো সে।

"অবশ্যই, লোকটার ছেলে গ্যারেজের থেকে ধোয়া উড়তে দেখে। সেখানে গিয়ে গাড়ির মধ্যে তার বাবাকে দেখতে পায়। পুলিশ সেখানে এসে ফার্স্ট এইড দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু ততক্ষনে দেরি হয়ে গেছে।"

"হুমম, তারা তাকে সকালের নাস্তার জন্য খুঁজছিল।"

"তাই? এটা তো কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।"

এ্যাসিস্টেন্টকে বডিটা ট্রলি থেকে কয়েকটা নিষ্ঠুর ধাক্কা দিয়ে অটপ্সি টেবিলে ফেলতে দেখে জেনিফার একটু অস্বস্তি বোধ করলো। একটা ছুড়ে ফেলা পুতুলের মত পড়ে থাকলো শর্ট। তার লোমশ চামড়া সাদা হয়ে গেছে। চোখের নিচে কালো দাগ পড়েছে। মাংস ঢিলা আর থলথলে।

"তাকে বাধা হয়েছিল।" যেভাবে ফিঞ্চ কথাটা বলল তাতে বোঝা গেল এর মধ্যে একটা গূঢ় অর্থ আছে।

"বাধা হয়েছিল? এর কি মানে হতে পারে?"

ফিঞ্চ শ্রাগ করল।

"ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক।"

"তাকে গাড়ির পেছনে পাওয়া গেছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলবো, যদি এটা তোমার গাড়ি হয় তাহলে কি তুমি অবশ্যই ড্রাইভিং কিংবা প্যাসেঞ্জার সিটে বসবে না?"

ফিঞ্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের দিকে তাকিয়ে সায় দিলে সে তাকে একজোড়া সার্জিক্যাল গ্লাভস এগিয়ে দিল। প্রতিটা গ্লাভ পরে রিস্টব্যান্ড ছাড়ার সাথে সাথে ঠাস ঠাস করে দুটো শব্দ হল।

"মানুষ আত্মহত্যার সময় অনেক অদ্ভুত কাজ করে," সে বিড় বিড় করে বলতে লাগলো। "কে জানে সে কি ভাবছিল। সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল? অবচেতন মনে শৈশবের কোন বিপদের কথা ভাবছিল? অনেক কিছুই হতে পারে।"

ফিঞ্চ মুখে একটা মাস্ক পরে নিল। অ্যাসিস্ট্যান্টটা ওকে বডির ডিটেইল রিপোর্ট, এক্স-রেগুলো এবং অটপ্সি পারমিটের কাগজটা বড়িয়ে দিলে ও ডেডবডির পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ট্যাগের সাথে অটপ্সি পারমিটটা মিলিয়ে দেখে নিল। সব দেখার পর যখন নিশ্চিত হল যে তাকে সঠিক বডিটাই দেওয়া হয়েছে তখন সে কাজ শুরু করলো।

প্রথমে সে বডিতে কোন আঘাতের চিহ্ন আছে নাকি দেখতে শুরু করলো। যেমন সূচ ফুটানোর চিহ্ন, কাটা ছেড়া কিংবা থেতলানো মাংস। সে বডির গায়ে যা যা দেখছিল তা তার কোটের কলারে আটকানো মাইক্রোফোনে মেশিনের মত বলে যাচ্ছে। তার গলার স্বর বাদে পুরো ঘরে আর একটা শব্দই শোনা যাচ্ছে। সেটা হল তার অ্যাসিস্ট্যান্টের হাতের নিক্কন ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার শব্দ। প্রতিবারই ফিঞ্চ একটু পিছিয়ে যাচ্ছে যাতে ভাল একটা ক্যামেরা শট পাওয়া যায়।

ঘরটার মধ্যে মৃত্যুর কালো ছায়া সবসময়ই বর্তমান। কিন্তু জেনিফারকে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি নাড়া দিল সেটা হল পুরো ঘরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে শূন্যতা। একটা মানুষের পরিচয় এখন ল্যাবের চেহারাশূন্য ইউনিফর্ম, অফিসিয়াল ফর্ম, ফটোগ্রাফস আর কেস নাম্বারগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। একজন মানুষ পরিণত হয়েছে একটি নামবিহীন ফাইলে। হঠাৎ করেই ওর শর্টের জন্য মায়া লাগছে।

প্রাথমিক পরীক্ষাগুলোর রেজাল্ট দেখে বোঝা গেল মৃত্যুর প্রধান কারন কার্বন মনো-অক্সাইড। শর্টের নখ আর ঠোঁট দ্বিখন্ডিত চেরি ফলের মত লাল হয়ে গিয়েছিল যেটা নিঃসন্দেহেই রক্তে অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকষ্টের লক্ষণ। বাম কাঁধে একটা ছোট্ট ট্যাটু ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই।

এই সাইডটা কমপ্লিট। এসিস্ট্যান্টটা শর্টের পিঠের নিচে একটা "বডি ব্লক" রাখলো। জিনিসটা এক ধরণের রাবারের ইটের মত। এটাকে পিঠের নিচে রাখলে বুক উঁচু হয়ে ওঠে, বাহু আর গলা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। ফলে কাটা ছেড়ার জন্য বেশি জায়গা পাওয়া যায়।

ফিঞ্চ ওর ডান পাশের ইন্সট্রুমেন্ট ট্রে থেকে একটা স্ক্যালপেল পছন্দ করে তুলে নিল, তারপর শর্টের দুই কাঁধের থেকে তলপেট পর্যন্ত ওয়াই শেপে একটা গভীর পোঁচ দিল, স্ক্যালপেলটা সামান্য ঘুরিয়ে নাভিটা এড়িয়ে গেল। এরপর সে চামড়াটা ছাড়িয়ে পেশী আর নরম টিস্যুগুলো বুকের উপর থেকে আলাদা করে নিল, চামড়াটা শর্টের মুখের উপর ঝুলে থাকলো, যার ফলে পাঁজরের হাঁড় আর গলার সামনের সুতা আকৃতির পেশীগুলো উন্মুক্ত হয়ে গেল। তারপর সে একটা বন-কাটার নিয়ে অনেকটা তার কাটা বেড়ার তার কাটার মত করে পাজরের হাড়গুলোর সামনে দিয়ে কাটতে লাগলো সে। এর ফলে সে বক্ষাস্থির আবরণ ছাড়িয়ে নিতে পারছে, যদিও এর জন্য তাকে কয়েকটি নরম টিস্যু কেটে ফেলতে হল। এগুলো শক্তভাবে চেস্ট প্লেটের সাথে লেগে ছিল।

জেনিফার আতঙ্ক মিশ্রিত এক ধরণের মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে আছে। আর মনের একটা অংশ তাকে বলছে, কোন কিছু মিস করে ফেলার ভয়টাকে পাত্তা না দিয়ে তার জন্য ফিঞ্চের অফারটা মেনে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করাই ভালো ছিল। আবার অন্য একটা অংশের কারণে ও পুরো দৃশ্যটা থেকে চোখও ফেরাতে পারছে না। জেনিফার মেথডটা চিনতে পারছে। অ্যাকাডোমতে এটা সম্পর্কে পড়েছিল। এটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড রকিট্যান্সকি। হরিণের ফিল্ড ড্রেসিঙের থেকে আলাদা কিছু নয়, সেখানেও এভাবেই গলা থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামা হয়। ফিঞ্চও তেমনিভাবে সমস্ত অর্গানগুলো ফ্রি করে সেগুলো দেহ থেকে আলাদা করে ফেলেছে।

ফিঞ্চ রক্তাক্ত জিনিসগুলোকে শবব্যবচ্ছেদ টেবিলে নিয়ে গেল। অটন্সি টেবিলের থেকে একটু সামনে স্টেইনলেস স্টিলের টেবিল। আর ততক্ষণে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট বডি ব্লকটা সরিয়ে শর্টের ব্রেন সরানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফিঞ্চ অর্গান ব্লকগুলো ছড়িয়ে তলপেটের অর্গানগুলো আর খাদ্যনালী থেকে চেস্ট অর্গানগুলো কেটে আলাদা করছে। সবসময়ই বর্ণনা করে যাচ্ছে। তার একঘেয়ে কাজগুলো হঠাৎ করেই বাধাগ্রস্থ হল।

"ড. ফিঞ্চ?"

অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিঞ্চকে ডাকলে সে সেদিকে তাকাল।

"কি হয়েছে ড্যানি?"

"এটা একবার দেখবেন?"

ফিঞ্চ সিজারগুলো রেখে অ্যাএসিস্ট্যান্টের কাছে গেলঅ যেখানে সে শর্টের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। "কিছু পেলে নাকি?"

"এটা দেখেন।" অ্যাসিস্ট্যান্ট ওকে শর্টের মাথার দিকে তাকাতে বললো।

ফিঞ্চ শর্টের খুলির মাঝখানে হাত বুলিয়ে আঙুলে কিছু একটা অনুভব করলো। "অদ্ভুত," বললো সে।

অধ্যায় ১৮

নিউবন্ড স্ট্রিট, লন্ডন
২৩ জুলাই–বিকেল ৫:০০

"আমি আমার ডানে একজন ভদ্রলোককে পেয়েছি, তিনি তিন লক্ষ তিরিশ হাজার পাউন্ড অফার করছেন। এই অতুলনীয় জিনিসটার জন্য তিন লক্ষ তিরিশ হাজার পাউন্ড। এই তরবারীটা নীল যুদ্ধের পর সুলতান সেলিম এ্যাডমিরাল তৃতীয় নেলসনকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। আর কি কেউ তিন লক্ষ তিরিশ হাজার পাউন্ড এর উপর কোন দাম বলতে আগ্রহী? এটা আমার ডানের ভদ্রলোকের কাছে চলে যাচ্ছে। তিন লক্ষ তিরিশ হাজার পাউন্ড–এক, তিন লক্ষ তিরিশ হাজার পাউন্ড–দুই। এটা আমার ডানে বসে থাকা ভদ্রলোকের কাছে বিক্রি হয়ে গেল।

নীলামদারের হাতুড়ি ওক কাঠের টেবিলের উপরের আইভরির উপর আবার শব্দ করে নেমে এলে একটি সশ্রদ্ধ করতালির শব্দে পুরো ঘরটা মুখরিত হয়ে উঠলো।

কাউকে চেহারা না দেখিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল টম। নিলাম শেষ, তাই মানুষের সাথে যেন ধাক্কা খেতে না হয় সেজন্যই আগে আগে বেরিয়ে এল সে। লবি এখনই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সাংবাদিকগুলো দ্রুত ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে যাচ্ছে, বিকেলের ঘটনাটা ডেস্কে বসে সাজাতে হবে। তরবারীটা অনুমানের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি টাকা আয় করেছে।

ফিরে এসে ভাল লাগছে। নিলাম সবসময়ই ওর জন্য ভালো শিকার খোঁজার জায়গা। বছরের পর বছর এখান থেকে ও রেডিমেড শিকার পেয়ে যায়। বিশেষ করে প্রাইভেট কালেক্টাররা, এদের সিকিউরিটি আরও বেশি শক্তিশালী থাকে। কিন্তু টম বুঝতে পারলো ও এই মুহূর্তে শিকার খুঁজতে না এসেও ব্যাপারটা আরো বেশি এনজয় করছে। ধীরে ধীরে হাটতে হাটতে আর চারপাশ দেখতে দেখতে যাচ্ছে। সবসময় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে টার্গেটের উপর নজরদারি করার দরকার নেই।

"টমাস? টমাস না?" টম ওর নামটা শুনতে পেল। আর্শ্চযজনকভাবে নামের এই বড় ফর্মটা একটু অপরিচিত। লোকজন এখন হুড়োহুড়ি করে নীলামের ঘর থেকে বের হচ্ছে। এক হাতে মোটা ক্যাটালগ আর অন্য হাতে একজন আগ্রহী ওয়েটারের কাছ থেকে নেওয়া মদের গ্লাস ধরা। তাকে কৌশলে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যাওয়া লোকগুলোর সামনে রাখা হয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সাদা লিলেনের সুট পরা লোকটাকে দেখেই টম চিনতে পারলো, লোকটা হাস্যোজ্জ্বলভাবে ওর

দিকে তাকিয়ে আছে।

"আঙ্কেল হ্যারি, কেমন আছেন?" টম হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু লোকটা তার হাতটা একদিকে সরিয়ে দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো। তার বয়স এখন প্রায় ৫৫, টম আন্দাজ করলো, লম্বা শক্তিশালী হাত, বর্গাকার মুখ, যেখানে সবসময় একটা মিলিটারিভাব স্থায়ী। যদিও তার রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার পরও তার মাথা ভরা চুল, যেগুলো মাথার এক পাশে সিঁথি করে সুন্দরভাবে আচড়ানো। চুলগুলো পরিপাটিভাবে তার সবুজ চোখের উপরের ঘন ভ্রুর সাথে পেঁচিয়ে রাখা। তাকে দেখলে টমের ছোটবেলা থেকেই যেটার সবার আগে কথা মনে হয় সেটা হল একটা বিশাল বিয়ার।

তার পরনের পরিচর্যাহীন জামা কাপড়গুলো অনেক আগেই তাদের জাকজমক ভাব হারিয়েছে, এজন্য কাছের থেকে দেখে অনেকেই তাকে একজন অগোছালো লোক বলতে পারে। যেমন তার লিলেনের সুটটার কাছ থেকে সময় ঠিকমতই তার প্রাপ্য করটা আদায় করে নিয়েছে, বারবার লন্ড্রিতে ধোয়ার ফলে রংটা ফ্যাকাশে। কোটের কলার আর ট্রাউজারের বা পায়ের উপর কয়েক ফোটা মদের দাগ দেখা যাচ্ছে। তার নীল রঙের ট্রানবুল এন্ড এসার শার্টের আস্তিন দুটো অনেক আগেই ঘষায় ঘষায় ক্ষয় হয়ে গেছে, সুতাগুলো ডিলা আর কলারের কোণাগুলো ভোতা। এর সাথে পরা তার ক্যাটক্যাটে হলুদ-কমলা রঙের এমসিসি টাই'টা যেন জ্বলজ্বল করছে। তার বাম হাতের একটা কেণো আঙ্গুলে একটা সোনার সিলমোহর দেওয়া আংটি আর ডান হাতে একটা পানামা হ্যাট।

"টমাস, মাই বয়, আমি বুঝেছিলাম এটা তুমিই।" তার গলারস্বর সুতীক্ষ্ম, পরিস্কার আর শক্ত উচ্চারণে বহু বছরের লালিত সামাজিকতা ফুটে উঠে।

"হ্যালো, আঙ্কেল হ্যারি।"

"তুমি এতদিন কোন চুলোয় ছিলে? হায় খোদা কত বছর হয়ে গেল।"

"আমি দুঃখিত, আসলে খুবই ব্যস্ত সময় কাটছে। শেষকৃত্যনুষ্ঠানে আসেন নি কেন?"

"হ্যা, হ্যা অবশ্যই," তার গলা হঠাৎ করেই সিরিয়াস, "কি বোকা আমি, আমি খুবই দুঃখিত, আমি আসতে পারি নি।"

"ঠিক আছে, আমি আপনার চিঠি পেয়েছি, ধন্যবাদ। ওটা আমার কাছে অনেক কিছু।"

"তো তুমি কেমন আছ?"

"ভালো," লোকটার বাহুর উপর হাত রেখে টম বলল। "পাঁচ মাস হয়ে গেছে...এতটা শক..."

"আমি জানি, আমাদের সবার জন্যই এটা বড় একটা শক।"

তার মুখে দুঃখের ছায়া।

আংকেল হ্যারির সাথে কবে ওর প্রথম দেখা হয়েছে টম সেটা মনে করতে

পারে না। সে কেবল জানে উনি সবসময়ই আশেপাশে ছিলেন। উনি টমের আসল আংকেল নন, তবে তাদের সম্পর্কে বহু বছরের, সে টমের কাছে তার থেকেও বেশি। হ্যারি রেনউইক ওর বাবার বেস্ট ফ্রেন্ড। অন্য সব বন্ধুদের থেকে আলাদা। স্কুল হলিডেগুলোতে যখন ও জেনেভাতে ফিরে আসতো আংকেল হ্যারি ওকে প্রায়ই স্কি করতে কিংবা মুভি দেখাতে নিয়ে যেতেন। ও যখন অক্সফোর্ড থেকে প্যারিসে শিফট করে উনিই তখন একটা থাকার জায়গা ঠিক করে দিয়েছিলেন, সাথে কিছু টাকাও ধার দিয়েছিলেন।

উনিই একমাত্র ব্যক্তি যে টমকে টমাস বলে ডাকেন। ওনার একটা বিষয় টমের কাছে খুব অবাক লাগে। আংকেল হ্যারি কখনোই কোন প্রকার সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করেন না। কোন স্ল্যাং ওয়ার্ড, পারিভাষিক শব্দ, নিকনেম এমন কি কোন প্রতিষ্ঠানের বিশাল নামের সংক্ষিপ্ত রুপটাও তিনি এড়িয়ে চলেন। অথচ তিনি সবসময়ই সবাইকে তাকে হেনরির পরিবর্তে হ্যারি ডাকতে বলেন। এটার কারণ টম কখনোই বুঝে উঠতে পারে না।

"আমি দোকানটা লন্ডনে নিয়ে এসেছি, শুনেছেন?"

"তাই? আমি আসলেই খুশি হয়েছি, তোমার বাবা খুবই খুশি হতেন এটা দেখে যে তুমি এটা চালিয়ে নিচ্ছ।"

"আসলে, আমি এটা আমার নিজের জন্য করছি, তার জন্য নয়।" ওর মুখে একটা কঠোরভাব ফুটে উঠলো। রেনউইক মাথা নেড়ে সায় দিলো। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। "তো আপনি এখানে কি করছেন?" টম কথা ঘুরাতে জিজ্ঞাসা করলো। "আমি জানতাম না আপনার নেভাল হিস্ট্রিতে কোন ইন্টারেস্ট আছে?"

"ওয়েল, আমার ইন্টারেস্ট নেই, তবে আমার এক ক্লায়েন্ট আছে, সে এসব জিনিস সংগ্রহ করে। তাই চিন্তা করলাম মার্কেটের নাড়ীনক্ষত্র একবার দেখে যাই।"

"তাহলে, আপনি এখনো প্রায়ই এসব জায়গায় আসেন?"

"নাহ," রেনউইক মাথা নাড়লেন। "আসতাম এক সময়, তুমি তো জানোই দিন-কাল আর আগের মত নেই। আমি জায়গাটা আরো পছন্দ করতাম যখন এখানে সিগারেট খাবার অনুমতি দেয়া হত, পরিবেশটার মধ্যে একটা আলাদা গতিময়তা যোগ হত। তুমি এটা দেখতে পারতে, এটার ঘ্রাণ নিতে পারতে, সব কিছুর মধ্যে একটা আলাদা উত্তেজনাকর ভাব ছিল।"

ঘরের সবাইকে ফিংগার ফুড অফার করা হচ্ছে। সিলভার রঙের ট্রেগুলোকে ঝাড়বাতির ঠান্ডা আলোয় মনে হচ্ছে যেন ছোট ছোট আইসবার্গ। আঙ্কেল হ্যারির সামনে একজন ওয়েটার এসে অফার করলে তিনি বিরক্তির সাথে তাকে হাত নেড়ে না করে দিলেন। একজন লোক ফোনে চেঁচাতে চেঁচাতে ওদের মাঝখান দিয়ে চলে গেল।

“তো আপনি এখনো লন্ডনেই আছেন? আমি তো ভেবেছি আপনি অন্য কোন দেশে চলে গেছেন?”

“নাহ, আছি এখনো এখানে। অবশ্য থাকার জায়গাটা বদল হয়েছে। তুমি আসো একদিন ডিনার করতে।”

“হ্যা, সেটা ভালোই হয়, কিন্তু-”

“দাঁড়াও, আমাকে একটু ভাবতে দাও, আগামীকাল হবে না, পরশুও নয়, আচ্ছা সামনের সোমবার মানে, ১৬ তারিখে আসতে পারবে না?”

“আসলে এটা–”

“না, না, আসতেই হবে, রাত আটটায়, সেভেন্টি ফোর ইটন টেরেস, এই নাও আমার কার্ড, দেরি করো না।”

“আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাঙ্ক ইউ।”

“মাই প্লেজার, আমি এখন আসি, আসলে এইমাত্র একজনকে দেখলাম, তার কাছে একটা ফেবার পেতাম আর কি।”

ছোট্ট একটা চোখ টিপ দিয়ে রেনউইক ওর পানামা হ্যাটটা পরে নিয়ে হাটতে হাটতে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। ততক্ষণে টমও বাইরের দিকে যেতে শুরু করেছে।

হ্যারি রেনউইক, টম বিশ্বাসই করতে পারছে না, এখনো একদম আগের মতই আছে। এমনকি আগের মতই সেই হাস্যকর সুটটা পরা।

টম ঠিক নিশ্চিত না। আসলে ও অনেকদিন ওনাকে দেখে নি আর তাছাড়া বিষয়গুলোকে দেখার ওর একটা পরিস্কার দৃষ্টিভঙ্গি আছে। কিন্তু এখনকার কথা চিন্তা করলে, ওর কাছে রেনউইকের সুটটা বেশ বিরক্তিকর লেগেছে। যদিও এটা ছোট্ট একটা ব্যাপার, কিন্তু টমের কাছে এটা দেখে মনে হয়েছে এটা ইচ্ছা করেই একটু পুরনো দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকটা যেন নতুন ফার্নিচারকে পুরনো হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করা।

টম কয়েকবার রেনউইকের কার্ডটার কোণায় টোকা দিল, মোটা আইভরির ভারি কপার প্লেটের স্ক্রিপ্ট। ওটা ওর শার্টের বুক পকেটে রেখে দিয়ে মাথা থেকে আজেবাজে সব চিন্তা দূর করে দিল। আংকেল হ্যারি আংকেল হ্যারিই আছেন, সবসময়ই।

অধ্যায় ১৯

লুইসভিল কাউন্টি মর্গ, লুইসভিল, কেন্টাকি
২৩ জুলাই–বেলা ১২:০১

শর্টের ফ্যাকাশে আর নির্জীব মাথার পেছনে হাত বুলিয়ে ফিঞ্চের চোখ সরু হয়ে গেল।

"কিছু পেয়েছেন?" জেনিফার টেবিলের কাছে এগিয়ে এসেছে।

"জায়গাটা নরম।" এই প্রথমবারের মত ফিঞ্চের কণ্ঠে একটা উত্তেজনারভাব।

"ফ্র্যাকচার?"

"তাই-ই তো মনে হচ্ছে," ফিঞ্চ সায় দিলো। "খুলির একেবারে মাঝখানে, আমার আঙুলের নিচে কিছু হাঁড় নড়ছে।"

"তার মানে তাকে আঘাত করা হয়েছিল, তাই তো?" জেনিফার উত্তেজিত।

"সম্ভবত, আর তা না হলে কোন আর্দালি লাশটা ফেলে দিয়েছিল। একভাবেই নিশ্চিত হতে পারি।"

বলেই ফিঞ্চ ওর পাশের ইন্সট্রুমেন্ট ট্রে থেকে একটা স্ক্যালপেল তুলে নিল। শক্ত করে স্ক্যালপেলটা চেপে ধরে সে মাথার এক কানের পিছন থেকে অন্য কান পর্যন্ত চামড়া ছিলে ফেললো। অসমতল সিরামিকের উপর ছুরি চালালে যেমন শব্দ করে, পাতলা ব্লেডটা মাথার ঘষায় ঠিক তেমন শব্দ করছে। জেনিফার ওর ঠোঁট কামড়ে ধরলো।

কাটার ফলে শর্টের মাথার চামড়াটা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, সামনের দিকে আর পেছনের দিকে। ফিঞ্চ কমলার খোসা ছাড়ানোর মত করে সামনের দিকের চামড়া ছিলে খুলির সামনের মুখের দিকটা আর উপরের দিকটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। এরপর সে পেছনের চামড়া টানলে গলা আর ঘাড়ের দিকের একটা বড় একটা অংশের মাংস উন্মুক্ত হয়ে এল।

জেনিফার আর পারলো না। কোন কথা না বলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ফিঞ্চ মৃদু হাসলো, কিন্তু কিছু বলল না। সে ট্রের উপর থেকে তার স্ট্রাইকার স'টা তুলে নিয়ে ধারটা একবার দেখে নিল। ইতোমধ্যেই শর্টের মাথার উপরিভাগের চামড়া পুরোপুরি ছাড়ানো হয়ে গেছে।

দশ মিনিট পর ফিঞ্চ অটপ্‌সি রুম থেকে বেরিয়ে এল। সাদা গ্লাভস দুটো রক্তে একাকার। সে সাবধানে তার গ্লাভস আর মাস্ক খুলে পাশের ডাস্টবিনে ফেলে দিল।

"আপনি ঠিক আছেন তো?"

"অবশ্যই," জেনিফার ডিস্পোজাল প্লাস্টিক কাপে পানি খাচ্ছে। "এটা আসলে একটু...আপনি বুঝতেই পারছেন..." ও পাশের ঘরের ক্ষত-বিক্ষত দেহটার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

ওর নিজের উপরই রাগ হচ্ছে, কেন শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলো না। হঠাৎ করেই মনে হল ওর পুরুষ কলিগদের কথা, তারা প্রায়ই বলে এসব জায়গায় মেয়েদের দিয়ে কাজ হয় না। "আমি দুঃখিত, স্যার।"

"আরে, এটা নিয়ে নিজেকে দোষ দিবেন না," ফিঞ্চ জেনিফারের সামনের কমলা রঙের একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললো। "আসলে আপনি যে এতক্ষণ থাকতে পারবেন সেটাই আমি আশা করি নি। এই শেষের অংশটা কেউই সহ্য করতে পারে না। এমনকি যেসব পুলিশরা গাড়িতে করে মৃতদেহের টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে আসে তারাও পারে না। সত্যি বলতে কি, আপনি যদি শেষ পর্যন্ত থেকে যেতেন তাহলেই আমি বেশি চিন্তিত হতাম।"

জেনিফার হাসলো, হঠাৎ করেই ওর আগের চেয়ে অনেক ভালো লাগছে।

"তো ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো?"

"মৃত্যুর প্রধান কারণ কার্বন মনো-অক্সাইড। পুরোপুরি নিশ্চিত হতে অবশ্য আরও কিছু অর্গান পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কিন্তু ঠোঁট আর নখ দেখে কার্বন মনো-অক্সাইডের কথাই মনে হচ্ছে।"

"তার মানে আপনি বলছেন কোন হেড ইঞ্জুরি নেই?" জেনিফার ওর হতাশা ঢাকবার কোন চেষ্টাই করলো না।"

"সম্পুর্ণ উল্টোটা। যদি সে ধোয়ার কারণে মারা না গিয়ে থাকে তবে ওই আঘাতটাই তার মৃত্যুর কারণ। তার মাথার ফ্র্যাকচারটা বেশ গুরুতর।"

"আঘাতের কারণ?"

"বেস-বল ব্যাট, আয়রন বার...এমন কিছু যেটা বেশ ভারি আর ভোতা, করণ চামড়া কাটে নি।" ফিঞ্চ শ্রাগ করলো। "যেটাই হোক না কেন, ক্রিমিনাল কোন বাম-হাতী।"

"কিভাবে বুঝলেন?"

"ওহ্, পুরোন একটা ফরেন্সিক ট্রিক। ডান-হাতী লোকেরা সাধারণত মাথার ডান দিকে আঘাত করে থাকে। তা না হলে বাড়িটা ঠিক জোরদার হয় না। শর্টের খুলির আঘাতটা বামদিকে। এটা একটা অনুমান, কিন্তু শক্তিশালী অনুমান।"

জেনিফার তথ্যটা মাথায় রাখলো, কিন্তু খুব একটা মূল্য দিল না। যদিও জানত যে এই তথ্য লিস্টটা অনেক ছোট করে ফেলবে।

"তার মানে আপনি বলছেন এটা মোটেই সুইসাইড নয়?"

"আপনি একটা প্রফেশনাল মতামত চান? ওই অবস্থায় তার কোনভাবেই গাড়িতে ওঠার সামর্থ্য ছিল না। তাকে মেরে অজ্ঞান করে গাড়িতে ঢুকিয়ে ধোয়া ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ধোয়ার ব্যাপারটা অনেকটা লোক দেখানোর মত, তার

মৃত্যুর জন্য বারিটাই যথেষ্ট ছিল।"

"আপনি নিশ্চিত যে মাথার আঘাতটা ধোয়া ঢোকার আগেরই? এমন কি চান্স আছে আঘাতটা তার মারা যাবার পর লেগেছে?"

"কোনভাবেই না," ফিঞ্চ দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললো। "আঘাতটা যে ধরনের সেটা কেবলমাত্র পাল্‌স থাকা অবস্থাতেই হতে পারে।"

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো। তার মানে এটা একটা মার্ডার। এটা করবেটের জন্য ভালো একটা নিউজ হবে। ও একা একাই হেসে ফেলে অপরাধীর মত সেটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করছে।

"ধন্যবাদ, ডক্টর।"

"ঠিক আছে, এখন আমি যাই, কাজটা পুরোপুরি শেষ করতে হবে।"

"ডক্টর," জেনিফার ফিঞ্চকে ডাকল। তারপর ভদ্রভাবে বলতে শুরু করলো, "এরকম একটা অবস্থায় আমি মনে করি অটপ্‌সি রিপোর্টটা মনে হয় ওর ফ্যামিলিকে না দেখানোই ভাল হবে। বুঝতেই পারছেন, আমি চাচ্ছি না কি হয়েছে সেটা পুরোপুরি বের হবার আগেই লোকজন ভুল কোন উপসংহারে চলে আসুক।"

"ঠিক আছে, নো প্রব্লেম।"

নতুন একজোড়া গ্লাভস পরে আবার অটপ্‌সি রুমে চলে গেল ফিঞ্চ। এই পুরো ব্যাপারটা ফোর্ট নক্সের চুরির কেসে নতুন একটা মাত্রা যোগ করলো। যেটা বের করার জন্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

হঠাৎ করেই ফিঞ্চ আবার ফিরে আসলো।

"ভালো কথা, এজেন্ট ব্রাউন, আপনি বলেছিলেন শর্টের একটা বাচ্চা আছে, তাই তো?"

"হ্যা, তিনজন, কেন?"

"ব্যাপারটা আসলে এরকম যে, আপনি যদি কাউকে পেছনের সিটে রেখে চাইল্ড-লক অন করে দেন তাহলে সে আর ভিতর থেকে দরজা খুলতে পারবে না।"

অধ্যায় ২০

প্রসপেক্ট, কেন্টাকি
২৩ জুলাই–১:৩৩

উইস ভিলের লিবার্টি স্ট্রিটের নাম প্রসপেক্ট রাখাটা একধরণের ছদ্মবেশি ব্যাপার–স্থানীয় পরিকল্পনাবিদেরা এটা করেছিলো। কুকি কাটার, ক্ল্যাপবোর্ড হাউস, খাঁচা, কাঁটাতারের বেড়া দেখা যায় আশেপাশে সর্বত্র। ফুটপাতের পাশে সারি সারি গাছ আর ডাস্টবিন ক্যান, বাড়ির সামনে অলসভাবে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির দেখা মিলবে সব সময়।

বিশাল একটি ওয়াটার টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে স্টিলের পায়ার উপর। এক সময় এটার রঙ করা ছিলো লাল, এখন সেই রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তবে ট্যাঙ্কের গায়ে ইকেলবার্গ লেখাটা এখনও স্পষ্ট। বহু পুরনো এই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য এখন বিস্মৃত হয়ে গেছে। রাস্তায় দেখা যাচ্ছে কিছু বাচ্চাছেলে স্কেটবোর্ড নিয়ে খেলা করছে।

জেনিফার বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। শর্টকে কি কারণে খুন করা হয়েছে সেটা জানার জন্য আগে শর্টকে ভাল করে জানার দরকার। সে কেমন ছিল, কোথায় থাকতো, কি করতো, তার ব্যক্তিত্ব, সবকিছু। শর্টের ফাইলে লেখা আছে সে পাঁচ বছর এনওয়াইপিডি'তে কাজ করার পর মিন্ট পুলিশে যোগ দেয়। উদাহরণ দেবার মত একজন অফিসার ছিল সে। আপার ওয়েস্ট সাইডের একটা ফার্মেসিতে গোলাগুলির সময় সে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছায়। গোলাগুলির এক পর্যায়ে তার পার্টনার গুলিবিদ্ধ হলে সে পাল্টা গুলি চালিয়ে একজন সাসপেক্টকে হত্যা করে আর একজন আহত হয়ে ধরা পড়ে। এ জন্য তাকে মেডেল অব অনার দেওয়া হয়। কারও কারও মতে সে অনেক দূর যেতে পারতো, হয়তো একদিন ক্যাপ্টেনও হত। তবে এমন ধারণা করা হয় যে এই ঘটনার পর মিসেস শর্ট তাকে দুটো অপশন দেন, হয় নতুন চাকরি খোঁজ, অথবা নতুন বৌ।

মিসেস শর্টের ভাই মিন্ট পুলিশে ছিল। সে-ই ইন্টারভিউ এর ব্যবস্থা করে দেয়। শর্টের পাস্ট রেকর্ড দেখে তাকে সহজেই সিলেক্ট করে নেয়া হয়। যদিও শর্ট ওর কয়েকজন কলিগের কাছে দুঃখ করে বলতো এখন থেকে ওকে বন্দুকের জায়গায় একটা ডান্ডা নিয়ে ঘুরতে হবে। তাকে যখন তার পোস্টিংয়ের জন্য চয়েস দেওয়া হয় তখন সে ফোর্ট নক্সকে বেছে নেয়। এটা ওর শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি ছিল।

জেনিফার বাড়ির বাইরেটা দেখেই বুঝতে পারছিল শর্ট দম্পতি তাদের

সামান্য পুঁজি দিয়ে বাড়িটা সুন্দর করে বানাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। বর্গাকার জানালার ফ্রেমগুলোকে ড্রাইভওয়ের শেষ মাথার মেইল বক্সের সাথে ম্যাচ করে হাল্কা নীল রঙ করা হয়েছে। কয়েক জায়গায় কাঠ ক্ষয় হয়ে গেছে। সামনে, ভিতরে ঢোকার বারান্দাটা একটু আগেই ঝাড়ু দেয়া হয়েছে। ওটার পাশ দিয়ে হাটতে হাটতে জেনিফার নানা ধরণের খেলনায় ভরা ব্যাকইয়ার্ডটা দেখতে পেল।

ফ্রন্টইয়ার্ড একদম পরিস্কার। কোন ময়লা নেই। কার্বোস্টোনের উপর বাসাটার নাম্বার লেখা। গ্রে কংক্রিটের উপর হলুদ অক্ষরে লেখা ১০২৬। বা দিকে গ্যারেজ, মূল বাড়ি থেকে আলাদা। বাড়ির সাথে ম্যাচ করে সাদা রঙের কাঠের দেওয়াল। জেনিফার মুচকি হেসে ওর ছোটবেলার কথা মনে করেতে লাগলো। এরকম একটা বাড়িতেই ওর বোন রাসেলের সাথে খেলা করতো। বাইরে ভালোবাসা আর ভিতরে পঙ্কিলতা।

নীল স্ট্রাইপের সাদা একটা পেট্রল কার এসে সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়ালো। ভিতরে একজন খাটোমত ইউনিফর্ম পরা লোক, সে জেনিফারের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"এজেন্ট ব্রাউন?" লোকটা অনিশ্চিতভাবে জিজ্ঞাসা করলো। এক পা তখনো গাড়ির ভিতর। জেনিফার উত্তর না দিয়ে ওর আইডিটা খুলে দেখিয়ে লোকটাকে অধৈর্যভাবে ডাকলো।

"দেরি করে ফেলেছেন।"

"সরি ম্যাম।" সে হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে জেনিফারের দিকে এগিয়ে এল। "আসলে আমি শহরের আরেক মাথায় ছিলাম যখন আমাকে আপনার..."

"ঠিক আছে, অফিসার" হ্যান্ডসেক করতে করতে জেনিফার লোকটার নেম ব্যাজের দিকে তাকালো, "সিলি।"

"বিল সিলি। লুইসভিল মেট্রো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট," সে বেশ আন্তরিক। তার নীল চোখ দুটো প্রশ্বস্ত আর পাতলা ঠোঁট দুটো অসম দাঁতগুলোর সাথে লেগে আছে। তার কান দুটোকে অনেকটা দরজা খোলা গাড়ির মত দেখায়।

জেনিফার হাসলো। তার মুখের উৎসুক ভাবটা তার মধ্যে একটা বয়স্কভাব এনে দিয়েছে। জেনিফার টাইপটা চিনতে পারছে। পরিশ্রমী, বিবেকবান, দয়ালু কিন্তু দরকার হলে কঠোর হতে সময় লাগে না। পুলিশ হবার জন্য একেবারে আদর্শ চরিত্র। জেনিফার পেছনের বাড়িটার দিকে তাকালো।

"তো এটাই?"

"হ্যা।"

"শর্ট এখানে ক'দিন ছিল?"

"শেষ পাঁচ বছর। সুন্দর সুখী পরিবার। আমার এবং অন্য সবার সাথেই খুবই বন্ধুবৎসল। একজন সাবেক পুলিশ ছিল, সব সময়ই ওর সেই সব দিনের

কথা বলতো। আমার ধারণা সে বড় শহরটা কে খুব মিস করতো।"

"আমাকে একবার ঘটনাটা বলুন তো।" জেনিফারের চোখ বারবার গ্যারেজের দিকে চলে যাচ্ছে। সে জোর করে মাথা থেকে সব কিছু তাড়িয়ে সিলির দিকে মনোযোগ দিল।

"টনি জুনিয়র, সবচেয়ে বড় ছেলে, তাকে গ্যারেজে খুঁজে পায়। টি.জে স্মার্ট ছেলে, ফুটবল টিমে খেলে। সে ৯১১-এ ডায়াল করে আর আমি সোজা এখানে চলে আসি।"

"আর মিসেস শর্ট?"

"ডেবি? বাসায় ছিল না, কাজে গিয়েছিল। আসলে ওরা এমনভাবে কাজ করতো যাতে একজন সবসময় বাচ্চাদের সাথে থাকতে পারে।"

"অন্য কোন স্বাক্ষী?"

"না।"

"আর আপনি এখানে এসে কি দেখলেন?"

"তো, বাচ্চারা চিৎকার করে কাঁদছিল। একজন প্রতিবেশী এসে তাদেরকে তার বাসায় নিয়ে যায়। আমি গ্যারেজের দরজা খুলে দ্রুত ইঞ্জিন বন্ধ করে দেই, যাতে ধোয়া বেরিয়ে যেতে পারে। টনি মানে মি. শর্ট একটা হোসপাইপ বা সেরকম কিছু গাড়ির জানালা দিয়ে ঢুকিয়ে রেখেছিল।"

"মি. শর্ট কেথায় ছিলেন?"

"হ্যা, পেছনের সিটে, যেমনটা বললাম। আমি তাকে সিপিআর দিতে চেষ্টা করলাম কিন্তু ততক্ষনে সব শেষ। আমার পক্ষে যা করার ছিল আমি করেছি।"

জেনিফার বুঝতে পারছিল সিলি এখনো আপসেট, হয়ত ভাবছে সে যদি আরেকটু তাড়াতাড়ি আসতো তবে হয়ত শর্টকে বাঁচাতে পারতো। আসলে ভিক্টিম যদি চেনা জানা কেউ হয় তবে ব্যাপারটা খুবই কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন তুমি কোন ওয়াদা ভঙ্গ করেছ, পরস্পরকে রক্ষা করার ওয়াদা।

"কষ্ট পাবেন না অফিসার," জেনিফার সিলির দিকে তাকিয়ে বললো। "আপনি ঠিক কাজটাই করেছেন। আপনি যখন এখানে এসে পৌছেছেন তার আগেই সে মারা গেছে। আপনার কিছুই করার ছিল না।"

সিলি মৃদু হাসলো।

"এরপর আমি ওয়্যারলেসে বেজের সাথে যোগাযোগ করি, তারপর সেখান থেকে বডি নেবার জন্য করোনার পাঠানো হয়। তারপর আমি নিজেই ডেবিকে খবরটা দিতে যেতাম, কিন্তু ওখানে আগুন নেভানোর মত কেউ ছিল না। তাই অন্য একজনের কাছ থেকে ও খবরটা শুনতে পায়। পরে শুনেছি এটাতে ও কষ্ট পেয়েছে।" সিলির মুখে দুঃখের ছায়া।

জেনিফার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো। "আগুন?"

"আরে এই দুষ্টু বাচ্চাগুলো," সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে সায় দিলো। সেখানে

একটা বাচ্চা আছাড় খেয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নিজের হাতটা মেসেজ করছে। "পাশে একটা মাঠ আছে, এদের কেউ সেদিন সেখানে একগাদা ময়লা জড় করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।"

"একই দিনে?" জেনিফার বিস্ময়ের সাথে প্রশ্নটা সিলির দিকে ছুড়ে দিল।

"হ্যা।" সিলি একটু নার্ভাসভাবে কাশলো। "আসলে একজন প্রতিবেশী একটু চিন্তিত হয় পড়েছিল। আগুনটা অনেকটাই ছড়িয়ে পড়েছিল, তার উপর এখানে যে গরম পড়েছে...আমি কি কোন ভুল করে ফেলেছি?"

জেনিফার কোন উত্তর দিল না। ইতোমধ্যেই ও বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে হেটে উঠোন হয়ে পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। কাকতালে বিশ্বাস করে না সে।

সিলি আসলে একটু বাড়িয়েই বলেছে। এটাকে আসলে মাঠ বলা যায় না। এটা একটা পরিত্যাক্ত ময়লা ফেলার জায়গা। চারপাশে নোংরা হলদে হয়ে যাওয়া আর্বজনা, নষ্ট হয়ে জং ধরে যাওয়া রেফ্রিজারেটর আর পুড়ে যাওয়া গাড়ি।

যে গেটটা দিয়ে ও এইমাত্র ঢুকেছে ওটার ঠিক বাম দিকে, একটা সাইপ্রেস গাছের নিচে প্রায় দশ ফুট জায়গা জুড়ে একটা গর্ত। গর্তটা প্রায় পাঁচ ফুট গভীর। আশেপাশে আগুনের দাগ এখনও স্পষ্ট। পাশেই বিরাট ছাই আর কাঠের স্তুপ। সিলি দৌড়াতে দৌড়াতে ওর পেছনে এসে দাঁড়ালো।

"আমি কি বললাম?"

জেনিফার ওর দিকে তাকালো, ঠোঁটে হাত।

"আচ্ছা, আপনার কাছে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হল না? মানে যেই দিনই টনি শর্ট আত্মহত্যা করল সেইদিনই ঠিক বিশ গজের মধ্যে কেউ আগুন জ্বালালো?"

সিলি ওর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। "লোকজন এখানে প্রায়ই আগুন জ্বালায়।"

"আপনার কাছে এটা মনে হল না টনি আত্মহত্যা করার আগে এখানে কিছু পুড়িয়ে ফেলতে পারে?" জেনিফার তীক্ষ্ণভাবে আঙুল দিয়ে সিলিকে গর্তটা দেখাচ্ছে।

"ওহ্, আমি বুঝতে পেরেছি। মানে...আসলে এখানকার বাচ্চারা এখানে প্রায়ই...বুঝতেই পারছেন...তবে হ্যা, আপনি যা বলছেন সেটা হতে পারে।"

জেনিফার একটু এগিয়ে ভাল করে গর্তটার দিকে তাকালো। যদিও ও নিজেই একটা সম্ভবনার কথা বললো কিন্তু ও জানে সিলির কথাও ঠিক হতে পারে। তবে এটাও ঠিক, যেহেতু শর্টকে খুন করা হয়েছে তাই খুনি কোন এভিডেন্স নষ্ট করার জন্যেও আগুন লাগাতে পারে। যেটাই হোক না কেন, চেক করে দেখতে হবে।

"আমাকে একটু সাহায্য করুন।" জেনিফার গর্তের মধ্যে নেমে ছাইয়ের

মধ্যে পা রাখলো। ওর গোড়ালীর চাপে ছাইগুলো ছিটকে পড়ছে। সিলিও নেমে পড়লো। ওরা দুজনে মিলে ওদের সামনে থেকে কয়েকটা বড় সাইজের কাঠ সরালো।

"ওটা কি?" ছাইয়ের তলা থেকে বেশ বড় আকারের লোহার তৈরি কিছু একটা দেখা গেল। এটার চারপাশ আগুনের তাপে কালো হয়ে বেঁকে গেছে।

"কোন আইডিয়া নেই," জেনিফার বললো। "আমাকে এটা তুলতে একটু সাহায্য করুন।"

ওরা দুজনে মিলে ওটাকে গর্তটার মাঝামাঝি একটা জায়গায় আনল। ওদের সমস্ত শরীর ছাই আর ধুলায় মাখামাখি হয়ে গেছে, ধূলার কারণে ওদের কাশি আসছে আর চোখ জ্বলছে। জিনিসটা দেখে অনেকটা লোহার কন্টেইনারের মত মনে হচ্ছে। বেশ বড় আকারের। দুটো কম্পার্টমেন্ট, উপরেরটা কেবল একটা অগভীর ট্রে। ট্রে'টার পাশের প্যানেলটায় নিচের অপেক্ষাকৃত বড় কন্টেইনারটা উন্মুক্ত হয়ে পড়লো। দুটোই ফাঁকা।

এরপরই জেনিফার ব্যাপারটা বুঝতে পারলো।

এক সাইডে সিলভার পেইন্ট পুরোপুরি উঠে গেছে, কোনরকমে সিলটা দেখতে পারল সে। ইউ.এস ট্রেজারির সিল।

সাথে সাথেই ওর মনে পড়ে গেল। ও আগেও এটা দেখেছে। ফোর্ট নক্সে।

অধ্যায় ২১

সেইন্ট-জার্মেইন-ইন-লেই, নর্থ-ইস্ট প্যারিস
২৩ জুলাই–সন্ধ্যা ৭টা

ভারি ভারি ট্রাক আর ওজনদার সব যন্ত্রপাতির ভারে রাস্তাটা ইতোমধ্যেই কাদার মত নরম হয়ে গেছে। চারপাশের বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ডিজেল ইঞ্জিনের গর্জন, হাইড্রোলিকের প্রলম্বিত চিৎকার। চারিদিকের বাতাসে যেন এক অদেখা কুচকাওয়াজ। একটু দূরেই একটা ক্রেন অ্যাসেম্বেল করা হচ্ছে, পাশেই শ্রমিকদের অস্থায়ী থাকার জায়গার ব্যবস্থা হচ্ছে। আর তিন জন ফ্লুরেসেন্ট জ্যাকেট পরা লোকের একটা দল পর্যবেক্ষণ করছে পুরো অপারেশনটা।

হঠাৎ করেই একটা হলুদ রঙের বেন্টলি দেখে তিন জনের একজন প্রায় দৌড়ে গাড়িটার কাছে চলে গেল। মাথার উপরের হ্যাট কোন রকমে ধরে রেখেছে যাতে বাতাসে উড়ে না যায়। সে শোফারের দরজা খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো।

“মি. ভ্যান সিমসন, আমরা ভেবেছিলাম আপনি আগামীকালকের আগে আসবেন না।”

“পরেরবার আসার সময় আমি না হয় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখব।” সিমসন গাড়ি থেকে বের হতে হতে বলল। তার পায়ে খয়েরি রঙের ট্রাউজারের সাথে কালো ওয়েলিংটন বুট, গায়ে সাদা শার্টের উপর হালকা নীল সোয়েটার। শোফার তাকে একটা উজ্জ্বল শক্ত হ্যাট অফার করলে সে না করে দিল।

“লিগ্রান্ড কোথায়?”

“উনি সেকসন থ্রি’র ফাউন্ডেশনের কাজ দেখছেন।” লোকটা পেছনের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালো। “আপনি চাইলে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।”

“দরকার নেই, তুমি কাজে যাও।”

ভ্যান সিমসন তার শোফারকে ফলো করতে বলে সাবধানে এগুতে লাগলো। মাটির উপর অসংখ্য ফাঁটল, কিছু কিছু আবার এক ফুট পর্যন্ত গভীর।

তার ফোন বেজে উঠলো।

“চার্লস?” ভ্যান সিমসন চড়া গলায় বলে উঠলো, “আশা করি তোমার কাছে ভাল খবর আছে।”

“আসলে আমি দুঃখিত। রানিরি মারা গেছে এক সপ্তাহ আগে। খুন। পুলিশ এখনো খুঁজছে।

ভ্যান সিমসন লোকটার ছ’ফুট আগে এসে থেমে গেল, শোফারও তার পেছনে থেমে অপেক্ষা করছে।

"তো কয়েনটা কোথায়?" ভ্যান সিমসন হিস হিস করে বললো।

"আমি জানি না।" একটা নার্ভাস উত্তর ভেসে এল।

"তুমি জান না? প্রিস্টটার অ্যাপার্টমেন্টের কি অবস্থা?"

সে আবার চলতে শুরু করেছে, পেছনে শোফারও।

"আমরা আগেই দেখেছি, ওখানে কিছুই নেই। সে ওগুলোকে অন্য কোথাও গুজে রেখেছে। এখন চারদিকে পুলিশ। তারা এর পেছনে লেগেছে।"

"ধ্যাত চার্লস," ভ্যান সিমসন ঝাঁঝাল গলায় বললো। "পুরোটাই তোমার দোষ। তুমি অনেক স্লো। আমাদের আগে অন্য কেউ তাকে পেয়ে গেছে।" সে রাগে তার সামনের একটা মাটির ঢেলায় লাথি মারলো।

"দারিউস, তোমার কি মনে হয় না পানি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে? এই কয়েনের ব্যাপারটা এখন বলতে গেলে পুরোপুরি আউট অফ কন্ট্রোল।"

"আমার উপদেশের দরকার হলে তোমাকে জানাবো," ভ্যান সিমসন বললো। "আমি এটাকে ততদূর পর্যন্ত টেনে যাব যত দূরে আমি কয়েনগুলো হাতে পাব।" বলেই ও ফোনটা কেটে দিয়ে পকেটে পুরলো।

বিড়বিড় করে বললো, "ধ্যাত।"

তার একটু সামনে দু'জন লোক একটা আর্কিটেকচার ড্রয়িং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এর পেছনেই একটা বিশাল সিমেন্ট মিক্সচার মেশিন একটা নালার মধ্যে সিমেন্ট ভরছে।

"লিগ্রান্ড," মিক্সার মেশিনের গর্জন ছাপিয়ে ভ্যান সিমসন ডাক দিল। একজন লোক তার হাতে ধরে থাকা আর্কিটেকচার মডেলের মাথাটা ছেড়ে দিতেই সেটা স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠলো।

"মঁসিয়ে, ভ্যান সিমসন, আমি বুঝতে পারি নি আপনি আজকে..."

"জানি জানি," ভ্যান সিমসন হাত নাড়িয়ে তাকে থামিয়ে দিল। "তোমার কাজ কি শিডিউল মোতাবেক চলছে?"

"আমরা শিডিউলের থেকেও এগিয়ে আছি," লিগ্রান্ড বেশ গর্বের সাথে বললো। "এক মাসের মধ্যে ফেজ ওয়ানের কাজ শেষ করে ফেলতে পারবো, আর আশা করছি ক্রিসমাসের মধ্যেই আমরা স্টিলওয়ার্ক শুরু করতে পারবো।"

"আর অন্য ব্যাপারটা?"

"সেটাও ভালোভাবে শেষ হয়েছে।" লিগ্রান্ড নালাটার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

ভ্যান সিমসন নালার কাছে এগিয়ে গেল। বাদামি মাটির উপর ধীরে ধীরে কংক্রিট পড়ছে, স্টিল রডগুলোকে গ্রে কালারের আঠালো অর্ধতরল পদার্থের মধ্যে স্থাপন করা হচ্ছে।

"হুমম, সে বলেছিল, সে এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত হতে চায়, তার পূর্বপুরুষদের সাথে।"

অধ্যায় ২২

ডিপার্টমেন্ট অব দ্য ট্রেজারি, ওয়াশিংটন ডি.সি
২৫ জুলাই–সকাল ৮:৫২

তাদের পাশ দিয়ে অনেকে হেটে যাচ্ছে। লম্বা বেসমেন্ট করিডোরে তাদের পায়ের শব্দ দীর্ঘ কিন্তু ধীর করতালির মত শোনাচ্ছিল। গুরুত্বপূর্ণ সব লোকগুলো তাদের ব্যাজ, পাস আর ফাইলগুলো নিয়ে তাদের গোপন মিটিংগুলোতে যোগ দিতে যাচ্ছে, কিংবা শেষ করে ফিরে আসছে। সিক্রেট লোকজনের সাথে সিক্রেট বিষয়ের মিটিং।

জেনিফার আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল ওর নার্ভাস লাগবে। ও কেন্টাকি থেকে ফিরে আসার পর ওদের আগের দিনটা আর প্রায় সম্পুর্ণ রাতটা কেটেছে এই মিটিংটার জন্য প্রস্তুত হতে, আর জেনিফার এটাও বুঝতে পেরেছিল ও মোটামুটি ফায়ারিং লাইনের সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য ও এটাই চাচ্ছিলো। তাদের কাছে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আছে। এসব শুরু হবার পর এই প্রথমবারের মত তাদের কাছে কিছু উত্তর আছে।

"ওকে, এখন আমার কথাগুলো মনে কর।" করবেট নীরবতা ভাঙলো। "এটাকে সংক্ষিপ্ত রাখবে আর কঠোরভাবে স্ক্রিপ্ট মেনে চলবে, বাড়তি কিছু না।" সে বেশ দ্রুত শীতল কণ্ঠে কথাগুলো বলে গেল, কণ্ঠে সামান্য উৎকণ্ঠা।

"চিন্তা করবেন না," জেনিফার মৃদু হাসলো, "আমি বুঝতে পেরেছি।"

জেনিফার যখন কেন্টাকিতে ছিল, তখন করবেট তার একটা টিমকে ফোর্ট নক্সে পাঠিয়েছিল। তারা সেখানকার প্রত্যেকটা কাগজের টুকরো থেকে শুরু করে প্রতি ইঞ্চি সিকিউরিটি সিস্টেম ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। রিগবি এখনো একটা শকের মধ্যে আছে, সে তার ফোন অফ রেখে নিজেকে সম্পুর্ণভাবে তার অফিসের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছে। করবেটের টিম সেখানে গেলে সে কিছুই বলে নি। অবশ্য সেই টিম আর কিছু পায় নি।

"আপনি কি কিছু মনে করবেন?"

"কি?"

জেনিফার করবেটের এক জায়গায় ভাঁজ হয়ে থাকা কলার ঠিক করে দিল।

"থ্যাংস," করবেট মৃদু হাসলো। "এখানে একটা ভালো শো'র দরকার আছে, এই লোকগুলো কোন অজুহাত শুনতে চায় না, তারা কেবল রেজাল্ট চায়।"

"ওহ্ শিট, আপনি আমাকে বলেন নি এখানে কারা থাকবে," জেনিফার বললো। "উচ্চমর্গীয় বোকাচোদাগুলো? নাকি একটু নিচের দিকের

বানচোতগুলো?"

"আমি যতদূর জানি, তোমার এই দুই প্রজাতির লোকগুলোকেই দেখার সৌভাগ্য হবে। এফবিআই ডিরেক্টর গ্রিন, মিন্ট ডিরেক্টর ব্র্যাডি আর এই দুই কুত্তারবাচ্চা ছাড়াও এনএসএ'র জন পিপার।"

"এনএসএ?" জেনিফার বেশ অবাক হল। এটা ওদের নরমাল রাডারের অনেক নিচে। "এসবের সাথে ওদের কি সম্পর্ক?"

"আমার ধারণা, আমরা একটু পরেই সেটা জানতে পারবো।" করবেট গমগমে স্বরে বললো, "তুমি পিপারকে চেন?" জেনিফার মাথা নাড়লো। "সে একটা চিজ। বিশ বছর একটানা এজেন্সিতে কাজ করেছে। তারপর ওর ফ্যামিলি নতুন প্রেসিডেন্টের ইলেকশন ক্যাম্পেইনের জন্য পাঁচ মিলিয়ন ডলার দেয়। এরপর হঠাৎ করেই তাকে পেন্টাগনের টপদের সাথে গলাগলি করতে দেখা যায়। হারানো সময়টার মেক-আপ দিচ্ছে।"

"আপনার কি মনে হয়, ওরা এর মধ্যে বাম হাত ঢোকাবে?"

"না, তারা শুধু জানতে চায় আমরা কি জানি," করবেট বেশ নিশ্চিতভাবে বললো। "তুমি কাল রাতে ঘুমিয়েছ?"

"সামান্য।"

করবেটের চোখ একটু নরম হল।

"আসলে, এটা যদি তোমার একার সামলাতে কষ্ট হয়ে যায় তবে আমি তোমার সাথে আরেকজন দিতে পারি।"

"কোন দরকার নেই। আমি একাই ভাল এগুতে পারছি। আমার যদি আর কোন পার্টনার দরকার হয় আমি আপনাকে জানাবো।"

করবেট হাসলো।

"জাস্ট চেকিং।"

তাদের সামনের দিকের দরজাটা খুলে যেতেই একজন লোককে দেখা গেল। তার ব্রাউন রঙের চুল অনেকটা খাড়া স্যালুটের মত করে আচড়ানো। তার ফ্যাকাশে-রুগ্ন মুখ থেকে একটা তীর্যক দৃষ্টি বেরিয়ে আসছে। তার গায়ে ফুল স্লিভ শার্ট সাথের কালো রঙের প্যান্টটা কোমরের বেশ উপর পর্যন্ত উঠানো। যার ফলে তার দামি নাইলনের মোজা দুটো দেখা যাচ্ছে। সে করবেটের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জেনিফারকে এড়িয়ে গেলো।

"করবেট।"

"পিপার," করবেট পাল্টা মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"দেখে মনে হচ্ছে এখনও অন আছ, স্পোর্ট।"

ওর পিছন পিছন দু'জন রুমে ঢুকল।

অধ্যায় ২৩

সকাল ৯:০০

রুমটা বেশ বড়। মাটির প্রায় পঞ্চাশ ফিট নিচে হলেও এটা বিল্ডিঙের সবচেয়ে সিকিউরড রুম। রুমটার সাউন্ডপ্রুফ ফ্যাসিলিটি এটার মধ্যে একটা নিষ্প্রাণ ভাব এনে দিয়েছে। তাছাড়া রুমটায় জীবানুনাশকের তিক্ত গন্ধ তাকে মুহূর্তেই লুইসভিলে ড. ফিঞ্চের মর্গের কথা মনে করিয়ে দিল।

একটা আয়তকার গ্লাসের টেবিলের তিন দিকে মোট চারজন লোক বসে আছে, সেখান থেকে তারা তাদের রুমের সবচেয়ে দূরের দেওয়ালে লাগানো প্রজেক্টরটা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছে। ডিরেক্টর গ্রিনের পাশে দুটো খালি স্টিল চেয়ার রাখা। ঘরের ক্ষীণ আলোতে সবার চেহারার মধ্যে একটা ভৌতিকভাব চলে এসেছে।

"এইমাত্র আমাদের সাথে যোগ দিলেন স্পেশাল এজেন্ট করবেট এবং ব্রাউন," গ্রিন বললো। "যেমনটা আপনারা সবাই জানেন, বব আমাদের মেজর থেফট অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন ক্রাইমের প্রধান। তিনি এবং এজেন্ট ব্রাউন প্রথম দিন থেকেই এই কেসটা নিয়ে কাজ করছেন।"

পিপার জেনিফারের দিকে একটা অবজ্ঞা মেশান দৃষ্টিতে তাকালো।

"ওকে, আমরা সবাই এসে পড়েছি, তাহলে শুরু করা যাক," একজন চওড়া কাঁধের বক্সারদের মত পেটানো চেহারার টেকো লোক ঘরের নেতৃত্ব নিয়ে নিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার শার্টের হাতা কঁনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিল। তার হাতের পেশীগুলো স্পষ্ট। হাতের গোল্ড রোলেক্স ঘড়িটা বেশ টাইট হয়ে আছে। তার মুখে একটা চুইংগাম।

"যারা আমাকে চেনে না," সে সোজাসুজি করবেট আর জেনিফারের দিকে তাকিয়ে টেক্সাসের উচ্চারনে টেনে টেনে বলতে লাগলো, "তাদেরকে বলছি, আমি স্কট ইয়ং, ট্রেজারি সেক্রেটারি।"

জেনিফার সাথে সাথেই তাকে চিনতে পারলো। সম্প্রতিই প্রেসিডেন্সিয়াল নিয়োগপ্রাপ্ত। সে ওয়ালস্ট্রিটের সবচেয়ে অ্যাগ্রেসিভ ব্যাংকের বোর্ড রুম থেকে এই পদে নিয়োগ পেয়েছে। সে তার সোজাসাপ্টা স্বভাব আর রাখ-ঢাক না রেখে কথা বলার জন্য বিখ্যাত।

"প্রেসিডেন্ট আমাকে পার্সোনালি এই মিটিংটার নেতৃত্ব দিতে বলেছেন," সে বলতে থাকলো, "একটু ভদ্রভাবে বললে আসলে, উনি বেশ রেগে ছিলেন।"

জেনিফার টেবিলের চারপাশের নীরব চেহারাগুলো একবার দেখে নিল। গ্রিন ইয়ঙ্গের ঠিক বা'দিকে আছে, গায়ে সাধারণ থ্রি-পিস সুট, প্রয়োজনের তুলনায়

একটু বেশি ঢোলা। হাতের মোটা মোটা আঙুলে একটা কলম ঘুরাচ্ছে। গোলগাল লাল মুখের উপর ডাই করা ব্রাউন চুল।

পিপারের পাশে বসা লোকটাকে জেনিফার আগে কখনো না দেখলেও বুঝতে পেরেছে সে মিন্ট ডিরেক্টর ক্রিস বর‍্যাডি। চওড়া-ডিম্বাকার মুখ, তোবড়ানো গাল, ঝুলে যাওয়া শিথিল চামড়া, সাথে একটা ফিটিং না হওয়া উইগ। পুরু গ্লাসের চশমার পেছনে তার বাদামি চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল। সে তার সুট-জ্যাকেট আর ডার্ক ব্লু টাই খুলে রেখেছে। তার গায়ে হালকা নীল শার্ট।

সে নার্ভাসভাবে বসে তার সামনের ডিসপোজেবল কাপে ধীরে ধীরে আঙ্গুল বোলাচ্ছে। আঙুলে নিকোটিনের ছাপ স্পষ্ট। সে এমনভাবে তার কপালে হাত বোলাচ্ছে যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করছে। জেনিফার আন্দাজ করলো এখানে সে-ই ফোর্ট নক্সের ডাইরেক্ট অফিসিয়াল, তাই সেই গরমটা সবাই কমবেশি অনুভব করছে।

"ফোর্ট নক্সে চুরি হয়েছে, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্র মহোদয়গন," ইয়ং বলতে থাকলো, এখনো চুইংগাম চাবাচ্ছে। "এটা অন্য পাঁচ দশটা লোকাল ফ্যাসিলিটির মত নয়, ফোর্ট নক্স আমাদের দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থাসম্পন্ন ফ্যাসিলিটিগুলোর একটি। আর আমরা এই চুরির ব্যাপারে জানতামই না!" তার হাত দুটো টেবিলের উপর আছড়ে পড়লো। "আর মি. পিপারের কলিগরা এখন প্রেসিডেন্টকে বলতে শুরু করেছেন আমাদের পারমানবিক কেন্দ্রগুলোতে হামলা চালানো এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তারা একেবারে ভুলও বলেন নি।" সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, জুতোসহ পুরো পাঁচ ফুট নয়। "হেল, এরপর তো কোনদিন যদি প্রেসিডেন্ট ওভাল অফিসে গিয়ে দেখেন তার রেজালুট ডেস্কটা গায়েব হয়ে গেছে তাতেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।"

ইয়ঙের অগ্নিদৃষ্টি এড়াতে গ্রিন নিচে তাকিয়ে তার সামনের পেপারগুলো নাড়াচাড়া করছে।

"এখন আমি প্রেসিডেন্টকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি এটা সম্পুর্ণভাবে ট্রেজারির ব্যাপার। তিনি এটাকে আমার উপর ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন, যাতে অভ্যন্তরীণভাবে এফবিআই'এর সাহায্যে এটা সমাধান করা যায়। তারাই সর্বপ্রথম এটা পেয়েছে। তিনি সিআইএ আর মিলিটারিকে এর থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি যা দেখেছি তা হল, এটা কিভাবে ঘটেছে সেটা বের করার চাইতে সবাই নিজের নিজের পাছা ঢাকতেই বেশি ব্যস্ত। আমাদের হাতে সময় খুবই কম। এখন আমি যেটা চাই সেটা হল কিছু প্রশ্নের উত্তর এবং দ্রুত। জ্যাক, তোমার লোকেরা কি পেয়েছে?"

গ্রিন করবেটের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো। করবেট জেনিফারের দিকে উৎসাহব্যঞ্জক দৃষ্টি দিল। জেনিফার প্রজেক্টরের সাদা স্ক্রিনের সামনে দাঁড়িয়ে সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল।

"জেন্টেলমেন, আমরা যতদূর জানতে পেরেছি তা হল, নয়দিন আগে প্যারিসে একজন ইতালীয়ান প্রিস্টের পাকস্থলীতে একটা দূর্লভ ১৯৩৩ ডাবল ঈগল কয়েন পাওয়া যায়," কয়েকদিন আগে করবেট তাকে রানিরির যে ছবিগুলো দিয়েছিল সেগুলো পেছনের প্রজেক্টরে ভেসে উঠলো, সাথে কয়েনটার উভয় পাশের ক্লোজ-আপ ছবি।

"পরবর্তীতে ফরেন্সিক টেস্টে এটা নিশ্চিত হয়া গেছে কয়েনটা আসল এবং এটাও নিশ্চিত ফোর্ট নক্স থেকে যে পাঁচটা কয়েন চুরি গেছে এটা সেগুলোর একটি, যেগুলো তারা গোপনে গত দশ বছর বা তার বেশি সময় ধরে তাদের কাছে মজুদ রেখেছে।"

পিপার এতক্ষণ জেনিফারের পারফর্মেন্স দেখে মৃদু হাসছিল। সে একটা অবজ্ঞাভরা ইশারা দিয়ে সামনে পড়ে থাকা ফাইলগুলোর একটা হাতে নিয়ে নাড়া দিল।

"এগুলো সবই আমরা জানি ব্রাউন, এগুলো সবই এই ফাইলে আছে। নতুন কিছু বল।"

জেনিফার করবেটের দিকে একনজর তাকালে করবেট চোখ টিপলো। জেনিফার বুঝতে পারছে সে-ও ওর মত একই কথা ভাবছে। জন পিপার, উচ্চ মার্গীয় বোকাচোদা।

"আমাদের তদন্ত অনুসারে চুরি হবার সম্ভাব্য সময় হল, চৌঠা জুলাই, রবিবার, রাত তিনটা থেকে চারটার মধ্যে," জেনিফার বলতে থাকলো। বলার সময় ও স্পর্ধার সাথে পিপারের দিকে তাকিয়ে আছে। ও চাচ্ছিলো যেন পিপার ওকে প্রশ্ন করে।

"কি, মাত্র তিন সপ্তাহ আগে? এত নিশ্চিত হলে কিভাবে?" পিপার জিজ্ঞাসা করলো।

করবেট বলতে শুরু করল।

"ডিপোজেটরির আই.টি সিস্টেম অ্যানালাইসিস করে দেখা গেছে ওই দিন তিনটার দিকে একটা পাওয়ার সার্জ হয়েছে। আর সেটা চারটা পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এরপর সব ঠিক হয়ে যায়।"

পাওয়ার সিস্টেম চেকিঙের বুদ্ধিটা করবেটের ছিল। এরপর ব্যুরোর আই.টি'র লোকেদের সাথে কথা বলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

"আই.টি'র লোকেরা এখনো এটা নিয়ে কাজ করছে। এই মুহূর্তে একটা থিওরি পাওয়া গেছে। তাদের মতে, পাওয়ার সার্জ বলতে বোঝনো হচ্ছে, ডিপোজিটরির মেইনফ্রেমে ডাইরেক্ট কোন ভাইরাস ঢোকানো হয়েছিল। এটাকে এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছিল যেন এটা নিজে নিজেই মুছে যায়, কিন্তু এরপরও আমরা কিছু কোডের অস্তিত্ত্ব খুঁজে পেয়েছি। এটাকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন এটা বাইরের গার্ডদের বুঝতে না দিয়ে ভল্টের

সিকিউরিটি সিস্টেম কিছুক্ষণের জন্য অকেজো করে দেয়।"

"তো, তার মানে আমার লোকেরা ক্লিন?" ব্র্যাডি অনেকটা হাফ ছেড়ে বাঁচার মত করে বললো। "ভিতরে কি হচ্ছে বাইরে থেকে সেটা বোঝার কোন পথ ছিল না, তাই তো?"

করবেটের দিকে ফেরার সময় পিপারের ঠোঁটে একটা হাল্কা হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

"একটা থিওরি? এক সপ্তাহ হয়ে গেল, আর তোমাদের কাছে কেবল একটা থিওরি? কাম অন স্পোর্ট, এটা বলো না যে তোমার কাছে আর কিছু নেই।"

"জন, তাদের যা বলার আছে আমরা সেটা শুনে নেই," ইয়ং সাবধানে বলল।

"আমি জানি স্কট, আমি শুধু একটু বেশি কৌতুহলী হয়ে পড়েছিলাম, আর কিছু নয়। ক্যামেরাগুলোর কি ব্যাপার? সেখান থেকে তারা কিছু পায় নি কেন?" পিপার জিজ্ঞাসা করল। কণ্ঠে এখনো আগের মত আক্রমনাত্মক ভাব।

"কারণ ভল্টের ভিতরে কোন ক্যামেরা নেই, স্যার, ক্যামেরাগুলো কেবলমাত্র ভল্টের বাইরের পেরিমিটারে," জেনিফার ঠান্ডাস্বরে জবাব দিল। "আমার ধারণা এই তথ্যটাও ফাইলে আছে।"

পিপারের মুখ লাল হয়ে গেলে করবেটের ঠোঁটের কোণায় এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল।

"ভল্টের প্রাইমারি প্রটেকশন হল ফিজিক্যাল এক্সেস প্রতিরোধ করা, যদিও এর ভিতরে ইনফ্রারেড বিম, প্রেশার প্যাড, মুভমেন্ট আর হিট সেন্সর আর ইলেক্ট্রনিক কন্ট্যাক্ট আছে," জেনিফার বলতে থাকল। ও, ইয়ং আর গ্রিনের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে কথা বলছে যেন পিপার সেখানে নেই। এটা একটা বিপজ্জনক খেলা, সেটা ও জানতো। যদি পিপার ওকে হারিয়ে আরো পয়েন্ট পেতে চায় তবে জেনিফার মোটেই সেটা সহজে হতে দিবে না।

"এই সিস্টেমগুলোর কোনটাই সরাসরি আক্রান্ত হয় নি, কয়েনগুলো চুরি হবার পরেও। আমাদের ধারণা, কেউ কোন এক ধরণের ভাইরাসের সাহায্যে এই সিস্টেমগুলো ডিসেবেল করে দিয়েছিল আর সেগুলো পুণরায় অনলাইন হবার আগেই কয়েনগুলো চুরির কাজ শেষ করে ফেলা হয়।"

"কিন্তু তারা ভিতরে ঢুকলো কিভাবে আর বেরই বা হল কিভাবে?" ইয়ং সিটের সামনের দিকে ঝুঁকে এল। "আমি তো শুনেছি ট্রেজারির ছেলেরা সেখানে প্রতিটা ইঞ্চি কভার করে, সেখানে তো একটা মাছিও ঢুকতে পারে না।"

ব্র্যাডি মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"একদম ঠিক। সবকিছু ফাকি দিয়ে কেউই ভল্ট পর্যন্ত যেতে পারে না, কিছু না কিছুতে সে ধরা পড়বেই।"

"তো, যদি কেউ ঢুকতে না পারে তাহলে সম্ভবত কিছু ঢুকেছে," করবেট

সাবধানে বললো।

"তার মানে আমার ছেলেদের কেউ কোন কিছু ঢুকতে দিয়েছে? এটা হাস্যকর," ব্র্যাডি নাক দিয়ে শব্দ করল। "এরা হাইলি ট্রেইন্ড লোক। প্রত্যেকের সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স আছে আর প্রত্যককেই কঠিনভাবে মনিটর করা হয়। এটা কোনভাবেই সম্ভব নয় তাদের কেউ ইচ্ছে করে এমন কোন কিছুকে সেখানে ঢূকতে দিয়েছে যেটার সেখানে থাকার কথা নয়।"

আবার স্ক্রিনের কাছে চলে গেল জেনিফার। সেখানে একটা ছবি ভেসে উঠল। ছবিতে একজন আত্মবিশ্বাসী, হাস্যোজ্জ্বল লোককে দেখা গেল। বয়স প্রায় চল্লিশ, সুন্দর বড় বড় বাদামি চোখ, শক্তিশালী কৌণিক মুখ। জেনিফার যখন প্রথমবার এই ছবিটা দেখেছিল, ওর তখন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে এই লোকটাই ফিঞ্চের স্টিল টেবিলে অসহায়ভাবে পড়ে থাকা লোকটা। এমনকি এখনো ও অন্য দিকে ফিরে আছে, ওর ছবিটার দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে।

"ছবিতে যাকে দেখা যাচ্ছে তার নাম টনি শর্ট, ফোর্ট নক্সের একজন গার্ড। চার তারিখ রাতে শর্ট ডিউটিতে ছিল আর তার সিকিউরিটি সিস্টেম আর ভল্টে প্রবেশাধিকার ছিল। সাত দিন আগে তাকে খুন করা হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যদি সে বেঁচে থাকতো তবে ব্যখ্যা করতে পারতো কি করে তার ব্যাংক একাউন্টে হঠাৎ করেই ২৫০,০০০ ডলার চলে আসলো। তিন সপ্তাহ আগে, চুরির সম্ভাব্য তারিখের ঠিক পরের দিন।"

জেনিফার শর্টের সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ব্যবহার করে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক একাউন্টগুলোতে সার্চ দিলে ক্যালিফোর্নিয়াতে এই অ্যাকাউন্টটা খুঁজে পায়। এটা ডিপোজিট হবার মাত্র একদিন আগে খোলা হয়। শর্টের স্ত্রীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলেছে, সে এব্যাপারে কিছুই জানে না।

"এটা বুলশিট!" ব্র্যাডি রাগে ফেটে পড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। "আমাকে এসব কেন আগে বলা হয় নি? আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।" ইয়ং ওর বাহু চেপে ধরলো। ওর খাটো মোটা আঙুলগুলো ব্র্যাডিকে টেনে বসিয়ে দিল।

"বসো, ক্রিস। কেউ তোমাকে দায়ি করছে না। আমরা শুধু জানতে চাচ্ছি কি ঘটেছে।" সে জেনিফারকে কথা বলে যেতে ইশারা বললো। ব্র্যাডি রাগে গজগজ করছে।

"আমরা এই জিনিসটা শর্টের বাড়ির পিছন দিকে পেয়েছি," ছাইয়ের মধ্যে থেকে পাওয়া মেটাল কন্টেইনারটার একটা ছবি স্ক্রিনে দেখা গেল। ইয়ং মাথা বাঁকিয়ে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে ওটা কি। ছবিটাতে এটার পাশের ফ্যাকশে হয়ে যাওয়া ট্রেজারি সিলটা বড় করে দেখানো হয়েছে।

"আমাদের মনে হয় এটা ব্যবহার করে চোর ভিতরে ঢোকে। এক ধরণের ট্রোজান হর্স।"

"ট্রোজান কি?" জিজ্ঞেস করল পিপার, জেনিফার না শোনার ভান করে এড়িয়ে গেল।

"আমরা ইনভেন্টরি রেকর্ড চেক করে দেখছি, চার তারিখ সন্ধ্যা সাতটায় একটা ছোট্ট গোল্ড শিপমেন্ট ডিপোজিটরিতে এসেছিল, ডিপোজিটরি বন্ধ হবার একটু আগে। ডিউটিতে শর্ট ছিল। সত্যি বলতে কি, সেদিন সে ইচ্ছে করেই তার শিফট চেঞ্জ করে নিয়েছিল। সে-ই এটাকে ভল্টে নিয়ে রাখে।"

জেনিফার ওর সামনের টেবিলের উপরের গ্লাস থেকে একটু পানি খেয়ে আবার বলতে শুরু করলো।

"আমরা ধারণা করছি," ও ছবিটা দেখিয়ে বলতে থাকলো, "এই কন্টেইনারটাতে করেই গোল্ডের ডেলিভারি দেওয়া হয়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন রঙ করার পর এটাকে পুরোপুরিই সেখানকার অন্য কন্টেইনারগুলোর মতই লাগছিল।"

স্ক্রিনে প্রথমটার পাশে আরেকটা কন্টেইনারের ছবি দেখা গেল।

"আমরা শর্টের বাসার পিছন থেকে যে কন্টেইনারটা পেয়েছি সেটার সাথে আসল কন্টেইনারগুলোর একটা বড় পার্থক্য আছে। এটাতে একটা আলাদা কম্পার্টমেন্ট আছে, এটাকে পাশে...এখান থেকে খোলা যায়।" ও স্ক্রিনে সাইড-প্যানেলটা দেখালো। "একটু কষ্টদায়ক হলেও একজন লোকের থাকার জন্য এর ভিতরে যথেষ্ঠ জায়গা আছে। সামান্য কিছু সোনা স্থায়ীভাবে উপরের কন্টেইনারে রাখা হয় যাতে ঢাকনা খুললে মনে হয় পুরোটাই সোনা দিয়ে ভরা।"

"সব বাজে কথা," ব্র্যাডি বলে উঠলো, ওর কণ্ঠে একটা অনুনয়ের সুর। ওর চেয়ারে ঝুলান জ্যাকেটটা ফ্লোরে পড়ে গেল। "প্রতিটা শিপমেন্ট আসা-যাওয়ার সময় পুরোপুরি চেক করে দেখা হয়।"

"আর পুরো প্রসিডিউরটা ঠিকঠাক মতোই ফলো করা হয়," জেনিফার বলছে।

"আর সেটা ফলো করছিল শর্ট। সেই রাতে অন্য যে গার্ডরা ডিউটিটে ছিল তাদের স্টেটমেন্ট অনুসারে, শর্ট নিজে এই শিপমেন্টটা ইনভেন্টরি করার জন্য চাপাচাপি করে। র‍্যাঙকিং অফিসার হিসেবে এটা তার বিশেষ অধিকারের আওতায় পড়ে। একবার সে ভিতরের জিনিসগুলোকে দেখে ও.কে করে দিলে অন্য কেউ সেটাকে ভল্টে রেখে আসতো। কিন্তু সেই রাতে, মানে চৌঠা জুলাই রাতে যারা এটাকে ভল্টে নিয়ে যায় ও তাদের বলে যেন তারা কন্টেইনারটা সকালে খোলে, তাহলে তারা তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে পারবে, আপাতদৃষ্টিতে শর্ট এরকমই ছিল, তাই কেউ সন্দেহ করে নি।"

"আমাদের মনে হয়," করবেট বলতে শুরু করলো, "যে-ই ওই কন্টেইনারটার মধ্যে ছিল সে আগে থেকে প্ল্যান করে রাখা একটা সময়ের জন্য অপেক্ষা করে ছিল, যখন ভাইরাসটার কাজ শুরু হয় তখন সে বের হয়,

কয়েনগুলো চুরি করে, কেজ রি-সিল করে, তারপর আবার কন্টেইনারে গিয়ে বসে থাকে। পরেরদিন, ইনভেন্টরির রেকর্ড অনুসারে, সকাল ন'টার সময় সেখানে একটা ট্রাক আসে, নতুন এক সেট পেপারওয়ার্ক নিয়ে। তারা দাবি করে একটা ভুল হয়েছে আর তারা কন্টেইনারটা আবার যেখান থেকে এসেছিল সেখানে নিয়ে চলে যায়। পুরো ব্যাপারটাই চেক করে দেখা হয়েছিল, কেউ এটা নিয়ে কোন সন্দেহ করে নি।"

"আর শর্ট?" গ্রিন জিজ্ঞাসা করলো।

"শর্ট? একটা লুজ এন্ড। সম্ভবত সে যাতে মুখ খুলতে না পারে সেজন্য তাকে মেরে ফেলা হয়। তাকে যে টাকাটা দেওয়া হয় সেটা মোটামুটি একটা মেনে নেওয়ার মত লস। আমরা সেই ট্রাকটা খুঁজে পেয়েছি। সেখান থেকে আট মাইল দূরে। সেটাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোন ফরেনসিক নেই, এমনকি ইঞ্জিনের উপর কোন সিরিয়াল নাম্বারও নেই। যাদের সাথে আমরা এখানে ডিল করছি তারা কোন চান্স নেয় নি, স্যার।"

"আর সোনাগুলোর কি হল?" ইয়ং জিজ্ঞাসা করল। "সেখানে তো প্রায় বিলিয়ন ডলারের সোনা ছিল। তারা সেগুলোর কিছু নিল না কেন?"

"প্রধান কারণ হল, এই কয়েনগুলোর দাম যদি আসলেই চল্লিশ মিলিয়ন হয় তবে এর সমপরিমাণ সোনার ওজন প্রায় সাড়ে তিন টন," করবেট উত্তর দিল। "এই লোকগুলো যারাই হোক না কেন, তারা প্রফেশনাল, তারা জানে এরা কি খুঁজছে আর সেটা কোথায় পাওয়া যাবে, তারা নিজেদের লক্ষ্যচ্যুত করতে চায় নি।"

"ধন্যবাদ এজেন্ট ব্রাউন," বললো ইয়ং। করবেট জেনিফারকে ওর পাশে বসতে ইশারা করলো। "ওকে, তাহলে আমরা একটা আইডিয়া পেলাম তারা কিভাবে কাজটা করেছে। কিন্তু এখনও যেটা থেকে যায়, 'কে?' কে এটা করতে পারে?...কারো কোন আইডিয়া আছে?" ও চারপাশে তাকাতে লাগলো।

"মাফিয়া?" গ্রিন একা একা বিড়বিড় করছে। "অথবা একেবারে পূর্বের কেউ, ট্রিয়ার্ডস?

"অথবা ক্যাসিয়াস?"

করবেট নামটা বলার সাথে সাথেই অকস্মাৎ নীরাবতা নেমে এল, ওর কণ্ঠটা সমস্ত ঘরে প্রতিধ্বনিত হয়ে হঠাৎ করে থেমে গেছে। ইয়ং শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো।

"কে?"

"একজন লোক। আসলে একটা ছায়া বলাই যথাযথ হবে," করবেট আস্তে আস্তে ব্যাখ্যা করতে লাগলো। "ধারণা করা হয় সে একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল সিন্ডিকেটের প্রধান। এই সিন্ডিকেটটা আর্ট আর অ্যান্টিক আন্ডারওয়ার্ল্ডের সব ধরনের কাজের সাথে যুক্ত। আমরা কখনোই গুজবের বেশি

কিছু পাই না। যখনই কোন কিছু পাওয়া যায়, কেউ না কেউ মারা যায়।"

"আমি ভেবেছিলাম এগুলো সবই একটা ক্যাপ্টেন নিমো ফিগার, একজন মাস্টারমাইন্ড যে আর্টওয়ার্ল্ড নিয়ন্ত্রণ করতো," গ্রিন বলে উঠলো।

"কোন এক্সপার্টই এ বিষয়ে মুখ খুলবে না, আর ইন্সুরেন্স কোম্পানিগুলো তো টু শব্দটাও করবে না। একজন লোক পুরো আর্ট মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এটা মেনে নেওয়া তাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার। কিন্তু মানুষ যে ব্যাপারটা ভুলে যায় সেটা হল আর্টক্রাইম এমন একটা ক্রাইম যেটা বছরে তিন বিলিয়ন ডলার এনে দিতে পারে।"

"তিন বিলিয়ন ডলার?" ইয়ং পুরোপুরি অবাক হয়ে বললো।

"এটা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ক্রিমিনাল এরিয়া। ড্রাগ আর আর্মসের পরেই।" করবেট সায় দিয়ে নিশ্চিত করলো। "আর সবচেয়ে বড় অংকের টাকাগুলো এমন ভাবে আসে না যে, একটা ওয়ার্ক একজনের কাছ থেকে চুরি করে অন্য একজন নতুন বায়ারের কাছে বিক্রি করলাম, বড় অংকটা আসে ওয়ার্কটা চুরি করে আবার অরিজিনাল মালিকের কাছ থেকেই মুক্তিপণ আদায় করলে। ইন্স্যুরাররা এটাকে বলে ফাইন্ডার'স ফি। আর অবশ্যই তারা মূল মালিককে পুরো টাকাটা দেবার চাইতে চোরকে দশ পারসেন্ট দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। সবসময় এটাই হয়। এই কাজগুলো যেখানে এবং যেভাবে ফাইনান্স করা হয় আর কাজের গঠন ঠিক করা হয় তার ধারাবাহিকতা দেখে আমাদের মনে হয় এইসব বড় বড় ডাকাতির পেছনে সূক্ষ্ম আর নিখুঁত সব গ্লোবাল অপারেশন পরিচালিত হয়।"

"তো কি মনে হয়, ক্যাসিয়াস কি এতে যুক্ত?" ইয়ং সামনের দিকে ঝুঁকে আসলো। সে পরিস্কারভাবে কেবল হ্যা অথবা না শুনতে চাচ্ছিলো। সে একটা উত্তর চাচ্ছে। তারপরও করবেটের উত্তর অস্পষ্ট।

"এই ধরনের কাজের জন্য নিঃসন্দেহেই প্রচুর টাকা আর প্ল্যানিঙের দরকার হয়েছে। খুব কম লোকেরই এটা করার ক্ষমতা আছে। আর কোন সন্দেহ নেই ক্যাসিয়াস সেই সব লোকের মধ্যে পড়ে। কিন্তু সে যদি এর পেছনে থেকেও থাকে, সে নিশ্চয়ই কাজটা নিজে করে নি। তার মত লোক এসব নোংরা কাজ করার জন্য অন্য লোক ভাড়া করে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এমন হয়, যে লোক তার হয়ে কাজ করছে সে জানতেও পারে না সে কার হয়ে কাজ করছে। যে লোকটা আসলেই ভল্টের মধ্যে ছিল, আমাদের এখন তাকে খুঁজে পেতে হবে। আর এই লোকটাই আমাদের নিয়ে যাবে যে এই পুরো কাজটা করিয়েছে তার কাছে, আর আশা করা যায় কয়েনগুলোর কাছেও।"

পিপার ইয়ঙ্গের দিকে এগিয়ে এসে তার কানে কানে কিছু বললে ইয়ং প্রথমবারের মত চুইংগাম চাবানো বন্ধ করলো। সে পিপারের দিকে ফিরে তার কানে কিছু বলতেই পিপার উঠে দাঁড়িয়ে রুমের পেছন দিকে চলে গেল। এই প্রথমবার জেনিফার লক্ষ্য করল পেছনের দেওয়ালে একটা মিরর প্যানেল আছে।

পিপার গ্লাসে টোকা দিল আর তারপর তার হাত দুবার গলার সামনে নিয়ে ইশারা করলো। জেনিফার পরিস্কার বুঝতে পারলো পুরো মিটিংটা রেকর্ড করা হচ্ছে। আর এখন কোন কারণে পিপার রেকর্ডার বন্ধ করতে চায়। সে চাচ্ছে ব্যাপারটা অফ দ্য রেকর্ড থাকুক। কিন্তু কেন?

"আমি মনে করি এখন ব্র্যাডি আর ব্রাউন বাইরে গেলে ভালো হয়," পিপার ইয়ংকে বললো। করবেট দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানালো।

"এখন যা-ই বলা হোক না কেন ব্রাউন এখানে থাকবে। এই কেসে তার অনেক পয়েন্ট আছে। আমি যা জানি সে-ও তা জানে।" পিপার ইয়ঙের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে ইয়ং মাথা নাড়লো। করবেটের দিকে কৃতজ্ঞভাবে তাকালো জেনিফার ।

"ক্রিস আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা কর।"

"সে কিভাবে থাকতে পারে?" ব্র্যাডি গজরাতে লাগলো। "আমি জানি, আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।"

"তুমি শুধু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও," ইয়ং পাল্টা চিৎকার করলো। "আর ওই ফাইলটা এখানে রেখে যাও।" ব্র্যাডি বিড়বিড় করতে করতে ফাইলটা টেবিলের উপর আছড়ে ফেলে জ্যাকেটটা উঠিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

"ঠিক আছে জন, এটা যেন ভালো হয়," ইয়ং বললো। পিপার কথা বলা শুরু করার আগে একটু ঠোঁট ভিজিয়ে নিল।

"১৬ জুলাই নিউইয়র্কের আপার ওয়েস্টসাইড অ্যাপার্টমেন্টের একটা ব্লকে চুরি হয়। চোর ছাদ থেকে সতের তলায় ঢুকে নয় মিলিয়ন ডলারের একটা মহামূল্যবান ডিম চুরি করে নিয়ে চলে যায়। এনওয়াইপিডি লাকি ছিল যে তারা সিন্দুকের কাছে একটা হেয়ার স্যাম্পেল পেয়ে যায়। তারা এটা কোয়ান্টিকোর এফবিআই ল্যাবে পাঠায়, যদি কোন ম্যাচ পাওয়া যায়। তারা ম্যাচ পেয়েও যায় আর অন-স্ক্রিন প্রটোকলের অর্ডার ফলো করে তারা আমাকে সাথে সাথে কল করে।"

"তুমি ওই লোকের ফাইলে সিকিউরিটি ট্রিগার রেখেছ?" করবেট জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যা, কারন যতদূর জানি সে দশ বছর আগে মারা গেছে।"

"কিন্তু তুমি কেন? তোমার সাথে তার কানেকশন কি?" গ্রিন জিজ্ঞাসা করল।

"আমার কানেকশান? তাকে আমি পনেরো বছর আগে সিআইএ'তে রিক্রুট করেছিলাম। তার নাম টম ক্রিক।"

অধ্যায় ২৪

সকাল ৯:২১

পিপার একটা পাতলা ব্রিফকেস থেকে চারটা ফাইল বের করে আনলো। একটা তার নিজের জন্য, বাকি তিনটা করবেট, ইয়ং আর গ্রিনের জন্য।

"তোমাদের দুজনকে শেয়ার করতে হবে," জেনিফারকে দেখিয়ে বলল সে।

জেনিফার ওর চেয়ারটা করবেটের কাছে নিয়ে গেল। করবেট ফাইলটা নিয়ে ফাইলের র‍্যাপ করা পেপার ব্যান্ডটা ভেঙ্গে ফেললো। সিলটা দুটো ওয়ার্ডের মাঝখানে মারা। টপ আর সিক্রেট। করবেট ফাইলটা খুললে কিছু সাদা-কালো ছবি আর একটা মোটা বাউন্ড ডকুমেন্ট বের হয়ে পড়ল।

"এই ছবিগুলো সিআইএ গতকাল লন্ডন থেকে তুলেছে। এখানে টম ক্রিককে দেখা যাচ্ছে, অথবা যে নামে আমরা তাকে চিনি, টমাস ডুভাল। ককেশিয়ান পুরুষ, বয়স ৩৫, উচ্চতা পাঁচ ফুট এগার, আলাদা করার মত শরীরে বিশেষ কোন চিহ্ন নেই।"

জেনিফার ছবিগুলো ভালো করে দেখছে। যদিও ছবিগুলো সামান্য নীলাভ, তারপরও ও দেখতে পাচ্ছে টম দেখতে অনেকটা অ্যাথলেটদের মত। শক্ত চোয়াল, বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখ।

"তার ব্রিটিশ আর ইউ.এস দুই দেশেরই সিটিজেনশিপ আছে। তার বাবা-মা'র থেকে সে এটা পেয়েছে। চার্লস এবং রেবেকা ক্রিক। দুজনেই মৃত।

জেনিফার খেয়াল করে দেখলো করবেট পিপারের দিকে এক ধরনের অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। যেন ও ধারণা করছে এটা তাদের এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যেখানে সে কখনই যেতে চায় নি।

"তার মায়ের মৃত্যুর পর ডুভালকে ওর মায়ের পরিবারের সাথে বোস্টনে থাকার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় তার বাবা জেনেভাতে চলে যায়।

"বোস্টন? ট্রেন্ট ডুভালের সাথে কোন সম্পর্ক আছে?" পিপার মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"সে সিনেটর ডুভালের ভাগ্নে। এটাও একটা ব্যাপার যেটা তাকে রিক্রুট করার সময় তাকে ফেবার করেছিল। হাইস্কুল শেষ করার পর সে একটা স্কলারশিপ পেয়ে অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়। তবে এক বছর পর তাকে বের করে দেওয়া হয়। তখন ও প্যারিসে চলে আসে। সেখানেই আমার সাথে তার দেখা।"

"তুমি প্যারিস স্টেশনে ছিলে?" করবেট অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"তিন বছর, নরম্যাল ডিপ্লোম্যাটিক কভার," পিপার বললো। "আমি

সোরবনের একজন স্টাফের মাধ্যমে ডুভালের সাথে পরিচিত হই। ও একটা আর্ট হিস্ট্রি কোর্স করছিল। সে ছিল আমাদের জন্য একদম পারফেক্ট । তরুণ, সিঙ্গেল, প্রচন্ড বুদ্ধিমান, কোন পারিবারিক বন্ধন নেই, বাঁচার জন্য কোন লক্ষ্য খুঁজছে। আমি সময় নিলেও শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে নেই। আমরা তাকে ফার্মে নিলাম এবং তাকে যে প্রোগ্রামে রিক্রুট করা হবে তার জন্য কিছু স্পেশাল ট্রেনিং দিলাম।"

"আর সেটা কি?" গ্রিন জিজ্ঞাসা করল।

"ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্পিয়োনেজ। কোড নেম অপারেশন সেনটোর।"

"ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্পিয়োনেজ?" গ্রিন অবিশ্বাসের সাথে আবার জিজ্ঞাসা করলো।

"কম্পিউটার ফাইল, ব্লু-প্রিন্ট, বিভিন্ন প্লেন-জাহাজ-টাহাজের ছবি, কেমিক্যাল ফর্মুলা–যা বল তাই। ইউরোপিয়ানরা বছরের পর বছর ধরে আমেরিকা আর জাপানের উপর থেকে ডিফেন্স, টেকনোলজি আর বায়োটেক সাপ্লাইয়ের নির্ভরতা কমানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাদের ইনভেস্টমেন্ট দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে আমরা প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার লস করছি। ডুভাল আর তার মত এজেন্টদের কাজ ছিল আমরা যাতে লসটা না করি সেটা নিশ্চিত করা।"

"ডুভাল আমাদের সবচেয়ে ভালো এজেন্ট ছিল। এমন কোন সিন্দুক বা সিকিউরিটি সিস্টেম নেই যেটা সে ভাংতে পারতো না। সে ছিল পুরো একটা মিক্সচার। সে পাঁচটা ভাষায় কথা বলতে পারতো। সঠিক বইগুলো পড়তো, সঠিক লোকগুলোকে চিনতো, যেকোন জায়গায় ঢোকার একটা রাস্তা করে নিত। আমাদের কোন এজেন্ট তার মত কাজ করতে পারতো না।"

"তো কি হল তার?" গ্রিন জিজ্ঞাসা করল।

"প্রায় পাঁচ বছর আগে সে বদলে যেতে শুরু করে।"

"বদলে যাওয়া বলতে তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ?" করবেট জিজ্ঞাসা করল।

"অর্ডার নিতে অস্বীকার করতে শুরু করা, বিশৃংখল ব্যবহার করা, কাজ থেকে পিছিয়ে আসা। আমরা তাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করলেও সে অস্বীকার করে। সে বলতে শুরু করে এখন থেকে সে নিজের মত কাজ করবে। এরপর সে পুরোপুরি অবাধ্য হয়ে যায় এবং তার হ্যান্ডেলারকে মেরে ফেলে। তারপর সে কেবল উধাও হয়ে যায়।"

"কিন্তু তুমি যে বললে ও মারা গেছে," গ্রিন জিজ্ঞাসা করল।

"এই ঘটনার এক বছর পর ইন্টারপোল আমাদের একজন লোকের ডিএনএ স্যাম্পেল দেয়। সে ফ্রান্সের অর্থ মন্ত্রনালয়ে ঢোকার চেষ্টা করছিল। তখন তাকে ফ্রেঞ্চ পুলিশ গুলি করলে সে মারা যায়। ডিএনএ ডুভালের সাথে ম্যাচ করে। ততদিনে পুরো অপারেশন শাট-ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। তো আমরা সমস্ত

ফাইল বন্ধ করে দিলাম।"

"কিন্তু তারপরও তুমি তার ডিএনএ প্রোফাইল ট্যাগ করে রেখেছিলে," করবেট বলতে লাগলো, "তুমি বিশ্বাস কর নি?"

"এতটুকু বলতে পারি, আমার সন্দেহ ছিল। ডুভাল কয়েকজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ার মত লোক ছিল না। সেজন্য আমার মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ লেগে ছিল সে জন্যই আমি তার ডিএনএ ট্যাগ করে রাখি। তারপর এটার ব্যাপারে ভুলেই গিয়েছিলাম, কয়েকদিন আগ পর্যন্ত।"

"তো তার কি হয়েছে?" ইয়ং নতুন একটা চুইংগাম মুখে দিল।

"ইন্টারপোল ধারণা করছে ডুভাল, কিংবা ক্রিক সে নিজেকে যে নামে ডাকে, গত দশ বছর ধরে লন্ডনের বাইরে বেজ করে আর্ট থিফ বা শিল্পকমের্র চোর হিসেবে কাজ করছে। কোড নেম ফেলিক্স। তারা মনে করে সে এই খেলাটায় সেরা।"

"তার কোন জিনিসটা সবচেয়ে ভাল?" ইয়ং জিজ্ঞাসা করল।

"আমরা তাকে ট্রেনিং দিয়েছি, শুরু থেকেই। আর এই লোকটা সত্যিকারের প্রফেশনাল। বিশ্বাস কর আর নাই কর, বেশিরভাগ আর্ট থিফরাই জানে না তারা কি করছে। তারা শুধু দেওয়ালে কিছু একটা টাঙানো দেখে আর সেটাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে আসে। ক্রিক স্মার্ট। সে জুয়েলারি টার্গেট করে, যেগুলো আবার ডিজাইন করা যায় অথবা বি-লিস্ট আর্টিস্টদের যাদের বেশি পাবলিসিটি হয় না, ফলে জিনিসগুলো আরো সহজে বিক্রি করা যায়। আর বছরের পর বছর ধরে সে অথবা তার সাথে কাজ করছে এমন কেউ কোনভাবে প্রাইভেট কালেক্টরদের একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে যারা সঠিক আইটেমের জন্য বড় অংকের টাকা দিতে প্রস্তুত আর যারা আইটেম কোথা থেকে এল তা নিয়ে কোন প্রশ্ন করে না।"

নীরবতা। সবাই এই নতুন তথ্যগুলো হজম করতে সময় নিচ্ছে। এরপর ইয়ং একটা প্রশ্ন করল, যেটা সবার মাথায় ঘুরছিল।

"একটা মিউজিয়ামে চুরি করা এক কথা আর একটা সরকারী ইন্সটলেশন...দুটো সম্পুর্ন আলাদা খেলা। যাই হোক, তোমার কেন মনে হল যে সে ফোর্ট নক্সের ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে?"

পিপার শ্রাগ করল। "আমি ওকে খুব ভালোভাবে চিনি। ও সবসময়ই কঠিন কাজগুলো বেছে নেয়। এই ধরণের কাজের ক্ষেত্রে তার নামটা খুব ভালোভাবে মানিয়ে যায়।"

"আমার মনে হয় আমাদের আরেকটু নিশ্চি হবার দরকার আছে," করবেট শুকনো গলায় বললো। "তোমার কাছে আর কোন শক্ত কিছু আছে?"

পিপার দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল।

"কানাডিয়ান আইএনএস'র কাছে একটা রেকর্ড আছে যেখানে বলা হয়েছে ২৮ জুন ফেলিক্স ডুভাল নামে একজন লোক জেনেভা থেকে মন্ট্রিয়ালে ফ্লাই

করেছে। তোমরা চুরির যে সম্ভাব্য তারিখ দিয়েছ তার ঠিক সাত দিন আগে। তোমরা কি মনে কর এই নাম, তারিখ, নিউইয়র্কের ডিএনএ প্রোফাইল সবই কাকতালীয়? সে ফোর্ট নক্সে হাত সাফাই দেখিয়েছে, তারপর ফিফথ এভিনিউতে থেমে একটু শপিং করেছে। সে আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছে।"

"জেসাস, তোমরা এমন কিছু কিভাবে হতে দিলে? আমাদের লোকেরাই আমাদের হাতে হারিকেন ধরিয়ে দিচ্ছে!"

পিপার দ্রুত উত্তর দিল। "এই কথাগুলো এই ঘরের বাইরের কেউ জানবে না। এসব কিছুই ঘটে নি। এই কেসটা আমাদের খুব সাবধানে হ্যান্ডেল করতে হবে।"

"আমরা কি লুকাচ্ছি, জন?" ওর মাথাটা একদিকে হেলে আছে।

"তুমি আমাদের কি বলছ না?"

"বাল।" ইয়ং এতক্ষন ভ্রু কুচকে বসে ছিল, কিছু মনে করার চেষ্টা করে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। হঠাৎ করেই ওর মুখের রঙ বদলে গেল। "তুমি বলেছিলে ওকে তুমি পনের বছর আগে রিক্রুট করেছিলে, তাই তো?"

"হ্যা।" পিপার উত্তর দিল।

"তার মানে...?" ইয়ঙ্গের পাতলা ভ্রু দুটো উপরে উঠে গেল।

"সেটাই আমার পয়েন্ট," পিপার সায় দিয়ে বললো।

"তার মানে কি?" জেনিফার জিজ্ঞাসা করে একবার ইয়ং একবার পিপারের দিকে তাকাল।

"তার মানে তখন সিআইএ'র ডিরেক্টর ছিলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট আর তিনি এসব সমর্থন করে এসেছেন," করবেট ভাবলেশহীন মুখে বলল।

"হায় ঈশ্বর," গ্রিনের মুখ সাধারণের তুলনায় দ্বিগুণ লাল হয়ে উঠল। "তুমি বুঝতে পারছ এটা যদি বেরিয়ে পড়ে তবে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে। সে বাচতে পারবে না। সাথে আমাদের মধ্যে আরো অনেকে।"

পিপার টেবিলের সবার চোখের দিকে তাকাল। এমনকি জেনিফারেরও। "আমি এটা হতে দিতে পারি না।"

এই প্রথমবারের মত জেনিফার পিপারের চোখে আতংক দেখতে পেল। ওর পরিবার প্রেসিডেন্টের নির্বাচনে জেতার পেছনে অনেক টাকা ঢেলেছে। তার সুফল পিপার ইতোমধ্যেই ভোগ করতে শুরু করেছে। আর এখন এমন একটা সম্ভবনার সৃষ্টি হয়েছে যাতে তার সবকিছু শেষ হয়ে যেতে পারে।

"তো তুমি আমাদের এখন কি করতে বলছ? আমরা পুরো ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলব?"

"না, অবশ্যই না।" পিপার দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়তে লাগল। "আমরা একটা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন এভাবে ঝেড়ে ফেলতে পারি না। এটা করলে সিচুয়েশন আরো খারাপ হয়ে যাবে। আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে। কয়েনগুলো

যদি আমাদের ক্রিকের কাছে নিয়ে যায় তবে সে সেনটোরের কথা উগড়ে দেবে। আমাদের এমন কিছু করতে হবে যাতে তেমনটা না ঘটে।"

"তো তুমি কি করতে বলছ?" করবেট জিজ্ঞাসা করল।

"আমরা ক্রিকের সাথে এক ধরনের ডিল করতে পারি। আমরা তার কাছ থেকে কয়েন চারটা ফেরত নেব, তারপর এর পেছনে কে আছে সেটা শুনব তাকে মুখ বন্ধ রাখতে অনুরোধ করবো, তার বদলে আমরা তার ফাইলটা ক্লিন করে দেব, গত দশ বছরে সে যা যা করেছে সেগুলো ক্ষমা করে দেব। তখন থেকে আমরা জানব টমাস ডুভাল বা ক্রিক, যে নামটাই তার পছন্দ, সে নামে কেউ কখনও ছিল না। প্রেসিডেন্টের জড়িত থাকার পুরো ব্যাপারটা তাহলে আর উঠে আসবে না।"

"তুমি মনে কর সে এতে রাজি হবে?" গ্রিন সন্দিহানভাবে জিজ্ঞাসা করল।

"ক্রিক সবসময়ই পারসেন্টেজে খেলে। ওর গত কয়েক বছরের প্রতিটা দিনই এই ভয়ে কেটেছে যে কখন আমরা তাকে ধরে ফেলবো। এটা তার জন্য একটা ওয়ান-টাইম অফার। সব কিছু নতুন করে শুরু করার একমাত্র সুযোগ। আমার ধারণা সে রাজি হবে।"

"আমার ধারণা এটা কাজ করবে।" ইয়ং চুইংগাম চাবাতে চাবাতে বললো। "এভাবে সবাই জেতে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেকেন্ড টার্মের জন্য ভালো যাচ্ছে। আমি এটা নষ্ট করতে চাই না।"

"তাহলে নষ্ট করার মত আর সময় নেই, মি. সেক্রেটারি," করবেট বললো তার কণ্ঠে দুশ্চিন্তা আর জরুরি একটা ভাব। "আমরা ভাগ্যক্রমে একটা কয়েন পেয়ে গেছি। আমরা যত সময় নষ্ট করব, কাজটা আরো কঠিন হয়ে যাবে। আমাদের এখনই ক্রিককে ধরার জন্য কাউকে লন্ডনে পাঠানো উচিত।"

"হুম," ইয়ং মাথা নেড়ে সায় দিলো। "তুমি কার কথা ভাবছ?"

অধ্যায় ২৫

ডালাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের বাইরে, ওয়াশিংটন ডি.সি
২৫ জুলাই–সকাল ৯:৩০

প্লেনটা রানওয়ে থেকে বের হলে জেনিফার সিটে গা ছেড়ে দিয়ে বসে চোখ বন্ধ করলো। ওর সামনে বিশাল একটা ফ্লাইট আর ওর ঘুম প্রয়োজন। কিন্তু মন খুবই অস্থির। যে মুহূর্তে করবেট ইয়ঙ্গের কাছে ওর নাম সাজেস্ট করে সেই মুহূর্তটার কথাই ওর মাথায় বারবার ঘুরেফিরে আসছে।

"আমাদের এজেন্ট ব্রাউনকে পাঠানো উচিত, মি. সেক্রেটারি।"

এক মহূর্তের নীরবতা। তার পিপার পুরো ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেয়। জেনিফার নিজেও হয়ত জয়েন করতো কিন্তু করবেটের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে পুরোপুরি সিরিয়াস।

"ব্রাউন। আমার মনে হয় না।"

"কেন নয়?" করবেট পালটা প্রশ্ন করলো।

"তুমি চাও আমি এটা ব্যাখ্যা করি?"

"তোমার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে আমার মনে হয় আমরা সবাই সেটা শুনতে চাইবে।"

পিপার সরু চোখে একবার জেনিফারের দিকে তাকালো তারপর টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলো, "আমরা সবাই জানি তিন বছর আগে কি হয়েছিল," সামনে রাখা তিনটা ফাইলের একটাতে টোকা দিয়ে বললো। তারপর উপর থেকে পড়তে শুরু করল। জেনিফার শুধু ওর নিজের নামটাই শুনতে পেল। পরিস্কারভাবেই পিপার হোমওয়ার্ক করে এসেছে। "আমাদের এমন একজনকে দরকার যার উপর আমরা ভরসা করতে পারি। যে চাপের মুখে ভেঙ্গে পড়বে না। আমরা আরেকটা অ্যাক্সিডেন্টের ঝুঁকি নিতে পারি না। এই কেসে অনেক প্রেশার সামলাতে হবে।"

"মি. সেক্রেটারি," করবেট ঠান্ডাস্বরে বলতে শুরু করলো। "আমরা এটাও জানি ওই শুটিং কেস থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তখন থেকে এখন পর্যন্ত তার পারফর্মেন্স, বিশেষ করে এই কেসে পুরোপুরিই নিখুঁত।"

"এটা অনেক বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। তার অভিজ্ঞতা অনেক কম," পিপার বললো।

জেনিফার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারালো না। সে এমন কিছু করতে চায় নি যার জন্য পরে আফসোস করতে হয়। যদিও ওর সমস্ত স্বজ্ঞা এর বিরোধিতা করছিল, তারপরও ও করবেটকে ওর পক্ষে লড়তে দিল।

"তাছাড়া," পিপার বলতে থাকলো, "এটা সম্পুর্ন এজেন্সির বিষয়, এফবিআইয়ের এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই।"

"আমার দৃষ্টিতে, মি. সেক্রেটারি," পিপারকে সম্পুর্ন অগ্রাহ্য করে আবার করবেট বলতে শুরু করলো, "ট্যাক্টিকালি এটাই ভালো হবে যদি আমরা লো-কি অ্যাপ্রোচ করি। মানে, আমাদের কাজ হল ক্রিকের সাথে একটা আপোসে আসা, তাকে ভয় পাইয়ে দেওয়া নয়। এফবিআই'কে ব্যবহার করলে সে বুঝতে পারবে আমাদের মূল লক্ষ্য ফোর্ট নক্সের চুরি, তার অতীতের কার্যকলাপ নয়। এজেন্সিকে ব্যবহার করলে সে ভাবতে পারে এর সেনটোরের সাথে কোন সম্পর্ক আছে। আমি মনে করি ব্রাউন খুব ভালো করতে পারবে।"

"জ্যাক?" গ্রিনের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো ইয়ং।

"বব খুশি থাকলেই আমার জন্য যথেষ্ট," গ্রিন শ্রাগ করে বললো।

ইয়ং হঠাৎ করেই জেনিফারের দিকে ফিরে যে প্রশ্নটা করলো জেনিফারকে বেশ অবাক করলো।

"তোমার কি মনে হয় এজেন্ট ব্রাউন?"

"আ...আমার মনে হয় মি. পিপার ঠিকই বলছেন," জেনিফার ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলো। নিজের শব্দগুলো মেপে নিচ্ছে। "আমি একটা ভুল করেছি, আর তার জন্য কেউ মারা গেছে। এটাকে আমার সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু আমি একজন ভালো এজেন্ট, স্যার। আমি কাজ বের করে আনতে পারি।" তারপর ও পিপারের দিকে উদ্ধতভাবে তাকিয়ে বলতে থাকলো, "আপনি যদি আমাকে পাঠান আমি আপনাকে হতাশ করবো না। আমি হাল ছেড়ে দেই না, আমি যুদ্ধ করে যাই।"

"আমিও তাই মনে করি এজেন্ট ব্রাউন।" ইয়ং জেনিফারের দিকে ঘুরে বসলো, এই প্রথমবার তার মুখে হাসি দেখা গেল। "আমাদের মুখ উজ্জ্বল করুন, এজেন্ট ব্রাউন।"

একদিকে কাত হয়ে প্লেনটা আকাশে উড়লো। ওর চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সিটের হ্যান্ডেল শক্ত করে ধরে আছে সে। সবসময়ের মত একটা পরিচিত আতংকের হাওয়া তার উপর দিয়ে বয়ে গেল। গত কয়েক বছর ধরে যে সুযোগটার জন্য অপেক্ষা করে ছিল সেটা আজ ওর হাতের মুঠোয়। আর ও কোনভাবে এটা নষ্ট হতে দিতে পারে না সে।

ক্রিকের ফাইলটা তার কোলের উপর রাখা। এই ফাইলটা ইন্টারপোল আর বিভিন্ন দেশের পুলিশ ফোর্সের ইন্টালিজেন্স রিপোর্টের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে এটা বেশ অস্পষ্ট। যে সব সে করেছে বলে গুজব আছে, যাদের সাথে এবং যাদের জন্য করেছে তাদের ডিটেইলস। তবে সবই অনিশ্চিত। নিশ্চিত করে কোন কিছুই বলা নেই। একভাবে দেখলে এতে কিছুই নেই। কেবলমাত্র কিছু দুর্বল সাজেশন, অর্ধসত্য গল্প।

আবার অন্যভাবে দেখলে, এগুলোকে যখন একবারে দেখা হয়, তখন একজন মাষ্টার ক্রিমিনালের বায়োগ্রাফি তৈরি হয়, একজন সত্যিকারের প্রফেশনাল, যে নিজেকে একগাদা ভুল তথ্যের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। যার জন্য তার প্রতিপক্ষ তাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারে না। কিন্তু কিভাবে আসল ঘটনাটাকে ফিকশন থেকে বের করে আনা যায়? কিভাবে মিথ থেকে আসল মানুষটাকে আলাদা করা যায়? যখন তার প্রতিটি পদক্ষেপে অসংখ্য গুজব আর সংশয়ের কুয়াশায় ঢাকা।

তারপরও করবেট একজন লোকের সাথে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সে এই কুয়াশার কিছুটা হলেও দূর করতে পারে। এই লোক করবেটের সাথে আগেও একটা কেসে কো-অপারেট করেছে। জেনিফার নামটা মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। হ্যারি। হ্যারি রেঙ্কুইস্ট? না। হ্যারি রেনউইক। হ্যা, এটাই। করবেটের দেওয়া তথ্য অনুসারে, একজন কয়েন এক্সপার্ট হিসেবে সে এই কেসটাতে সাহায্য করতে পারে। তবে পরে পিপার নিশ্চিত করেছে সে ক্রিক সম্পর্কে ভালোভাবে জানে। সে ক্রিকের বাবার সাথে কাজ করার সময় থেকেই ক্রিককে ভালো করে চেনে। করবেট যদি তাদের মধ্যে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করিয়ে দিতে পারে তাহলে ক্রিকের মুখোমুখি হবার ভাল একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। আর এটার জন্য ক্রিক প্রস্তুত থাকবে না। ব্যাপারটা চিন্তা করে নিজে নিজেই হাসলো সে।

প্লেনটা মাটির সাথে লেভেলে আসলো। সিট বাধার সিগন্যাল পাওয়া গেলে জেনিফার কেবিনের চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। সবসময়কার ডি.সি-লন্ডনগামী ফ্লাইটের মত চারিদিকে ডিপ্লোম্যাট, সাংবাদিকে ভরা।

জেনিফার আবার চোখ বন্ধ করলো। ওর মনের মধ্যে কেবল একটা প্রশ্ন খচখচ করছে। যেটা নিয়ে কেউই কোন কথা বলে নি, ও একবার এটা জিজ্ঞাসাও করতে চেয়েছিল। যদি এই চুরিটা এতই সূক্ষ্ণভাবে প্ল্যান করা হয়ে থাকে আর এত নিখুঁতভাবেই সংগঠিত হয়ে থাকে, আর যদি ক্রিক এতই ভালো হয়ে থাকে তাহলে একটা কয়েন কি করে দু' সপ্তাহ পরে আটলান্টিকের অন্য প্রান্তে পাওয়া যায়?

এখানে নিশ্চয় কোন ঘাপলা আছে। বড় কোন ঘাপলা।

অধ্যায় ২৪

সেন্ট জেমস, লন্ডন
২৬ জুলাই–সকাল ১১:২৮

সাধারণভাবে জার্মেইন স্ট্রিট পলমল কিংবা পিকাডেলির মত কর্মব্যস্ত নয়। এর নিজস্ব একটা রঙ আছে। সম্পুর্ন আলাদা একটা রঙ, যাতে প্রাচীন ইংল্যান্ডের গন্ধ পাওয়া যায়। এখানে দেখা যায় গ্রাম্য বাড়ির বনভোজন, গ্রামের সবুজ মাঠে সাদা ড্রেস পরা প্লেয়ারদের অন্তহীন ক্রিকেট খেলা, ব্লেজার, বৌলার আর টুইড, পাবের আগুনের পাশে বসে বিয়ার পান করা। একটা সবুজ-সুখি এলাকা।

যদিও এই গরম আর ধূলা ভরা বিকেলে, এটা টুরিস্ট আর দোকানদারদের একটা ঘর্মাক্ত বাজারে পরিণত হয়েছে। তাদের চিৎকার চেঁচামেচি, দর-কষাকষি, পরস্পরকে গালি-গালাজে জায়গাটাকে মধ্য-প্রাচ্যের কোন বাজার ব'লে মনে হচ্ছে। নাছোড়বান্দা দোকানদার আর ব্যবসায়ীরা বিভিন্নভাবে ইশারা করে আসা-যাওয়ারত লোকদের তাদের বিদঘুটে কালারের আর অদ্ভুত প্যাটার্নের জিনিসগুলো কেনার জন্য সাধছে।

ডান পাশে একজন ভিক্ষুক একটা পার্সোনাল শপিং এজেন্সির দরজার সামনে বসা। সুর করে করে ভিক্ষা চাচ্ছে, তার মাথার উপরের থেকে ছেড়া টুপিটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ লোকই তার দিকে তাকাচ্ছে না। বাম দিকে উইল্টনের বাইরে একটা বড় কালো জাগুয়ারের শোফার গোমড়ামুখের এক ট্রাফিক ওয়াড্রেনের সাথে ধৈর্য ধরে জরিমানা মওকুফের জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যদিও জরিমানার রসিদ অর্ধেক লেখা হয়ে গেছে।

এই স্মৃতি জাগানিয়া মুক্তাঙ্গনের মধ্য দিয়ে হাটার সময় ওর জ্যাকেটটা কাঁধের উপর ঝুলছে। টম ঘুরলো, কিছু চিন্তা-ভাবনা না করেই। পিকাডেলি আর্কেড। মার্বেল ফ্লোর, আর সুচিন্তিতভাবে বিভিন্ন জুতো, জামা-কাপড় আর টাই দিয়ে সাজানো জানালা। ওর সবচেয়ে প্রিয় দোকান। ডানে আর একটু সামনেই।

ঘড়ি জিনিসটা সবসময়ই টমের খুব পছন্দ। এগুলো সবসময়ই ওকে তীব্রভাবে আকৃষ্ট করে। প্রায় সব সময়ের মত আজকেও ওর ১৯৫৭ সালের ঘড়িটা হাতে দিয়েছে, যেটা ওর মা ওর জন্য রেখে গেছেন। এটাই তার সবচেয়ে দামি ঘড়ি না, কিন্তু টমের কাছে এটার মূল্যই সবচেয়ে বেশি। এটা থেকেই তার ঘড়ির উপর মোহ সৃষ্টি হয়।

সামনের দিকে তাকালো। প্রথমে বাম দিকের তারপর ডান দিকের জানালা দিয়ে। মূল্যবান ধন-রত্নের মত করে সবুজ রঙের ভেলভেটের উপর রাখা জিনিসগুলোর দিকে ঈর্ষা-কাতরভাবে চোখ বুলাচ্ছে। সবসময়কার মতই

এগুলোতে কোন দাম লেখা নেই। ও দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ করেই কোন মেয়ের পারফিউমের মন-মোহীনী গন্ধ ওর নাকে এসে লাগতেই আশেপাশের লোকজন সম্পর্কে অচেতন থাকা টম হঠাৎ করেই স্বপ্নলোক থেকে ফিরে এল। "চমৎকার, তাই না," মেয়েটা নরম স্বরে নির্ভুল আমেরিকান উচ্চারণে বললো, ওর চোখের কোণা দিয়ে ও দেখতে পাচ্ছে মেয়েটা ওটার দিকে তাকিয়ে আছে, এতক্ষণ ও যেটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

"কিন্তু আপনি যদি একটা রোলেক্স চান, তবে এই প্রিন্সদের দেখতে পারেন। দারুন না?" সে ছোট্ট করে মাথা নেড়ে ওকে ১৯৩০ মডেলের আয়তকার স্টেইন-লেস স্টিলের ঘড়িগুলো দেখালো।

টম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটার দিকে তাকালো। সুন্দর দেখতে। বাদামি চেহারা আর সুন্দর ঠোঁট, হাল্কা-পাতলা গড়ন, দ্যুতিময় বাদামি চোখ, ঘন কালো কোকড়ানো চুল। মেয়েটা হাসলো। টম এক সেকেন্ডের জন্য ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল, মেয়েটা কি প্রফেশনাল? কিন্তু তার জুতোজোড়া একদম নতুন মনে হচ্ছে, তার স্কার্টটা অনেক ফর্মাল। না। সে অন্যকিছু।

"আপনি কি কালেক্টর?" টম চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করল।

"না।" মেয়েটা হাসলো। "আমি একবার একটা কেসে কাজ করেছিলাম, তখন এসব সম্পর্কে সামান্য শিখতে হয়েছে।"

"কেস? আপনি কি ল'ইয়ার?"

"না, আসলে তা না, আমি গভমেন্টের জন্য কাজ করি। ইউ.এস গভমেন্ট।

"হুম," টম এই মহূর্তটার জন্য গত দশ বছর ধরে প্রস্তুত হচ্ছে, অবশেষে তারা তাকে খুঁজে পাবে। ও নিজেকে মোটামুটি বোঝাতে সক্ষম হয়ে গিয়েছিল ওরা আর আসবে না। এখন পুরো ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার দরকার। "তাহলে এটা হঠাৎ করে দেখা হয়ে যাওয়া নয়। "মিস...?"

"ব্রাউন, জেনিফার ব্রাউন," বলে জেনিফার হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে টম অগ্রাহ্য করলো। "আমার মনে হয় আমরা কোথাও বসে কথা বলতে পারি। আমার আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।"

"কিসের ব্যাপারে?"

"এখানে নয়।"

প্রাথমিক শকের স্টেজটা পার হয়ে গেছে। টমের মাথায় ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ওর এখন কি করা উচিত? দৌড়াবে? দুজন বিশালদেহী তার পালানোর রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দৌড়ালে বোকামি করা হবে। তার এই মেয়ের সাথে কথা বলা উচিত। পুরো ব্যাপারটা জন্মের মত মিটিয়ে ফেলতে হবে। ও সারা জীবন পালিয়ে বেড়াতে পারবে না।

"আমি একটা জায়গা চিনি," টম বিড়বিড় করে বললো, "বেশি দূরে নয়।"

অধ্যায় ২৭

সকাল ১১:৪২

টম আর জেনিফার নীরবে পিকাডেলি দিয়ে হেটে গেল। তাদের আশপাশ দিয়ে লাল টুরিস্ট বাসগুলো চলে যাচ্ছে। এখানে সেখানে, কালো ছাতা, গ্রীস্মের গরমটাকে আরো উস্কানি দিচ্ছে। টুরিস্ট এজেন্টরা টুরিস্টদের 'না দেখলে নয়' জায়গাগুলোতে নিয়ে যাচ্ছে।

জেনিফার ছবিতে টমকে যেমন দেখেছে, কাছ থেকে দেখে তাকে আরও নমনীয় মনে হচ্ছে। সে সতর্ক পদক্ষেপে হাটে, তার চলাফেরা একেবারে পরিমিত আর নিয়ন্ত্রিত, যেন কোন বিড়াল সরু দেওয়ালের উপর হাটছে। অফুরন্ত এনার্জি আর নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে সে যে কোন জায়গায় ঢুকতে পারে, যেখানে সে ঢুকতে চায়। জেনিফারকে স্বীকার করতেই হবে সে যথেষ্ঠই হ্যান্ডসাম। তার গালের উঁচু হাড়, বর্গাকার চোয়াল তার মধ্যে একটা ভাস্কর্যভাব এনে দিয়েছে। তার চোখ দুটো সদা সতর্ক আর অসম্ভব গাঢ় নীল।

পিকাডেলি সার্কাসের ক্রিটারিয়ন রেস্টুরেন্টে চারদিকে হ্যামবার্গারের রেপার আর স্প্যানিশ স্কুলবয়দের অতিক্রম করে ওরা দুজন ভীড় থেকে আলাদা হয়ে বসলো। এখানে ট্রাফিকের শোরগোল আর শোনা যাচ্ছে না। রেস্টুরেন্টটার সিলিং আর দেওয়ালে পাঁচটা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কর্কশ চেহারার একজন ইতালিয়ান ওয়েটার তাদের টেবিল দেখিয়ে দিয়ে অর্ডার নিয়ে গেল। টমের জন্য ভোদকা টনিক আর জেনিফারের জন্য মিনারেল ওয়াটার।

টম নীরবতা ভাঙলো। "তো, এজেন্ট ব্রাউন? তাই না?"

ওয়েটার আবার এসে ওদের ড্রিংস দিয়ে গেল।

"স্পেশাল এজেন্ট ব্রাউন, এফবিআই।"

টম ওর এক দিকে হেলিয়ে রেখছে যেন ঠিক করে শুনতে পায় নি। "এফবিআই?"

"হু।"

ও ওর গ্লাস থেকে এক চুমুক খেল। চিন্তামগ্ন। ড্রিংকে বরফ নিল। "আপনার মনে হয় না এখানে আসাটা আপনার এখতিয়ারের একটু বাইরে, স্পেশাল এজেন্ট ব্রাউন?"

"ওহ্, আজকাল একটু বড় মাছ ধরতে গেলে আমরা জালটা একটু বড় করে বিছাই।"

"তাই নাকি?"

"দেখুন, আমি এখানে আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি," জেনিফার দৃঢ়ভাবে বললো।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে গ্লাসটা দূরে ঠেলে দিল টম।

"আমি ঠিক বুঝতে পারি নি আমার সাহায্য দরকার পড়েছে।"

"বেশিরভাগ লোকই অনেক দেরিতে বোঝে। আপনি অনেক বিপদের আছেন, মি. ক্রিক।"

"নতুন খবর।"

"ল্যাংলিতে আপনার কিছু পুরনো বন্ধু আছে যারা আপনার সাথে দেখা করার জন্য মরিয়া হয়ে আছে।"

টম শ্রাগ করলো। "ল্যাংলি? সরি, কিছু বুঝতে পারলাম না।"

"আমি নিশ্চিত, কিভাবে আপনার একটা চুল ওই অ্যাপার্টমেন্ট গেল সেটা নিয়ে এনওয়াইপিডি খুবই আগ্রহী হবে।"

জেনিফার ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকালো, কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্য। অনুতাপ, অপরাধবোধ, যেকোন কিছু। কিন্তু ও কিছুই পেল না।

"আপনি আপনার সময় নষ্ট করছেন।"

"অযথা ঝামেলা করবেন না," জেনিফার ওর গলাটা একটু উপরে তুললো। "আমি জানি আপনি কে, কি করেন...ফেলিক্স, ডুভাল কিংবা আজকাল নিজেকে যে নামে ডেকে থাকেন।"

একটা নীরবতা। টম জেনিফারের দিকে তাকালো। ভাবলেশহীন মুখ। ডান হাত দিয়ে গ্লাসটা আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছে, একটু আগে টেবিলের যেখানে গ্লাস রাখার ফলে পানি জমেছিল সেখানে।

"আপনার এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য কি, এজেন্ট ব্রাউন?"

"আমি আপনাকে একটা ডিল অফার করতে এসেছি।"

টম শুকনোভাবে হাসলো। "তাহলে তো ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল, আপনি যা বেচতে এসেছেন আমি সেটা কিনব না।"

"আপনি নিশ্চিত? তারা যখন আমাকে এতদূর পাঠিয়েছে, তার মানে তারা সিরিয়াস। আপনার মনে হয় আমার কথা একবার শোনা উচিত।"

"কিসের জন্য? আরো কিছু মিথ্যা বানানো গল্প। আমি যা চাই তা আপনি কখনো আমাকে দিতে পারবেন না। আপনার যাত্রা শুভ হোক।"

"আমি একটা নতুন শুরুর কথা বলছি, মি. ক্রিক, আপনার ফাইলের সব কিছু মুছে ফেলার কথা বলছি।"

টম উঠে চলে যাচ্ছিলো, ওর কণ্ঠের তাড়া শুনে থেমে গেল।

"যদি সিআইএ আপনার কথা ভুলে যায়, যদি আমরা আপনার কথা ভুলে যাই, যদি এমন হয় গত পনের বছরে কিছুই ঘটে নি। চিন্তা করে দেখুন।"

টম কয়েক সেকেন্ড ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বসে পড়লো।

"আর আমাকে ধরার ব্যাপারটা?"

"আপনাকে ধরা হবে না, আমরা শুধু কয়েনগুলো চাই।"

টমের ভ্রু উঁচু হয়ে গেল।

"কয়েন?"

"আর যে আপনাকে টাকা দিয়েছে তার নাম। এইটুকু করেন তারপর আপনি আমাদের পক্ষ থেকে আর কোন সমস্যার সম্মুখীন হবেন না।"

টম চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো। সে আবার গ্লাস ঘোরানো শুরু করেছে। ধীরে ধীরে ভেজা জায়গাটার পরিধি বাড়াচ্ছে।

"আপনার ডিলে কেবল একটা সমস্যা রয়েছে," অবশেষে ও বলল।

"সেটা কি?"

"আমি এখনো বুঝতে পারছি না আপনি কিসের কথা বলছেন?"

"নাটক করবেন না," জেনিফার শীতল গলায় বললো, "আপনি চান আমি আপনাকে পুরোটা ব্যাখ্যা করে শোনাই? আচ্ছা, তবে তাই হোক। আমরাও জানি আপনিও জানেন যে আপনিই কয়েনগুলো নিয়েছেন। আমরা সেগুলো ফেরত চাই, আর তার সাথে যে আপনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে তার নাম। আপনি যদি তা না করেন তবে জীবন আপনার জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে। কসম খেয়ে বলছি।"

"না, এখন আমাকে আপনার জন্য ব্যাখ্যা করে শোনাতে দিন।" টমের গলা চড়তে শুরু করলে পাশের টেবিলের লোকগুলো তাদের বেসবল ক্যাপের নিচ দিয়ে আড়চোখে তাকাচ্ছে। "আমি জানি না আপনি কি নিয়ে কথা বলছেন। আর আপনি একটা আপডেট হয়তো জানেন না। আমি এখন আর এসব করি না। আমি এসব পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছি। আপনি বিশ্বাস করেন আর না-ই বা করেন। এখন আপনি যদি আমার সম্পর্কে কিছু পান তবে আপনার যা মনে হয় করতে পারেন। কিন্তু আমি এমন কিছুর দায়িত্ব নিতে রাজি নই যার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমার সাথে ঝামেলা করে কোন লাভ নেই।"

জেনিফার ওর দিকে ভাল করে তাকালো। কেউ মিথ্যা বললে ও ধরতে পারে। ও ছোট ছোট জিনিস দেখে। অনিচ্ছাকৃত টান, হাতের মুভমেন্ট, বিশেষ করে চোখ। জেনিফার অবাক হল সবগুলো সাইন বলছে টম সত্যি বলছে। তা কি করে হয়? তারপরও ও করবেটের সাথে ঠিক করা লাইনগুলোই বলতে লাগলো।

"তো আপনি ডিলটা প্রত্যাখ্যান করছেন?"

"কিসের ডিল? আমি জানি না আপনি কি বলছেন। ডিল করার কিছু নেই।" একটা নীরবতা। টম জেনিফারের দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকালো। "আপনার কাজ শেষ?"

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো। ও টমকে ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছে। এই স্টেজে ওরা এটাই আশা করছিল। এখন সময়ই বলে দেবে এর পরিণতি কি হবে।

“এখনকার মত, কিন্তু আমাদের আবার দেখা হবে।”

“একটা কথা বলি এজেন্ট ব্রাউন, বিরক্ত করবেন না।”

টম উঠে দাঁড়ালো। গ্লাসটা টেবিলের উপর ঠাস করে ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। রিভলভিং ডোরের কাছে এসে দেখলো, যে দু'জন লোককে ও একটু আগে আর্কেডে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে তারা যেখানে বসে ছিল সেখান থেকে উঠে এসে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একবার প্রথমজনের দিকে তাকালো, তারপর দ্বিতীয় জনের দিকে, তারপর ঘুরে জেনিফারের দিকে। ভীড়ের উপর থেকে ওরা একে-অপরের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলো। জেনিফার লোক দু'জনকে ইশারা করলে তারা সরে দাঁড়ালো।

টম চলে গেলে জেনিফার ওর ফোন বের করলো। সবসময়কার মত দ্বিতীয় রিঙেই করবেট ফোন ধরলো।

“কেমন হল?”

“যেমনটা আমরা ভেবেছিলাম, সবই অস্বীকার করেছে। সে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য।”

“তাই নাকি?” করবেট ঘোৎ করে শব্দ করলো। “আমার মনে হয় এখন ক্রিককে একটা শক দেবার সময় এসেছে।”

“মানে?”

“মানে, আজকে রাতে তোমার একটা ডেট আছে।”

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ওর চোখ বড় হয়ে উঠল।

“আপনি আপনার কন্ট্যাক্টের সাথে যোগাযোগ করে কিছু একটা সেট করতে পেরেছেন?”

“আমাকে কিছু বলতেও হয় নি। রেনউইক যখন শুনল আমার একজন লোক এখানে আছে তখন ও নিজেই বললো আজ রাতে ওর বাড়িতে একটা ডিনার আছে। তুমি জয়েন করতে চাও কি না। আর গেস্ট কে জান?”

“ক্রিক!” ও ওর উত্তেজনা আড়াল করতে পারছে না। তারা যা ভেবেছিল এটা তার চাইতে আরো ভাল হচ্ছে।

“একদম ঠিক। জানতে পারলাম, রেনউইক নাকি টমকে এক সপ্তাহ আগেই দাওয়াত দিয়ে রেখেছে। দেখা যাক সে কতটা বিশ্বাসযোগ্য।”

“রেনউইক এ ব্যাপারে কিছু জানে?”

“না, আমি তাকে বলেছি একটা তদন্তের ব্যাপারে তার সাহায্য দরকার। আমি চাই তুমি আজ রাতে কয়েনটা সাথে করে নিয়ে যাও। যদি কেউ জানে ফোর্ট নক্সের কাজটা কে করেছে এবং তার লিস্টটা ছোট করে আনতে পারে তবে রেনউইকই পারবে। তাকে যা যা বলার দরকার হয় বলবে, তবে যতকম পারা যায়।”

“ওকে।”

“ওহ্, আগামীকাল প্যারিসে ভ্যান সিমসনের সাথে দেখা করতে হবে। আড়াইটা। আমরা এই একটা স্লটই ম্যানেজ করতে পেরেছি। তুমি আসতে পারবে তো?”

“শিওর, আমি এখানকার অ্যাম্বাসির লোকদের সাথে কথা বলে একটা ট্রান্সপোর্টের ব্যাবস্থা করে ফেলতে পারবো, সমস্যা হবে না।”

“গ্রেট, আমাকে সকালে কল দিয়ে জানিও রাতে কি হল।”

জেনিফার ফোনটা পার্সে রেখে একটু হাসল। জন পিপাররা থাকার পরও এ ধরনের সময়ের জন্যই নিজের জবটা দিতে ভালোবাসে সে।

অধ্যায় ২৮

চেলসি, লন্ডন
রাত ৮:০০

হ্যারি রেনউইকের বাড়ি একটা বিশাল, গাছে ঘেরা রাস্তায়। বিশাল ইটের তৈরি, লম্বা জানালা, উঁচু সিলিং, চার তলা। স্টেশন ওয়াগন আর এস.ইউ.ভিগুলোর সাথে ফেরারি আর পোর্শে দাঁড়ানো।

টম ওর সবচেয়ে সুন্দর সুটটা পরে এসেছে। একটা মেরিনো আর কাশ্মীরী মিক্স। হালকা রঙের। ওকে সুন্দর মানিয়েছে। সব শেষে একটা টাই। টাই পরে ওর কলারে কেমন কুটকুট করছিল। সুট আসলে ওর জন্য নয়।

ও ট্যাক্সি থেকে বের হয়ে একবার ঘড়িটা দেখে নিল। ১৯২০-এর দিকের একটা ট্যাংক, এই সময়টাকে ও কার্টিয়ারের সবচেয়ে ভাল সময় হিসেবে বিশ্বাস করে। এটা সোনার, আয়তকার মনিটরের ভিতরে রোমান সংখ্যায় নাম্বার দেওয়া। আটটা বাজে। ও একেবারে ঠিক সময়ে এসেছে।

"এসো, এসো," রেনউইক দরজা খুলে টমকে ভিতরে ডেকে নিল।

ও এখনো ওই সাদা রঙের লিলেন সুটটা পরে আছে, যদিও এখন গায়ে জ্যাকেটটা নেই। শার্টের হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো। টম ওর সাথে হ্যান্ড শেক করলো। তারপর ওরা হেটে হলরুমে পৌছালে টম ওর হাতে ধরে থাকা বোতলটা রেনউইককে দিল।

"আরে বাবা!" রেনউইকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "এসবের কোন দরকার ছিল না।"

"আমি জানি," টম হাসলো। ওর এখন অনেকটা হালকা লাগছে, সকালের ঘটনাটার প্রাথমিক ধাক্কাটা কেটে গেছে। এফবিআইয়ের যুক্ত থাকার মানে হল এসবের পেছনে এজেন্সি নেই। এটা একটা ভাল খবর। আর তারা তাকে একেবারে গ্রেফতার করে নি কিংবা ধরে রাখে নি, এর ফলে বোঝা যাচ্ছে তারা ওর কাছে কিছু চাচ্ছে। এর ফলে ওর প্ল্যানিঙের কিছু স্পেস পাওয়া গেল। যদিও এখনও ও বুঝতে পারে নি ওরা কি চাচ্ছে।

"তাহলে এটাকে এখনই খুলি," রেনউইক বললো। ওরা বসার ঘরে চলে এসেছে। "আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না, আমাদের সাথে আরো একজন গেস্ট আছে। টমাস, জেনিফার ব্রাউন, জেনিফার, টমাস ক্রিক।"

টম দরজার সামনে এসে জমে গেল যখন দেখল জেনিফার ঘরের অন্য পাশ থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে। রেনউইকের দিকে রাগি চোখে তাকালো। এসব কি হচ্ছে? হ্যারি এদের সাথে কাজ করছে?

“শুভ সন্ধ্যা, মি. ক্রিক,” জেনিফার এমনভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন ওদের আগে কখনো দেখাই হয় নি।

টম কষ্ট করে একটু হাসলো। ওরা হাত মেলালো।

“মিস ব্রাউন?”

“এসো, এসো, এখানে আমরা সবাই বন্ধু, ফর্মাল হবার কোন দরকার নেই।” রেনউইক বলতে শুরু করলো। “জেনিফার আমেরিকায় এফবিআই'তে আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে কাজ করে। আমার বন্ধু মনে করে আমি তাদের একটা কেসে সাহায্য করতে পারবো। কেসটা খুবই ইন্টারেস্টিং। জেনিফার অল্প কয়েকদিন এখানে আছে। ভাবলাম তোমাদের দেখা হয়ে যাক।” রেনউইক হাসতে হাসতে বললো।

“ভালোই হয়েছে, আংকেল হ্যারি,” টম কষ্ট করে হাসলো। ও সামান্য অনুতাপে ভুগছে। অনেক দ্রুতই রেনউইককে সন্দেহ করে ফেলেছে। ওনার অজান্তেই এফবিআই তাকে একটা ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে।

“কেউ ড্রিংক নেবে?” রেনউইক অফার করলো। “তুমি কি নেবে? শ্যাম্পেইন? এক্সিলেন্ট।” রেনউইক বোতলের ফয়েল পেপার আর ওয়ারকেজটা খুলে ফেললো।

“গ্লাস? ধুর। টমাস একটু ধরবে? আমি কয়েকটা গ্লাস নিয়ে আসি, আর.. একটা আইস বাকেট।” টমের হাতে বোতলটা দিয়ে রেনউইক কিচেনে চলে গেল।

“আপনাদের মত লোকের জন্যও এটা একটু বেশি নিচু হয়ে গেল না?” টম হিস হিস করে জেনিফারকে বলল।

“আপনার কি এটাকে কোন ধরনের খেলা মনে হয়?” জেনিফার রেগে উত্তর দিল। “আপনার জীবনটা এখন এমনভাবেই চলবে। যেখানেই আপনি যাবেন পিছন দিকে তাকালে আমাদের দেখতে পারবেন। আপনার পৃথিবীটা এখন ছোট হয়ে গেছে।”

“আপনাদের সমস্যা আমার সাথে। কিন্তু এর সাথে হ্যারির কোন কানেকশান নেই। তাকে এর মধ্যে টেনে আনাটা আমি মোটেই সহ্য করবো না।”

“সে তো আপনার আসল আত্মীয় নয়, তাই না? আপনার পুরো জীবনটাই তো মিথ্যা।”

“এটা অপ্রাসঙ্গিক,” টম ওর দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। ওদের মধ্যে এখন মাত্র এক ফুট দূরত্ব। “আমি আপনাকে সাবধান করছি, তাকে এসবের মধ্যে আনবেন না।”

“আপনি যদি আমাদের সাথে কাজ করতে শুরু করেন তাহলে তেমন কিছুই হবে না।” জেনিফার টমের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

রেনউইক আবার ঘরে ফিরে এসেছে।

"মনে হচ্ছে তোমরা দু'জন অবশেষে বরফ ভাঙতে পেরেছ।" ও হাসলো। "চমৎকার।"

ওর গলা শুনে দুজনে অপ্রস্তুতভাবে দূরে সরে গেল। রেনউইক ওদের গ্লাস ভরছে। তারপর ও দুজনকে ডান দিকের শোফায় বসতে বলে নিজে ওদের সামনের শোফাটায় বসল। তাদের মাঝখানে একটা নীল রঙের নিচু সিল্কের ডিভান। ডিভানটার উপরে অকশন ক্যাটালগ ভরা। এটাকে এখন কফি টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

"বিজনেস মনে হচ্ছে ভালোই চলছে," টম আশেপাশে তাকিয়ে বললো। গলার স্বর স্বাভাবিক।

অত্যাধুনিক মাশরুম রঙের সোফা আর আধুনিক ধাঁচের অভিজাত কার্পেটের সাথে গ্রানাইটের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে দামি দামি সব পেইন্টিং আর স্কেচ–ওল্ড টেস্টামেন্ট প্রফেট, ঈশ্বরের আশীর্বাদে ভাস্বর ম্যাডোনার কোলে একটি দেবশিশু, একটি পাপাল পোর্ট্রেট, যেখানে একজন লোক সামরিক সাজে সজ্জিত, আর একটা ছবিতে বাক্কুসের পূজারীর ত্যাগের একটা পৌরাণিক দৃশ্য। বলার অপেক্ষা রাখে না যে টম ছবিগুলো দেখে সাথে সাথেই তাতে সেরা কিছু শিল্পীর হাতের ছোয়া আলাদা করে চিনে ফেললো। এই চমৎকার ছবির কালেকশন দেখে মনে হচ্ছে ওরা কোন রেনেসাঁ জাদুঘরে বসে আছে।

"কি, এগুলো? আসলে এর বেশিরভাগই আমার কছে নতুন," রেনউইক ওর চারিপাশে আবেগশূন্যভাবে তাকালো। "আমি কয়েক মাস আগে এই বাড়িটা আমার এক আত্মীয়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। আমি কেবল নতুন করে রঙ করিয়েছি আর কিছু ফার্নিচার এনেছি। সে শিপিং বা সেরকম কিছুতে ছিল। যুদ্ধের পর কোনভাবে তার ভাগ্য বদলে যায়। যাইহোক, আমি জানতাম না সে কিভাবে এখানে থাকতো, কারণ এর বেশিরভাগ জায়গাই পুরোপুরি আর্বজনায় ভরা ছিল। আমি অবশ্য বেশিরভাগ জিনিসই বেচে দিয়েছি, সামান্য কিছু জিনিসই রাখার মত ছিল।"

"ও আচ্ছা।" টম প্রশংসার সুরে বললো।

"এমন কি কাল একজন লোক ওই পেন্টিংটা দেখতে আসছে," সে একেবারে বাম দিকের পাপাল পেইন্টিংটা দেখিয়ে বললো। "এটা সবসময়ই স্কুল অফ তিতিয়ানের একটা মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে, তবে আমার সন্দেহ হয় তিতিয়ান নিজেই এটা এঁকেছেন।"

"সত্যি?" টম পেইন্টিংটার দিকে এগিয়ে গেল।

"আর ওগুলো কি?" জেনিফার চুল্লীর উপরের দিকের তাকের উপর থেকে ঝুলে থাকা বিবর্ণ কয়েকটা মাস্কের দিকে আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলো।

"আহ, ওগুলো এখন আমার," রেনউইকের গলা হঠাৎ করেই উদ্যমি হয়ে

উঠেছে। "আমি ওগুলো কালেক্ট করি, এগুলো জাপানি নোহ মাস্ক।"

"সরি, আমি আসলে–"

"নোহ আসলে এক ধরনের জাপানি থিয়েটার। মুরোমাচো'র আমলের," রেনউইক ব্যাখ্যা করতে শুরু করলো। "ওদের প্লটগুলো সবসময়ই সিম্পল আর খুব সিরিয়াস থাকতো। এবং খুবই সিম্বলিক। মাস্কগুলো পরা হত বিশেষ চরিত্র আর এক্সপ্রেশন প্রকাশ করার জন্য, অনেকটা আগের যুগের গ্রিক থিয়েটারের মত। আর এর ফলে একই অভিনেতা একাধিক চরিত্রে অভিনয় করতে পারতো। আমি ছোটবেলা থেকেই এগুলো কালেক্ট করি।" রেনউইকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, গলা কাঁপছে।

"ওগুলোর বয়স কত?"

"ওয়েল, সবচেয়ে পুরোনটা হল ওইটা," উঠে দাঁড়িয়ে সোনালী শিঙ্গের আর স্ফিত চোখের সাদা রঙের একটা মাস্ক দেখিয়ে বললো। মাস্কটার মুখে একটা শয়তানী হাসি। "ওটা ১৬০৪ সালের দিকে বানানো হয়েছিল। তখন জাপানের রুলিং পার্টি সামুরাই ক্লাস আর শোগুন নোহকে জাপানের অফিশিয়াল থিয়েটার হিসেবে গ্রহন করে নেয়। অন্যগুলো সতের-আঠারো শতকের পরের দিকের।"

টম অন্য মাস্কগুলোর দিকে তাকালো। হাস্যরত চীনা ম্যান্ডেরাইন, হাসিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, তার টোল পড়া গালে সুন্দর করে কাটা মোচ-দাঁড়ি। একজন চিন্তিত চেহারার জাপানি যুবক, কপালে ভাজ পড়া, চোখে বিস্ময়ের ছাপ।

"এখন, মনে হয় তুমি কিছু মনে করবে না," রেনউইক হঠাৎ করেই জেনিফারের দিকে তাকিয়ে বললো। "আমরা কিচেনে খাব, ডাইনিং রুমের অবস্থা এখনও খুব খারাপ।"

সে ওদের কিচেনে নিয়ে গেল। বিশাল পাথরের রঙের একটা ঘর। ঠিক মাঝখানে সাদা-সিধে চেহারার একটা কাঠের টেবিল। ডান দিকের ফ্রেঞ্চ জানালাগুলো দিয়ে পাশের বাগান দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে ফুলের মৃদু সুঘ্রাণ ভেসে আসছিল। গ্রানাইটের উপরিভাগের চেরি কাঠের ইউনিটগুলো ডান দিকের দেওয়াল থেকে বা দিকে দেওয়ালের সাথে লাগান–মাঝখানে এক জায়গায় একটা বিশাল গ্যাস রেঞ্জে বাধা পেয়েছে। আর একটা বড় সাইজের বেলফাস্ট সিঙ্ক, এই মুহূর্তে যার মধ্যে একগাদা প্লেট আর কড়াইয়ের স্তুপ।

ওরা বসলো। রেনউইক হেডচেয়ারে, জেনিফার আর টম মুখোমুখি।

"আমি যদি আগে জানতাম তুমি আসছ তবে আমি স্পেশাল কিছু করতাম," রেনউইক ক্ষমা চাওয়ার সুরে বললো।

"এটা খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে," জেনিফার বললো।

টম রাগি চোখে জেনিফারের দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পেরেছে ওর জীবনে এভাবে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ওরা ওকে বোঝাতে চাচ্ছে ওরা যা চাচ্ছে

তার জন্য ওরা অনেকদূর যেতে পারে।

জেনিফার একটা সাদা ব্লাউজের উপর একটা টাইট কালো জ্যাকেট পরে আছে। ওর পা দুটো একটা কালো সিল্কের ট্রাউজারে ঢাকা। টম লক্ষ্য করলো কথা বলার সময় জেনিফারের নাকের ডগাটা ওর ঠোঁটের নড়াচড়ার কারণে সামান্য কেঁপে উঠে, একটা ছোট্ট খরগোশের মত।

এত সব কিছুর মধ্যেও টমের হাসি পেল, যেটা ওকে আরো ক্ষেপিয়ে তুলছে।

অধ্যায় ২৯

রাত ১০:০৯

কয়েক ঘন্টা পর মদ আর স্টোভের উত্তাপে জেনিফারের গাল আরেকটু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ওরা আবার সিটিং রুমে এসে কফি খাচ্ছে। রেনউইক জেনিফারের পাশে বসে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। টম অন্য দিকে বসেছে।

"তো জেনিফার, রবার্ট বললো আমি তোমাদের একটা কেসে সাহায্য করতে পারবো?"

জেনিফার সায় দিয়ে ওর কাপটা টেবিলে রাখলো। ও খুব সর্তকভাবে এই সময়টার কথা চিন্তা করেই মাত্র এক গ্লাস মদ খেয়েছে, যদিও পুরো খাবারের সময়টাতে রেনউইকের সাথে কথা বলেছে, তার দিকে তাকানো ক্রিকের অগ্নিদৃষ্টিও অনুভব করতে পেরেছে।

"এজেন্ট করবেট, মানে রবার্টের মতে আপনিই ইউরোপে একমাত্র লোক যিনি মুদ্রা বিষয়ে কথা বলেন," ওর গলার স্বর এখন অনেকটাই ব্যবসায়িক।

"তাই নাকি? রবার্ট তা-ই বলেছে? আসলে এটা আমার এরিয়া। আমি বছরের পর বছর এগুলো নিয়ে কাজ করেছি। এরকম একটা কেসেই কয়েক বছর আগে আমাদের প্রথম দেখা হয়। আমি অবশ্য এখন একটু অন্য দিকে চলে এসেছি, কিন্তু আমার একজন ক্লায়েন্ট আবার ফ্যানাটিক্যাল কালেক্টর, তো আমি এখনো এসবের খবর রাখি।"

জেনিফার সামান্য দ্বিধাগ্রস্থ। কাজটা খুব ভারসাম্য বজায় রেখে করতে হবে। এক দিকে ওকে রেনউইকের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হবে, অন্যদিকে করবেট ওকে মনে করিয়ে দিয়েছে, যেন ও রেনইউকের কাছে, মানে একজন সিভিলিয়ানের কাছে চুরির সব তথ্য বলে না দেয়। আর তাছাড়া এটা এমন একটা সুযোগ যেখানে ও ক্রিককে জানাতে পারবে ওরা জেনে গেছে পুরো ঘটনাটা কি ভাবে ঘটেছে। সাথে সাথে ও ক্রিকের রি-অ্যাকশনটাও দেখতে পারবে। ও ওর ব্যাগের চেনটা খুলে একটা প্রটেক্টিভ খামের ভিতর থেকে কয়েনটা বের করে রেনউইকের হাতে দিল।

"হায় খোদা," অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলো রেনউইক। কয়েনটা ওর হাত থেকে মাটিতে পড়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। হাটু গেড়ে বসে কয়েনটা উঠিয়ে আনলো সে।

"আমি খুবই দুঃখিত, আমি আসলে ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি আমার হাতে কি এসে পড়েছে।"

জেনিফার টমের দিকে তাকালো। ও বেশ কৌতুহল নিয়ে তাকিয়ে ছিল। জায়গা থেকে নড়ে নি।

"ঠিক আছে, ব্যাপার না।"

"এটা একটা শকের থেকে কম নয়," কয়েনটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখতে দেখতে বললো। "এটা আমি আগে দেখার সুযোগ পাই নি।"

"অনেক লোকই পায় না," জেনিফার বললো।

"কি ওটা?" টম জিজ্ঞাসা করলো। ওর কপালে ভাজ পড়েছে।

"১৯৩৩ ডাবল ঈগল, দুষ্প্রাপ্য একটা কয়েন," রেনউইক টমের হাতে কয়েনটা দিতে দিতে বললো।

"একটা বিশ ডলারের কয়েন," টম ভালো করে দেখে বললো, "সোনার, এটা কি অনেক মূল্যবান?" ও কয়েনটা শূন্যে টস করার মত করে ছুড়ে আবার ধরে ফেলে তারপর সেটাকে নীল ডিভানের উপর রেখে দিল সে।

টমের প্রশ্নে জেনিফার ভীষণ অবাক হল।

"মাত্র আট মিলিয়ন ডলার," রেনউইক উত্তেজিতভাবে বললো।

"ক্রাইস্ট!"

টম আবার কয়েনটা তুলে নিল, এবার ওর চোখে একটা সম্ভ্রমের দৃষ্টি। জেনিফারের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। হয় টম খুবই ভালো অভিনেতা নয় তো...? রেনউইকের কথায় ওর চিন্তা বাধাগ্রস্থ হল।

"আমার ক্লায়েন্ট, যার কথা মাত্র বললাম, তার কাছে একটা আছে। সম্প্রতি নীলাম থেকে কিনেছে। আমি অবশ্য দেখি নি। এটাকে সে প্যারিসে লক করে রাখে। আমি ভেবেছিলাম তারটাই একমাত্র।"

"আপনার ক্লায়েন্ট যদি দারিউস ভ্যান সিমসন হয়ে থাকেন তাহলে অফিসিয়ালি ওটাই একমাত্র।"

"আর আনঅফিশিয়ালি?"

"আন অফিশিয়ালি, ইউ.এস ট্রেজারির কাছে আরো কিছু কয়েন ছিল কিন্তু সেগুলো হারিয়ে গেছে।" বলেই ও টমের দিকে তাকালো। টমের এক্সপ্রেশন এখনো দ্বিধাগ্রস্থ। হঠাৎ করেই টমের মুখের উপর থেকে সব ধাঁধা সরে গেল। যেন ও বুঝতে পারল এগুলো আসলে কি হচ্ছে।

"হারিয়ে গেছে?" রেনউইক ওর চশমাটা খুলে রেখে জেনিফারের দিকে তাকিয়ে একটা প্রশ্রয়মূলক হাঁসি দিল। "তাদেরকে শেষবারের মত কোথায় দেখা গেছে?"

"এই কয়েনটা প্যারিসে পাওয়া গেছে। আমরা ধারণা করছি বাকিগুলোও ইউরোপে আছে।"

"হুমম।" রেনউইক চিন্তিতভাবে গাল চুলকালো। "ভ্যান সিমসন শুনলে রাগে ফেঁটে পড়বে।"

"আমাদের ধারণা আমরা তাকে না বলতেই রাজি হব।" জেনিফার বলতে লাগলো। "আর যদি সে শোনেও তবে সে আমার কাছ থেকে শুনবে। কালকে

তার সাথে আমার একটা অ্যাপোয়েন্টমেন্ট আছে।"

"শোন, আমি একটা কথাও বের করবো না। কিন্তু আর্ট মার্কেট খুবই ছোট একটা জায়গা, টমাসকে জিজ্ঞাসা কর। আর ভ্যান সিমসন একেবারে প্রথম সারির জিনিসগুলো কিনতে পছন্দ করে, এসবের ইনফর্মেশন সবার আগে পাবার জন্য ও অনেক টাকা খরচ করে। সে যদি এখন পর্যন্ত না জেনে থাকে তবে শীঘ্রই জানতে পারবে। আর আমার একটা কথা বিশ্বাস কর, তুমি যখন আট মিলিয়ন ডলার খরচ করে একটা কয়েন কিনবে যেটাকে পৃথিবীতে একমাত্র বলা হয়ে থাকে, আর সেই কয়েনটাই যদি মানুষ বিয়ের কার্ডের মত করে ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে থেকে বের করে তোমার সামনে রাখে তবে তোমার মোটেই ভালো লাগবে না।"

"তাকে আপনি ভালো করে চেনেন?"

"খুব বেশি ভালো করে না। সে একজন ক্লায়েন্ট। আমি তাকে বিভিন্ন কয়েনের খবর এনে দেই, আর মডার্ন পেইন্টিং। ব্যস, এই পর্যন্তই।"

"আমার জানার দরকার," জেনিফার আলোচনাটা ঘুরিয়ে আবার কয়েনের দিকে নিয়ে আসলো, "ইউরোপে এই রকম কয়েন কেনার মত কে কে আছে?"

টম রেনউইকের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন জেনিফারের মত ওর উত্তর শোনার জন্য উদগ্রীব সে।

রেনউইক একটু চিন্তা করে বলতে লাগলো, "আমি আসলে নিশ্চিত না। গত কয়েক বছরে কয়েনের বাজারের সবচেয়ে সক্রিয় ক্রেতারা বেশিরভাগই প্রতিষ্ঠান। মিউজিয়াম, ট্রাস্ট, কর্পোরেট। ভ্যান সিমসনই একমাত্র প্রাইভেট কালেক্টর যাকে আমি চিনি, সে এমন একটা কয়েন কেনার সামর্থ্য রাখে।"

"তো আপনি এমন কিছু জিনিসকে কিভাবে বেচবেন, যদি আপনি এটাকে...কি বলবো...চুরি করে আনেন?" এক মুহূর্তের জন্য জেনিফার টমের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকালো, টমও ওর দিকে একই ভাবে তাকিয়ে আছে।

"চুরি?" রেনউইক থামলো। "হুমমম, আসলে, সেক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত যে জিনিসটা চুরি করার আগেই ক্রেতা ঠিক হয়ে গেছে। এ ধরনের জিনিস অবশ্যই ওপেন মার্কেটে বিক্রি করা সম্ভব না।"

জেনিফার ব্যাপারটা মেনে নিল। এটা ওর প্লেনেই মনে হয়েছিল। কয়েনটা যখন এফবিআইয়ের হাতে পড়েছে, তার মানে কোথাও প্ল্যানটা ভয়াবহভাবে বারি খেয়েছে।

"কিন্তু যদি আপনার কোন ক্রেতা না থাকে? তখন আপনি করবেন?"

রেনউইক মাথা নাড়লো। "সেটা সচরাচর ঘটে না, কিন্তু যদি তাই হয় তবে নিশ্চিতভাবে পরবর্তী স্টেপ হবে একটা ফেন্স খোঁজার চেষ্টা করা। মানে, এমন একজনকে খুঁজতে হবে যে তোমার কাছ থেকে ওটা নিয়ে নিবে এবং তার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একজন ক্রেতা খুঁজে দেবে।"

ফেন্স? জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো। এটা বেশ খাপ খায়। রানিরি ফেন্স ছিল। হয়ত কোন কারণে ক্রেতা পাওয়া যায় নি, তখন রানিরির সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু সে কার হয়ে কাজ করছিল?

"অথবা একজন অফ-সাইট?" টম বললো।

"হুমম, তাও হতে পারে। কিন্তু সেটা আজকাল অনেক বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে," রেনউইক গাল হাত দিয়ে বললো।

"অফ-সাইট? সেটা কি?" জেনিফার ওদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

"এটা একধরনের কালোবাজারী নিলাম," টম বললো। জেনিফার ওর কণ্ঠে সামান্য গতি অনুভব করলো, যেন নিজেকে সামাজিক করার চেষ্টা করছে। জেনিফার মজা পেল কারন ও টমকে অস্বস্তিতে ফেলতে চাচ্ছে।

"মানে?"

রেনউইক বলতে শুরু করলো। সকল বড় আর্টিস্টেরই একটা ক্যাটালগ থাকে। এতে ওই আর্টিষ্টের সকল কাজের পূর্ণ বিবরণ, ছবি আর তার আইনগত মালিকের ডিটেইলস থাকে। যেকোন নিলামকারী বা গ্যালারি ওনার যখন কোন আইটেম নিলামে তুলবেন তখন তার প্রথম কাজ হল ওই আইটেমটা আসলে কোথা থেকে এসেছে তা ক্যাটালগ দেখে সেটা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া। তারপরের কাজ হল লন্ডনের আর্ট লস রেজিস্ট্রি থেকে খবর নেওয়া। এই রেইজিস্ট্রিতেই সব ধরণের আর্ট আইটেম চুরির খবর থাকে। সব মিলিয়ে কোন চুরি করা আইটেম নিলামে তোলা একরকম অসম্ভব।"

টম সায় দিয়ে বলতে শুরু করল। "এর বিকল্প হল অফ-সাইট, পাবলিসিটি না করে, মানে খুব অল্প কয়েকজন মানুষকে জানিয়ে নিলাম করা। একেবারে নিলাম শুরু হবার কিছুক্ষণ আগে তাদের সময় আর ঠিকানা জানানো হয়। আগে প্রচুর হত, কিন্তু এখন অনেক কম হয়। আজকালকার পুলিশরা বেশ স্মার্ট হয়ে গেছে।"

জেনিফার মাতা নেড়ে সায় দিয়ে রেনউইকের দিকে তাকালো। "তাহলে, যেটা জানা সবচেয়ে লাভজনক হবে সেটা হল, কে কে সাম্ভাব্য ক্রেতা হতে পারে? সাধারণ নিলাম বা অফ সাইট যেটাই ধরা হোক না কেন।"

"হ্যা, সেটাই, সাহায্য করতে পারলে আসলে খুশি হব। কবে নাগাদ হলে হয়?" জেনিফার লজ্জিতভাবে হাসলো। "এখন?" রেনউইক একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

"আমি এখানে আমেরিকার টাইম জোন অনুসারে চলছি।" জেনিফার ক্ষমা চাওয়ার দৃষ্টিতে হাসলো। "সেই অনুসারে–" জেনিফার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, "এখন মাত্র বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজে। এখন থেকেই শুরু করতে পারলে আমার জন্য একটু ভালো হয়। আসলে আমার শিডিউল খুব টাইট।"

"হ্যা, ঠিক আছে, কোন সমস্যা নেই, এমনিতেও আমি প্রচুর রাত জাগি। মাথা খাটানোর মত একটা টপিক পেলে আমার জন্য ভালোই হয়।"

"ওয়েল, তাহলে আমি যাই," টম হাই তুলতে তুলতে বললো। "আমাকে কাল অনেক সকালে উঠতে হবে। আরেকটা শিপমেন্ট আসছে। আর তাছাড়া আপনাদের দুজনের আমাকে আর প্রয়োজন হবে না।"

রেনউইক ফোন করে একটা ট্যাক্সি ডেকে টমকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। জেনিফার পেছনে দাঁড়ানো।

"গুড বাই, এজেন্ট ব্রাউন," টম বললো। "আশা করি আপনি আপনার কয়েনগুলো পেয়ে যাবেন।"

"ওহ, হ্যা, অবশ্যই, আমরা পেয়েই যাব।" জেনিফার শক্তভাবে হাসলো। "সাথে যে চুরি করেছে তাকেও।"

রেনউইক টম কে ট্যাক্সি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। "গুডবাই, টম। যোগাযোগ রেখো।"

"অবশ্যই।" ওরা দুজন কোলাকুলি করলো।

"ভালো কথা, মেয়েটা সুন্দর না? তেজস্বিতা আর সৌন্দর্য, ভালো কম্বিনেশন। আমার তো মনে হয় তোমার চেষ্টা করে দেখা উচিত," রেনউইক ওর কানে কানে ফিসফিস করে বললো।

"কী যে বলেন না! ও আমার টাইপের না," টম হাসতে হাসতে বললো। "আর তাছাড়া ও আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে, আপনিই তো কয়েন এক্সপার্ট।"

টম রেনউইকের সাথে হাত মিলিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো।

ওকে বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে আসলো রেনউইক।

"ও কে, তাহলে তুমি এক কাজ কর, সিটিং রুমে বসে একটা ড্রিংক নিতে থাক, ততক্ষণে আমি উপরে গিয়ে আমার ফাইলগুলো নিয়ে আসি, এক ঘন্টার বেশি লাগার কথা না।"

"গ্রেট।"

রেনউইক ওর স্টাডিতে গিয়ে ভারি মেহগনী কাঠের চেয়ারটা টেনে বসলো। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে ফোনটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে একটা নাম্বার ডায়াল করল।

"ইয়েস?"

"আমি।"

রেনউইক ওর পা টা ডেস্কের উপর উঠিয়ে আরাম করে বসলো।

"আমার বাসার নিচতলায় কি আছে তুমি চিন্তাও করতে পারবে না।"

অধ্যায় ৩০

রাত ১০:৪০

"পেয়েছেন?"

রেনউইক সিটিংরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দেখলো জেনিফার একটা পেইন্টিঙের দিকে তাকিয়ে আছে।

"আমার পানিতে চলবে।" ও হাতে গ্লাসটা তুলে রেনউইককে দেখালো।

"ভেরি সেন্সেবল। চল আমরা কিচেনে গিয়ে বসি। তাহলে আরেকটু বেশি জায়গা পাওয়া যাবে।" ও ওর বগলের তলের গাঢ় নীল ফোল্ডারটার দিকে ইশারা করলো।

জেনিফার ওর পিছন পিছন কিচেনে গিয়ে টেবিলের উপর রাখা প্লেট-গ্লাসগুলো সরিয়ে একটু জায়গা করতে লাগলো। মূল্যবান থালা-বাসনগুলোর টুং টাং শব্দ ওদের চারপাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

"ওগুলো ছাড়," রেনউইক ওর দিকে তাকিয়ে বললো। "কাল সকালে হাউসকিপার এসে করবে। এখন তুমি এখানে বস, আমি তোমার সামনে বসছি।" রেনউইক ওকে বা দিকের একটা চেয়ার দেখিয়ে বললো।

জেনিফার বসলে রেনউইক ওর পাশে আরেকটা চেয়ারে বসলো। তারপর সেই নীল ফোল্ডারটা থেকে কাগজপত্র বের করতে লাগলো সে।

"এগুলো কি?" জেনিফার জিজ্ঞাসা করলো।

"প্রেস কাটিং, নিউজ লেটার, সেল রিপোর্ট। সবই ইউরোপিয়ান কয়েন আর মেডেল মার্কেট সম্পর্কিত। আমার একটা কোম্পানি আছে, তারা আমার জন্য এই সমস্ত খবর সংগ্রহ করে আমাকে জানায়। এছাড়াও আমার আর যেসব দিকে ঝোঁক আছে সেসবের কথাও জানায়। এতে আমার বেশ সুবিধা হয়। যাই হোক এখানে কয়েকজন লোক আর কোম্পানির নামের একটা লিস্ট আছে, তুমি দেখ।"

"আপনি এত রাতেও আমাকে সাহায্য করছেন এজন্য আমি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।"

"আরে, ইটস মাই প্লেজার, আসলেই।"

হঠাৎ করেই রেনউইক উঠে দাঁড়ালো।

"আচ্ছা আমার বেশ গরম লাগছে, তোমার লাগছে না?" উত্তরের অপেক্ষা না করেই ও পাশের একটা জানালা খুলে দিলে পুরো ঘরটায় শীতল একটা হাওয়ার পরশ বয়ে গেল। রেনউইক আবার বসে পড়লো।

"আশা করি টমাস এখানে ছিল বলে তুমি কিছু মনে কর নি।"

"না না, মোটেই না।" জেনিফার উত্তর দিল। ও একটু সাবধান ছিল যাতে বেশি উত্তেজিত না হয়ে পড়ে। সে চাচ্ছে না রেনউইক যেন কোনভাবেই বুঝতে না পারে ওরা ওর মাধ্যমে টমকে পেতে চাচ্ছে।

"আসলে, রবার্ট আমাকে বলল যে তুমি কয়েকদিনের জন্য এখানে এসেছ আর আমি টমাসকে গত সপ্তাহেই দাওয়াত দিয়ে ফেলেছিলাম। আর তাছাড়া আমার মনে হয়েছে টমাস তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারবে। আশা করি এটা তোমার জন্য অস্বস্তিকর হয় নি।"

"না, না। আচ্ছা মি. ক্রিক, মানে টম কি করেন? মানে আপনার এটা মনে হল কেন যে উনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।"

"আহ," রেনউইক হেসে উঠলো। "অনেকেই এই প্রশ্নটা করে, ও আমাকে বেশি কিছু বলে না। আমি যা জানি তা হল ও একজন অ্যান্টিক ডিলার। অনেক ছোটবেলা থেকেই ওর এদিকেই ঝোঁক। মনে হয় ওর মা-বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। যাই হোক ব্যাপারটা ও ভালোই বোঝে। সে জন্যই বললাম, ও তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।"

"তার মানে আপনি ওকে অনেক আগে থেকে চেনেন?"

"ওর বয়স যখন চৌদ্দ তখন থেকে। তখন চার্লস মানে ওর বাবার সাথে আমার দেখা হয়। চার্লস তখন জেনেভায় চলে আসে, টম হলিডে'তে সেখানে আসতো।"

"ও বাসায় থাকতো না?" ও আগেই উত্তরটা জানতো, কিন্তু ও চায় নি যে রেনউইক জানুক যে সিআইএ'র কাছে টমের একটা এক ইঞ্চি পুরু ফাইল আছে।

"না, রেবেকা, মানে ওর মা, একটা কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। তখন ওর বয়স মাত্র তেরো, আর টম তখন গাড়ি চালাচ্ছিল।"

"ওহ্।" জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো। ওর বাবাও মাঝে মাঝে ওকে কোলে বসিয়ে ওদের বাসা থেকে বড় রাস্তা পর্যন্ত গাড়ি চালাতে দিত। এটা একটা খেলার মত ছিল, টমের ক্ষেত্রে এই খেলাটা খুবই বাজে দিকে মোড় নেয়।

"চার্লস এটা মেনে নিতে পারে নি, এ জন্যই টমকে ওর মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। আমার ধারণা টমকে নিজের আশেপাশে দেখা ওর জন্য কষ্টদায়ক ছিল।"

"এটা নিশ্চয়ই ওর জীবনটা একেবারে ওলট-পালট করে দেয়, মা হারানো, আবার বাবার কাছ থেকে পরিত্যাক্ত হয়ে যাওয়া।"

"হ্যা।" রেনউইক থামলো। "ও আর কখনোই ওর শৈশব নিয়ে কথা বলে না, তবে একবার ও আমাকে একটা গল্প বলেছিল যেটা আমাকে এখনো নাড়া দেয়। একদিন জুনিয়র স্কুলে, কিংবা তোমরা আমেরিকানরা যা বল, টমাস দেখল দু'জন ছাত্র ওদের একজন টিচারের পার্স চুরি করছে। কিন্তু ও কিছুই বলে নি।

কারন ও সেখানে মাত্র কয়েক মাস আগে এসেছিল। ক্লাস, স্কুল, দেশ সবই তখন ওর কাছে নতুন। যে কোনভাবে ওই দু'জন জানতে পারল যে টম ওদের চুরি করাটা দেখতে পেয়েছে। তখন তারা যে পার্সটা চুরি করেছিল সেটা টমের লকারে লুকিয়ে রাখলো আর তারপর সেই টিচারকে বলল যে টম চুরি করেছে। সেই টিচার সব স্টুডেন্টদের সামনে টমের লকার খুলে পার্সটা বের করলো।

"তাকে এক সপ্তাহের জন্য সাস্পেন্ড করে দেওয়া হয়। কেউ ওর কোন কথা বিশ্বাস করে নি। চার্লসও না। এমনকি পরে যখন ওই দুজন ছাত্রকে শপিংমল থেকে চুরি করার সময় পুলিশ গ্রেফতার করে আর ওদের ঘর সার্চ করে অনেক চুরির মালামালও উদ্ধার করে, এটা জানার পরও না। আসলে চার্লসের চোখে ও সবসময়ই দোষি হয়ে থেকেছে। ও কখনোই টমকে ক্ষমা করে নি।"

"আমি তাতে অবাক হই নি," জেনিফার বললো। চুরির মিথ্যা অপবাদ টমকে সত্যি সত্যিই চোর বানিয়ে দিয়েছে।

"যাই হোক, সেসব অনেক আগের কথা।" রেনউইক থামলো। "এখন কাজ শুরু করা যাক।" ও কাগজগুলোকে দুভাগে ভাগ করলো। এক ভাগ নিজে নিল আর অন্য ভাগ জেনিফারকে দিল। "তুমি এগুলো চেক কর, আর আমি এগুলো দেখছি।"

আগামী পয়তাল্লিশ মিনিট ওরা নিজেদের কাগজগুলো দেখতে লাগলো। কেবল নোট নেবার সময় ওদের কলমের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আর জেনিফারের কয়েকটা অকেশনাল প্রশ্ন আর তাতে রেনউইকের উত্তর।

রেনউইক ঠিকই বলেছিল। আসলেই মার্কেটটা খুব ছোট। কয়েকটা কোম্পানি, আর কয়েকজন প্রাইভেট ক্রেতার নামই ঘুরে ফিরে বারবার এসেছে। জেনিফার নামগুলোর পাশে ছোট ছোট দাগ দিলে স্কোর দিচ্ছে, মানে কার নাম কয়বার এসেছে। ভ্যান সিমসনের নামের সামনে ইতোমধ্যেই বারটা দাগ পড়েছে। তার সবচেয়ে নিকট প্রতিদ্বন্দ্বির ডাবল। রেনউইকের দিকে তাকিয়ে দেখল ওর স্কোর কার্ডেও ভ্যান সিমসনের প্রায় একই স্কোর।

জেনিফার হঠাৎ থামল। "ওটা কি?"

রেনউইক তাকালো না। "কোনটা কি?"

"ওই শব্দটা, মনে হল কেউ বাগান থেকে বেরিয়ে আসলো।"

"ওহ্," রেনউইক হাসতে হাসতে বললো। "মনে হয় পাশের বাসার বিড়ালটা ইঁদুরের সংখ্যা কমানোর চেষ্টায় আছে।"

জেনিফার আর একবার জানালার দিকে তাকিয়ে আবার ওর নোটের দিকে তাকালো। কয়েক মুহূর্ত পর আবার জানালার দিকে তাকালো। "ওখানে কোন বিড়াল নেই।"

"কি?"

"ওখানে কোন বিড়াল নেই," জেনিফার জানালার কাছে এগিয়ে গেল।

"অনেক বড়, আমার মনে হয় কোন মানুষ।"

"তুমি শিউর?" রেনউইক উঠে এল, ওর চাখ সতর্ক।

"সব লাইট অফ করে দিন, তাড়াতাড়ি।" জেনিফার ফিসফিস করে বললো।

রেনউইক লাইট অফ করে দিল। ওর কপালে চিন্তার গভীর ভাজ।

জেনিফার জানালা দিয়ে বাগানটা ভালো করে দেখছে, তারপর হঠাৎ করেই পিছিয়ে এসে দেওয়ালের সাথে মিশে দাঁড়ালো।

"দু'জন লোক," ও আস্তে আস্তে বললো। "বাড়ির দিকে আসছে।"

"ওরা এখানে আসছে কেন?" রেনউইক ভীত কণ্ঠে বললো।

"আমি জানি না। কিন্তু আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হবে না। চলুন বাইরে গিয়ে পুলিশ ডাকি।"

"আর আমার পেইন্টিং?"

"আপনার ইন্স্যুরেন্স করা আছে না?" রেনউইক মাথা নেড়ে সায় দিলো। "তাহলে ওগুলো নিয়ে আর চিন্তা করার দরকার কি। এদের দেখে প্রফেশনাল মনে হচ্ছে।"

ওরা পা টিপে টিপে সামনের দরজার দিকে এগুল। জেনিফার ছিটকিনি খুললো।

"মনে পড়েছে..." দরজা খুলে বললো জেনিফার। কিন্তু শেষ করতে পারল না।

"সাবধান," রেনউইক চিৎকার করে উঠলো।

অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ওর হাত ওর মুখের সামনে উঠে আসলো। তড়িৎ গতিতে আসা ঘুষিটা ওর কনুইতে লেগেছে। ও বুঝতে পারলো এই লোকটা ওর জন্য আগে থেকে দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল। অন্য দুজনকে আসলে রাস্তার দিকে নজর রাখার জন্য পাঠানো হয়েছে।

পরের ঘুষিটা এড়ানোর আগে ও কেবল এতটুকুই দেখার সুযোগ পেল যে ওর প্রতিপক্ষ একজন খাটো, গাট্টাগোট্টা শ্বেতাঙ্গ। ঘুষিটা সজোরে পেছনের দরজায় আঘাত করলো। লোকটা ব্যাথায় চিৎকরে করে উঠতেই জেনিফার সুযোগটা বেশ ভালোভাবে গ্রহন করলো। ও তড়িৎগতিতে লোকটার গলায় একটা চপ বসালো আর সাথে সাথেই ওর কুচকিতে একটা লাথি মারলো।

লোকটা সাথে সাথেই হাটু গেড়ে বসে গোঙাতে লাগলো। তার চোখমুখ ব্যাথায় লাল হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

"যথেষ্ট হয়েছে, মাগি।"

জেনিফার পেছনে তাকিয়ে দেখল ওই দু'জন লোক বাগান থেকে হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে। একজন রেনউইকের মাথায় পিস্তল ধরে আছে। আগের জনের মত এরাও শ্বেতাঙ্গ। হাত কালো পশমে ভরা, সাথে পেচানো ট্যাটু। দুজনের গায়েই চকচকে কালো বোম্বার জ্যাকেট, জিন্স আর পায়ে সাদা স্নিকার।

"আর নড়াচড়া করলেই বুড়ো শেষ, বুঝলে?" রেনউইক জেনিফারের দিকে তাকাল। ওর মাথা এক দিকে হেলে আছে। লোকটা পিস্তলের মাজল ওর মাথার সাথে চেপে ধরেছে।

"ফাইন," ও হাত উপরে তুললো। "যা চাও নিয়ে যাও।"

ডান দিকের লোকটা সামনে এগিয়ে এল। কানের উপর তিন জায়গায় ছিদ্র করা। "ওহ্, হ্যা অবশ্যই, সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, সুইটহার্ট।"

"আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যা, কুত্তা," রেনউইক চেঁচিয়ে উঠে বলতে শুরু করলো। "আমি জানি কে তোদের পাঠিয়েছে। তাকে গিয়ে বল–"

লোকটা ওর কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে রেনউইকের বুকের দিকে তাক করে গুলি করল দেরি না করে।

"হ্যারি!" রেনউইককে পাথরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়তে দেখে জেনিফার চিৎকার করে উঠলো।

যে লোকটাকে একটু আগে মেরেছিল, সে কোন রকমে উঠে দাঁড়াতে পেরেছে। এখনো নিজের আঙুলে হাত বোলাচ্ছে সে।

"খানকি মাগি।" বলেই লোকটা জেনিফারের মাথার পেছনে সজোরে একটা ঘুষি মারল।

জেনিফার দেখল মার্বেল ফ্লোরটা দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু মেঝেতে আঘাত করার আগেই জ্ঞান হারালো সে।

অধ্যায় ৩১

ক্লারকেনওয়েল, লন্ডন
২৭ জুলাই–সকাল ৫:৩০

সূর্য তখনও ওঠে নি। প্রথম ভ্যানটা থামলো। রাস্তা তখনো ফাঁকা, কেবল রাস্তার পাশে দুটো কবুতর একে অপরকে তাড়া করছে। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে কালো হেলমেটটা পরে সে গাড়ির পাশের দরজায় দুটো টোকা দিল। প্রায় সাথে সাথেই দরজাটা খুলে গেলে সাতজন লোক নেমে এল। তাদের সবার গ্লোভস পরা হাতে শক্ত করে হেকলার এন্ড কোচ এম.পি ফাইভ ধরা।

সবাই একই রকম পোশাকে সজ্জিত। অনেকগুলো পকেটযুক্ত কমব্যাট ট্রাউজারগুলো ওদের উঁচু হিলের বুটগুলোর মধ্যে গোজা। সবার বা পায়ে একটা করে সেলফ-লোডিং গ্লক ১৭। হ্যান্ডকাফ, এক্সট্রা এ্যামো আর সিএস গ্যাস ক্যানিস্টারগুলো কোমরে ঝুলানো। সবাই বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরা।

আরেকটি ভ্যান এসে থামলে সেখান থেকে আরো ছয় জন লোক রাস্তায় নেমে আসলো। হেলমেট, গগলস পরা। লম্বা, গোলাকার কাঁধের আর চিকন কোমর সিভিল ড্রেস পরা একজন লোক দ্বিতীয় ভ্যান থেকে নামলো। সে সন্তুষ্টভাবে চারপাশ দেখে নিচ্ছে। অবশেষে তার অতি আকাঙ্খিত সময়টা এসে গেছে।

"ডেনিয়েলস," ডিটেক্টিভ সার্জেন্ট ক্লার্ক ফিস ফিস করে বললে একজন লোক সামনে এগিয়ে এল। তার কাঁধে মেট্রোপলিটন পুলিশের এলিট এসও১৯ আর্মড রেসপন্স ইউনিটের পদবী পরিস্কার দেখা যাচ্ছে।

"এই লোকটা সম্ভবত আর্মড আর অবশ্যই বিপজ্জনক। ভিতরে যাও, আর যদি দরকার হয় তবে গুলি চালাও, আর একটা কথা মনে রেখো আমি নিজে ওকে অ্যারেস্ট করতে চাই। এটা আমার শিকার, তোমার নয়।"

মাইক ডেনিয়েলস ভেংচি কাটলো।

"আমরা কাকে শুট করবো আর না করব তা নিয়ে চিন্তা না করে তুমি তোমার পেপার ওয়ার্ক নিয়ে চিন্তা কর। আমাদের কাজ আমাদের করতে দাও।" বলেই সে তার লোকদের কাছে চলে গেল। তারা একটা ছোট্ট বৃত্ত তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লার্ক রাগে চোখমুখ লাল করে দাঁড়িয়ে থাকলো, এটা ভেবে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে কেউ ওদের কথাবার্তা শুনতে পারে নি।

ক্লার্কের দিকে তাকিয়ে সায় দেবার আগে ডেনিয়েলস নীচু গলায় ওর লোকদের দ্রুত কয়েকটা ইন্সট্রাকশন দিল। দুজন লোক বিল্ডিংয়ের উল্টো দিকে পজিশন নিলে অন্য বারোজন লোক নীরবে ঘরের প্রবেশপথের মুখে জড়ো হল।

"রাইট," ডেনিয়েলস বলল যখন ওরা নীচু হয়ে বিশাল জানালার সামনে এসে পৌছাল, "তোমরা লেআউট পেয়েছ, তোমরা পাঁচ জন আমার সাথে উপরে টপ ফ্লোরে শোবার ঘরের দিকে যাবে। তোমরা চারজন গ্রাউন্ড ফ্লোর আর ওয়্যারহাউজ সিকিউর করবে। তোমরা দুজন পিছন দিকে যাও। সে মোটেই প্রস্তুত নয়। তবে সে কিছু করার চেষ্টা করতে পারে। অ্যালার্ট থেকো। স্মিথ দরজার কাছে যাও। গো গো গো।"

অধ্যায় ৩২

ভোর ৫:৩৫

অ্যালার্মটা বন্ধ হলে টম বিছানা থেকে নেমে পড়লো। ও নিজেই এটা বানিয়েছে। ওর বিছানার সামনে টি-চেস্টের উপর রাখা কম্পিউটার স্ক্রিনে বিল্ডিঙের একটা লেআউট ফুটে উঠলো। সেখানে একটা জায়গায় লাল লাইট জ্বলছে। মানে ওই জায়গাতে অ্যালার্ম ট্রিগার করা হয়েছে–দোকানের নিচতলায় কেউ ঢুকেছে, একটা ভঙ্গুর জিনিসের মাটিতে পড়ার শব্দে সেটা আরো নিশ্চিত হল।

টম মেঝে থেকে একটা শার্ট আর একটা জিন্স উঠিয়ে পরে নিল। কোন রকমে একজোড়া স্নিকারের মধ্যে ওর পা দুটো ঢুকাল, ফিতা আগে থেকেই বাধা আছে। ও ওদের উপরে আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কংক্রিটের উপর ওদের জুতোর রাবারের সোলের খ্যাচ খ্যাচ শব্দ হচ্ছে। দরজা খোলা আর বন্ধ করার শব্দও শোনা যাচ্ছে। ওরা "ক্লিয়ার" "অন মি" বলে চিৎকার করছে, শব্দটা আস্তে আস্তে আরো কাছে এগিয়ে আসছে।

অবশেষে টমের ঘরের দরজাটা খুলে গেলে ছ'জন কালোমূর্তি ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে পড়লো।

"আর্মড পুলিশ! ডোন্ট মুভ!"

টম দুই হাত তুলে দাঁড়ালো। এই ভাড়গুলোর সাথে কথা বলে কোন লাভ নেই।

"টম ক্রিক?" ডেনিয়েলস জিজ্ঞাসা করলো।

টম নীরবে সায় দিলো।

"অবশ্যই, ইনিই বালের টম ক্রিক," ক্লার্ক দাঁতে দাঁত চেপে বললো। সে হাপাতে হাপাতে ঘরে ঢুকেছে। ওর টাই বাঁকা হয়ে ঝুলছে। অস্ত্রধারী লোকগুলো সরে গিয়ে ওকে ভিতরে ঢুকতে দিল। টমের দিকে এখনো সবাই বন্দুক তাক করে আছে।

"টম ক্রিক," ক্লার্ক কোনমতে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললো। "হেনরি জুলিয়াস রেনউইককে খুন করার অপরাধে তোমাকে গ্রেফতার করা হল।" টমের চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। "তোমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই, কারন তোমাকে প্রশ্ন করা হলে তুমি যদি কিছু বলতে ভুলে যাও আর সেটা পরে কোর্টে বল তবে সেটা তোমার ডিফেন্সকে দুর্বল করে দিতে পারে।"

টমের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো ক্লার্ক, ওর নাক টমের নাক থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। "তুমি এখন কিছু বললে সেটা কোর্টে তোমার বিরুদ্ধে এভিডেন্স হিসেবে ব্যবহার হতে পারে," ক্লার্ক পাতলা একটা হাসি দিল। "আমি তোমাকে বলেছিলাম, তুমি ধরা পড়বে, বানচোত।"

টম স্তব্ধ হয়ে গেছে। মাথা ফাঁকা হয়ে গেছে, সম্পুর্ণ ফাঁকা। আংকেল হ্যারি? মারা গেছেন? ও আংকেল হ্যারিকে খুন করেছে? এটা অবিশ্বাস্য, মিথ্যা, বানোয়াট। ও বিশ্বাস করতে চাইলো না।

"ক্লার্ক, তুমিও খুব ভালো করে জান এটা সত্য নয়। আমি অনেক কিছু হতে পারি কিন্তু খুনি নই। আমি আর হ্যারি রেনউইক একটা পরিবারের মত।"

"তোমার মত লোকের কোন পরিবার থাকে না।"

"আমি কাল রাতে তার সাথে ডিনার করেছি, সাথে তার একজন বন্ধু ছিল। আমি যখন ফিরে এসেছি তখন সে বেচে ছিল। বিশ্বাস না হলে তাকে জিজ্ঞাসা কর।"

"তাই না?" ক্লার্ক ঘোৎ করে শব্দ করলো। টমের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। "তাহলে টেবিলে দুজনের সেট কেন?"

"দু'জন? নিশ্চয়ই কোন ভুল হচ্ছে।"

"আমাদের কোন ভুল হয় নি, কারণ পুরো ঘরে তোমার আর রেনউইক ছাড়া আর কারো ফুটপ্রিন্ট নেই।"

টম ওর ঘাড়ের কাছে ক্লার্কের নিঃশ্বাস অনুভব করলো। ও পকেট থেকে হ্যান্ডকাফ বের করছে।

"এই সময়টার জন্য আমি অনেকদিন অপেক্ষা করে ছিলাম, আর বিশ্বাস কর তোমার এক্সপ্রেশনটা আমার ভীষণ ভালো লাগছে," ক্লার্ক হিস হিস করে বললো।

টম বুঝতে পারছে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। ও নাজুক পরিস্থিতিতে পড়েছে। কিন্তু দুই জনের টেবিল? শুধু ওর ফুটপ্রিন্ট? এটা একটা পুরনো আমলের সেট-আপ। কাউকে এটা করতে অনেক ঝামেলা করতে হয়েছে। আর ক্লার্ক টোপটা গিলে ফেলেছে। বছরের পর বছর ধরে টম ওর যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে গড়ে তুলেছে, দিন দিন আরো ক্ষুরধার করে তুলেছে তা ওকে চিৎকরে বলছে যে ওকে এখান থেকে বেরোতে হবে, দ্রুত বেরোতে হবে। আর ওকে যদি তা-ই করতে হয় তবে সেটা এখনই করতে হবে। এখনই।

টমের একহাতের কব্জি ধরে সেটাকে ওর পেছনে উপর দিকে মুড়িয়ে ধরলো ক্লার্ক। ওর সাথে মারামারি করার বদলে টম হাত নরম করে রাখলো। যার ফলে ওর হাত সহজেই ক্লার্কের হাতে চলে এল। ক্লার্ক ধারণা করেছিল টম ওকে বাধা দেবে। ফলে ও সামনের দিকে সামান্য একটু ঝাঁকি দিল। এক মুহূর্তের জন্য ওর ভারসাম্য বিগড়ে গেল। সাথে সাথেই টম ওর হাত ক্লার্কের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল, একই সাথে ঘুরে ক্লার্কের পেছনে চলে গেল সে। ক্লার্কের হাত পিছন দিকে মুচড়িয়ে রাখলো।

অস্ত্রধারী লোকগুলো এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ওরা ঘটনার আকস্মিকতায় এক মুহূর্তের জন্য হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। ওরা কয়েক পা

সামনে এগিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরলো। আর তখনই বুঝতে পারল আসলে কি ঘটে গেছে। টম খুব বাজেভাবে ক্লার্কের হাত মুচড়িয়ে ওকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। ক্লার্ক ব্যাথায় চিৎকার করছে।

"কেউ নড়ো না, ও আমার হাত ভেঙ্গে ফেলছে।"

"আমি একটা শট পাচ্ছি, স্যার।" একজন ডেনিয়েলসকে উদ্দেশ্য করে বলল। ক্লার্কের মাথার পাশ দিয়ে টমের দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছে সে।

"তুমি একটা বোকাচোদা!" ক্লার্ক ঐ লোকটাকে বলতে লাগলো, "এই বোকাচোদা তো আমাকে গুলি করে দেবে।"

ডেনিয়েলস বন্দুক নামালো সাথে অন্যরাও। সবাই টমের দিকে তাকিয়ে আছে।

"বোকার মত কাজ করো না, ক্রিক, পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলা হয়েছে। সারেন্ডার কর। এখানে কারো আঘাত পাবার দরকার নেই।"

"তোমরা শান্ত থাকলে কারো কিছু হবে না," টম বললো।

টম পিছন দিকে হেটে হেটে বাথরুমের দরজার সামনে এসে লাথি দিয়ে দরজা খুললো। তারপর ভিতরে ঢুকে দরজা আটকে দিল। ক্লাকর্কে ধাক্কা মেরে কমোডের সামনে বসিয়ে দিল সে। এরপর ওকে কমোডের দিকে ঝুঁকিয়ে ওর হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে সোয়েল পাইপের সাথে আটকে রাখলো। ক্লার্ক নড়তে পারছে না। রাগে-ভয়ে-অপমানে ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

"বানচোত," ওর গলা কমোডের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হল। "তুই শেষ। আমি নিজের হাতে তোকে মারবো।" ক্রিক বাথরুমের জনালা দিয়ে নিচে তাকালো। নিচে চিকন একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। প্রায় পঞ্চাশ ফুট। বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

"ক্রিক, দরজা খোল, আমি দশ পর্যন্ত গুনব। এরপর আমরা দরজা ভেঙ্গে ফেলব।" ডেনিয়েলস গুনতে শুরু করল। "এক, দুই..."

টম জানালার চৌকাঠের উপর উঠলো।

"তিন...চার...পাঁচ..."

ড্রেনপাইপ দিয়ে নামতে শুরু করলো সে। তবে এর আগে ছোট্ট একটা কাজ করলো। কমোডটা ফ্লাশ করে গেল।

এর কয়েক সেকেন্ড পর তিনজন লোক দরজা ভেঙ্গে বাথরুমে ঢুকলো একেবারে বন্দুক তাক করে। কিন্তু বাথরুম ফাঁকা। ডেনিয়েলস দৌড়ে জানালার কাছে গেল। তারপর একবার পাইপটার দিকে তাকাল। নিচের রাস্তাও ফাঁকা।

"সে জানালা দিয়ে পালিয়েছে, সবাই বাইরে যাও, আমরা পুরো এরিয়া বন্ধ করে দেব।"

সবাই বাইরে চলে গেল। কিন্তু ডেনিয়েলস বেরুতে গেলে সে একটা কাশির শব্দ শুনে থেমে গেল। পাশের টয়লেটের দরজাটা খুললে ও ক্লার্কের পিছন দিকটা

দেখতে পেল। পাগলের মত নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে সে। ওর ঘাড়, চুল সব ভিজে একাকার।

"কে? ডেনিয়েলস? আমাকে এই বালের মধ্যে থেকে বের কর।" ক্লার্ক চিৎকার করে উঠল। পানি এখনো ওর নাক থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে।

ডেনিয়েলস ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, "সুন্দর শিকার করলে, ক্লার্ক।"

অধ্যায় ৩৩

সকাল ৫:৪৫

টম এখানে যখন প্রথম দিন আসে সেদিনই পালানোর রাস্তাটা প্ল্যান করে রাখে। পুরনো অভ্যাস সহজে যায় না। ওই রাস্তাটা দিয়ে ও কয়েকটা রাস্তার পিছন দিকের অনেকগুলো গোলকধাঁধার মত অলি-গলি পার হয়ে বিল্ডিং থেকে এক মাইল দূরে একটা নদীর কাছে চলে এল।

বেড়িবাঁধটা তখনো শান্ত। আশেপাশে কেবল কয়েকটা গাড়ি আর ট্যাক্সি যাওয়া আসা করছে। কয়েকজন জগিং করতে করতে ওর পাশ দিয়ে চলে গেল।

ও হাটতে হাটতে চিন্তা করতে লাগলো। আংকেল হ্যারি মারা গেছেন, আর এর জন্য ওকে দায়ি করা হচ্ছে। কিন্তু কেন?

"ক্রিক," একটা নারী কণ্ঠ শোনা গেল। "ক্রিক, এখানে এদিকে।" টম তাকিয়ে দেখলো একটা কালো ট্যাক্সির দরজা খুলে জেনিফার ওকে ইশারা করে ডাকছে। টম ওর দিকে অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকালো।

প্রথমে পিকাডেলি, তারপর হ্যারির বাড়িতে আর এখন এখানে।

"উঠে পড়," ও দ্রুত বললো। "ওরা পুরো এরিয়া সিল করে দিচ্ছে। তোমাকে দ্রুত এখান থেকে বের হতে হবে। আমাকে সাহায্য করতে দাও।"

টম দাঁড়িয়ে আছে। ওকে সাহায্য করা জেনিফারের প্রধান উদ্দেশ্য নয়।

"দেখ," জেনিফার ক্যাব থেকে বেরিয়ে চেঁচিয়ে বললো, "তোমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি জানি তুমি হ্যারিকে মারো নি। আমি প্রমাণ করতে পারবো। তুমি শুধু আমার সাথে চল, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি।"

জেনিফারের উপর টমের অনেক সন্দেহ থাকলেও এই অবস্থায় ওর বাইরে ঘোরাঘুরি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তখনই একটা পুলিশের গাড়ির সাইরেন শোনা গেল। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল টম। ও ক্যাবে উঠে বসতেই জেনিফারও উঠে পড়লো।

"তুমি ঠিক আছ?" জেনিফার টমকে জিজ্ঞাসা করলো। টম কোন কথা না বলে ড্রাইভারের দিকে তাকালো।

"আমারা মনে হয় গতকাল তোমার ম্যাক্সের সাথে দেখা হয়েছে। ও এখানে আমাদের একজন এজেন্ট। ট্যাক্সি নেওয়া হয়েছে যাতে সহজে ভীড়ের মধ্যে মিশে যাওয়া যায়।"

ম্যাক্স ব্যাকভিউ মিররে টমের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিল। টম ওকে চিনতে পারছে। আগের দিন জেনিফার দুই গার্ডের একজন ছিল। বর্গাকার চোয়াল, ব্লন্ড ক্রু চুল আর মোটা পুরুষালী গলা। তাকে দেখে মোটেই ক্যাব ড্রাইভার মনে হয় না, যদিও ও যথেষ্টই চেষ্টা করেছে।

জানালার কাঁচগুলো নিঃসন্দেহে বুলেটপ্রুফ। দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনে বোঝা গেল গাড়ি বডি আর্মর প্লেটেড। স্বাভাবিকভাবেই সাউন্ডপ্রুফও, আর সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় ব্যাপার হল সাধারণ ডিজেল ইঞ্জিনের জায়গায় অতিরিক্ত ওজন সামলাতে ভিএইটের ইঞ্জিন লাগানো হয়েছে।

"না, আমি ঠিক নেই," টম জেনিফারের প্যাক করা ব্যাগের দিকে তাকাতে তাকাতে বললো। জিপারের ফাঁক দিয়ে কাপড় বেরিয়ে আছে। "তুমি এখানে কেন এসেছ? এগুলো কি হচ্ছে?"

"হ্যারির জন্য আমি আসলেই দুঃখিত। তাকে এরমধ্যে আনাই উচিত হয় নি আমাদের।"

"মাফ পরে চেও, আগে কি হচ্ছে সেটা বল।"

জেনিফার উত্তর দেবার আগে এক মুহূর্ত থামলো। "তুমি যাবার পয়তাল্লিশ মিনিট পর তিন জন লোক ঘরে ঢুকে আমাদের উপর হামলা করে। ওরা হ্যারিকে গুলি করে। আমার চোখের সামনে।"

"গুলি করে? আর তুমি? তুমি কি করে বের হলে? টমের গলায় সন্দেহ।

"আমি জানি না। আমি ওকে সাহায্য করতে চেষ্টা করি। তাদের সাথে মারামারিও করি। কিন্তু ওরা অনেকে ছিল। আর ওদের কাছে অস্ত্রও ছিল। ওরা আমাকে অজ্ঞান করে ফেলে। আমার যখন হুশ হয় তখন আমি হ্যারিকে দেখতে পাই নি। চারদিকে শুধুই রক্ত। আমি পোড়ার গন্ধ পাই। এরপর আমি রক্ত দেখে ফলো করতে করতে বেসমেন্টে এসে দেখি ওরা হ্যারিকে পুড়িয়ে দিয়েছে। ওরা প্রথমে ওকে গুলি করে, এরপর তাকে বেসমেন্টে টেনে নিয়ে তার গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়।"

"শিট।" টমের সামনে হ্যারির আগুনে পোড়া রক্তাক্ত দেহটা ভেসে উঠলে জোর করে সেটা মন থেকে তাড়িয়ে দিল। হ্যারি নেই। হ্যারি, যে সবসময়ই ওর পাশে থেকেছে, যে ওর কাছে সবসময়ই ওর নিজের বাবার চাইতেও বেশি কিছু ছিল। হঠাৎ করেই ওর নিঃশ্বাস ভারি হয়ে উঠলো। ওর গলা দিয়ে একটা কান্নার স্রোত দলা পাকিয়ে উঠছে। কিন্তু ও নিজেকে কাঁদতে দিবে না। জেনিফাররের সামনে না, কারোর সামনেই না।

"তারপর আমি ম্যাক্সকে ডেকে আমাকে নিয়ে যেতে বলি। আমরা চলে আসার পর ও পুলিশে খবর দেয়।"

ট্যাক্সিটা নদী পার হয়ে সাউথ ব্যাঙ্ক আর মিলেনিয়াম হুইল অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। সূর্য উঠে গেছে।

"আমাকে কি ভাবে খুঁজে পেলে?"

"গত কয়েকদিন ধরেই আমাদের লোক তোমাকে ফলো করছিল। তারা গত রাতে তোমার উপর নজর রাখছিল যাতে তুমি পালিয়ে না যাও কিংবা কয়েনটা নেবার কোন চেষ্টা না কর। ভাগ্য ভালো ছিল বলে একজন দেখে ফেলে তুমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ছো।"

"কয়েনটা এখন কোথায়?" টম জিজ্ঞাসা করল।

"নেই।" জেনিফার শুকনো গলায় বললো। "ওরা শুধু এই একটা জিনিসই নিয়ে গেছে। এর জন্যই ওরা এখানে এসেছিল।"

"মানে কাজটা প্রফেশনাল?"

"তাই তো মনে হয়।"

"কিন্তু ওরা কি করে জানলো কয়েনটা ওখানে আছে?"

"এর দুটো ব্যাখ্যা আছে। এক, হতে পারে কেউ আমাকে ফলো করেছে, সে জানতো আমার কাছে কয়েনটা আছে। আর তা না হলে কেউ তাদের জানিয়েছে কয়েনটা আমার কাছে আছে। আমরা জানি তুমি কাল রাতে তোমার সেল ফোন বা বাসার ফোন দিয়ে কোন কল কর নি, তাই তুমি সন্দেহের বাইরে।"

"তোমার মনে হয় হ্যারি–"

"আমরা তার ফোন রেকর্ড চেক করেছি।" জেনিফার থামলো। তারপর নরম গলায় বলতে শুরু করলো, "দেখ ক্রিক, আমি বুঝতে পারছি না তোমাকে কিভাবে বলবো, কিন্তু কাল রাতে আমরা হ্যারির ব্যাপারে কিছু খবর নিয়েছি। তার কোন ধনী আত্মীয় নেই।"

"কি বলছো তুমি," টম সাথে সাথে বলে উঠলো।

"চিন্তা করে দেখ, ওই পেইন্টিংগুলো, আর ওই বিশাল বাড়ি, সে সবকিছুর টাকা পরিশোধ করেছে। হয়তো সে লোভি উঠেছিল।"

টম বিশ্বাস করতে পারছে না।

"আর যে-ই এই কাজটা করেছে সে তোমাকে ফাঁসাতে চেয়েছে। আমি যখন আবার কিচেনে যাই তখন দেখি ওরা সেখান থেকে আমার জায়গাটা সরিয়ে ফেলেছে। ওখানে কেবল তোমাদের দুজনেরটা রাখা ছিল। আমার মনে হয় ওদের শুধু লিপিস্টিক খুঁজতে হয়েছে।"

"কেন?"

"সেটা আমিও জানতে চাই। আমার মনে হয় তুমি ভালো কোন সাসপেক্ট দেখাতে পারবে।"

টম সকালের ঘটনাটা মনে করে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আমাকে গ্রেফতার করার সময় তোমার ক্লার্কের চেহারাটা একবার দেখার দরকার ছিল।"

"ক্লার্ক?"

"পুলিশ। কয়েক বছর ধরেই আমাকে ধরার চেষ্টা করছে। ও অবশ্যই ভেবেছে আজকে জ্যাকপট পেয়ে গেছে।"

কয়েক মুহূর্ত নীরাবতা। টম সবকিছু একবার চিন্তা করে নিল।

"আচ্ছা, এবার সোজাসুজি কথা বল।" অবশেষে টম নীরাবতা ভাঙলো। "তোমার কাছে প্রমাণ আছে যাতে প্রমাণিত হয় কাল আমি যখন হ্যারির বাড়ি থেকে ফিরে আসি তখনো ও বেঁচে ছিল, আর আমি কাল আর বাড়ি থেকে বের

হই নি। কিনবা কোন ফোন করি নি।"

"হু।" জেনিফার বললো।

"তো, তুমি কি চাও?"

"তুমি কি কয়েনগুলো চুরি করেছ, ক্রিক?" জেনিফার এক দৃষ্টিতে টমের দিকে তাকিয়ে আছে।

"না, গতকাল রাতের আগে আমি ওগুলোর কথা কখনো শুনিও নি," টম চোখের পলক না ফেলে ওর দিকে তাকিয়ে বললো।

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো। টম বুঝতে পারছে জেনিফার একটা সিদ্ধান্তের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, যেটা ও নিতে চাচ্ছে না। নিজেদের অজান্তেই কাছাকাছি চলে এসেছে। কখন পরস্পরকে তুমি বলা শুরু করেছে নিজেরাই টের পায় নি। ওদের 'গাড়িটা ভায়েক্সহলে পৌছালো।

"যদি তুমি আমাকে সাহায্য কর তাহলে আমিও তোমাকে সাহায্য করব।"

"মানে?"

জেনিফার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলতে লাগলো।

"তিন সপ্তাহ আগে কয়েনগুলো ফোর্ট নক্স থেকে চুরি হয়।"

"ফোর্ট নক্স!" টম ওর কথার মধ্যে বলে উঠলো, "এটা তারা কিভাবে করল?"

"এটা এখন আর ইম্পর্টেন্ট নয়। যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হল ওই কয়েনগুলোর একটা চুরির দু'সপ্তাহ পরে প্যারিসে আসে। যে কয়েনটা আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের ধারণা অন্য কয়েনগুলোও ইউরোপে আছে। সম্ভবত কোন প্রাইভেট কালেক্টরের কাছে বেঁচে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল, এটা যদি তুমি চুরি না করে থাক তবে কে হতে পারে।"

টম রাগি চোখে তাকালো। "আমি কি জানি?"

"হ্যারির সাথে এর কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

"এসবের সাথে হ্যারির কি?"

"তোমার কি মনে হয় ফোর্ট নক্সের চুরি আর এটা স্পম্পুর্ণ ভিন্ন ঘটনা? আমার মনে হয় এটা চুরি করিয়েছে সে কোনভাবে এটা হারিয়ে ফেলেছে, তারপর জানতে পারে হ্যারির কাছে একটা আছে। এরপর হ্যারিকে মেরে কয়েন নিয়ে চলে যায়। এর পেছনে যে আছে তাকে খুঁজতে আমাকে সাহায্য কর, তুমিও হ্যারির খুনিকে পেয়ে যাবে।"

টম চুপ করে ওর সব কথা শুনছে।

"আমাকে প্যারিস যেতে হবে," জেনিফার বললো। "আজ বিকালে আমার ভ্যান সিমসনের সাথে একটা মিটিং আছে। এরপর আমি একটু খোঁজাখুঁজি করতে চাই। এখানেই কয়েনটা পাওয়া গিয়েছিল। তুমি শহরটা চেন। ওখানকার কাজের ধরণ সম্পর্কে তুমি পরিচিত। আমি কেবল তোমার কাছে সর্বোচ্চ দুটো দিন চাচ্ছি।"

"তুমি ইয়ার্কি করছো, তাই না?" টম ওর কথা হেসে উড়িয়ে দিল।

"কেন নয়?"

"তুমি কি পাগল? অনেক কারণ আছে। তোমার মনে হয় আমি তোমাদের বিশ্বাস করি? একবার তোমরা আমাকে ফাঁসিয়েছ। আবার আমি একই ভুল করতে পারব না।"

"আমি জানি না তোমার সাথে কি হয়েছিল, জানতেও চাই না। কিন্তু এটা রিয়েল ডিল। আমি ওয়াদা করছি।"

"আমরা দু'জনেই জানি তোমার ওয়াদার দুই পয়সা দাম নেই।"

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু তুমি প্যারিসে আস। আমি আমার বসের সাথে কথা বলবো। যদি তার মত না থাকে তবে আমি তোমাকে ছেড়ে দিব। বলব তুমি পালিয়ে গেছ। এটা আমি প্রমিজ করছি।" জেনিফার বলতে থাকলো। ওরা ক্ল্যাফ্যামের দিকে যাচ্ছে। জেনিফার স্ক্রিনে নক করলে গাড়ি থেমে গেল।

"আর তা না হলে তোমার খুশি এখন তুমি কি করেবে," জেনিফার ট্যাক্সির দরজা খুলে টমকে ইশারা করলো। "কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা এখনই বলে দিতে পারি, ইউ.এস গভনমেন্ট তোমাকে সাহায্য করবে না। শুধু তুমিই বলবে কালরাতে আমি তোমাদের সাথে ছিলাম, তুমি যখন ওখান থেকে বেরিয়ে গেছ হ্যারি তখনো বেঁচে ছিল এবং রাতে তুমি আর বাড়ি থেকে বের হও নি। আর সত্যি বলতে কি তোমার চান্সগুলো আমার কাছে মোটেই সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না।"

টম ওর অবস্থাটা চিন্তা করে শুকনোভাবে হাসলো। "আমারও তাই মনে হচ্ছে, তুমি কি আমাকে এখনো সাহায্য করছ?"

"আমি এখানে কোন বন্ধুত্বের কথা বলছি না, আমি কেবল একটা যুদ্ধবিরতির কথা বলছি। তুমি আমাকে কয়েনগুলো আর যে এগুলো নিয়েছে তাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য কর, বদলে আমি তোমাকে হ্যারির হত্যাকারীদের খুঁজে বের করতে তোমাকে সাহায্য করছি। তারপর তোমার বন্ধু ক্লার্কের সাথে বোঝাপড়া করে তোমার ফাইল ক্লিন করে ফেল। এখন তোমার উপর নির্ভর করছে তুমি কি করবে। ডিলটা কিন্তু ভাল।"

টমের স্বীকার করতে কষ্ট হলেও ও আসলে ঠিকই বলেছে। "ঠিক আছে, আমি তোমার সাথে প্যারিসে আসছি। তুমি তোমার বসের সাথে কথা বল। আর তার যদি ডিল পছন্দ না হয় তবে 'চুক্তি ভঙ্গ' কথাটা বলার আগেই আমি উধাও হয়ে যাব। আমি এটা তোমার জন্য করছি না, আর এফবিআই'র জন্য তো নয়-ই, আমি এটা করছি হ্যারির জন্য।" ওর পয়েন্টটাতে জোর দেবার জন্য টম ওর গলাটা একটু চড়ালো। "আমরা যখন ওদের পেয়ে যাব, তখন আমার রাস্তায় এসো না, আমি ওদের চাই, ওদেরকে এর জন্য মূল্য দিতে হবে।"

অধ্যায় ৩৪

কেন্ট, ইংল্যান্ড
সকাল ৮:০৫

এয়ারফিল্ড পর্যন্ত আসতে ওদের দুই ঘন্টা লেগে গেল। কালো ট্যাক্সিটা একরকম অদ্ভুতভাবেই নিজের পথ করে নিয়েছে। কেন্টের চারিদিকের গাছের সারি আর চিকন চিকন রাস্তার মধ্য দিয়ে ওরা ওদের প্লেনের কাছে এসে পৌছালো।

ওদের প্ল্যানের একটা দ্রুত পরিবর্তনের দরকার ছিল। পুলিশ টমকে খোঁজ করছিল বলে জেনিফার যে চার্টাড প্লেনটা বুক করে রেখেছে সেটা ব্যবহার করা অসম্ভব। ম্যাক্স ভাল কাজ দেখিয়েছে। বোঝা গেল তার হাত ভালোই লম্বা।

"উঠে পড়," ওরা প্লেনের কাছে এসে পৌছালে জেনিফার টমকে বললো, "আমি এখন কলটা করবো।"

টম সায় দিয়ে প্লেনে উঠে গেল। জেনিফার ওর ফোনটা বের করে ডায়াল করলো। ডি.সি'তে এখন রাত তিনটা। ও ধারণা করল করবেট এখনও ওর কলের জন্য অপেক্ষা করে জেগে আছে। দ্বিতীয় রিঙে ফোনটা রিসিভ হবার সাথে সাথেই ওর পাকস্থলী শক্ত হয়ে উঠলো।

"আমি, স্যার।"

"ব্রাউন? কয়টা বাজে?"

"সকাল আটটা, লন্ডন টাইম। আপনার ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য আমি দুঃখিত।"

"না না, ঠিক আছে," ও অপরপ্রান্ত থেকে একটা হাই-এর শব্দ শুনলো। "রাতে কি হল? সব ঠিকঠাক আছে?"

"না স্যার, সব ঠিক নেই।"

"কেন, কি হয়েছে?" মুহূর্তের মধ্যেই করবেটের গলা থেকে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে।

"রেনউইক মারা গেছে।"

"মারা গেছে?" জেনিফার পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে করবেট লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, ওর চোখ জ্বলে উঠেছে।

"গুলি করে মারা হয়েছে, আমি দেখেছি।"

"আস্তে, কি হয়েছিল?"

জেনিফার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো। নিজেকে স্থির করার চেষ্টা করছে। এরপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা গলায় বলতে শুরু করলো।

"প্ল্যান অনুযায়ী ক্রিক ওখানে ছিল। আমরা একসাথে ডিনার করি। এরপর ক্রিক চলে যায়, আর আমি রেনউইকের সাথে কেসের ব্যাপারে আলোচনা করতে

থাকি, হঠাৎ করে তিনজন লোক বাড়িতে হামলা চালায়। ওরা রেনউইককে খুন করে আর আমাকে অজ্ঞান করে ফেলে। জ্ঞান ফিরে এলে আমি দেখতে পাই ওরা কয়েনটা নিয়ে গেছে।"

"কি? কি বললে?" জেনিফার দেখতে পেল করবেট ওর বিছানায় বসে পড়েছে, ও ওর হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে আবার ছেড়ে দিল। "শিট, ইয়ং শুনলে ওর হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।"

"আমি এটা আবার ফিরিয়ে আনবো, স্যার।"

"তোমার কি মনে হয় এটা কো-ইন্সিডেন্ট, নাকি ওরা কয়েনটা নিতেই এসেছিল?"

"না, এটা কোন কো-ইন্সিডেন্স নয়। রেনউইকের দেওয়ালে মিলিয়ন ডলারের পেইন্টিং ঝুলানো ছিল। ওরা সেগুলো স্পর্শও করে নি। ওরা রেনউইককে হঠাৎ করে মেরে ফেলে নি। ওরা আসলে তাকে সরিয়ে দিয়েছে। কারণ ও জানত কে ওদের পাঠিয়েছে।"

"কিন্তু ওরা কি করে জানলো কয়েনটা ওখানে আছে?"

"ম্যাক্স রেনউইকের ফোন রেকর্ড চেক করে দেখছে, মনে হচ্ছে ক্রিক চলে যাবার পর সে বেশ কিছু ফোন করেছিল।"

"তো একজন সিভিলিয়ান মারা গেছে, আর আট মিলিয়ন ডলারের একটা কয়েন হারিয়ে গেছে?"

"বৃটিশরা মনে করে রেনউইককে খুন করেছে ক্রিক। আজ সকালে ওরা ওকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা করে। কালকে সারা রাত ক্রিকের উপর নজর রাখা হয়েছে, ওর জড়িত থাকার কোন সম্ভবনা নেই। তাকে ফাঁসানো হচ্ছে। ওই বাড়িতে ওর সব প্রিন্টগুলো রেখে আমার প্রিন্টগুলো মুছে ফেলা হয়েছে।"

"কি বলছ তুমি?"

"স্যার, আমার মনে হয় আমরা ভুল পথে দৌড়াচ্ছি। ক্রিক আমাদের লোক নয়। আমি মানুষের মন বুঝতে পারি। আর আমার মনে হচ্ছে আমি বলার আগ পর্যন্ত ও ফোর্ট নক্স কিংবা কয়েনের ব্যাপারে কিছুই জানতো না।"

"তাহলে তুমি কি করতে বলছ? ওকে পুরোপুরি ছেড়ে দিব?"

"ও গতকালকে আমাদের সাথে ডিল করতে রাজি হয় নি, কিন্তু এখন একমাত্র আমরাই ওর অ্যালিবাই, তাই ওর কাছে আর কোন চয়েজ নেই। ও আমাদের সাহায্য করবে যদি আমরা এখানে ওর সবকিছু ঠিকঠাক করে দিই। আমি ওকে আমার সাথে ভ্যান সিমসনের কাছে নিয়ে যেতে চাই। ও এই খেলাটা সবার চেয়ে ভালো করে খেলতে জানে, আর ওখানকার প্যাটার্নগুলোও বুঝে। আমরা চাইলে ওকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারি।"

"আমাকে ইয়ং আর গ্রিনের সাথে কথা বলে দেখতে হবে, আমার একার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।"

"ঠিক আছে, কিন্তু এখন ওকে আমার সাথে নিতে দিন। কারণ যদি ওদের উত্তর 'না' হয় তাহলে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো, আমরা ওর সাথে কি করবো। কিন্তু এখন সময় নষ্ট করলে আমাদেরই ক্ষতি হবে।"

"তুমি একশভাগ নিশ্চিত হতে পারো না যে ক্রিক এর সাথে যুক্ত নয়। এটা অনেক বড় ঝুঁকি।"

"আর আমার মনে হয় আপনি সেটা নেবেন...স্যার।"

করবেট হাসলো। "তুমি জান? আমারও মনে হয় নেব।"

অধ্যায় ৩৫

ডিউভিল, নর্দান ফ্রান্স উপকূল
সকাল ১১:৪০

ও চোখ বন্ধ করে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। প্লেনে ওঠার পরও কোন কথা বলে নি। এটা অবশ্য তেমন কোন সমস্যা হল না কারণ টম নিজেও তেমন কথা বলে নি, কেবল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল।

কয়েক ঘন্টা পর প্লেনটা ডিউভিল এয়ারপোর্টে থামলো। সেখানে একটা গাঢ় সবুজ কনভার্টিবল ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। টম কাপড় পালটে নিল। ম্যাক্স ওর জন্য উইলিয়াম ট্রেভিস নামের নতুন একটা আমেরিকান পাসপোর্ট এনে দিয়েছে। ম্যাক্সের হাত থেকে পাসপোর্টটা নিল টম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর চোখে ম্যাক্সের জন্য শ্রদ্ধাবোধ ভেসে উঠলো।

"তো তোমার বসের অভিমত কি, এজেন্ট ব্রাউন?" গাড়িতে উঠে টম জেনিফারকে বললো। ওরা প্যারিসের দিকে রওনা হয়ে গেছে।

"আমরা যখন একসাথে কাজ করছি তখন আমাদের মনে হয় একে অপরকে ডাক নাম ধরেই ডাকা উচিত, আর আমরা তো ইতোমধ্যেই পরস্পরকে তুমি বলা শুরু করেছি।"

টম শ্রাগ করলো। "নিশ্চিত জেন।"

"জেনিফার, যদি তুমি কিছু মনে না কর।" জেনিফার কাটাকাটাভাবে বললো। ডাক নাম এক কথা আর 'জেন' অন্য কথা। জেন ডাকলে মনে হয় ওদের মধ্যে দীর্ঘদিনের জানাশোনা। টম একটা অগ্রাহ্যমূলক শব্দ করে বললো ও ভেবে দেখবে।

অনেকটা পথ বাকি। ওরা সবুজ ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বেশ কিছুক্ষণ পর জেনিফার টমের দিকে তাকালো।

"তো তুমি সিআইএ'তে ছিলে?" ও গাড়ির স্পিড সামান্য বাড়ালো। দেখলো টম ওর পাশের দরজার হ্যান্ডেল শক্ত করে ধরে রেখেছে। জেনিফার গাড়ি চালানোর জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। পায়ে এক্সেলেটরের প্যাডেল আর হাতে হুইল থাকলে ওর ভ্রমণের জড়তা কেটে যায়।

টম বাইরের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল, "হুম।"

"অপারেশন সেনটোর?"

"হুম।"

"কি হয়েছিল?"

"প্যারিসে যেতে এখনো দুই ঘন্টা ড্রাইভ করতে হবে," টম তীক্ষ্ণস্বরে বলতে

লাগলো, “আমার মনে হয় আমাদের অন্য কিছু নিয়ে কথা বললে ভালো হয়।”

“ফাইন,” জেনিফার এক গিয়ার নামিয়ে একটা বিশাল ট্রাক ওভারটেক করলো। এরপর ও এক্সেলেটর প্যাডেলটা একেবারে গাড়ির ফ্লোরের সাথে লাগিয়ে দিল সে। লক্ষ্য করলো টম মিটি মিটি হাসছে। ও বুঝতে পারছে টমের প্যাসেঞ্জার হবার অভ্যাস নেই, ওর নিজেরও নেই।

আরো দশ মিনিট চলে গেলে টম নীরাবতা ভাঙলো। মাথার মধ্যে হঠাৎ করেই প্রশ্নটা চলে এসেছে।

“তুমি সেনটোরের কথা কিভাবে জান?”

“ওহ, তো এখন তুমি ওটা নিয়ে কথা বলতে চাও?” টম ওর দিকে রাগী দৃষ্টিতে তাকালো। “নিউইয়র্কে ডিমটা চুরি করার সময় তুমি তোমার একটা চুল ওখানে ফেলে আস।” জেনিফার বলতে থাকলো। “আমরা একটা ডিএনএ ম্যাচ পেয়ে যাই। সেটা সিকিউরিটি ট্রিগারের মাধ্যমে এনএসএ'কে অ্যালার্ট করে। তারা আমাদের ব্রিফ করে আর এভাবেই ফোর্ট নক্সের সাথে তোমার কানেকশান পাওয়া যায়।”

“তারা আর কি বলেছে?”

“সেটা আমি তোমাকে বলতে পারবো না।”

“তারা কি আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে? কি হয়েছিল?”

“তারা বলেছে তুমি চুক্তি ভেঙেছিলে।”

“ক্রাইস্ট!” টম হাসতে লাগলো। “বানচোত জন পিপার।”

“কিন্তু তুমি কি করে...” জেনিফার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

“কারণ একমাত্র সে-ই এ কথা বলতে পারে।” টম আবারো হাসলো। “তার মানে ও এজেন্সি থেকে বের হয়ে এখন এনএসএ'তে ঢুকেছে? তাই না? আমি শিওর ও সেনটোরের কাহিনী বেরিয়ে আসবে এই ভয়ে একেবারে চুপসে আছে।”

“সে-ও আমাদের মত কয়েনগুলো ফেরত চায়।”

“পিপারের ব্যাপারে একটা কথা শুনে রাখ, ও শুধু সেটাই চায় যাতে ওর ভালো হবে। ও আমার কথা কি বলেছে?”

“বলেছে তুমি খুব ভালো এজেন্ট ছিলে, পরে নাগালের বাইরে চলে যাও। তুমি বেষ্ট এজেন্ট ছিলে। আর তুমি কাউকে খুন করেছিলে।”

“এখন তাই বলেছে?” টমের গলা কঠোর হয়ে গেলো। চোখ একদম সরু হয়ে গেলো।

“করেছিলে?” জেনিফার রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল।

“হ্যা,” টম আস্তে করে মাথা নাড়লো। “কিন্তু আমি তাকে না মারলে সে আমাকে মেরে ফেলতো।”

“সেটাই আসল।” জেনিফার একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো।

"ওরা সেনটোর বন্ধ করে দিচ্ছিলো।"

"ওরা কারা?"

"পিপার আর সিআইএ'র লোকেরা। ওরা আমাকে শেষ একটা কাজ করতে বলে। একটা সুইসবায়োটেক কোম্পানিতে ঢুকে সেখান থেকে কিছু ফাইল চুরি করে, পুরো বিল্ডিংটাতে আগুন লাগিয়ে দিতে বলে। সেইসাথে চিফ সায়েন্টিস্টের মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে, যাতে করে জিনিসটা আবার তৈরি করা না যায়। আমি খুনোখুনি করতাম না–এজন্য ওদের অন্য লোক ছিল, তাই আমি রিফিউজ করলাম। ওরা আমাকে হুমকি দিতে শুরু করলো। বললো আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বুঝই তো, হাই লেভেলের অফিসারদের কথা না শুনলে যা হয়। যখন আমি বললাম আমি রিজাইন করছি তখন ওরা আমাকে রিটায়ার করাবার জন্য আমার হ্যান্ডেলারকে পাঠালো, ভালো কথা, ওরা পুরোপুরি মেরে ফেলাকেই রিটায়ার বলে। আমাকে বেঁচে থাকার জন্য যা করতে হত আমি তাই করেছি।"

"তারা সেটা কেন করবে?" জেনিফার অবিশ্বাসে শ্রাগ করলো। যদিও এটা ওকে মানতেই হচ্ছে যে পিপারকে ও সামান্য সময়ের জন্য যেটুকু দেখেছে তাতে টমের গল্পটার মধ্যে একটা বিশ্বাসযোগ্যতা এনে দিয়েছে। তারপরও বেশিরভাগ কথাই বিশ্বাস করে নি।

"কারণ ওরা বুঝতে পেরেছিল, সেনটোর-এর কথা যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে ওদের ফায়ারিং লাইনে দাঁড় করানো হবে। আমার ধারণা ওরা আমাদের একটা হিট করতে বলে যাতে পরীক্ষা করে দেখতে পারে ওরা আমাদের কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এমনও হতে পারে তারা আমাদের ব্ল্যাকমেল করার প্ল্যান করেছিল যাতে আমরা মুখ বন্ধ রাখি। আমি জানি না অন্যদের কি হয়েছে, কিন্তু পিপার যখন টের পেল আমি আর ওর নিয়ন্ত্রণে থাকছি না তখন ও আমাকে মারার জন্য লোক পাঠায়।"

"এটা তুমি আমাকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছ," জেনিফার ফোঁস করে বললো।

"ওরা সাধারন নিয়মে খেলে না, তুমি যদি ওদের ভুল দিকে ধরা পড় তবে ওরাই তোমাকে মারবে।"

"প্যারিসে কি হয়েছিল?"

টম হাসলো। "ফ্রেঞ্চদের সাথে আমি একটা ডিল করি।"

"কি রকম ডিল?"

"আমি ওদের হারিয়ে যাওয়া কিছু খুঁজে দেই, বদলে ওরা আমাকে উধাও হয়ে যেতে সাহায্য করে।"

জেনিফার টমের দিকে একনজর তাকালো। "আর এর পরেই তুমি চোর হয়ে গেলে?"

"এছাড়া আমি আর কিইবা করতে পারতাম? তুমি কি মনে কর আমি ন'টা

পাঁচটার কোন স্বাভাবিক চাকরি করতে পারতাম? অফিসে?" এই কথা চিন্তা করে টম মৃদু হাসছে, গ্লাসে টমের মুখের হালকা একটা ছায়া পড়লো। "আমি এই জীবনটা বেছে নেই নি, এজেন্সিই আমাকে এর মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমি আমার সব কিছু হারিয়েছি, আমার আর কোন উপায় ছিল না।"

"কিন্তু তুমি তো কাজটা উপভোগ করতে, তাই না?" জেনিফার অভিযোগের সুরে বললো।

"কেন? তাতে সমস্যা কি? এটাটেই আমি ভালো ছিলাম, এটার ট্রেনিং-ই আমাকে দেওয়া হয়েছে। হ্যা, আমি উপভোগ করতাম। আমার ধারনা এখনো করি। প্ল্যানিং থেকে শুরু করে সেখান থেকে পালানো পর্যন্ত সবকিছু। এটা একটা নেশার মত। টাকার প্রয়োজন আমার অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।"

"তো তুমি হঠাৎ করে এগুলো ছেড়ে দিতে চাচ্ছ কেন?" জেনিফার সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করলো। ও জানত ওর গলা শুনে টম বুঝতে পারবে ও যা করেছে জেনিফার এখনো ভাবে সেগুলো ঠিক নয়।

টম মাথা নাড়লো।

গাড়ি চালানোর সুবিধার্থে রাস্তায় টানা সাদা দাগগুলো টমের সানগ্লাসে প্রতিফলিত হচ্ছে।

"কোন বিশেষ কিছু নয়। সম্ভবত বাবার শেষকৃত্যানুষ্ঠান। আসলে একটা সময় আসে যখন একসাথে অনেক কিছু মাথায় চলে আসে, আর মনে হয় থামার সময় হয়েছে।"

অধ্যায় ৩৬

দুপুর ১:৩৭

ওরা নীরবে ড্রাইভ করে বিশাল বিশাল টাওয়ার আর ওয়্যারহাউজগুলো পার করে প্যারিসের নোংরা তলপেটে পৌছালো। এইসব টাওয়ার আর ওয়্যারহাউজগুলো মাটি আর আকাশের ব্যবধান কমিয়ে এনেছে। ঝলমলে সেন্ট ডেনিস ফুটবল স্টেডিয়াম এই বাড়িঘরের ভীড়ে অনেকটাই অপ্রত্যাশিত।

"ভ্যান সিমসন সম্পর্কে তুমি কিছু জান?"

"কাল হ্যারি যা বললো," টম উত্তর দিল। "এটুকুই যে ও নিলামে ডাবল ঈগলটা কিনেছে। নামটা বেশ পরিচিত, তবে আমার মনে হয় কোথাও ওর কথা পড়েছি।"

"সম্ভবত পড়েছ," জেনিফার বললো। "ওর মত ভাগ্য পাঁচ'শ বছরে একটাও পাওয়া যায়। মনে হয় এবার প্রথম পঞ্চাশ জনের মধ্যে ঢুকে যাবে।"

"ওর কাছে যেতে চাচ্ছ কেন?"

"গত সপ্তাহের আগ পর্যন্ত ধারণা করা হত পৃথিবীতে মাত্র তিনটা ডাবল ঈগল আছে। একটা ওর কাছে, আর বাকি দুটো স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়ামে। এখন ফোর্ট নক্সে চুরির পর বোঝা যাচ্ছে কয়েনের সংখ্যা আট। ভ্যান সিমসনের এটা এখনো জানার কথা নয়। এই কয়েনটা যে ততটা ইউনিক নয়, এটা শুনার পর আমি ওর প্রতিক্রিয়াটা দেখতে চাই।"

"তোমার মনে হয় ও জড়িত থাকতে পারে?"

"তার পুরো কাজটা পরিচালনা করার মত টাকা আছে, কয়েন মার্কেটেও সে একজন বড় খেলোয়াড়। আর তাছাড়া ও হ্যারিরও একজন ক্লায়েন্ট। সব মিলিয়ে আমার মনে হয় ও কিছু না কিছু জানে।"

"ও এত টাকা করেছে কি করে?"

"রিয়েল এস্টেট। অফিস বিল্ডিং, শপিংমল, রেসিডেনশিয়াল ডেভেলপমেন্ট। সে সস্তায় মালামাল ম্যানেজ করে ফেলে, দরকার পড়লে অনেকটা অলৌকিকভাবে কোন রাস্তা ঘুরিয়ে দেয়, আর এক্সট্রা ফ্লোর যোগ করার পারমিশনও জোগার করে ফেলে।"

"তার মানে ও যথেষ্ট স্মার্ট।"

"স্মার্ট আর তুমি যদি ওর গল্পগুলো বিশ্বাস কর তাহলে নিষ্ঠুরও।"

"কি ধরনের গল্প?"

"শোনা যায় একবার ও একটা রিটায়ারমেন্ট হোম কেনে, সেখানে অন্য কিছু বানানোর জন্য। ও ওখানকার সবাইকে জোর করে বের করে দিতে চায়। কিন্তু

যখন তারা সরে যেতে অস্বীকার করে তখন ও সেখানে আগুন লাগিয়ে দেয়। তেরো জন লোক মারা যায়। যদিও তার সাথে কোন সংযোগ পাওয়া যায় নি কিন্তু ও ওর জায়গা পেয়ে যায়।"

"এটাই তোমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা, তোমরা সবসময়ই মানুষের মন্দ দিকটা দেখো, তোমার কি কোন ধারণা আছে যে কত সহজেই গুজব ছড়ানো যায়?"

"অবশ্যই," জেনিফার কাটাকাটা কণ্ঠে বলে উঠলো, "কখনো কখনো কোন না কোন কারণেই এসব গুজব ছড়ানো হয়, আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আগুন ছাড়া ধোয়া হয় না।"

টম মাথা নাড়লো।

"এটা সম্পর্কে তুমি কতটুকু জান? আমি নিশ্চিত তোমার কখনো একটা পার্কিং টিকিটও কিনতে হয় নি।"

এক মহূর্তের জন্য জেনিফারের মনে হল টমকে বলে দেয় যে ও কতটা ভুল। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিল। ওদের মধ্যে সম্পর্কটা প্রফেশনাল রাখাই সবচেয়ে ভাল।

"ফোর্ট নক্সের ব্যাপারটাই ধর," টম বললো। "তোমরা কি ভেবেছিলে, কি হয়েছিল?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেনিফার বলতে শুরু করলো। ওর ইনভেস্টিগেশনের সবকিছু। ইতালিয়ান প্রিস্ট রানিরির খুন হওয়া, কয়েনটা খুঁজে পাওয়া, চুরির ব্যাপারে এফবিআই'র থিওরি, শর্টের এর সাথে যুক্ত থাকা আর এরপর ওর খুন হয়ে যাওয়া। টম খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে, বিশেষ করে চুরির টেকনিক্যাল অংশটা।

"এরা যে প্রফেশনাল এটাতো সম্পুর্ন নিশ্চিত।" জেনিফারের কথা শেষ হবার পর টম বললো। "ওরা প্রতিটা অ্যাঙ্গেল কাভার করেছে।"

"তাহলে তুমি মনে কর এই পদ্ধতিতে কাজটা করা সম্ভব?"

"তোমার হাতে যদি ভিতরের একজন লোক থাকে তাহলে অবশ্যই সম্ভব।" টম শ্রাগ করলো। "এরজন্য শুধু এমন একজন লোক দরকার যে সিকিউরিটি সিস্টেম বন্ধ করে দেবে আর এমন কিছু চেক করে দেখবে না, যা তার চেক করে দেখার কথা। ব্যস, তোমার কাজ শেষ।"

"আর কম্পিউটার ভাইরাস? তুমি এধরনের কিছু আগে কখনো দেখেছ?"

"হ্যা, অনেক। পৃথিবী কি-বোর্ডের বোতামে চলে। এই ধরণের ভাইরাস খুব জটিল আর সূক্ষ্ম লক-পিক। এটা সহজ পার্ট। তবে একজন লোকসহ কন্টেইনার ওখানে প্রবেশ করানোর জন্য অনেক ভালো প্ল্যানিং করতে হয়েছে।"

"হ্যা, আমারও তাই মনে হয়।" জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"তোমাকে ঠিক কনফিডেন্ট মনে হচ্ছে না," টম হেসে বললো। "কি

হয়েছে? তুমি তোমার নিজের থিওরি বিশ্বাস করছ না?"

"না, ঠিক তা না...কিন্তু কয়েকদিন ধরে আমার মনে একটা খটকা লেগে আছে। এটার কথা আমি আগে কখনও চিন্তা করি নি।"

"কি?" টমের গলায় কৌতুহল।

"তোমার মনে হয় না, শর্টের খুনের ব্যাপারটা আর কন্টেইনারটা বেশ দ্রুত বেরিয়ে পড়লো...বেশ সুবিধাজনকভাবে? একটু সহজেই।"

টম শ্রাগ করলো। "সব কিছু যদি একইদিকে নির্দেশ করে তবে এটা জরুরি নয় যে সেগুলোকে সুবিধাজনক হতে হবে। এটা ধারাবাহিকও হতে পারে।"

"হতে পারে।" তারপর একটু থেমে বললো, "তাহলে, তুমি যার মাথায় বাড়ি দিয়ে খুলি ফাটিয়ে ফেলেছ, আর মৃত্যুটা আত্মহত্যা হিসেবে প্রমাণ করার জন্য ঝামেলা করার কি দরকার। সব আত্মহত্যারই তো অটপ্সি করা হয়। কেউ না কেউ তো এটাকে আগে হোক পরে হোক বের করে আনতোই।"

"যদি না তারা ধারণা করে থাকে যে পুরো ঘটনাটা প্রকাশ পেতে কয়েক বছর পেরিয়ে যাবে আর কেউই এই দুটো ঘটনার যোগসূত্র খুঁজে পাবে না।"

"নিশ্চয়ই, কিন্তু এটা সাধারণ কোন আত্মহত্যা নয়, যদি তুমি একটা গুরুত্বপুর্ণ এভিডেন্সই নষ্ট করতে চাও তাহলে তুমি একটু আগে যাকে খুন করে আসলে তার বাড়ির পেছনেই সেটাকে আগুন দিবে?"

"হয়তো ওরা ডিস্টার্বড ছিল, হয়তো এটা একটা ভুল ছিল।"

"না, এইসব লোকেরা কোন ভুল করে না। পুরো কাজটাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে প্ল্যান করা ছিল। এটা তুমিও একটু আগে স্বীকার করেছ।"

"তাহলে আর একটাই ব্যাখ্যা থাকে," টম ওর দুই হাত ঘষতে ঘষতে বললো "যে কারণে ওরা সুইসাইডের নাটক করেছে সেই কারণেই কন্টেইনারটাও সেখানে ফেলে গেছে।"

"কারণটা কি?"

জেনিফার জানত উত্তরটা কি হবে, অবশ্য ও মনেপ্রাণে অন্য একটা উত্তর শুনতে চাচ্ছিল।

"যাতে তোমার মত কেউ সেটা খুঁজে পায়।"

অধ্যায় ৩৭

এইটথ অ্যারোন্ডিসমেন্ট, প্যারিস
দুপুর ২:০৪

ওরা প্যারিসের মূল অংশে পৌছানোর সাথে সাথেই দুপুরের ট্রাফিকের মধ্যে পড়লো। গাড়ি আর বাসের সাথে সাথে কয়েকটা স্কুটার আর রোলারব্লেডারও হঠাৎ হঠাৎ ছুটে যাচ্ছে। এগুলো টুরিস্টে পরিপুর্ণ রাস্তার উপর দিয়ে কষ্ট করে নিজেদের রাস্তা বানিয়ে নিচ্ছে।

জেনিফারের রাস্তার দিকে মনযোগ দিতে কষ্ট হচ্ছে। ও আইফেল টাওয়ারের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকালো। টম দায়িত্ববান টুরিস্ট গাইডের মত ওকে পথে বিভিন্ন জায়গার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। প্লেস দা লা কনকর্ড, লুভর, হোটেল দ্য ভিলা, নটরডেম–যতক্ষণ না ওরা মারাইস পৌছালো।

টম ওকে প্লেস দে ভসগেসের চারিদিকের সমানতার সূক্ষতা বোঝালো।

"কি সুন্দর!" জেনিফার অবাক হয়ে বললো।

"এটা প্যারিসের সবচেয়ে পুরনো জায়গা। এটাকে আগে লা প্লেস রয়েল বলা হত। কারণ চতুর্থ হেনরি এটাকে বানিয়েছিলেন যাতে এর এক পাশে তিনি এবং অন্য পাশে তার স্ত্রী থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি কখনো এটাকে ব্যবহার করেন নি। অনেকে বলে এটা ব্যবহার করার কোন ইচ্ছাই তার কখনও ছিল না। এখানে কেবল তার নাম ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ভালো টাকায় এটাকে বিক্রি করা যায়।"

জেনিফার হাসলো। "সব যুগেই মনে হয় ভ্যান সিমসনেরা থাকে।"

স্কয়ারটার বা দিকে একটা ক্যাফের পাশে টম জেনিফারকে পার্ক করতে বললো। "এখানে পার্ক কর, এখান থেকে কয়েক মিনিটের হাটা পথ।"

জেনিফার গাড়িটা পার্ক করলে টম দ্রুত শার্ট, সুট আর জুতো পরে নিল। ওরা একেবারে সাইজমত জামা কাপড় দিয়েছে। এতে অবশ্য টম অবাক হল না।

"মনে রেখ, তুমি এখানে শুধু অবজার্ভার," জেনিফার ওর জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। "তুমি শুধু দেখবে, যা বলার আমি বলবো।"

টম বেরিয়ে এসে ওকে সতর্ক করে দিল। "এটাকে এখানেই শেষ কর।" টম বেশ রাগের সুরে বললো।

ওরা রুই দে ফ্রান্স বুর্জোয়া'র পাশ দিয়ে যেতে লাগলো। গাড়িগুলো একেবারে পাশাপাশি পার্ক করা। জেনিফার লম্বা লম্বা পা ফেলে হাটছে, ওর স্কার্টটা ওর হাটু দুটো সামান্য টেনে ধরে আবার ছেড়ে দিচ্ছে।

ভ্যান সিমসনের বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। পালিশ করা ওক, তামা আর দস্তার তৈরি। খুব শক্ত করে আটকানো। বেল টেপার কয়েক সেকেন্ড পর পায়ের শব্দ শুনে বোঝা গেল ভিতরে কেউ আছে।

"এজেন্ট ব্রাউন?" গেটটা খুললো একজন বিশালদেহী লোক। লোকটা বা-হাতি। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, মাথার চুল সাদা, পাতলা হয়ে এসেছে। ওর স্বচ্ছ চোখ, টমের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর একটা হাত অদ্ভুতভাবে ওর পেছনে ধরা যেন পেছনে বেধে রাখা হয়েছে। আর টম বুঝতে পারছে লোকটা নিঃসন্দেহেই একটা বন্দুক ধরে আছে।

"হ্যা-", জেনিফার সামনে এগিয়ে এল, "এবং আমার সহযোগী মি. ক্রিক। আমরা মি. ভ্যান সিমসনের সাথে দেখা করতে এসেছি। আর আমার ধারণা আমরা এখানে অপ্রত্যাশিত নই।"

"আপনি যেতে পারেন কিন্তু উনি নন," লোকটা টমের দিকে অভিযোগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, "উনি নন।" হঠাৎ করেই তার একটা আঙ্গুল তার কানে লাগানো ইয়ারপিসে চলে গেছে। "মি. ভ্যান সিমসন, আপনাদের দুজনের সাথেই দেখা করবেন," সে বললো, কথায় ডাচ উচ্চারণ পরিস্কার।

লোকটা রাস্তার চারপাশ দেখে নিয়ে ওদের দুজনের ঢোকার মত করে দরজাটা খুলে দিলে ওরা ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিল।

"দয়া করে আপনাদের হাত উঁচু করুন," লোকটা বললো। ও প্রথমে টমের গায়ে হাত দিয়ে সার্চ করলো। এরপর জেনিফারকে, ওর অস্বস্তি থাকা সত্ত্বেও।

ওরা নীরবে নুড়ি পাথরের রাস্তার উপর দিয়ে হেটে যাচ্ছে। টম দেখলো উপর থেকে আরো দুজন লোক ওদের লক্ষ্য করছে, সেখান থেকে একটা হাই-পাওয়ার রাইফেলে ব্যারেলের মুখ বের করে আছে। ভ্যান সিমসনের হলুদ বেন্টলিটা বাড়ির প্রাঙ্গণে পার্ক করা। সেখানকার চাকার চিহ্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা প্রায়ই বেশ দ্রুতগতিতে এখান থেকে বের করা হয়।

"এই দুই পাশের উইং দুটো ভ্যান সিমসনের প্রোপার্টি বিজনেসের অফিস।" জেনিফার ফিসফিস করে বললো। "ও মেইন বিল্ডিঙে থাকে আর ওর অফিস টপ ফ্লোরে।" টম মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আপাতদৃষ্টিতে এটা মূল কন্স্ট্রাকশন থেকে সম্পুর্ণ আলাদা। এটাকে মূল বিল্ডিংয়ের মধ্যে বানানো হয়েছে। ইসরায়েলি মিলিটারির কতগুলো ইন্স্ট্রাকশন ফলো করে এটা বানানো হয়েছে, এটা একটা ডাইরেক্ট মিসাইল এ্যাটাক প্রতিহত করত পারে।"

টমের ভুরু উঁচু করলো। কিন্তু কিছু বললো না। ও ভ্যান সিমসনের মত লোকেদের সাথে আগেও দেখা করেছে। এসব লোকেরা টাকা খরচ করার যেসব অদ্ভুত পথ বের করে তাতে ও আর এখন অবাক হয় না।

ওরা এগিয়ে গেলে সামনের দরজাটা নিজে নিজেই খুলে গেল। বিল্ডিংটার শীতল শূন্যতার মধ্যে প্রবেশ করলো ওরা। সিলিং ওদের মাথা থেকে প্রায় তিরিশ

ফুট উপরে। ঘরের দেওয়াল আর রাজকীয়ভাবে উপরের তলার দিকে ওঠা সিঁড়িগুলোর দেওয়ালের পাশে শোভা পাচ্ছে পেইন্টিং আর পোর্ট্রেটের এক বিশাল কালেকশন। এর মধ্যে একটা টমের নজর কাড়ল। সেটাতে কতগুলো রোমান সৈন্য, মহিলা আর বাচ্চাদের নিষ্ঠুরভাবে চাবুক দিয়ে আঘাত করছে আর একজন মা তার ছেলেকে বাঁচানোর জন্য তাদের কাছে অনুনয় করছে।

কালো সুট পরা আর একজন বা দিকের ছায়ার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বললো, "আপনারা দয়া করে সোজা উপরে চলে যান।" লোকটা সামনের দিকে একটা দরজা দেখিয়ে দিল। ওরা দরজাটার কাছে যেতেই সেটা মাঝখান দিয়ে দুভাগ হয়ে খুলে গেল। একটা এলিভেটর। ভেতরে ঢুকলো ওরা। ভিতরে কোন সুইচ বা সেরকম কিছু নেই। কেবল একটা কি-হোল। কোন কিছু না চাপতেই লিফটটা উপরে উঠতে শুরু করলো।

ওরা কোন কথা বললো না। কেবল একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছে। ওদের মাথার উপরে একটা ক্যামেরার লাল লাইট পিট পিট করছে। অন্য লাইটগুলোর মধ্যে সেটাকে আলাদা করে দেখা কঠিন। একটা ছোট্ট ঝাকুনি খেয়ে লিফটটা থেমে গেল। ওদের সামনে একটা বিশাল আয়তাকার ঘর, জানালাগুলো একটা দেওয়ালেই। ভ্যান সিমসন তার ডেস্কের পেছনে বসা। ব্লু জিন্সের উপর গলা খোলা শার্ট। ওরা ভিতরে আসার সাথে সাথেই সে উঠে দাঁড়ালো।

"হ্যালো, আমি দারিউস ভ্যান সিমসন।"

জেনিফার হ্যান্ডশেক করলো। "মি. ভ্যান সিমসন এতো শর্ট নোটিশে আমাদের জন্য সময় বের করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।"

"না না, ঠিক আছে, কোন সমস্যা নেই।" ভ্যান সিমসন দয়ালু ভঙ্গীতে হাসছে। "আর আপনি নিশ্চয়ই টম ক্রিক?" ও আবারো হাত বাড়িয়ে দিল। "চার্লসের ছেলে।"

"হ্যা।" টম অবাক।

"আমি মুখ দেখে চিনেছি, আমি আপনার বাবার একজন গুণমুগ্ধ লোক–উনি আমার রেগুলার কাস্টমার ছিলেন। এমনকি–" ও ওর হাতের বা'দিকের জানালাগুলোর মাঝখানে ঝুলানো চারটা শেগাল পেইন্টিং দেখিয়ে বললো, "এগুলোও তারই পছন্দ করে দেওয়া।"

"সত্যি?" টম জেনিফারের দিকে তাকালো। তার বাবার মত একজন নীতিবান ধার্মিক লোক যদি ভ্যান সিমসনের সাথে কাজ করে থাকে তবে ভ্যান সিমসন মোটেই অতটা খারাপ নয় যতটা জেনিফার ওকে গাড়িতে বলেছে। "সুন্দর সেট।"

"আমারও খুব পছন্দ।" ও টমের দিকে তাকিয়ে হাসলো। "আমি তার জন্য দুঃখিত।"

ওর গলা আন্তরিক শোনালে টম বেশ কৃতজ্ঞবোধ করলো। "ধন্যবাদ।"

"চলুন বসি," ও ওদের সাদা বিশাল আর্কিটেক্সচার মডেলটার পাশ দিয়ে রুমের মাঝামাঝি রাখা সোফাটায় বসতে বললো। এরপর জেনিফারের দিকে তাকাল।

"আমি কি আপনার জন্য একটা ড্রিংক বানাবো, মি. ক্রিক?"

"একটা ভদকা টনিক।" টম সোফায় আরাম করে বসলো।

"আমার মনে হয় আমিও তা-ই নেব।" বলেই ও ছোট্ট ড্রিঙ্ক ক্যাবিনেটে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"আর আমাকে দারিউস বলে ডাকুন।" ও একটা গ্লাস টমের দিকে এগিয়ে দিয়ে ওদের বিপরীত দিকে বসলো।

"চিয়ার্স।"

ভ্যান সিমসন যখন গ্লাসটা উঁচু করল তখন ওর বা হাতের শার্টের হাতা সামান্য উঠে গেলে টম ওর ঘড়িটা এক নজর দেখতে পেল। ব্ল্যাক ফেস, পিঙ্ক-গোল্ড কেস। ও সাথে সাথেই চিনতে পারলো। লিমিটেড এডিশন একটা জার্মান মাস্টারপিস, ১৫০,০০০ ডলারের সামান্য বেশি, একেবারেই বিরল।

"সুন্দর ঘড়ি।" টম ওর গ্লাস ধরা হাত দিয়ে ঘড়িটা দেখিয়ে বললো।

"ধন্যবাদ," বললো ভ্যান সিমসন। "বেশিরভাগ লোকই খেয়াল করে না, তবে কেউ খেয়াল করলে ভালো লাগে।" ভ্যান সিমসন স্নেহের দৃষ্টিতে ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে। ওটাকে রিস্টের মাঝামাঝি এনে জেনিফারের দিকে তাকালো। "অ্যাম্বাসেডর ক্রস বলছিলেন আপনি আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চান। উনি আমাকে সকালে ফোন করে দাবি করে বললেন আমি যেন আপনার সাথে দেখা করি।" ওর ঠোঁটের কোণে ছোট্ট একটা হাসির রেখা ফুঁটে উঠেছে। যেন কারো ওর কাছে দাবি করাটা কোন মজার ব্যাপার। "তো আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?"

"আসলে—এটা খুব স্পর্শকাতর বিষয়।" জেনিফার বলতে শুরু করলো। টম মনোযোগ দিয়ে দেখছে কিভাবে ও ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করে। "প্রায় দু'সপ্তাহ আগে ফ্রেঞ্চ পুলিশ এখানে, প্যারিসে একটা কয়েন খুঁজে পায়।"

"বলে যান।"

"এটা একটা ১৯৩৩ ডাবল ঈগল।"

ভ্যান সিমসন ছোট্ট করে হাসলো। "তাহলে ওটা জাল। আমি যতদূর জানি ১৯৩৩ ডাবল ঈগল মাত্র তিনটা আছে। তার একটা তো আমার কাছেই রয়েছে আর মিলস বাক্সটারের হাতের মুঠো থেকে একটা সরে গেছে, এব্যাপারে আমার যথেষ্ঠ সন্দেহ আছে।"

"না, মি. বাক্সটার সবসময়ের মতই সতর্ক আছেন," জেনিফার হাসলো। "আর আমরা মনে করি না এটা জাল। ফরেন্সিক অ্যানালাইসিসের পর এ

ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে। তারা এটা অন্য দুটো স্মিথসেনিয়ান কয়েনের সাথে ম্যাচ করে দেখেছে।"

"আমি কি ওটা দেখতে পারি?" ভ্যান সিমসন ওর চশমাটা ওদের মাঝখানের টেবিলের উপর রেখে বললো। মোটা গোলাকার গ্লাস, যেটার উপর রাখা সেটা দেখে মনে হচ্ছে রেসিং হুইল থেকে নেওয়া। টম ধারণা করল ভ্যান সিমসন ফর্মুলা ওয়ানের একজন স্পন্সর।

"আসলে সেটা এখন আমাদের কাছে নেই," টম হেসে বললো। অন্তত জেনিফারের এটা নিয়ে মিথ্যা বলতে হল না।

"তো আপনাদের কি মনে হয়, কয়েনটা কোথা থেকে এসেছে?" ভ্যান সিমসন ওর বুকের উপর হাত ভাজ করে বললো।

"এই অবস্থায় আমরা ঠিক নিশ্চিত নই।"

"তাহলে আমি দুঃখিত, না দেখে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?" ভ্যান সিমসন ওর দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললো। "আপনারা যদি আমাকে সেটা না-ই দেখাতে পারেন তবে কি করে তার সম্পর্কে কোন কিছু বলি? এজন্যই তো আপনারা এসেছেন, তাই না?"

"আংশিকভাবে, হ্যা, তবে আমাদের মনে হয় কয়েনটা আপনারও হতে পারে। তাহলে তো অন্তত বোঝা যাবে এটা কোথা থেকে এসেছে।"

ভ্যান সিমসন হাসলো। "আপনাকে হতাশ করার জন্য আমি আসলেই দুঃখিত, কিন্তু এখানকার সিকিউরিটি সিস্টেম অসম্ভব টাইট। আপনাদের কাছে আমার কয়েনটা থাকা কোনভাবেই সম্ভব না।"

টম খেয়াল করলো এটা বলার সময় ভ্যান সিমসন দ্রুত একবার টমকে দেখে নিল। সম্ভবত ও টম সম্পর্কে যতটুকু বলছে তার চেয়ে অনেক বেশি জানে।

"আপনি আপনার কয়েনটা শেষ কবে দেখেছেন?" জেনিফার জিজ্ঞাসা করলো।

"প্রায় ছ'মাস আগে।"

"এতো দিন?"

ভ্যান সিমসন হাসলো। "কিছু কিছু লোক আছে যারা তাদের খেলনা বা যা তারা কালেক্ট করে তার সাথে লেগে থাকতে পছন্দ করে। কিন্তু আমি আমার আইটেমগুলো বারবার দেখি না। আমার জন্য এটা জানাই যথেষ্ট যে আমি ওটার মালিক। অন্য কেউ নয়।"

"তাহলে আমি একটা সাজেশন দেই?" জেনিফার বললো।

"অবশ্যই।"

"যদি এটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় যে আপনারটা নিরাপদ আছে, তবে কি এটা প্রমাণিত হয় না আমাদের কাছে যেটা আছে সেটা জাল?"

ভ্যান সিমসন উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গেল। হাত এখন পেছনে রাখা। জেনিফারের প্রস্তাবটা চিন্তা করে দেখছে সে। বাইরে একটা গীর্জার ঘন্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

"আমি তোমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করতে পারি," টম একটু আগে ভ্যান সিমসনের দৃষ্টিটার কথা মনে করে বললো। সে যদি আসলেই জেনে থাকে যে টম আসলে কে, তাহলে হয়ত সে-ই শেষ ব্যক্তি হবে যে তাকে সেখানে নিয়ে যাবে।

"কোন দরকার নেই," ভ্যান সিমসন হেসে বললো। "চলুন, নিচে গিয়ে কয়েনটা চেক করে দেখি। তাহলেই বোঝা যাবে কোনটা কি। আর মি. ক্রিক, আমি চাই আপনিও আসুন। এটা একটা মজার অভিজ্ঞতা হবে।"

অধ্যায় ৩৮

দুপুর ৩:০১

ভ্যান সিমসন এলিভেটরের বা দিকের কি-হোলে একটা ছোট্ট চাবি ঢোকালে সাথে সাথেই স্টেইনলেস স্টিলের দেওয়ালের উপরের একটা আয়তকার অংশ সরে গিয়ে সেখানে একটা গ্লাস প্যানেল আর একটা কি-প্যাড দেখা গেল। সে সেখানে কিছু কোড চাপলে কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটা নীল আলো জ্বলে উঠল, এরপর ও ওর হাতটা ওটার উপর চেপে ধরে স্ক্যান করালো। এর কয়েক মুহূর্ত পরেই এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়ে সেটা নিচের দিকে চলতে শুরু করলো।

"আমি আপনাদের এখন যা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি সেটা খুব বেশি লোকের দেখার সুযোগ হয় নি।" ভ্যান সিমসনের গলায় উত্তেজনার ছাপ।

এলিভেটরটা নিঃশব্দে থেমে গিয়ে দরজাটা খুলে গেল। ওদের সামনে একটা লম্বা করিডোর। সারা কোরিডোরে মৃদু আলো জ্বলছে। দেওয়াল আর মেঝে মসৃণ কনক্রিট দিয়ে তৈরি। বাতাসে স্টিলের গন্ধ।

"ভল্টটা নতুন। এটাকে আমার কালেকশন রাখার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে," ভ্যান সিমসন গর্বের সাথে বললো। "আমরা এখন প্রায় পঁচিশ ফুট মাটির নিচে। তবে চিন্তার কিছু নেই। দেওয়ালগুলো শক্তিশালী কংক্রিট দিয়ে তৈরি আর তার উপর দুই ইঞ্চি স্টিল প্লেটের লাইন দেওয়া। আমরা এখানে যথেষ্ঠ নিরাপদ।"

টম মনে মনে পুরো সেটআপটা মেপে দেখছে। ও এটা এড়াতে পারে না। করিডোরটা প্রায় বিশ ফুট লম্বা। এর মাথায় লিফট আর বিপরীত মাথায় ভল্ট। এটা ছাড়া ঢোকার বা বের হবার আর কোন পথ ও দেখছে না। একটু সামনে একটা বিশাল স্টিলের দরজা দেওয়ালের সাথে লাগানো। টম বুঝতে পারছে ওই দরজার গায়ে ছোট ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে লেজার বিম বসানো। আর ভিডিও ক্যামেরা ঘরটার প্রতিটি ইঞ্চি কভার করছে।

ওরা দরজাটার কাছে পৌছালে ভ্যান সিমসন ওর পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেওয়ালের সাথে লাগানো কার্ড রিডারের মধ্য দিয়ে টেনে আনলো। এর ফলে দেওয়ালে একটা প্যানেল বেরিয়ে এল, সেখানে একটা স্ক্রিন আর একটা স্পিকার। সামনের দিকে ঝুঁকলো ভ্যান সিমসন।

"দারিউস ভ্যান সিমসন, চ্যালেঞ্জ প্রসিডিউর শুরু হোক।" একটা গলা শোনা গেল।

"দয়া করে আজকের পাসওয়ার্ডটি নিশ্চিত করুন।"

ভ্যান সিমসন পাসওয়ার্ডটি বললো। পাসওয়ার্ডটা ক্যাপচার করে অ্যানালাইসিস করা হলে স্ক্রিনে কয়েকটি লাইন দুলতে দেখা গেল।

নীরবতা। তারপর আবার সেই রোবটিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "পাসওয়ার্ড এবং কণ্ঠস্বর ম্যাচ করেছে। দয়া করে দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়ান।"

স্পিকারের সামনে একটি সবুজ লাইট জ্বলে উঠে বিকট শব্দে দরজার বোল্টটা সরে গেলে দরজাটা ছাদের দিকে অর্থাৎ নিচ থেকে উপরের দিকে খুলে গেল।

"দারুণ সেটআপ, দারিউস," টম বললো।

"ধন্যবাদ," ভ্যান সিমসন, টম আর জেনিফারের দিকে ফিরে বললো, "আমি নিজেই এটা ডিজাইন করেছি।"

ওরা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলো। সেখানে আরো একটা কার্ড রিডার দেওয়ালের সাথে লাগানো। ভ্যান সিমসন ওর কার্ডটা আবার সেটার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করালে আগেরবারের মতই একটা প্যানেল বেরিয়ে এল, তবে এবারেরটার মধ্যে কেবল নিউম্যারিক টাচ-প্যাড আর একটা স্ক্রিন।

"দয়া করে পাস-কোডটি প্রবেশ করান।"

ভ্যান সিমসন বেশ দ্রুত লম্বা একটা নাম্বার প্রবেশ করালো।

"প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত। দয়া করে অপেক্ষা করুন।"

দরজার মাথার উপর একটা লাল আলো জ্বলে উঠলো। তারপর ছোট্ট একটা মেকানিক্যাল শব্দ শোনা গেল। ভল্টের বোল্টগুলো আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করছে। পুরো করিডোরে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দরজাটা আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করল। এরপর সেটা পুরোপুরি খুলে গেলে লাল লাইটটা সবুজ হয়ে গেল।

"ফ্লোর ভেজা থাকার জন্য দুঃখিত," ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে ভ্যান সিমসন বললো। "ভল্টটা যখন সিল করে দেওয়া হয় তারপর পুরো ঘরে কয়েক ইঞ্চি পানি প্রবাহিত করে দেওয়া হয়, যেখানে পরে আমি হাই-ভোল্টেজ কারেন্ট চালিয়ে দেই। একটু অতিরিক্ত সতর্কতা।"

ভল্টটা একটা পঞ্চাশ ফুট বাই তিরিশ ফুট নিচু আয়তকার ঘর। কোমর সমান বিশাল আকারের স্টেইনলেস স্টিলের ডিসপ্লে ক্যাবিনেটে সারা ঘর ভরা। এসব ক্যাবিনেটের পাশ দিয়ে গোলকধাধার মত কালো রাবারের রাস্তা চলে গেছে। মেঝেটা ভেজা, যেমনটা ভ্যান সিমসন বলেছে। পানি সরানোর জন্য একটা চ্যানেল ঘরের মাঝখান দিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

"ভ্যান সিমসনের কালেকশনে স্বাগতম," সে গর্বের সাথে বললো। "এটা এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় গোল্ড কয়েন আর স্বর্ণের পিন্ডের প্রাইভেট কালেকশন। এটা করতে আমার প্রায় সম্পূর্ণ জীবন লেগে গেছে।" ওদের সামনের কয়েকটা ক্যাবিনেটের সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তা দেখে মনে হচ্ছে কোন ছোট বাচ্চা তার খেলনাগুলো কাউকে দেখাচ্ছে।

প্রতিটা ক্যাবিনেটের মাথায় পরিস্কার কাঁচ আর তার নিচে চিকন চিকন ছয়-সাতটা ড্রয়ার। প্রতিটা ক্যাবিনেটের মাথার উপর পুরু গ্লাস দিয়ে সিলিং আর নিচের স্টিল ওয়্যারগুলো পৃথক করা। ক্যাবিনেটগুলোর মধ্যে আলাদা আলাদা স্পট লাইট। সেগুলো হালকাভাবে জ্বলছে। সেগুলো ছাড়া পুরো ঘর মোটামুটি অন্ধকার।

"এগুলো দেখুন," ভ্যান সিমসন একটা ক্যাবিনেটের গ্লাসের উপর ঝুঁকে বলল। "প্রায় খ্রিস্টপুর্ব ৫৪ সালের দিকের গ্রিক স্টেটার।" ও উপরে তাকালো, চোখ চকচক করছে। "জুলিয়াস সিজারের মারা যাবার পর ব্রুটাস আর রিপাবলিকান আর্মি যখন অক্টাভিয়ান আর মার্ক এন্টোনিয়োর সাথে পেরে উঠছিল না তখন এগুলো ওদের অর্থায়নে দেওয়া হয়। এগুলো যুদ্ধের ময়দানে পাওয়া যায়, যেখানে অবশেষে রিপাবলিকরাই পরাজিত হয়েছিল।"

এবার ও আরেকটা ক্যাবিনেটের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা ড্রয়ার খুললো।

"এটা দেখুন," একটা ভেলভেট লাইনের ড্রয়ার দেখালো সে। "লিনার্স লেক থেকে পাওয়া নাৎসিদের স্বর্ণপিন্ড।" টম আর জেনিফার ওটার দিকে ঝুকে এসে দেখছে। ওক পাতার মধ্যে উড়ন্ত ঈগলের স্ট্যাম্প। নাৎসিদের কুখ্যাত চিহ্ন। "এই সোনাগুলো ডাকাউ থেকে এসেছে।" স্নেহভরে একটা হলুদ বার তুলে এনে ভ্যান সিমসন বলতে লাগলো। "দাঁত থেকে বিয়ের আংটি পর্যন্ত।"

টম, ভ্যান সিমসনের বিভীষিকাময় ট্রফিগুলোর দিক না তাকিয়ে ক্যাবিনেটের শিটগুলো ভালো করে লক্ষ্য করছে। ওগুলোর মাঝখানে আসলে কয়েন রাখা, কয়েনগুলো দুটো গ্লাসের মধ্যে এমনভাবে স্যান্ডউইচ করে রাখা যাতে কয়েনের দুই পাশই দেখা যায়। আর এটাও নিশ্চিত করা যেন সেগুলো ক্যামিকালি বাইরের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে।

"আসুন," ভ্যান সিমসন হঠাৎ করেই ড্রয়ারটা বন্ধ করে বললো। ওকে সামান্য অধৈর্য শোনাল। "এই দিকে।" ও ওদেরকে ঘরের অন্যপাশে নিয়ে গেল। সেখানকার প্ল্যাটফর্মটা সামান্য উঁচু। একটা ডেস্ক, কম্পিউটারের অনেক ধরণের যন্ত্রপাতি আর বেশ কিছু টি.ভি মনিটর। প্ল্যাটফর্মের একেবারে কাছের ডিসপ্লে ক্যাবিনেটটাতে অন্য ক্যাবিনেটগুলোর তুলনায় একটু উজ্জ্বলভাবে আলো জ্বলছে। টম আন্দাজ করলো এটা আইটেমগুলোর ইতিহাস শো করে। ওরা আরেকটু সামনে এগুলে টম দেখতে পেল যে এটাতে ডাবল ঈগলের ডিটেইল দেখা যাচ্ছে।

"এখানে," ভ্যান সিমসন বিজয়ীর ভঙ্গীতে বললো। "যেমনটা আমি বলেছিলাম, একমাত্র ১৯৩৩ ডাবল ঈগলটি সম্পুর্ণ নিরাপদভাবে আমার ব্যক্তিগত মালিকানায় রয়েছে। এই শিটগুলো বুলেটপ্রুফ। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিতে পারি আমার কয়েন কোথাও যায় নি।"

"আমি আপনার সাথে একমত হচ্ছি," কয়েনটা ভালোভাবে দেখতে দেখতে জেনিফার বললো।

"তো আপনাররা আসলে ঠিক কি জন্য এসেছেন, এজেন্ট ব্রাউন?" ভ্যান সিমসনের গলা হঠাৎ করেই শীতল শোনালো।

ভ্যান সিমসনের কঠোর দৃষ্টিটা ফিরিয়ে দিল জেনিফার। "আমার মনে হয় সেটা আমি আপনাকে একবার ব্যাখা করেছি।"

"আপনি কি বলেছেন তা আমি শুনেছি, কিন্তু আমার মনে হয় না আপনি আমাকে সবটা বলেছেন। এই জাল ডাবল ঈগলটা দিয়ে আপনারা কি করতে চাচ্ছেন?"

"মানে?"

"মানে, আমার ট্রেজারির সাথে একটা ডিল ছিল," ভ্যান সিমসন ওর গলাটা সামান্য চড়াল। ওর কথাগুলো ঘরের নিচু সিলিঙে প্রতিধ্বণিত হচ্ছে। "তারা আমাকে কথা দিয়েছিল, আমার ডাবল ঈগলটাই মার্কেটের একমাত্র ডাবল ঈগল হবে। আর কোন ডাবল ঈগল থাকবে না।"

"যতদূর আমি জানি ডিলটা এখনো আছে," জেনিফারের গলা শান্ত আর নিশ্চয়তা পূর্ণ।

"কিন্তু আপনি বলছেন, আপনাদের কাছে একটা ডাবল ঈগল আছে, আর আপনাদের এক্সপার্টদের মতে সেটা আসল। তা না হলে আপনারা এখানে আসতেন না। এমনটা তো কথা ছিল না। একটা নকল মৌলিকতা আমার বিনিয়োগকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে আর মার্কেটে একটা বিশাল অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করছে। আপনাদের কয়েনটা নষ্ট করতে হবে।"

"আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি," জেনিফার মসৃণ কণ্ঠে বলতে লাগলো, "যখনই আমরা পুরো ব্যাপারটা ঠিকমত জানতে পারবো তখনই আপনাকে জানানো হবে। আর আপনার কথাগুলোও উপরের মহলে জানানো হবে।"

"সেটা হলে তো খুবই ভাল হয়," ভ্যান সিমসন হেসে বললো। "আশা করি আমাকে রূঢ় ভাববেন না। এগুলো নিয়ে আমি একটু বেশি আবেগপ্রবন। অনেক খরচ করতে হয় তো।"

"আমি বুঝতে পারছি।"

"আচ্ছা, আপনাদের যদি দেখা শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তবে আপনারা দয়া করে এলিভেটর পর্যন্ত চলে যান, এটা আপনাদের উপরে নিয়ে যাবে আর রুলফ সেখানে আপনাদের সাথে দেখা করবে।"

"অবশ্যই," জেনিফার হাত মিলাতে মিলাতে বললো। "সময় দেবার জন্য আপনাকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ।"

"ঠিক আছে, আর মি. ক্রিক, আশা করি আবার দেখা হবে," ভ্যান সিমসন টমের সাথে হ্যান্ডশেক করতে করতে বললো।

ওরা ডিসপ্লে ক্যাবিনেটগুলোর মাঝখান দিয়ে হেটে যাচ্ছে। ভল্টের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যখন করিডোরে পা রাখতে যাবে ঠিক তখন ভ্যান সিমসন ওদের ডাকলো।

"জানেন, আমি এখানেই সমাধিস্থ হতে চাই।" ওর হাত পুরো ঘরের দিকে প্রসারিত করে বললো। "এখানে, আমার কালেকশনগুলোর মধ্যে। তখন এগুলো অনন্তকালের জন্য আমার হয়ে যাবে।"

ওদের মাঝের গ্লাসশিট থাকা সত্ত্বেও টম পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে ভ্যান সিমসন উঁচু প্লাটফর্ম থেকে নেমে এসে একটা সিঙ্গেল স্পটলাইটের নিচে দাঁড়িয়েছে আর ওর চোখ কালো ছায়ায় ডুবে রয়েছে।

অধ্যায় ৩৯

দুপুর ৩.৫১

ওদের পেছনের ভারি কাঠের দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার সাথে সাথেই রুলফের কঠিন দৃষ্টিটা উধাও হয়ে গেল।

"তো, কি মনে হয় তোমার?" রাস্তা পার হয়ে প্লেস দে ভসগেসের দিকে যেতে যেতে জেনিফার বললো।

"কি ব্যাপারে?"

"যা এতক্ষণ দেখলে।"

টম পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললো, "ডিটেক্টিভ আমি নই, তুমি।"

জেনিফার থেমে গিয়ে ওর দিকে বিরক্ত চোখে তাকালো। এগুলো সম্পুর্ন শত্রুতামূলক কথাবার্তা। ও যদিও এরচেয়ে বেশি কিছু আশাও করে না, তবে বার বার এধরনের ব্যবহার ওদের ডিলের মধ্যে ছিল না।

"আমাদের একজনের আরেকজনকে সাহায্য করার কথা ছিল, মনে পড়ে? তুমি যদি আমার সাথে যোগ দাও তবে আমার মনে হয় কাজটা আরো সহজ হয়।"

"আমার মনে হয় না, ঠিক আছে?"

"দারুণ," জেনিফার রাগে শ্রাগ করলো। "তাহলে আমাকেই দুজনের জন্য সঠিক চিন্তাটা করতে হবে, তাই তো? আমরা দেখলাম ভ্যান সিমসনের কয়েনটা সম্পুর্ন নিরাপদ আছে, সত্যি বলতে গেলে ওটা পর্যন্ত পৌছাতে একটা আর্মির টিম দরকার হবে, আর-"

"আর?"

"আর আমার মনে হয় ও অন্য কয়েনের কথা ইতিমধ্যেই জেনে গেছে। আমি যখন ওকে অন্য কয়েনটার কথা বলেছি ও তখন কেবলই অবাক হবার হবার ভান করেছে," টম সায় দিয়ে একদিকে সরে একজন মাকে তার বেবিট্রেলি নিয়ে যাবার জন্য জায়গা করে দিল। "সে নিশ্চিতভাবেই ততটা অবাক হয়নি যতটা আমি ভেবেছিলাম।"

"হ্যা, তবে তাতে কিছু যায় আসে না। যেমনটা হ্যারি বলেছিল। ভ্যান সিমসনের কন্ট্যাক্ট খুবই ভালো। এটাতে প্রমাণ হয় না ও চুরির সাথে যুক্ত, আর যদি যুক্ত থাকেও তবে কিভাবে? আর ওর সাথে ওই প্রিস্টের লিঙ্কও বোঝা যাচ্ছে না।"

"রানিরি?"

"হ্যা, সে কি করে ভ্যান সিমসনের সাথে খাপ খায়?"

"আমি যা জানি তোমাকে বলেছি, সে ভ্যাটিকান ব্যাংক থেকে চুরি করে আর এক বছর আগে এখানে এসে লুকায়। তারপর এখানে একজন ফেন্স হয়। ও অল্প সময়ের খেলোয়াড়।"

"একদম ঠিক, তো সে একটা আট মিলিয়নের কয়েন নিয়ে কি করছিল? এটা তো তার সাথে খাপ খায় না। আমাদের যেটা জানার দরকার সেটা হল ওকে প্রথম চোটে কে কয়েনটা বিক্রি করতে দিয়েছিল।"

"আমরা ওর অ্যাপার্টমেন্ট চেক করে দেখতে পারি?" জেনিফার আশান্বিত হয়ে তাকালো।

"ও কোথায় থাকতো?"

"পোর্ট দ্য কিং বা এধরনের কিছু।" জেনিফার ওর নোটবুকটার জন্য ব্যাগ হাতড়ালো।

"পোর্ট দ্য ক্লিগনানকোর্ট?"

"পুলিশ সার্চ করে দেখেছে না?"

"হ্যা, তবে ওরা কত ভালোভাবে দেখেছে?" গত কয়েক বছরে একটা জিনিস জেনিফার শিখেছে নিজের চোখে না দেখে কখনো অন্যের দেখা এভিডেন্স বিশ্বাস করে কাজ করতে হয় না। বিশেষ করে লোকাল পুলিশ। "ওরা তো মনে হয় কেসটা ক্লোজ করার জন্যই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আমরা এমন কিছু পেতেই পারি যা ওরা মিস করে গেছে।"

ওরা গাড়ির কাছে পৌছে গেছে। টম ড্রাইভিং সিটে বসে ইঞ্জিন চালু করলো। "এটা কিন্তু তোমার কল।" জেনিফার ভিতরে ঢুকলে টম বললো। "তুমি চাইলে আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি তবে এটা কেবলই সময়ের অপচয়।"

"ভালোই হয়েছে আমি তোমার কাছে পারমিশন চাই নি।" জেনিফার ঝাঝের সাথে বললো। টমের ব্যবহার ওর কাছে আবারো অসহ্য ঠেকছে। ও ওর নোটবুকটা বের করে পাতা ওল্টাতে লাগলো। "সতের নাম্বার, তুমি চেন?"

টম মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"ফ্লিয়া মার্কেটের পরেই, কিন্তু আমি তোমাকে আবার বলছি, কোন লাভ নেই।" টম রুক্ষ্ম রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করেছে।

সাথে সাথেই ওর পেছনে একটা ডার্ক ব্লু গাড়ি একটা সাদা ভ্যানের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ওদের ফলো করতে লাগলো। গাড়ির আরোহী ফোনে কথা বলছে।

অধ্যায় ৪০

পোর্ট দ্য ক্লিগনানকোর্ট, এইট্টিন্থ অ্যারোন্ডিসমেন্ট, প্যারিস
বিকাল ৪:১৭

ওরা গাড়ি থামিয়ে নামার আগে সতর্কভাবে আশেপাশে তাকাল। উঁচু উঁচু গাছগুলোকে যেন ভারী বাতাশ আর শুকনো আলো দিয়ে চেপে ধরা হয়েছে। গাছের কলামগুলো যেন নিরাশা আর ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। ছাই বর্ণের উঁচু দেওয়ালের উপর দিয়ে সেগুলো এমনভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে যে বাড়িটাকে দেখতে একটা জেলখানার মত লাগছে।

সতের নাম্বারের কাছে গিয়ে বেল টিপলো ওরা।

কয়েক সেকেন্ড পর ইন্টারকমে এক নিঃশ্বাসে বলা একগাদা ফ্রেঞ্চ শোনা গেল।

"পুলিশ।" টম শুধু একটা কথাই বললো।

প্রায় সাথে সাথেই দরজাটা খুলে গেল। জেনিফার টমের দিকে রাগী রাগী চোখে তাকালো।

"পুলিশ অফিসারের অভিনয়?"

"ঢুকতে তো পারলাম, না কি?"

ওরা ভিতরে ঢুকলো। ওদের পায়ের শব্দ প্যাসেজে প্রতিধ্বনিতি হচ্ছে, যেটা একসময় ঘোড়ার গাড়ি রাখার জন্য ব্যবহার করা হত, আর এখন সেখানে দুটো বিশাল সবুজ ডাস্টবিন দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকে পচা খাবারের গন্ধ আসছে। দ্বার রক্ষীণি ওদের সাথে দেখা করার জন্য সিঁড়ির ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সাদা চুলের এক বৃদ্ধা। মুখে বলিরেখা। তার পেছনে, তার ঘর থেকে টিভি'র শব্দ শোনা যাচ্ছে।

"আমরা ফাদার রানিরির অ্যাপার্টমেন্টটা দেখতে চাই," নির্ভুল ফ্রেঞ্চে টম বললো।

"আপনারা পুলিশ?" বৃদ্ধা ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বললো।

"হ্যা।"

"ব্যাজ আছে?"

"অবশ্যই।"

"দেখি।" বৃদ্ধার হাত আর্থারাইটাসের কারণে শীর্ণ হয়ে গেছে।

"ঝামেলা বাধিও না, বুড়ি।"

দ্বাররক্ষিনী একবার টম আর একবার জেনিফারকে আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর বিড়বিড় করে নিয়মের কথা বলতে লাগলো।

"কোন ফ্লোর?"

"টপ, রুম বি।"

"লিফট আছে?"

"না," সে পেছনের সিঁড়ি দেখিয়ে বললো, "সিঁড়ি।"

টম জেনিফারের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো। জেনিফার ওর পিছন পিছন সিঁড়ি পর্যন্ত গেল।

পাঁচ মিনিট পর ওরা টপ ফ্লোরে পৌছালো। ওদের সামনে একটা লম্বা করিডোর আর ছয়টা দরজা।

"এটাই হবে," জেনিফার বললো।

বা'দিকের দরজাটা নীল আর সাদা পুলিশ টেপ দিয়ে সিল করা, সাথে একটা অফিসিয়াল সাইন। টম মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আমি ঢুকে তোমাকে ঢোকাচ্ছি।"

"কোন দরকার নেই," জেনিফার ওর ব্যাগের ভেতর থেকে একটা লক পিক বের করে নিচু হল, "আমি ম্যানেজ করতে পারব।" ও লকপিকটা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে দরজায় সাবধানে একটা চাপ দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললে টেপটা উঠে এল।

ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকলো ওরা। আলোর একমাত্র উৎস পর্দাবিহীন একটা জানালা। একপাশের দেওয়ালে একটা খাট লাগানো। আর এর ম্যাট্রেসটা অন্য পাশের দেওয়ালে হেলান দিয়ে পড়ে আছে। একটা ছোট রেফ্রিজেরেটর গুম গুম শব্দ করছে, দরজা খোলা কিন্তু লাইট ভাঙ্গা। কিছু কাপড়-চোপড় ওয়ার্ড্রোব আর ড্রেসিং টেবিলের বাইরে ঝুলছে। বাকিগুলো খাট আর মেঝেতে পড়া।

একেবারে বা দিকের কোণায় একটা সাদা সিঙ্ক। পাশেই একটা সিঙ্গেল গ্যাস রিং, একটা উজ্জ্বল নীল গ্যাস সিলিন্ডারের সাথে যুক্ত। সেটাকে আবার একটা সস্তা পাতলা কাঠের পাত দিয়ে ব্যালান্স করে রাখা। টম সুইচ টিপলো, কিন্তু বাল্ব নেই। সিলিঙে বাদুড়ের বাসা।

"এ কি অবস্থা!" জেনিফার হতভম্ব হয়ে বললো।

"তুমি কি আশা করছিলে?" জিজ্ঞাসা করলো টম।

"জানি না। তবে ঠিক এটা নয়।"

"এটা তোমার আইডিয়া ছিল, মনে থাকে যেন।"

"আমরা এখানে এসে পড়েছি, একবার ঘুরে দেখলে ভালো হয় না?"

টম শ্রাগ করে ওর মত করে রুমটা সার্চ করতে শুরু করে দিল। ও দেওয়াল আর মেঝে ভালো করে টোকা দিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে। জেনিফারও তাই করছিল, ও ওয়ার্ডরোব পিছনটা দেখলো, এরপর খাটটা দেওয়াল থেকে সরিয়ে দেখতে লাগল। ওরা দুজন দুপাশ থেকে দেখে এসে আবার মাঝখানে এসে মিলিত হল। বেশিক্ষণ লাগলো না।

"এখানে কিছুই নেই," চারপাশ দেখতে দেখতে টম বললো।

"এটা শুধুই একটা ট্রাই ছিল।"

"ও, তাই?"

"হয়তো ফ্রেঞ্চ পুলিশ অতটা কেয়ারলেস নয় যতটা আমি ভেবেছিলাম, হয়তো–"

"দাঁড়াও," টম ওকে বাধা দিয়ে বললো, "এখানে আসলেই কিছু নেই।"

"মানে? কি বলতে চাচ্ছ?"

"এখানে কিছু কাপড় আছে, স্টোভ আছে, বিছানা আছে, এমনকি কিছু বইও আছে," টম একটাকে লাথি দিয়ে একটা উজ্জ্বল লাল শার্টের নিচে ঠেলে দিল। "কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না সে এভাবে থাকতো, কোন খাবার নেই, কোন ছবি নেই, মানে–এমনকি এখানে একটা পর্দাও নেই।"

"পর্দা নেই?" জেনিফার ছোট্ট করে হাসলো, "তো? তাতে কি?"

"তুমি কখনো কোন পর্দাবিহীন ঘরে ঘুমাতে চেষ্টা করেছ? এটা খুবই কঠিন যদি না তুমি ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠতে চাও। অন্তত কোন কিছু দিয়ে তো ঢাকা থাকবে, কোন শিট বা তোয়ালে, কিংবা এরকম কিছু।"

জেনিফার নীরবে শ্রাগ করলো। ওর কথায় যুক্তি আছে। এটা আসলেই অস্বাভাবিক। টম জানালার দিকে এগিয়ে গিয়ে সেটার উপরের নোংরা গ্লাসের মধ্য দিয়ে বাইরের তালগোল পাকানো ছাদের দিকে তাকালে ওর চোখে ধরা পড়লো একগাদা টিভি অ্যান্টেনা, জানালা আর চিমনি পট। ও নিচে তাকালো। একটা চেয়ার পড়ে আছে, সম্ভবত পুলিশের সার্চ করার সময় পড়ে গেছে।

ও চেয়ারটা সোজা করলো। ওটাকে পিছন দিকে ধাক্কা দিয়ে জানালার নিচে বসিয়ে দিল। ওখানে লেগে থাকা ধূলো দেখে আন্দাজ করল ওটা ওখানেই থাকত। ও ঘুরে ফিরে আসছিল, ঠিক তখনই একটা জায়গায় ওর চোখ পড়লো। ও খেয়াল করে দেখলো চেয়ারটায় বসার অংশে পায়ের ছাপে ভরা।

"আশ্চর্য," ও নিচু হয়ে ভালো করে আরো কাছ থেকে দেখলো।

"কি? তুমি কিছু পেয়েছ?" জেনিফার এগিয়ে এল।

"মনে হয়–" ও জানালাটা খুলে চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়ালো। চেয়ার থেকে ছাদে নামার ঠিক আগে ডান দিকে একটা চওড়া পয়োনালী দেখতে পেল।

জেনিফার টমের পিছন পিছন লাফ দিয়ে সেটাতে উঠল। এটা ওদের পাশের বাড়ির ছাদে নিয়ে গেল।

চিমনি পট থেকে নেমে জেনিফার হাত পা ঝেড়ে নিল। ও ফ্লাট সু পরা। সাবধানে সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্যাবল আর ইলেক্ট্রিক তারগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু হঠাৎ করেই ও যখন শেষ ক্যাবেল সেটটা পার হচ্ছে, একটু বাজেভাবে ছড়িয়ে থাকা তারে ওর পা বেধে গেলে ব্যালান্স হারালো। হিলের উঁচু অংশটা একটা তারে বেঁধে থাকলো। ও শূন্যে হাত ছুড়তে শুরু করেছে। এরপর পা সরে

গেল আর ও ছাদের উপর থেকে গড়িয়ে উঠোনের দিকে পড়তে শুরু করলো।

"টম!" চিৎকার করে উঠলো, কোনভাবে একটা কর্ড ধরে রেখে বাজেভাবে ঝুলছে। তারটা যেভাবে ছেড়া ফাঁটা তাতে বোঝাই যাচ্ছে সেটা আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবে না।

"টম!" ও আবার ডাকলো। হাটু আর পায়ের পাতা দিয়ে কোনভাবে ধরে রেখেছে, যাতে তারটা আর না নড়ে। ওর বা পায়ের জুতো খুলে গেছে। সেটা নিচে কার্নিশে বেঁধে আছে।

হঠাৎ করে টম চলে এল। ও নিজেকে পেট পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়ে ওর হাত বাড়িয়ে দিল। ও হাত একেবারে টান টান করে দিয়েছে। জেনিফার ওর সর্বস্ব দিয়ে ওর আঙুল ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সামান্য ফাঁক।

"এখানে পা রাখ," টম তাড়া দিয়ে বললো। "এবার ওঠার চেষ্টা কর।"

জেনিফার ছোট্ট একটা টালি দেখতে পেল। টম ওকে ওখানে পা দিতে বলছে। কিন্তু তারপরও ও টমকে ধরতে পারছে না। "নড়ো না।"

জেনিফার বোকার মত মাথা নাড়লো। আতঙ্কে মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। ওর ঘর্মাক্ত হাত দিয়ে কর্ডটা স্লিপ করছে। টম উধাও হয়ে গেল। ভয়ঙ্করভাবে সেকেন্ডগুলো চলে যাচ্ছে।

"কোথায় তুমি?" হাতের যে জায়গাটা ও তারটা ধরে রেখেছে, সেই জায়গাটা অসাড় হয়ে গেছে। "টম?"

নীরাবতা।

হঠাৎ করেই একটা চিন্তা ওর মাথায় উঁকি দিলে ও ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ও চিন্তাটাকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেও সেটা ওর মাথা থেকে গেল না। টম কি ঘটনার সুযোগ নিয়ে ওকে এখানে রেখে পালিয়ে গেল?

ওর শরীরের সমস্ত পেশী অসাড় হতে শুরু করল। সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে। "ধর এটা।" ঠিক তখনই সুন্দর করে কাটা মোটা একটা তার ওর সামনে ঝুলে পড়লো।

কৃতজ্ঞভরে জেনিফার তারটা ধরলো। যতক্ষণ না ও পায়ের নিচে মাটি পেল টম ধরে থাকলো।

"ধ্যাত্।" জেনিফার হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

"তোমাকে স্বাগতম।"

"আমি মনে করেছিলাম তুমি আমাকে ওখানে রেখে চলে যাচ্ছ।"

"মানুষের উপর তোমার বিশ্বাস খুবই কম, তাই না?" জেনিফারের সামনে বসে টম বললো। ও ওর হাত ম্যাসেজ করছে। জেনিফারকে টেনে তুলতে গিয়ে ও বেশ ব্যাথা পেয়েছে।

"আমার জুতা!" জেনিফার হঠাৎ করেই বলে উঠলো। "ওটা নিতেই হবে।"

"কিন্তু আমি ওটা আনতে যাচ্ছি না।" টম উঠে দাঁড়িয়ে ওর ট্রাউজার ঝাড়তে ঝাড়তে বললো।

"আমি ওটা ছাড়তে পারি না। ওটা কিনতে আমার পাঁচশ ডলার লেগেছে।"

"পাঁচশ! হায় খোদা।"

"আমি জুতার পেছনে একটু বেশিই খরচ করি," জেনিফার আত্মরক্ষামূলকভাবে বললো।

"ফাইন, আমাকে অন্যটাও দাও।"

"কি?"

"তুমি ওটা ফেরত চাও কি চাও না?"

"হ্যা।" ও অবাক হল। কিন্তু অন্য জুতোটাও খুলে টমের হাতে দিল। টম একটা কথাও না বলে, ওই জুতোটা কার্নিশে বেধে থাকা জুতোটাকে তাক করে ছুড়ে মারল। ফলে দুটো জুতোই নিচের উঠোনে গিয়ে পড়লো। জেনিফার অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। টম এইমাত্র এক জোড়া পাঁচশ ডলারের জুতো দিয়ে মার্বেল খেললো।

"বানচোত," জেনিফার চিৎকার করে উঠল।

"আমাদের কাজ শেষ হলে তুমি ওগুলোকে ওখান থেকে তুলে নিতে পারবে।" টম ছোট্ট করে হেসে অপেক্ষা না করে হাটতে শুরু করলো।

জেনিফার রাগে গজগজ করতে করতে টমের পিছন পিছন আরো কয়েক গজ গেল। ও সাবধানে এগুচ্ছে। সারা ছাদ পাখির বিষ্ঠায় ভরা। তার উপর ওর পায়ে কিছু নেই। অবশেষে ওর লাল পর্দার একটা জানালার সামনে এসে থামলো। টম জানালাটা ঠেলা দিল। কিন্তু এটা শক্ত করে ভিতর থেকে আটকানো।

"আমরা এখানে কি করছি?" জেনিফার বললো। এখন ভাবছে ওর এখানে আসার কথা না বললেই মনে হয় ভালো হত।

"খড়কুটো আকড়ে ধরছি।" টম বললো। ভাল করে জানালার পাশের ছাদের ঢালটা দেখে নিল। তারপরই হঠাৎ করেই ওর নজর পড়ল জানালাটার ফ্রেমে। ও ফ্রেমের উপর সাবধানে আর ধীরে ধীরে আঙুল বোলাচ্ছে। তারপর হঠাৎ করেই একটা বোতাম অনুভব করতে পারলো। বোতামটা চাপ দিল সে। কোন শব্দ না হলেও এবার টম জানালা খোলার চেষ্টা করলে জানালা খুলে গেল। পর্দাটা সরালো টম। জেনিফার ওর পেছনে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। সব রাগ ভুলে গেছে।

"তোমাকে জুতোর জন্য মাফ করা গেল।"

"ডামি প্রবেশপথ, বেশ সাধারণ একটা ট্রিক। যদি তুমি লোকচক্ষুর আড়ালে যাওয়া আসা করতে চাও। তুমি রানিরি সম্পর্কে আমাকে যা যা বলেছিলে তাতে আমার মনে হয়েছে সে তাড়াহুড়া করার মত লোক নয়। যাইহোক–" টম অন্ধকার ঘরটাতে ঢুকতে ঢুকতে বললো, "আমাকে পুরোপুরি ক্ষমা করার আগে দেখা যাক এখানে কি কি পাওয়া যায়।"

অধ্যায় ৪১

বিকাল ৪.৩৬

ওরা বেডরুমে ঢুকলো। এইমাত্র যে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এসেছে তার সাথে এর কোন মিলই নেই। সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো ঘর। ডার্ক ব্লু বেডশিটের উপর চাইনিজ ওয়ালপেপার সুন্দর মানিয়েছে। পালিশ করা কাঠের মেঝের উপর ক্রিম কালারের কার্পেট। বেডসাইড টেবিলে কতগুলো ছবি সুন্দর করে রাখা। রুমের একপাশে একটা বড় আয়না, ওটা আসলে একটা ওয়ার্ড্রোবের দরজা। ওয়ার্ডরোবের ভেতর সারি সারি সুট, শার্ট, জুতো আর টাই। কালার অনুসারে সাজানো। সাথে ওর ধর্মীয় পোশাক। বোঝাই যাচ্ছে রানিরি যা-ই করতো তাতে ভালো টাকা পেত।

বেডরুমের থেকে বের হলে একটা বিশাল কিচেন। ডান পাশের দেওয়ালে ফ্রন্ট ডোর। এর বিপরীত দিকে একটা অফিস, যার এক কোণায় একটা বড় ডেস্ক। এখানো গোধুলীর লাল আলো পুরো ঘরটাকে ভরিয়ে রেখেছে, যদিও পর্দাগুলো টেনে দেওয়া। ওরা চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে দেখতে লাগলো।

"এই যে," জেনিফার একটা সুইচ দেখতে পেয়ে অন করলো। "দেখা যাক কি পাওয়া যায়।"

টম ডেস্কের কাছে গেল। ড্রয়ারে হাত দেবার আগে ও ডেস্কের উপরের কাগজগুলো দেখছে। তেমন কিছু নেই। চালানপত্র, ফ্যাক্স, অর্ডার। দেখে মনে হচ্ছে রানিরি তলে তলে কোন মদ আমদানী ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিল।

এক ভাবে দেখলে টমের বিরক্ত লাগছেল এসব করতে। পুলিশের সাথে কাজ করতে ওর সবসময়ই অসহ্য লাগে, বিশেষ করে ফেডারেল, যদিও আগে যে সব মাথামোটা লোকেদের সাথে কাজ করেছে জেনিফার তাদের মত নয়। বলতে গেলে একেবারে উল্টো। কিন্তু টমও এমন একজন লোক যে চ্যালেঞ্জ পছন্দ করে। আর সত্যি বলতে কি, ওরও এখন কৌতূহল হচ্ছে কি করে কয়েনগুলো ফোর্ট নক্স থেকে রানিরির হাতে পৌছালো। যদিও জেনিফারকে তেমন কিছুই বলে নি।

"এটাই আমাদের দরকার," জেনিফার বললো, একটা ইলেক্ট্রিক ক্যাবল সকেট থেকে খুলতে খুলতে বললো। "ওর ল্যাপটপ। হয়তো অন্য কেউ আমাদের আগে এখানে এসেছিল, তারপর সেটা নিয়ে গেছে?"

"এমনও হতে পারে ওটা এখানেই আশেপাশে কোথাও লুকানো আছে।"

"আমি বেডরুমে দেখেছি।" জেনিফার চলে গেল।

টম গা ছড়িয়ে চেয়ারটায় বসে পুরো ঘরটা দেখছে। কিছু একটা খুঁজছে, যেটা সাহায্য করতে পারে। পুরো ঘরের ডেকোরেশন অস্বাভাবিক আধুনিক। কফি টেবিল আর ডেস্ক ম্যাচ করা। ব্রাশ করা স্টিল ফ্রেমে ধোয়াটে গ্লাস। কালো লেদারের সোফা আর চেয়ারগুলো শক্ত আর খাটো। পিছন দিকটা কেমন যেন ঢালু। টমের হাটু ওর বুকের কাছে চলে আসছে। দেওয়ালের রঙ সাদা, সেখানে নিউইয়র্কের কিছু বিখ্যাত স্থানের সাদা কালো ছবি টাঙানো। ত্রিভূজাকৃতির ফ্লাটিরন বিল্ডিং, অপ্রতিরধ্য বিল্ডিং, এম্পায়ার স্টেটের গ্রানাইট পৃষ্ঠ।

ঘরটার অসম্ভব পুরুষালী সৌন্দর্য থেকে চোখ ফিরিয়ে টমের নজরে ডেস্কের পায়ের নিচের লাল ওয়েস্টপেপার বাস্কেটটাতে পড়তে ও ওটাকে তুলে নিল। এটার গায়ের ম্রিয়মান হয়ে আসা রঙ দেখে বুঝতে পারছে এটা অনেকদিন ধরেই সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। এটার মধ্যে থেকে ও একটা খবরের কাগজ বের করে আনলো। অদ্ভুত কিছুই নেই। শুধু একটা তারিখ।

"রানিরির খুন হবার তারিখটা যেন কত বলেছিলে?" টম গলা উচিয়ে জেনিফারকে জিজ্ঞাসা করলো।

"ষোল তারিখ, কেন?" জেনিফারের গলা ফাঁকা অ্যাপার্টমেন্টে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

"আমি মনে হয় কিছু একটা পেয়েছি।"

জেনিফার স্টাডিতে ফিরে এল। ওর চোখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

"আমি এই পেপারটা পেয়েছি। এটা বিশ তারিখের কাগজ। রানিরির মৃত্যুর চারদিন পরের। এর অর্থ হল, এখানে অন্য কেউ এসেছিল।"

"আর দরকারী জিনিসগুলো নিয়ে গেছে না হয় নষ্ট করে গেছে।" জেনিফার হতাশ হয়ে বললো।

"কিন্তু," টম পুরো ঘরের দিকে চোখ বুলাচ্ছে, "ঘরটা একবার ভাল করে দেখ, এটাকে দেখে কি একটা সার্চ করা অ্যাপার্টমেন্ট মনে হয়? মানে একটা সার্চ করা বাড়ির যেরকম নোংরা থাকার কথা এটাকে কি সেরকম মনে হয়?"

"মানে?"

"এখন যে বা যারাই এসে থাকুক না কেন তাদের এখানে কোন রকম খোঁজাখুঁজি করতে হয় নি, তারা জানতো কিভাবে ঢুকতে হবে, জিনিসগুলো কোথায় রাখা আছে, সবকিছু।"

"কোন পার্টনার?" জেনিফার টমের সামনের চেয়ারটায় বসতে বসতে বললো। "এমন কেউ যে আগে এখানে তার সাথে ছিল।"

"সম্ভবত জার্মান," টম পেপারটা দেখিয়ে বললো। "আমাদের রহস্যময় অতিথি," টম ভাল করে পেপারটা দেখে বললো, "দেখে মনে হয় না সে পেপারটা এমনভাবে ভাঁজ করেছে যেন এই আর্টিকেলটা ভালো করে পড়তে পারে?"

পেপারটাকে চারটা ভাঁজ করা হয়েছে, ফলে এটা একটা বড় আয়তাকার ধারণ করেছে আর এটাকে একটা বইয়ের মত করে পড়া যাচ্ছে। এখানে প্রথম পাতার একটা আর্টিকেল একেবারে সামনে, আর অন্য পাতাগুলো এটার পেছনে ভাঁজ করে ধরা আছে, যাতে ঐ আর্টিকেলটা ভাল করে পড়া যায়।

"হেডলাইনটা কি?" জেনিফার টমের দিকে ঝুঁকে এসে বললো। ও টমের পাশের সোফাটার হ্যান্ডেলে এসে বসেছে।

"*সুখে গেট উইটার ফার উইটার ফার শিফল ফ্ল্যাগহাফেন শিফল ফ্ল্যাগহাফেন-ডিবি,*" টম পড়লো। "শিফল এয়ারপোর্টের চোরদের এখনো খোঁজা হচ্ছে।" অর্থ করে বলল।

"শিফল? হল্যান্ডের শিফল?"

"তুমি আর কোন শিফল চেন?" টম জিজ্ঞাসা করলো।

"কিউট।" জেনফার মুখ বাঁকালো। তারপর ব্যাগ থেকে ফোনটা বের করে একটা নাম্বার ডায়াল করলো সে। "ম্যাক্স স্প্রিঙ্গার, প্লিজ," একটা বিরতি। "ম্যাক্স, জেনিফার বলছি, ভাল, ধন্যবাদ। তুমি ডেস্কে আছ? গ্রেট। একটা ব্যাপার একটু চেক করে দিতে হবে। আচ্ছা, কয়েক সপ্তাহ আগে শিফল এয়ারপোর্টে চুরির ব্যাপারে তোমার কাছে কি আছে আমাকে একটু জানাতে পারবে? হ্যা, অবশ্যই, হল্যান্ডের শিফল," ও টমের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। "তুমি আর কোন ঝপযরঢ়যড়ষ চেন নাকি?"

"তুমি কি চিন্তা করছো?"

টম জিজ্ঞাসা করলে জেনিফার মাউথপিসে হাত রেখে বললো, "আমরা ইন্টারপোলের কাছ থেকে প্রতিদিন রিপোর্ট পাই, সেগুলো আমাদের ডাটাবেসে রাখা হয়। শিফল-এ যাই ঘটুক না কেন তার সম্পর্কে কিছু না কিছু আমাদের ডাটাবেসে আছে।" জেনিফার মাউথপিস থেকে হাত সরালো। "হ্যা, এখনো আছি। কিছু পেয়েছ? ওয়াও। আমাকে বল, আস্তে আস্তে," ও ডেস্ক থেকে একটা কাগজ নিয়ে কিছু নোট নিচ্ছে। "ওকে ওকে, এই সব? গ্রেট। কি? না এখন আমি তার সাথে কথা বলতে পারব না।" ও টমকে এক ঝলক দেখে আবার মাটির দিকে তাকালো। "বলো তাকে আমি রাতে ফোন করব। থ্যাংস ম্যাক্স।" ও ফোনটা কেটে দিল।

"তো?"

"এগারোই জুলাই শিফল এয়ারপোর্টে কাস্টম্‌সের ওয়্যারহাউজে একটা ডাকাতি হয়েছিল। ডাকাতরা একটা ইউপিএস ভ্যানে বিরল মদ আর জুয়েলারী ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। দুজন গার্ড মারা যায়। এর দশ দিন পর অর্থাৎ একুশ তারিখে আমস্টারডামে একটা ফোনবুথের মধ্যে একজন লোককে ছুরি মারা হয়। ডাচ পুলিশের মতে ভিক্টিমের নাম কার্ল স্টেইনার।" জেনিফার ওর নোটের দিকে তাকিয়ে বলে যাচ্ছে, "একজন ইস্ট জার্মান যার ডাকাতি আর

চুরির মাল হ্যান্ডেল করার রেকর্ড আছে। পুলিশ তার আস্তানায় গিয়ে সেই বিরল মদের কয়েকটা কেস পায়। সেগুলোকে জুয়েলারির সাথে ফেলে রাখা হয়ছিল।

"মানে সে-ই এয়ারপোর্টের কাজটা করেছে।" টম দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো।

"ব্যাপারটা আরেকটু ভাল। জানা যায় তাকে চৌদ্দ তারিখে প্যারিসে অ্যারেস্ট করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে সে নাইটক্লাবের বাইরে একটা মারামারি শুরু করেছিল। এখন বল তো কে পরদিন সকালে তার জামিন করিয়ে দেয়?"

"রানিরি?" ওর গলায় আরো আশার সঞ্চার।

"একদম ঠিক," জেনিফার হাসলো।

টমের কপালে চিন্তার রেখা।

"তাহলে তো হয়েই গেল, তুমি বারবার রানিরি কয়েনটা কিভাবে পেয়েছিল সেটা জানতে চাচ্ছিলে, তাই তো? আমরা এখন জেনে গেছি কিভাবে এত সতর্কভাবে অ্যারেঞ্জ করা ফোর্ট নক্সের কাজটায় ঝামেলা বাঁধলো।"

"সত্যিই কি তাই?"

"আমস্টারডাম একটা মেজর ট্রেড এরিয়া। এখানে অনেক ধরণের দামি জিনিস আসে, কিছু আইন মেনে, আর কিছু না মেনে। ধরা যাক, স্টেইনার এরকম একটা অ্যাকশনে কাজ করলো। সে এক ভ্যান ভর্তি মদ আর জুয়েলারি নিয়ে পালিয়ে গেল। যদি এমন হয় যে ওর ভাগ্য আরো ভাল হয়ে গেল? ও সেখানে একটা বক্সে কয়েনগুলো পেয়ে গেল?"

"তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। মাসের পর মাসের প্ল্যানিং, হাজার হাজার ডলারের ইনভেস্টমেন্ট সবই নষ্ট হয়ে গেল শুধুমাত্র এই কারণে যে একটা সঙের ভাগ্য ভাল বলে?"

"কেন নয়? একজন কুরিয়ার অনেক বেশি রিস্কি হয়ে যায়। জানোই তো আজকাল এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি কত টাইট করে দেওয়া হয়েছে। এর চাইতে কার্গো অনেক বেশি নিরাপদ, কারণ এটার বেশিরভাগ প্যাকেটই খোলা হয় না। আমার জানা উচিত। কারণ আমি নিজেও এটা করেছি। স্টেইনারের কাছে হয়তো মদ আর জুয়েলারীর অনেক খদ্দের ছিল, কিন্তু কয়েনগুলো একেবারেই ব্যতিক্রম। এটা বিক্রি করতে ওর সাহায্যের দরকার ছিল।"

"একদম ঠিক।" জেনিফার বুঝতে পারছে যে টম কি বলতে চাচ্ছে। "আর এজন্যই স্টেইনার প্যারিসে তার বন্ধু রানিরির সাথে দেখা করতে এসেছিল। সম্ভবত কাজ শুরু করার জন্য ও রানিরিকে একটা কয়েন দিয়েছিল, কিন্তু সেটা বিক্রি করতে পারার আগেই কেউ হয়তো রানিরিকে ট্র্যাকডাউন করে মেরে ফেলে। আর স্টেইনার যখন এই খবরটা পায় তখন ও এখানে চলে আসে। সম্ভবত কয়েনগুলো এখান থেকে নিয়ে আমস্টারডাম চলে যায়। তখনই হয়তো ও পেপারটা এখানে ফেলে যায়।"

"আর কয়েকদিন পর নিজেও রানিরির মত মারা যায়।"

"হ্যারি বলেছিল না খুব কম লোকই আছে যারা এই কয়েনগুলো সম্পর্কে উৎসাহী কিংবা কেনার ক্ষমতা রাখে?"

"তোমার পয়েন্টটা কি?"

"মানে, এমনও তো হতে পারে স্টেইনার আর রানিরি একই লোককে কয়েনগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করছিল যে এগুলো প্রথমবার চুরি করিয়েছে?"

টম কিছু বলার আগেই পেপারটা খসখস শব্দ করে সামান্য নড়ে উঠলো, ক্ষীণ একটা বাতাসের স্পর্শে পেজগুলো একটু উপরে উঠে আবার নেমে গেল। জেনিফার খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে।

"তুমি তোমার পেছনের জানালাটা বন্ধ করেছিলে?" জেনিফার ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলো।

"মনে হয়, করেছিলাম," টমও নিচু গলায় উত্তর দিল।

টম সোফা থেকে উঠে লাইট বন্ধ করে ঘরটাকে পুরো অন্ধকার করে দিয়ে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগুচ্ছে, একেবারে দেওয়ালের সাথে পিঠ ঘেষে। ওর পেছনে জেনিফার।

ওরা অপেক্ষা করে শব্দ শোনার চেষ্টা করলো। এই অদ্ভুত নীরবতা উপরতলার শব্দগুলোকে আরও স্পষ্টতর করে তুলেছে। একটা দূরবর্তী সাইরেন, একটা জানালা বন্ধ হল, একটা বাচ্চা কাঁদছে। কিন্তু এরপর, এতসব শব্দের মাঝেও একটা হালকা খ্যাচ খ্যাচ শব্দ, একটার কয়েক সেকেন্ড পর আরেকটা। শব্দগুলো এই ফ্ল্যাটের মধ্য থেকেই আসছে। পা টিপে টিপে হাটছে কেউ।

পদক্ষেপগুলো অপ্রতিরোধ্যভাবে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ড্রামের বিটের মত। অনেক কাছে। কাপড়ের ঘষা লাগার শব্দ। হঠাৎ করেই তারা থেমে গেল। টম বুঝতে পারছে, ওরা যারাই হোক না কেন, দরজার একেবারে ওপাশে দাঁড়ানো। নিজেদের প্রস্তুত করছে।

একটা বন্দুকের ব্যারেল দেখা গেল, কালো, পালিশ করা আর চ্যাপটা নাকের। এরপর একটা হাত। সাদা, ছোটখাট, প্রতিটা আঙুলে বড় বড় সোনার আংটি। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের মাঝখানে একটা মাকড়শার জালের ট্যাটু।

কোন রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই টম লোকটার রিস্ট ধরে ফেলে, ও ওর নিজের আঙুলগুলো লোকটার বুড়ো আঙুলের উপর দিয়ে চেপে ধরলো আর নিজের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে লোকটার লোয়ার রিষ্টে চাপ দিল। এভাবে ও লোকটার হাত একশ আশি ডিগ্রি উল্টো করে লোকটার দিকে একটা ঠেলা দিল। টম অনুভব করলো রিস্ট জয়েন্টের শক্ত কিন্তু আর লিগামেন্টগুলো কট করে ভেঙ্গে গেল। সাথে সাথে লোকটা ব্যাথায় চিৎকার করে উঠলো। তার হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে যেতেই টম গ্রিপ লুজ করে মেঝে থেকে বন্দুকটা তুলে নিল। লোকটা, যার মুখটা পর্যন্তও এখনো দেখা যায় নি, লাফ দিয়ে পেছনে সরে গেল। ব্যাথায় কঁকাচ্ছে।

"ঘরেই মধ্যে যেই ঢোকার চেষ্টা করবে তাকেই আমি গুলি করবো," টম চিৎকার করে বললো।

একটা নীরাবতা। এরপর ওদের ফিরে যাবার শব্দ শুনতে পেল আর বেডরুম থেকে নিচু গলার শব্দ।

“ওরা মনে হয় সবচেয়ে খারাপ সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিল,” টম ফিসফিস করে বললো, “আমাদের এখানে রেখে খালি হাতে ওদের বসের কাছে ফিরে যাচ্ছে।”

হঠাৎ করেই ডোরবেল বেজে উঠে, ইলেক্ট্রনিক ঘন্টার তীক্ষ্ণ শব্দ পুরো অ্যাপার্টমেন্টটার নীরবতাকে খান খান করে দিল। এরপরের গাঢ় নীরবতায় ওরা ছাদের উপরে দৌড়ানোর শব্দ শুনল, যেগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

অধ্যায় ৪২

বিকাল ৫:০৬

ডোরবেলটা আবার বাজলো। আগেরবারের চাইতে আরেকটু তীব্রভাবে। টম পা টিপে টিপে কিচেনের কাছে গেল, এরপর দেওয়াল ঘেষে সামনের দরজার কাছে। আবার শূন্য ফ্ল্যাটটাতে ডোরবেলের শব্দ হল, এবার সাথে দরজায় থাবা দেবার শব্দ। টম পিপহোলে চোখ রাখলো।

"শিট," টম দাঁতে দাঁত চেপে ফিস ফিস করে বললো। "শিট, শিট, শিট।" এটুকুই বাকি ছিল।

"কে?" জেনিফার নিচু গলায় বললো, এখনো লিভিংরুমের দরজার সামনে দাঁড়ানো, চোখেমুখে কৌতুহল। টম উত্তর না দিয়ে বন্দুকটা পকেটে ঢুকিয়ে দরজা খুললো। করিডোরের লোকটা ঘন কুয়াশার মত ঘরে ঢুকে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালো।

"আহ, ফেলিক্স, আমার মনে হয় আমরা তোমাদের বিরক্ত করছি না?" হাস্যোজ্জ্বল মুখের, তেলতেলে লম্বা কোকড়ানো চুলের বিশালদেহী একজন লোক উকি দিচ্ছে। চুল লেজের মত করে পেছনে বাধা। হাত প্রসারিত। জেনিফার, ফেলিক্স নামটা চিনতে পারলো। পিপার বলেছিল এই নামটাই টম গত দশ বছর ধরে ব্যবহার করছে।

"জ্যঁ পিয়েরে, তুমি ভিতরে আসলেই ভাল হয়," টম অসন্তোষের সাথে বললো। হাত মেলালো ওরা। লোকটা ওর দুপাশে দাঁড়ানো অন্য পুলিশ দুজনকে অপেক্ষা করতে বলছে। টম দরজা বন্ধ করে দিলে জেনিফার লাইট জ্বালিয়ে দিল। "জেনিফার, এ হল ফ্রেঞ্চ ডমেস্টিক সিক্রেট সার্ভিসের জ্যঁ পিয়েরে দুমা। জ্যঁ পিয়েরে, এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট জেনিফার ব্রাউন।"

দুমা জেনিফারের সাথে হাত মেলালো। "এটা মনে হয় আপনার।" ও জেনিফারের খালি পা দেখে বা হাতে ধরা জুতো জোড়া বাড়িয়ে দিল।

"থ্যাঙ্ক ইউ।" ও জুতোয় লাগা ময়লা পরিস্কার করতে করতে টমের দিকে রাগী দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে এরপর সেগুলো পরে নিল।

"আপনার কাছে কি কোন কাগজ আছে, মাদামোয়াজেল?" জেনিফার দাঁড়ালে দুমা জিজ্ঞাসা করলো।

জেনিফার ওর জ্যাকেটের পকেট থেকে ব্যাজটা বের করে ওর হাতে দিলে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে সরু চোখে সেটা দেখে নিল। বিস্ময়ে ভ্রু উঁচু করে বললো, "ফেলিক্স আসলেই এফবিআই'র জন্য কাজ করছো?"

"আমি মোটে এফবিআই'র সাথে কাজ করছি না," টম সংক্ষেপে বললো, "আমরা শুধু কো-অপারেট করছি।"

"হ্যা, এটাই সত্যি," জেনিফার বললো। "মি. ক্রিক এখানে কেবল একজন প্রাইভেট সিটিজেন। এর বেশি কিছু নয়।"

"হ্যা, সে সব সময়ই তাই।" দুমা হাত নেড়ে বললো, "আমরা বসে ব্যাপারটা নিয়ে ভাল করে কথা বলি।"

দুমা ওদের বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা সোফায় ধপাস করে বসে পড়লো। ওর ভারে সোফার শক্ত স্প্রিং ডেবে গেছে। টম আর জেনিফার ওর উলটো দিকে বসলো। দুমা একজোড়া নতুন জিন্স পরেছে। সাদা টি-শার্টের উপর নীল শার্ট তার উপর ভারি কালো লেদারের জ্যাকেট। ওকে দেখতে শক্তিশালী মনে হয়। যদিও তেমন ফিট আর ক্ষীপ্র নয়। নিকোটিন আর অ্যালকোহলের প্রভাবে মুখ ঢিলে হয়ে গেছে।

"তো, বন্ধু," সে টমের দিকে ফিরে বললো, "তুমি আবার প্যারিসে?"

"আপনারা দুজন বন্ধু?"

"ঠিক বন্ধু নই, আসলে টম কখনো কারো সাথে খুব ঘনিষ্টভাবে মেশে না, তাই তো? তবে আমাদের মধ্যে খুব ভালো একটা আন্ডারস্টান্ডিং আছে, বন্ধুত্বের মতোই।" দুমা হাসছে।

"জে পি আমি চাই আমাদের দেখা হবার ব্যাপারটা তুমি ওকে বল," টম বললো।

"তুমি শিওর?" দুমা অবিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলে টম দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"কয়েকবছর আগে ফেলিক্স কিছু সমস্যায় পড়ে। সে আসলে, কি বলা যায় তোমাদের সরকারের রিকয়্যারমেন্টের চাইতে বেশি কিছু। সে আমার কাছে আসল, আর আমরা তাকে উধাও হয়ে যেতে সাহায্য করলাম, তার বদলে সে আমাদের দেশের অতি প্রয়োজনীয় একটা জিনিস ফিরে পেতে সাহায্য করে।"

"তো তুমি আমাকে সত্য কথাই বলেছিলে।" জেনিফার নরম গলায় বললো।

দুমা টমের দিকে ফিরলো। "আর তুমি এখন আবার ঝামেলায় জড়িয়েছ? ঠিক তো?"

"কেন? তুমি কিছু শুনেছ নাকি?"

"তুমি ডিটেক্টিভ সার্জেন্ট ক্লার্ক নামে কাউকে চেন? সে তো মনে হয় তোমাকে খুব ভাল করেই চেনে।"

"ঐ বানচোত," টম মুখ অন্ধকার করে বললো। "ও জানে নাকি, আমি এখানে?"

"না, চিন্তা করো না, আমি বলবো না।"

"থ্যাংস, জেপি।"

"যাইহোক, আমি শুনলাম ও তোমাকে খুনের অপরাধে খুঁজছে। আমি জানি

ওটা একটা ভুল ছিল, সেলফ ডিফেন্স এক জিনিস আর খুন অন্য জিনিস। আমি তোমাকে ভাল করে চিনি। তুমি কোন খুনি নও।"

"তুমি আমাদের খুঁজে পেলে কি করে?" টম জিজ্ঞাসা করলো।

"আমরা তোমার বন্ধু ভ্যান সিমসনের উপর গত কয়েক মাস ধরে নজর রাখছি। কালো টাকা সাদা করা, ঘুষ দেওয়া, ব্ল্যাকমেইলিং, এমনকি খুনের জন্যও তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে। সে ঠিক সুবিধার লোক নয়।"

"তো, তোমরা আমাদের সেখান থেকে ফলো করেছ?"

"না, আমি লোক লাগিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাদের অবাক করে দিয়েছ। অবশ্য মাদামোয়াজেলের জুতো জোড়া যখন আকাশ থেকে ঈশ্বরের অভিশাপের মত নেমে এসে একটুর জন্য আমার মাথাটা মিস করলে যতটুকু অবাক হয়েছিলাম ততটা নয়।"

টম হাত উঁচু করে করলো। "আমার দোষ, সরি।"

দুমা মাছি তাড়াবার মত ভঙ্গি করলো।

"ফরাসি পুলিশ *জদাঁমারি* গত দশ দিন ধরে এই জায়গাটা নজরে রাখছে। একজন ইতালিয়ান প্রিস্টেষ্টর খুনের ব্যাপারে। তবে আমার মনে হয় সেটা তুমি আগে থেকেই জান।"

"ওরা এই অ্যাপার্টমেন্টটার ব্যাপারে জানতো?" টম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো। অবশ্য মনে মনে খুশি হয়েছে যে ওরাও এটা খুঁজে পেয়েছে।

"তারা একেবারে ছাগল নয়।"

"তাহলে, আমরাই একমাত্র লোক নই যারা এখানে এসেছে। আমাদের আগেও কেউ এখানে এসেছে, আর প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো উঠিয়ে নিয়ে গেছে।" ও ল্যাপটপের ঝুলন্ত ক্যাবলটা দেখিয়ে বললো।

"আমরা না বললে হয়তো ওরা তোমাদের এখানে ঢুকতে দেখত না, তবে প্রশ্নটা হল তোমরা এখানে কি করছো?" দুমা জেনিফারের দিকে ঘুরলো।

"মি. ক্রিক এফবিআই'কে একটা কেসের ব্যাপারে সাহায্য করছেন।"

দুমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

"আর সেটা নিশ্চয় তোমাদের কারও অ্যাপার্টমেন্টে এভাবে ঢোকার অনুমতি দেয় না। একজন পুলিশ অফিসারের নাম নিয়ে?" জেনিফার চুপ করে আছে। "আপনার অ্যাম্বাসি কি আমাদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছে, এজেন্ট ব্রাউন?"

"সেটা আমকে ওয়াশিংটনে চেক করে দেখতে হবে।"

"আমি আপনার পরিশ্রমটা কমিয়ে দিচ্ছি, তারা করে নি। সেভাবে দেখলে আপনিও এখানে একজন প্রাইভেট সিটিজেন। আপনারা এখানে বে-আইনীভাবে ঢুকেছেন। আমার কাস্টম্‌সের কলিগদের কাছে আপনাদের এ দেশে ঢোকার ব্যাপারে কোন রেকর্ড নেই।"

"আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি–"

জেনিফারকে শেষ করতে না দিয়েই দুমা বলে উঠলো, "আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন সারা পৃথিবীটাই আপনাদের আর আপনারা যা খুশি তাই করতে পারেন। কিন্তু ফ্রান্সে আমরা বাইরের এজেন্টদের আনঅফিশিয়ালি কাজ করাটা পছন্দ করি না। ন্যাশনাল সিকিউরিটির ছোট্ট একটা ব্যাপার।" ওর চোখ জ্বলে উঠেছে। ওর পয়েন্টটাকে জোর দেবার জন্য বুকটা সামান্য উঁচু করে মেরুদন্ডটা সোজা করলো।

"মি. দুমা, আমি আসলেই দুঃখিত," ওর কন্ঠে একই সাথে শ্রদ্ধা আর কঠোরতা, "আসলে আমার এখানে আসাটা পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না, তাই আমি ঠিক নিয়মগুলো পালন করার সময় পাই নি, আমি নিশ্চিত আমেরিকান অ্যাম্বাসেডর এ ব্যাপারে আমার পক্ষে সমর্থন দেবেন আর আপনার দুশ্চিন্তাও লাঘব হবে।"

দুমা ঘোত করে শব্দ করলো। "আমি নিশ্চিত তিনি দেবেন, কিন্তু আমি জানতে চাই রানিরির ব্যাপারে আপনারা উৎসাহী কেন? আর ভ্যান সিমসনের সাথে তার সম্পর্ক কি?"

জেনিফার হেসে মাথা নাড়লো। "আমি দুঃখিত, এটা সম্পুর্ন ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন। আপনাকে বলার স্বাধীনতা আমার নেই।"

"কিন্তু সে খুব বিপজ্জনক লোক।"

"আমার যখন সাহায্যের দরকার হবে, আমি অবশ্যই আপনাকে বলবো।" জেনিফার লাগসই প্রতিক্রিয়া দেখালো, "তবে বিশ্বাস করেন, আমি এর চেয়ে অনেক বিপজ্জনক লোক নিয়ে কাজ করেছি। আমি নিজেকে রক্ষা করতে জানি।"

"তাহলে তো আর দুটো রাস্তা খোলা আছে, এজেন্ট ব্রাউন," দুমা আস্তে আস্তে বললো, "হয় আপনি আপনাদের কাছে যা আছে তা শেয়ার করুন, বদলে আমিও করব আর তা না হলে বাইরে দুজন *জঁদামারি* আপনাদের গ্রেফতার করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।"

"আমরা দুজনেই জানি আমার অ্যাম্বাসি কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমাদের ছাড়িয়ে নেবে," জেনিফার শ্রাগ করে বললো, "এতে কোন লাভই হবে না।"

"সেটা ঠিক, তবে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি খবরটা সর্বাধিক মিডিয়া কাভারেজ পাবে, আপনার ছবি পেপারে যাবে, ওয়াশিংটনে আপনার বসেরা আপোষ করেছে। আমার ধারণা কেউই এটা পছন্দ করবে না যদি না আপনি আপনার তদন্ত ধ্বংস করতে চান।"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। জেনিফার আর দুমা একে অপরের দিকে গোয়াড়ের মত তাকিয়ে আছে। হঠাৎ করেই টম নীরবতা ভাংলো।

"রানিরির কাছে একটা মূল্যবান কয়েন ছিল, যেটা ইউ.এস গভমেন্টের কাছ থেকে চুরি হয়েছে।"

জেনিফার ওর দিকে হিংস্র চোখে তাকালো। "বন্ধ কর টম," জেনিফার রাগে

ফেঁটে পড়লো, "এটা বলার অধিকার তোমার নেই, আর এটা তুমিও জান।"

"আমার মনে হয় না এখন এধরনের গেম খেলার সময় আছে, আর জেপি এমন লোক না যে বাইরে গিয়ে এটা চাউড় করে দেবে। আমরা কেউই প্রেসে আমাদের পাছা দেখাতে আগ্রহী নই, তাহলে তাকে সব কথা খুলে বলতে সমস্যা কি?"

দুমা শ্রাগ করলো।

"আমি কয়েনটার কথা জানি। ডাবল ঈগল।" জেনিফার কোন প্রতিক্রিয়া দেখালো না। "ভুলে যাবেন না যে ফ্রেঞ্চ পুলিশই এটা সর্বপ্রথম আপনাদের হাতে দেয়।"

জেনিফার এবার টমের দিকে একনজর তাকালে টম মাথা নাড়লো। "আরে সে তো তোমার দিকেই আছে, কয়েনটার কথা জানে। সে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। এখানে হারানোর কি আছে?"

"আপনারা কি মনে করেন রানিরি ফেন্স হিসেবে কাজ করছিল?" দুমা জেনিফারকে উৎসাহী করার জন্য বললো।

"হ্যা," জেনিফারের গলায় দ্বিধা থাকলেও তা কেটে যাচ্ছে। "আমরা দারিউস ভ্যান সিমসনের ব্যাপারে আগ্রহী কারণ ও অনেক বড় গোল্ড কয়েন কালেক্টর। তাছাড়া ওর কাছে একটা ডাবল ঈগলও আছে। আমি জানতে চাচ্ছিলাম ও কয়েনের চুরির ব্যাপারে বা সেটা এখন কোথায় আছে সেটা সম্পর্কে কিছু জানে কি না।"

দুমা হাসছে।

"আমাকে আন্দাজ করতে দিন। এ সম্পর্কে সে কিছুই জানে না, তাই তো? এটা ওর ধর্ম।"

"আমারও সেরকম ধারণা," জেনিফার বললো।

"সে আমাদের তার ভল্টে নিয়ে গিয়ে," টম বলছে, "ওর কয়েনের কালেকশন দেখালো।"

"তাহলে তো তোমরাই বেশি জান," দুমার ভ্রু উঁচু হয়ে গেছে, "আমি যতদূর জানি সে কখনও কাউকে সেখানে নেয় না।"

হঠাৎ করেই ওর ওয়্যারলেসটা চিৎকার করে উঠলে পকেটে হাত দিয়ে বিরক্তিকর ভলিউমটা কমিয়ে দিল সে।

ওয়্যারলেস থেকে শব্দটা ভেসে আসছে। দুমা পকেট থেকে ওটা বের করে মুখের কাছে ধরলো। কথা বলে ওটা আবার পকেটে রেখে টমের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। "মনে হচ্ছে নিচে আমার ছেলেদের সাথে তোমাদের কিছু বন্ধুর দেখা হয়ে গেছে।"

"ওহ্," টম হাসলো। "তুমি চেন তাদের?"

"তারা তোমাদের ভ্যান সিমসনের বাসা থেকে ফলো করছিল। ভ্যান সিমসন অবশ্যই বলবে সে তাদের পাঠায় নি, আর এমনকি সে ওদের আগে কোন দিন

দেখেও নি।”

“তাদের একজন এটা এখানে ফেলে গেছে। মনে হয় ফেরত দিতে পারবে।” টম ওর পকেট থেকে বন্দুকটা বের করে দুমার বাড়িয়ে দেওয়া হাতে দিল।

“উফফ...এখানে আমরা এর চাইতে বেশি কিছু করতেও পারি না।” দুমা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো। ও দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কফি টেবিলের উপরে রাখা পেপারটা দেখে নি। ওদের দিকে ঘোরার আগেই টম ওটা ছো মেরে নিয়ে ওর জ্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল।

“আজ রাতে তোমরা কোথায় আছ?”

টম মাথা নেড়ে বললো। “এখনো ঠিক নিশ্চিত না।”

“আমি কিছু বুক করে দেব।”

“সেটার তেমন দরকার নেই,” জেনিফার বললো, “আমরা নিজেরাই খেয়াল রাখতে পারব।”

“ওকে,” দুমা না হেসেই বললো, “আর যদি ফ্রেঞ্চ কর্তপক্ষের কাছে থেকে কোন কো-অপারেশন চাও তবে-,” ও জেনিফারের ব্যাজটা একহাতে তুলে ধরলো, “আমি বলবো অফিশিয়ালভাবে আস, আর তা না হলে আমি চাইব তোমার দুজনেই কাল সকালে এ দেশ থেকে বিদেয় হবে।” ও ব্যাজটা টস করার মত করে শূন্যে ছুড়ে দিলে জেনিফার লুফে নিল।

“চার নাম্বারের সেন্ট মেরিতে যাও, বলবে আমি পাঠিয়েছি,” ওরা রাস্তায় নামলে দুমা বললো, “ওরা দুটো রুম দিয়ে দেবে।”

“ধন্যবাদ জ্যঁ পিয়েরে,” জেনিফার গাড়িতে উঠে বসলে টম দুমার সাথে হ্যান্ডশেক করলো।

“তোমাকে আবার পেয়ে ভালো লাগছে,” এরপর গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বললো, “তুমি এসবের মধ্যে জড়ালে কি করে, ফেলিক্স? এফবিআই?”

“যেমনটা বললাম, ওর দরকার কয়েন, আর আমার রেনউইকের খুনি। ব্যস, শেষ।”

দুমা টমের দিকে তাকিয়ে সায় দিয়ে ওর পেছনে জেনিফারের দিকে তাকালো।

“সাবধানে থেকো।”

“কি? ভ্যান সিমসন? যদি ঐ দুজন ওর সেরা লোক হয় তবে আমার কিছুই হবে।”

“না, আমি ওর কথা বলছি,” দুমা চোখ টিপলো। “তার মত মেয়েরা বিপজ্জনক হতে পারে। মানে, তোমাকে দিয়ে এমন কিছু করাতে পারে যা তোমার করা ঠিক হবে না। ভুলে যেও না গতবার তারা তোমার সাথে কি করেছিল।”

টম অনেক কষ্টে একটা হাসি চেপে রাখলো।

অধ্যায় ৪৩

হোটেল সেন্ট মেরি, ফোর্থ অ্যারোন্ডিসমেন্ট, প্যারিস
সন্ধ্যা ৭:২৬

টম শাওয়ারে দাঁড়িয়েছে। শাওয়ারের পানির চাপ ওর গলা আর কাঁধ ম্যাসেজ করে দিচ্ছিলো। ওর চুলের মধ্য দিয়ে শির শির করে পানি বেরিয়ে যাচ্ছে। পানির তোড়ে ও কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। হঠাৎ করেই নিজের ক্লান্ত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো, আর তখনই বুঝতে পারলো ও কতটা ক্লান্ত।পাশের পর্দাটা একটু ফাঁক করলে কিছু ধোয়া ভিতরে ঢুকে আয়নাটাকে ধোয়াটে করে দিল। বেসিনের দিকে এগিয়ে গেল সে। পানির কারণে ওর চোখ পিট পিট করছে, চোখ মেলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। হোটেল থেকে দেওয়া সাবান আর শ্যাম্পুটা নিল।

ও সারা শরীরে সাবান মেখে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললো। এরপর আবারো বেসিনের কাছে গিয়ে রেজরটা নিল। এটাও হোটেল থেকে দেওয়া হয়েছে। কোনমতে শেভ করে নিয়ে সামনের টাইল্‌সে হাতে ভর দিয়ে পানির নিচে দাঁড়িয়ে থাকলো। ওর গলা আর কাঁধের উপর পানি পড়ে পিঠ বেয়ে নিচে পড়ছে। ও তাপমাত্রা সামান্য বাড়িয়ে দিল সে।

ও কিভাবে এখানে ফেঁসে গেছে, সেটা প্রায় ভুলেই গেছে। আংকেল হ্যারি। শুধু এটাই ওর মাথায় কাজ করছিল। ও কেবল হ্যারির খুনিকে খুঁজছে। ওদেরকে মূল্য চুকাতে হবে।

আর ওর নিজেরও নিজেকে সাহায্য করতে হবে। এটাও ও কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারে না। জেনিফারের অফার করা ডিলটা ওর জন্য সুবর্ণ একটা সুযোগ। ওর ফাইল, সিআইএ, ক্লার্ক সব পরিস্কার হয়ে যাবে। তারপরও, ও কি ওদেরকে বিশ্বাস করতে পেরেছে? জেনিফারকে? ও এখনো নিশ্চিত নয়।

পানি বন্ধ করে তারপর শরীর মুছে নতুন পরিস্কার একটা নতুন আন্ডারওয়্যার পরে নিল। তারপর একটা জিন্স আর একটা টি শার্ট।

ব্যাগের সবই এফবিআই'র বদৌলত। এবার ওর বিখ্যাত স্নিকার জোড়া পরে নিল। এটা পরেই ও সকালে পুলিশের কাছ থেকে পালিয়েছিল। দরজা খুলে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচের তলায় জেনিফারের রুমে গিয়ে দরজা নক করলো।

"আসো।"

"আমি পাশের রেস্টুরেন্টের দিকে যাচ্ছিলাম।"

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো। "ঠিক আছে, আমাকে একটা ফোন

করতে হবে, আমি আসলে আমস্টারডাম যাবার কথা ভাবছিলাম। সেখানে গিয়ে স্টাইনারের দিক থেকে ব্যাপারটা দেখলে লাভ হতে পারে।"

"চমৎকার, তবে তুমি আমাদের এগ্রিমেন্টটার কথা ভুলে যেও না। তুমি ডিলটা কনফার্ম করে নাও আর তা না হলে তুমি একাই যাচ্ছ।"

"বুঝলাম," জেনিফার বললো।

"আমি দশ মিনিটের মধ্য আসছি।"

"নিশ্চিত।"

জেনিফার বাথরমের দিকে গেল। টম ওর মসৃণ গলার দিকে তাকিয়ে আছে, সেই সাথে ফর্সা পিঠের দিকে। সাথে সাথেই টম নিজেকে অভিশাপ দিল। এজন্যই জ্যঁ পিয়েরে ওকে জেনিফার সম্পর্কে সাবধান করেছিল। আর এজন্যই ও জেনিফারকে বিপজ্জনক বলেছিল।

কয়েক মুহূর্ত পর ও নিচের রাস্তায় নেমে এল। অস্তগামী সূর্য ফ্যাকাশে রঙের বিল্ডিংগুলোর মধ্যে একটা হলদেটে ভাব এনে দিয়েছে। বিল্ডিংগুলোর পাথর নিজেদের মাঝে জমিয়ে রাখা উত্তাপ ছেড়ে দিচ্ছে। রাস্তাটা ইতিমধ্যেই মানুষের সমাগমে জীবন্ত। ভীড়ে নিমজ্জিত ক্যাফে আর রেস্টুরেন্টগুলো তাদের কাস্টমারদের রাস্তায় সারি সারি রঙ্গিন ছাতার নিচে বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ছাতাগুলোর মাঝখান থেকে একটা করে লণ্ঠন ঝুলছে। অগণিত মানুষের হাজার রকম কথোপকথন পাশের রুই দ্য রিভলির গাড়ি আর স্কুটারের শব্দের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে।

দেহব্যবসায়ীতে এলাকাটা পরিপূর্ণ। উপরের দিকে তাকিয়ে টম লক্ষ্য করল একটা খোলা জানালার সামনে একটা লাল কাপড় রাখা। সাধারণ সিগন্যাল।

"টম, এদিকে," নিজের নাম শুনে টম ঘুরে এইমাত্র যে টেবিলটা পাস করে আসল সেদিকে তাকালো।

"ঠিক আছে?" আবার ডাকলো, সাথে হাত নাড়ছে।

আর্চিকে একবারে দেখে চেনা যাচ্ছে না। বেসবল ক্যাপ, টি-শার্ট আর শর্টস পরা। উন্নত ছদ্মবেশ হাজার হাজার টুরিস্টদের মধ্যে আলাদা করা সম্ভব না। গলায় ঝুলানো ক্যামেরা আর পায়ের কাছে রাখা ব্যাগটা পুরো ইমেজটাকে আরো শক্তিশালী করেছে। চোখে বিশাল কাল সানগ্লাস। এত ছদ্মবেশ কিসের জন্য টম বুঝতে পারলো না। তবে এখানে ওকে দেখে ওর মুখ দিয়ে কথা বের হল না।

"তুমি এখানে কি করছো?"

"তুমি ভিতরে গিয়েছিলে? বারের পেছনে একটা আর্ট ডেকো আয়না আছে। কয়েক মাস আগে ওরকম একটা দেখেছিলাম।"

টম ওর টি-শার্ট খামচে ধরে ওকে চেয়ার থেকে তুলে ফেললো। "তুমি এখানে কি করছো? তুমি কি খেলা খেলতে চাচ্ছ?"

"ধীরে বন্ধু।" ওর সানগ্লাস সরে গেছে।

“আমাকে কিভাবে খুঁজে পেলে?” টম ঝাঁঝের সাথে জিজ্ঞাসা করলো।

“জ্যঁ পিয়েরে আমাকে বিকেলে ফোন করেছিল,” আর্চি কর্কশস্বরে বলছে, কলার গলার সাথে চেপে ধরা। “সে কেবল আমাকে একটা ফেবার ফেরৎ দিল। সৎ বন্ধু।”

টম ওর হাতটা একটু আলগা করলো।

“সে কি বলেছে?”

“সে বললো তুমি প্যারিসে আছ, শুনেই আমি আমার পাসপোর্টটা নিয়ে পরের ইউরোস্টারে উঠে পড়লাম। এখানে এসে আমি ওকে কল করলে ও আমাকে বললো তোমাকে এখানে পাঠাবে।”

“আমার সাথে যখন ওর দেখা হয়েছে তখন তো ও আমাকে কিছু বলে নি?” ওর কণ্ঠে সন্দেহের সুর।

“হয়তো ও চেয়েছিল এটা সারপ্রাইজ হোক, আমি জানি না, যাইহোক, এখন আমি এখানে।”

টম ওর দিকে ভাল করে এক নজর তাকিয়ে ওকে ঠেলা দিয়ে ওর চেয়ারে বসিয়ে দিল। আর্চি ওর সানগ্লাস ঠিক করে নিলে টম ওর সামনের চেয়ারটার উপর নিজেকে ছেড়ে দিল।

“তুমি কি চাও, আর্চি?” টম বলল।

“আমাদের কথা বলার দরকার, আমরা পুরোপুরি গাড্ডার মধ্যে আছি আর দুঃখজনক হলেও সেটা পুরোপুরি কুত্তার গু'য়ে ভরা।”

“কেন? তুমি কিছু শুনেছ নাকি?”

“রেনউইকের ব্যাপারটা শুনলাম।”

“তোমার কি মনে হয় আমি করেছি?”

“হাবার মত বলো না।”

টম চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ওর চোখ দুটো একটু ডলে নিয়ে ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দিল।

“বালের ফরেনারগুলো কখনো ভাল বিয়ার দেয় না, খালি গ্যাজা,” আর্চি গজগজ করতে করতে বললো। ও অবশেষে ঘোৎঘোৎ করতে করতে একটা লার্জ বিয়ার অর্ডার দিল, আর টম একটা ভদকা টনিক।

“আমাকে ফাঁসানো হয়েছে, আগের রাতে আমি রেনউইকের সাথে ডিনার করেছিলাম। পরের দিন শুনি তাকে হত্যা করেছে, সারা ঘরে শুধু আমার ফুটপ্রিন্ট আর ক্লার্ক আমার কোমরে দড়ি বাধার জন্য নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে।”

“কেউ তোমাকে কেন ফাঁসাতে চাইবে?”

“আমিও সেটা জানতে চাই।”

“এর সাথে কি ওই পাখিটার কোন লিঙ্ক থাকতে পারে?” আর্চি হোটেলের দরজার দিকে তাকাতে তাকাতে বললো।

"তুমি ওর কথা জানো কি করে?" টম রেগে জিজ্ঞাসা করলো।

"মাথা ঠান্ডা রাখ।" আর্চি নার্ভাসভাবে আশেপাশের টেবিলের দিকে তাকাচ্ছে। "আরে জ্যঁ পিয়েরে বলছিল তুমি এক পাখির সাথে আছ। এইটুকুই।"

ওয়েটার এসে ওদের অর্ডার সার্ভ করে সাথে বিলটাও দিয়ে গেল। আর্চি ওর ব্যাগের পকেট থেকে দুটো সেলফোন বের করে দেখলো কোন এসএমএস বা মিস কল আছে নাকি। তারপর সে দুটোকে টেবিলের উপর রাখলো।

"তা বলতে পারো, সে এফবিআই'তে কাজ করে।"

আর্চি বিস্ময়ে প্রায় দাঁড়িয়ে গেল। "এফবিআই? তুমি ঠাট্টা করছো!"

টম ওর দিকে তাকালে ও আবার বসে পড়লো। "ঠাট্টা হলেই ভাল হত, ওরা বলছে, নিউইয়র্কের জব স্পট থেকে ওরা একটা ডিএনএ ম্যাচ পেয়েছে। তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। ওরা ভাবে যে আমি ফোর্ট নক্সে চুরি করেছি। আর এখন আমার সাথে একটা ডিল করতে চাচ্ছে।"

"ফোর্টে নক্স?"

"আমি একেবারে গলা পর্যন্ত ডুবে গেছি, আর্চি। আমার বিচি দুটো একেবারে ওদের হাতের মুঠোয়। আমি যে রেনউইককে হত্যা করি নি তাও কেবল ওরাই প্রমাণ করতে পারে। আর ওরা বলছে ওরা আমাকে ততক্ষণ সাহায্য করবে না যতক্ষণ না আমি ওদের ফোর্ট নক্স কেসের ব্যাপারে সাহায্য করি। তাহলে ওরা আমার পুরো ফাইলটাও ক্লিন করে দেবে।"

"আর তুমি ওদের বিশ্বাস কর?"

টম মাথা নেড়ে সায় দিলো, আর আর্চি হাসলো। আর্চি ওর সবচেয়ে কাছের ফোনটা নিয়ে আরেকবার চেক করলো, তারপর ওটাকে তিন আঙুল দিয়ে ঘোরাতে লাগল। ওর গোল্ড ব্রেসলেটটা টেবিলের কোণায় বারি খাচ্ছে।

"ওরা সবাই একইরকম। এই ঠোঁলাগুলো, নিজেদের এরা যত ভাবের নামেই ডাকুক না কেন, তোমার আমার মত লোককে এরা সবসময়ই শত্রুভাবে। যখন দরকার পড়ে তখন নানা ধরণের আশা দিয়ে নাচায়, কিন্তু দরকার শেষ তো তুমিও শেষ। আর এই কথাটা তো তোমার চাইতে ভালো করে কেউ জানেনা।"

"আমি জানি।" কিন্তু টম কয়েক সেকেন্ড দ্বিধা করে বললো, "আমি জানি এটা বোকামী কিন্তু জেনিফারকে সে রকম মনে হয় না।"

"ওহ্, তুমি তো তাকে ঠিক করে চেনোও না।"

"না, চিনি না কিন্তু আমি মানুষ চিনতে পারি। আর ও আমার সাথে একেবারে সোজাসুজি কথা বলেছে।" টম নিজের আত্মবিশ্বাসে নিজেই অবাক হলো।

"সে তোমাকে যা খুশি প্রমিজ করতে পারে, কিন্তু তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে সে তা-ই করবে যা তাকে ওরা করতে বলবে। আর তারা তোমাকে কোন প্রমিজ করে নি।"

"এখনো করে নি কিন্তু-"

"যাই হোক সে কি করে প্রমাণ করতে পারে তুমি রেনউইকের মার্ডার কর নি?"

আর্চি ওর দ্বিতীয় ফোনটা একবার চেক করে নিল, তারপর আবার আগের ফোনটা ঘোরাতে লাগলো।

"কারণ সে আমাদের সাথেও সেই রাতে ডিনারে ছিল। হ্যারি কয়েক বছর আগে এফবিআই'কে কোন একটা কেসে সাহায্য করেছিল, আর এখন ওরা ফোর্ট নক্স কেসে তার সাহায্য চাচ্ছে। জেনিফার আমাকে চলে যেতে দেখেছে, আর হ্যারি তখনও বেচে ছিল। আর তার এজেন্টরা সারা রাত আমার উপর নজর রেখেছে। তারা প্রমাণ করতে পারবে আমি ঘর থেকে বের হই নি, আর কোন কলও করি নি।"

"আর পরদিনই সে তোমার সাথে এই বালের মাদার তেরেসা ডিল অফার করে?"

"এ-ই সব।"

"জেগে ওঠো, টম। সে একজন ফেডারেল এজেন্ট, তোমার ধর্মমাতা না। তোমার কি মনে হয়, ওর কাছে কোনটা বেশি প্রয়োজনীয়? তুমি, না ওর কেস? আমি এতেও খুব বেশি অবাক হব না যদি ও-ই হ্যারিকে মেরে থাকে, যাতে তুমি হাতের মুঠোয় চলে আস।"

হঠাৎ করেই টমের মনে একটা গা শিরশির করা চিন্তা উঁকি দিল। জেনিফার জানতো ওকে কোথায় পাওয়া যাবে। কেন্টের প্লেন, ডিউভিলের কাপড় আর গাড়ি। খুবই মসৃণ, খুবই সুবিধাজনক। আর্চি কি ঠিকই বলছে? ও কি কিছু মিস করে যাচ্ছে?

"কি হবে যদি এই স্বাক্ষীগুলো একেবারে উধাও হয়ে যায় কয়েক সপ্তাহে?" আর্চি কঠোর কণ্ঠে বলছে, "কি হবে হঠাৎ করে ক্লার্ক তোমাকে ধরে ফেলে আর তখন তোমার আশেপাশে সে না থাকে, যেমনটা সে প্রমিজ করেছে, আর কি হবে আবার আরেকজন সিআইএ এজেন্ট যদি তোমার মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করে? যাতে সব শেষ হয়ে যায়।" ও আরেকবার ওর ফোন দুটো দেখে নিল।

"তোমার কাছে কোন সাজেশন আছে?" টম ওর গ্লাসটা শেষ করে বললো।

"হ্যা, আছে। এখানে থেকে এখনই ওঠ আর চলে আস। তাহলে তুমি তাদেরকে তোমার পেছনে দৌড়াতে দেখবে, কিন্তু এটা অন্তত পিঠে ছুরি খাবার চাইতে ভাল। তুমি আগেও এদের সামলেছ।"

"সেটা আলাদা। আমাকে ফ্রেঞ্চরা সাহায্য করেছিল। সিআইএ ভেবেছিল আমি মারা গেছি। কিন্তু এবার আর তা হবে না। এই সব ট্রিক একবারই খাটে।"

"আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি," আর্চি টেবিলের কোণা ধরে বললো।

“এই কাজটা শেষ কর। অন্য ডিমটা এনে দাও। আমি আমস্টারডামে সব সেটেল করে রেখেছি। তোমার পে-মেন্ট অন্য কোথাও করা হবে। আমারও একটা চেঞ্জ দরকার। আমরা এক সাথে যেতে পারি। হংকং? বুয়েন্স আয়ার্স? তুমিই ঠিক কর।”

“ও, তাহলে এই কাহিনী। তুমি তোমার বালের কাজের চিন্তায় মশগুল? টাকা ছাড়া তোমার মাথায় কিছুই ঢোকে না?”

“আমি বেঁচে থাকার কথা চিন্তা করছি। তোমারও করা উচিত। আমি কালকের মধ্যে তোমার দরকারি সব জিনিসপত্র রেডি করে দিতে পারবো। ডিমটা প্রাইভেট কালেকশনে আছে। তুমি চেন, কয়েক বছর আগে আমরা একটা কাজে হাত দেই, পরে সেটা আবার বাতিল করে দেই? মনে পড়ে? গার্ড সবচেয়ে বেশি হলে তিন জন। কাজটা খুবই সহজ হবে।” ও টেবিলে একটা চাপড় দিল। একটা ফোন বেজে উঠলে ও সাথে সাথে সেটা রিসিভ করলো সে।

“হ্যা, তুমি তাকে জানাও সে–” টম আর্চির হাত থেকে ফোনটা ছিনিয়ে নিয়ে ওর বিশাল বিয়ারের গ্লাসটার মধ্যে ছেড়ে দিল।

“তুমি আমার কথা শুনছ? আমি বলেছি ‘না’। আমি কাজটা করবো না,” টম গলা চড়িয়ে রেগে ফেঁটে পড়ে বলতে লাগলো।

আর্চি ফোনটা উঠিয়ে ন্যাপকিন দিয়ে মুছলো। স্ক্রিন কালো হয়ে গেছে। “তুমি কি নিজের কথা শুনছ? তুমি আবার সেসব লোকদের বিশ্বাস করছ যারা দশ বছর আগে তোমার সাথে প্রতারণা করেছিল। আর এই কাজটাকে রিফিউজ করে তুমি ক্যাসিয়াসকেও নিজের পেছনে লাগাচ্ছ। এটা রীতিমত আত্মহত্যা। তুমি যদি এখান থেকে পালিয়ে কাজটা কর তবে তোমাকে কেবল ওল্ড বিলকে নিয়েই ভাবতে হবে আর দুজনেই জানি তুমি সেটা খুব ভালভাবে সামলাতে পারবে।”

“আমি কি বলেছি তুমি বুঝতে পারো নি?” টম উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলে ভর দিয়ে আর্চির দিকে ঝুঁকে এল। “তোমার কথামত চললে আমাকে সারা জীবন পালিয়ে বেড়াতে হবে। সবসময় পিছন দিকে তাকিয়ে হাটতে হবে, ছায়ার থেকে পালিয়ে বেড়াতে হবে। আর এভাবে বেঁচে থাকা যায় না। হ্যা, এটা রিস্কি। কিন্তু সে আমাকে যেটা অফার করছে সেটা আমার জন্য দারুণ সুযোগ। যদি এটা হবার ছোট্ট একটা চান্সও থাকে তবে আমার সেটা নেওয়া উচিত।”

আর্চি মাথা নেড়ে ভেজা ফোনটার পিছনটা খুলে ফেললো। “আর ক্যাসিয়াস?”

“ক্যাসিয়াস? আমি জানি না। আমি তাকে দেখলে তার সাথে ডিল করবো। যদি তাকে দেখি।”

“তার মানে এটা নিয়ে তুমি চিন্তাও করছো না?”

“ওকে, আমি এটা নিয়ে ভাববো। যদি এটাই তুমি আমার কাছ থেকে শুনতে

চাও। কিন্তু তোমার খুব তাড়াতাড়িই এই কাজটার জন্য অন্য একজন খুঁজে নেওয়া উচিত।"

আর্চি মাথা নাড়লে ডুবন্ত সূর্যের ছায়া ওর সানগ্লাসে প্রতিফলিত হল। "টম, তুমি যদি ভুল সিদ্ধান্ত নাও তাহলে এর ফল আমাদের দুজনকেই ভোগ করতে হবে আর আমি এটার গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

অপর ফোনটা টেবিল থেকে উঠিয়ে নিল। স্ক্রিনটা আবার চেক করে ওর সানগ্লাসটা মাথায় সেট করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল সে।

অধ্যায় ৪৪

হোটেল সেন্ট মেরি, ফোর্থ অ্যারোন্ডিসমেন্ট, প্যারিস
রাত ৮:০১

জেনিফারের চুল ভেজা। ওর ঘাড়ের উপর শিশির বিন্দুর মত পানি জমে আছে। ও ওর প্যান্টি আর কালো লেসের ব্রা'টা পরে নিয়ে খাটের কোণায় বসে কালো জিন্সটা পরে নিল।

ওর শাওয়ার নেবার পরও বেশ গরম লাগছে। কিছু বাতাস ঢোকার জন্য জানালার কাছে গিয়ে সেটা খুলে দিয়ে তারপরই নিজেকে ঢাকার জন্য পর্দাটা টেনে দিল। বাতাসে গোলাপের স্নিগ্ধ সুবাস। ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখা ওর সিলভার রঙের স্লাইডিং সেল ফোনটা ভাইব্রেট করছে। ও জানতো কে ফোন করেছে। ও ফোনটা রিসিভ করার আগে কথাগুলো মনে মনে সাজিয়ে নিল। বুঝতে পারছিল কনভারসেশনটা কঠিন হবে।

"হ্যালো।"

"ব্রাউন? বব করবেট।"

ওর দ্রুত কথা বলার ভঙ্গিটা জেনিফারের ধারণাটা আরো শক্তিশালী করলো। জেনিফার ওর উত্তরগুলো সংক্ষিপ্ত আর টু দি পয়েন্ট রাখলো, যেমনটা করবেট পছন্দ করে। "ইয়েস স্যার।"

"কি অবস্থা ওদিকের, আমাকে কিছু ভাল খবর শোনাও, ঈশ্বর জানেন আমার একটা ভালো খবর কতটা দরকার।" ওর গলা খুবই ক্লান্ত আর উদ্বিগ্ন শোনাচ্ছে। জেনিফার বুঝতে পারলো রেনউইকের খুন আর কয়েনটা হারিয়ে যাবার পর পিপার আর বাকিরা ওর জীবনটাকে দোজখ বানিয়ে ফেলেছে।

"কিছু উন্নতি হচ্ছে।"

"গুড," ওর গলায় স্বস্তির ছাপ, "কি পেয়েছ?"

"আমরা ভ্যান সিমসনের কাছে গিয়েছিলাম, ওর কয়েনটা এখনো ওখানে আছে। কিন্তু আমরা–মানে আমার–" জেনিফার দ্রুত ঠিক করে নিল, ও জানত করবেট এমন ধরণের মানুষ যে সামান্য ইঙ্গিত বা ইশারাই ধরে ফেলতে পারে। বিশেষ করে এই ধরণের স্লিপ অফ টাং। "–মনে হয়েছে ও যতটুকু বলছে তার চেয়ে অনেক বেশি জানে। সে অবাক হবার অভিনয় করলেও অতটা অবাক সে হয় নি। আমার মনে হয় সে কয়েনগুলোর ব্যাপারে জানে।"

"আর কিছু?" ও ইমপ্রেসড হয় নি, যদিও জেনিফার জানে ও খুব কমই ইম্প্রেসড হয়।

"আমরা রানিরির অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওটা আসলে একটা

ডামি। ক্রিক আসলটা খুঁজে পায়। সেখানে ও একটা জার্মান খবরের কাগজও খুঁজে বের করে যেটারানিরির মৃত্যুর চারদিন পরের। আর সেখানে শিফল এয়ারপোর্টের ডাকাতির ব্যাপারে একটা আর্টিকেল ছিল।"

"তাই?" এবার গলায় উত্তেজনার ছাপ।

"আমি ম্যাক্সকে ব্যাপারটা খুঁজে দেখতে বললে ও জানায় এই ডাকাতির কয়েক সপ্তাহ পর এক জার্মান আমস্টারডামে রানিরির মতই ছুরিকাহত হয়ে মারা যায়।"

"লিঙ্কটা কোথায়?"

"ডাচ পুলিশ যখন ওর ডেরায় হানা দেয় তখন এয়ারপোর্ট ডাকাতির জিনিস পাতি খুঁজে পায়।"

"লিঙ্কটা এখনো বুঝতে পারলাম না।" করবেটের কণ্ঠে সামান্য টেনশন। যেমনটা অধৈর্য হলে সবসময়ই থাকে।

"তার নাম কার্ল স্টেইনার। আর মারা যাবার কয়েকদিন আগে কে তাকে জেল থেকে বেল করিয়ে আনে বলতে পারেন?"

"রানিরি?"

"একদম ঠিক।"

"তো তুমি কি বলতে চাচ্ছ?"

"এটা একটা থিওরি। এমন হলে কেমন হয়, যে কয়েনগুলো ফোর্ট নক্স থেকে চুরি করেছে সে ওগুলোকে ইউরোপে পাঁচার করার জন্য মালবাহী প্লেন ব্যবহার করে? আর এই জার্মান লোকটা, মানে স্টেইনার, তার ভাগ্য খুলে যায় যখন তার ডাকাতি করা মালের মধ্যে সে কয়েনগুলোও পেয়ে যায়। স্টেইনার রানিরিকে চিনতো। আর তাই সে রানিরির কাছে এসে থাকবে তাকে ফেন্স করার জন্য। আর এজন্য সে তাকে একটা কয়েনও দেয়। এরপর রানিরি মারা যাবার পর সে নেদারল্যান্ডে চলে যায় আর ফেলে যায় ওই পেপারটা। এর ক'দিন পর সেও মারা যায়।"

"আর তোমার উপসংহার...?"

"রানিরি আর স্টেইনারকে একই লোক মেরেছে," জেনিফার দৃঢ়কণ্ঠে বললো। "যাকে তারা কয়েন বেচতে গিয়েছিল সে-ই হয়তো তাদের হত্যা করিয়েছে। আর ব্যাপারটা এমনও হতে পারে, যে লোক প্রথমে কয়েনগুলো চুরি করিয়েছিল ওরা তার কাছেই সেগুলো বেচতে গিয়েছিল।"

নীরবতা। অস্বস্তিকর তারপরও জেনিফার কনফিডেন্ট।

"এটা বেশ অর্থপূর্ণ।" করবেটের কথাটা শুনে জেনিফার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। "এটা দিয়ে আমি কিছুক্ষণ পিপার আর গ্রিনের মুখ বন্ধ রাখতে পারবো, আর তুমিও আরো কিছু দিন পাবে। কিন্তু তোমার অতি দ্রুত আমস্টারডাম যাওয়া দরকার।"

"আমি কাল যাবার কথা ভাবছি।"

"গুড, র মধ্যে আমিও দেখছি এয়ারপোর্টের ডাকাতি আর স্টেইনারের খুনের ব্যাপারে কি বের করতে পারি। তারপর তোমাকে জানাচ্ছি। ওহ্, ভাল কথা, আমরা রেনউইকের কল রেকর্ড চেক করেছি। ওই রাতে সে দুটো ফোন করে। দুটোই সেলফোনে।"

"আর?"

"দুটো নাম্বারই ভুয়া নামে নেওয়া। একটা ইউকে'তে আরেকটা নেদারল্যান্ডে।"

"নেদারল্যান্ডসে? আপনার কি মনে হয় এর সাথে স্টেইনারের কোন লিঙ্ক থাকতে পারে?"

"জানার কোন উপায় নেই। দুটো ফোনই ডেড।"

"পরিস্কারভাবে ফোন দুটোর যে কোন একটার ফলেই বাসায় হামলা হয়। কিন্তু কোনটার ফলে সেটা আমরা জানি না।" একটু থেমে জেনিফার বললো, "ক্রিকের ব্যাপারে কি করবেন?" ও সাবধানে প্রশ্নটা করলো যাতে করবেট এটা মনে না করে যে এটা নিয়ে জেনিফার খুব চিন্তিত।

"মানে?"

"মানে সেক্রেটারি ইয়ং কি তার সাথে কোন ডিল করবে?"

"ওহ্, হ্যা, সেটা করা যায়, কেবল যদি সে সেনটোরের ব্যাপারটা চেপে যায়।"

"গুড," বলার সাথে সাথেই জেনিফার বুঝতে পারলো ওর কিছু না বলে চুপ থাকলেই ভাল হত যাতে করবেটের মনে হয় যেন টমের ভাগ্য নিয়ে ও মোটেই চিন্তিত নয়। ওর এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় করবেটের ভুল ধারণা হবে যে ওরা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে। আর হলোও তাই।

"বেশি ফ্রেন্ডলি হবার দরকার নেই, ব্রাউন।"

"হব না।" জেনিফার সামান্য অনুতাপে মাথা নাড়ালো। ও ওর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে নি, এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত। তবে কিছু কিছু ব্যাপারের ব্যাখা জানতে চায়। যেগুলো গত কয়েকঘন্টায় ওর সামনে উঠে এসেছে।

"ক্রিকের ব্যাপারে তোমাকে সাবধানে থাকতে হবে," করবেট বলতে থাকলো।

"আমি জানি। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"আমার মনে হয় না পিপার ক্রিকের ব্যাপারে আমাদের পুরোটা বলেছে।"

"তুমি বলতে চাচ্ছ সে তার হ্যান্ডলারকে মারে নি?"

"না, খুনের ব্যাপারটা ও নিজেই স্বীকার করেছে। তবে ও বলছে ওকে ডাবল ক্রস করা হয়েছিল। সিআইএ ওকে মারতে চাচ্ছিল আর ও কেবল আত্মরক্ষা করে।"

"তুমি ওর কথা বিশ্বাস করেছ?"

"অবশ্যই না," জেনিফার বললো, "অন্তত প্রথমে তো নয় ই। কিন্তু পরে ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস সেটা কনফার্ম করে।"

"কি? কি বললে?" করবেটের কণ্ঠে এখন টেনশন।

জেনিফার নিজের উপরই বিরক্ত। আসলে ও যেভাবে চেয়েছিল বিষয়গুলো সেভাবে এগুচ্ছে না।

"রানিরির অ্যাপার্টমেন্টে ওরা আমাদের ধরে ফেলে। গত কয়েক মাস ধরেই ওরা ভ্যান সিমসনের উপর নজর রাখছিল। সেখান থেকেই ওরা আমাদের ফলো করে। ওরা ক্রিককে চেনে। ওরাই ক্রিকের গল্পটা কনফার্ম করে।"

"ব্রাউন, আসল কথাটা হল, তখন যে আসলে কি ঘটেছিল সেটা সম্পর্কে আমরা কখনও নিশ্চিত হতে পারবো না। কিন্তু তারপরও সারা জীবন মানুষকে মিথ্যা বলে গেছে তার চাইতে আমি পিপারকেই বিশ্বাস করবো। আসলে তো সে একজন বাটপারই।"

"আমি সেটা মোটেই অস্বীকার করছি না। কিন্তু যদি আসলেই তার কথা ঠিক হয়? যদি আসলেই পিপার ওকে ট্রেনিং দিয়ে পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে? যদি তা-ই হয় তবে তার আজকের এই অবস্থার জন্য আমরাও তো সামান্য হলেও দায়ি? আমি নিশ্চিত নই শেষ পর্যন্ত আমরা তার জন্য কি চয়েজ রেখেছিলাম।"

"আমি তোমার পয়েন্টটা নিচ্ছি।" করবেট জেনিফারের কথা মেনে নিল। "হতে পারে পিপার আমাদের পুরোটা বলছে না। কিন্তু সেসব নিয়ে আমরা এসব শেষ হয়ে যাবার পরও আলোচনা করতে পারি। বিশ্বাস কর যদি আসলেই সে মিথ্যা বলে থাকে তবে আমিই প্রথম পিপারের গুষ্টি উদ্ধার করবো। কিন্তু আপাতত এটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ক্রিক তোমার সমস্যা নয়। তোমাকে কয়েনগুলো আর যে এটা চুরি করেছে তাকে ধরতে হবে।"

"আমি জানি।"

"তোমাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। তোমার সম্পুর্ণ মনোসংযোগ থাকবে এই কেসের ব্যাপারে। আর যদি এর ব্যত্যয় ঘটে তাহলে আমি সাথে সাথেই তোমাকে সরিয়ে নেব। কোন প্রশ্ন করা হবে না।"

করবেটের গলা শুনে জেনিফার বুঝতে পারছে ও মোটেই ঠাট্টা করছে না। আসলে তার কথাও ঠিক। ক্রিকের ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করলে এই কেসের ব্যাপারে কোন সাহায্যে আসবে না। জেনিফার এই বিষয়টা নিয়ে ওর সাথে আর কোন কথা না বলার সিদ্ধান্ত নিল। আপাতত নিজের চিন্তা-ভাবনা নিজের কাছেই রাখা ভাল হবে।

"না, তার দরকার হবে না। আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন। কেসের ফাইনাল রেজাল্ট বের করতে যা যা করার দরকার আমি সবই করবো। ক্রিকের

ব্যাপারে আমার ইন্টারেস্টের একমাত্র কারণ হল আমার মনে হয়েছে সে আমাদের সাহায্য করতে পারে। এছাড়া আর কোন কিছুতেই আমার কিছু যায় আসে না।"

"তুমি ভাল কাজ করেছো। সেটাই চালিয়ে যেতে থাকো।"

লাইনটা কেটে গেল।

এর কয়েক মুহূর্ত পরই দরজায় একটা ক্ষীণ নক হল। জেনিফার চেয়ারের পেছনে রাখা ওর ব্যাগ থেকে একটা পাতলা কালো শার্ট পরে নিয়ে ব্যাগটা আবার চেয়ারের নিচে ঢুকিয়ে রাখলো।

"আসো।" ও তখনো জানালার সামনে দাঁড়িয়ে, হাতে ফোন।

টম ঢুকলো।

"সব ঠিক আছে?" জেনিফার জিজ্ঞাসা করলো।

"অবশ্যই।"

এটা হয়তো জেনিফারের ভুল ধারণাও হতে পারে, তবে ও টমের গলায় সামান্য বৈরী সুরের স্পর্শ।

"আমি আমাদের জন্য একটা টেবিল বুক করেছি।"

"গ্রেট।" জেনিফার ওর ফোনটা অফ করে বিছানার উপর ছুড়ে দিল। "চল যাই।"

অধ্যায় ৪৫

রেস্টুরেন্ট লে পেভ, ফোর্থ অ্যারোন্ডিসমেন্ট, প্যারিস

রেস্টুরেন্টটা ব্যস্ত আর ওল্ড ফ্যাশনের ছিল। ওদের টেবিলটা রুমের পিছন দিকে। ঢালাই লোহার পায়ার উপর মার্বেল পাথরের টেবিল। এক পাশে চেয়ার আর অন্য পাশে একটা বেঞ্চ, উপরের লাল ভেলভেটের কভারটা জায়গায় জায়গায় ছিড়ে গেছে, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে রঙ। টম বেঞ্চে বসলো, আর জেনিফার চেয়ারে।

একজন ওয়েটার এসে ওদের দুজনের হাতে মেনু কার্ড দিয়ে একটা পুরনো মদের বোতলের সাথে যুক্ত একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল, বোতলটার গলার উপর মোম লাগানো। সলতেটা জীবন পেয়ে হলুদ অগ্নিশিখা নৃত্য করতে করতে বড় হল, আর এর উজ্জ্বল শিখা উপরের আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে।

জেনিফার মেনুটা একবার দেখে ওর চারপাশে তাকালো।

"সুন্দর জায়াগা।"

"তুমি এটাকে সুন্দর বলতে পার কারণ এটা লোকালদের দিয়ে ভরা।" টম ওদের আশেপাশের টেবিলগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো। একটা তরুণ দম্পতি, ওয়েডিং ব্যান্ড এখনও ফ্রেশ। এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা, উলের মত চুলগুলো পেছনে জটা করে বাধা। সাদা, বলিরেখাপুর্ণ গাল। চুপিচুপি হ্যান্ড ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখা তার কুকুরটাকে খাওয়াচ্ছেন। একজন মধ্যবয়সী লোক তার হ্যান্ডসাম পুরুষ প্রেমিকের কাঁধের উপর দিয়ে হাত দিয়ে অন্তরঙ্গভাবে বসে ড্রিঙ্ক করছে আর পাশের টেবিলে বসা দুজন সিঙ্গেল মহিলা হিংসার দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"এটা কি অনেক পুরনো?"

টম জেনিফারের দিকে ফিরলো। "বহু বছর। কমপক্ষে ১৯৩০ সালের দিকের। জার্মানরা এখানে আসতো। ওরা আবার ভালো রেস্টুরেন্ট বাছাই করতে পারে। পুরো ইউরোপ যখন যুদ্ধে অস্থির এই জায়গাটা তখন অঢেল টাকা কামাচ্ছিল।

ওয়েটার ওদের অর্ডার নিয়ে আসলো। স্টার্টার হিসেবে টমের জন্য গ্রিন সালাদ স্টেক আর জেনিফারের জন্য ভেড়ার মাংসের সাথে একটা বার্গান্ডির বোতল। মদের বোতল প্রায় সাথে সাথেই চলে এল। সেটা অনুমোদন দেবার আগে টম একবার টেস্ট করে দেখে মাথা নেড়ে সায় দিলো। দুটো গ্লাস ভরে ওদের সামনে রাখা হল, আর বোতলটা টেবিলের ঠিক মাঝখানে রাখলো। সালাদ আসলো। বড় বড় সবুজ পাতা সর্ষের সস দিয়ে আচ্ছাদিত। ওরা অস্বস্তিকর

একটা নীরবতার মধ্য দিয়ে খাচ্ছে। জেনিফারের মন বারবার করবেটের সাথে ওর কথোপকথনে চলে যাচ্ছিলো। টম নীরবতা ভাঙলো।

"তো ডিলটা এখনো বহাল?"

জেনিফারের মুখে খাবার। ও মাথা ঝাঁকালো।

"তুমি আমাদের সাহায্য কর, বদলে আমরাও তোমাকে সাহায্য করবো। ডিলটা একই আছে। আর যখন সবকিছু শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি সেনটোরের ব্যাপারটা পুরোপুরি কবর দিয়ে দিবে। তা না হলে ওদের কাছে যা কিছু আছে সব নিয়ে ওরা তোমার পেছনে লাগবে।"

"তুমি ওদের বিশ্বাস কর?"

"কেন করবো না? তারা আর তোমার ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড না, তারা কেবল কয়েনগুলো চায়।"

"কি হবে যদি ওরা কয়েনগুলো না পায়? যদি ওদের মন বদলে যায়? কোন গ্যারান্টি নেই, আছে?"

"দেখো, আমি কথা দিচ্ছি।" জেনিফার টমের চোখের দিকে তাকালো, ও টমের চোখে সন্দেহ দেখছে, যেটা ও ওদের প্রথম মিটিংয়ের সময় দেখেছিল। এবারের সন্দেহটা আগেরবারের চেয়ে আরো শক্তিশালী।

"তোমার কথা?"

"তুমি যদি আমাকে চিনতে তবে বুঝতে আমার কথার মূল্য আছে।"

ওয়েটার এসে ওদের খালি প্লেটগুলো নিয়ে গেলে জেনিফার এক গ্লাস মদ ঢেলে নিল। অ্যালকোহল ওর উত্তেজিত নার্ভকে শান্ত করবে।

"তো তুমি ব্যুরোতে কেন?" বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর টম বললো।

জেনিফার হাসলো। অন্যকিছু নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে খুশি হয়েছে। "এটা আসলে রক্তে মিশে রয়েছে। আমার বাবা, আংকেল রুনি, গ্র্যান্ডপা জর্জ সবাই পুলিশ ছিলেন। সেখান থেকেই আর কি।"

"আর তুমি এটা এনজয় কর?"

"এটা আর সব কাজের মতোই। ভালো সময়, মন্দ সময় দুটোই আছে। আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লাগে এটা ভেবে যে, আমি কিছু পরিবর্তন করতে পারছি।"

"মানে তোমার কাছে সবচেয়ে জরুরি হল পরিবর্তন করা?"

"এটা তো সবার ক্ষেত্রেই, নাকি? কোন সমস্যা?"

টম মাথা নেড়ে সায় দিলো। জেনিফার বুঝতে পারছে টম আসলে ওর উত্তরের ব্যাপারে তেমন উৎসাহী না। ও আসলে কথা বলার জন্য বলছে। "কাজ না থাকলে কি কর?"

"বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘুমাই।"

"তেমন কারো সাথে দেখা কর না তাহলে?" টমের মুখে দুষ্টুমির হাসি।

“না।” জেনিফার সাথে সাথেই বলে উঠলো।

“কিন্তু কেউ ছিল?”

“হ্যা।”

“কি হয়েছিল?”

“সে মারা গেছে।” বলেই ওর মনে হল ওর এটা বলা উচিত হয় নি। এটা ওর মনের অনেক গভীরে কবর দেওয়া। অনেক অনেক গভীরে, অন্য সবার দৃষ্টির আড়ালে।

“কিভাবে?”

“আমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না।” আরেক গ্লাস মদ নিল। মাথা হালকা লাগছে। মোমবাতির ধোয়াটায় বিরক্ত লাগছে তার।

ওদের খাবার চলে আসলে ওরা নীরবে খেতে লাগলো। বেশ কিছু লোক চলে যাবার কারণে রেস্টুরেন্টটা এখন আগের চেয়ে একটু চুপচাপ। ওদের খালি প্লেট নিয়ে যাওয়া হল। এসপ্রেসো অর্ডার দিল টম জেনিফার মদের বোতলটা শেষ করলো। কফি আসলে টম কয়েকবার নেড়ে ক্রিমটা নিচের কালো অংশের সাথে মিশালো।

“তোমার বাড়ি কোথায়, জেনিফার?”

টম কথা চালিয়ে যাচ্ছে দেখে জেনিফার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। “তুমি টেরিটাউন চেন? ওয়েস্টচেস্টার কান্ট্রিতে?” টম মাথা নাড়লো।

“নিউইয়র্ক স্টেট, সুন্দর জায়গা। ছায়াভরা রাস্তা, ক্রাফট স্টোর, উজ্জ্বল লাল ইঞ্জিন, সেফ।”

“আর তোমার পরিবার?”

“মা হেয়ার ড্রেসার। সারা জীবন একটা সেলুনেই কাজ করেছেন, এই বছর অবসর নিলেন। তিনি একটা জিনিসই শুধু চান, যেন আমার বিয়ে হয়ে যায় আর তিনি নাতি-নাতনি দেখতে পান।”

টম হাসলো।

“আর বাবা উলটো। শান্ত কিন্তু মজার। আমার মনে হয় তিনি ছেলে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুটো মেয়ে পেলেন, আর মেয়েদের পুরোপুরি ছেলেদের মত করে মানুষ করলেন।”

“এজন্যই তুমি এত জোরে গাড়ি চালাও?”

“আমি এই একভাবেই চালাতে জানি।” জেনিফার দাঁত বের করে হাসছে। “বাবা পাঁচ বছর আগে ফোর্স ছাড়েন। আমার বোন রাচেল জন হপকিন্স থেকে কয়েকদিন আগে বের হল। সে ডাক্তার হতে চায়।”

“তাদের সাথে তোমার দেখা হয়?”

“আমরা একসাথে সময় কাটাই, কিন্তু তাদের যতটা সময় দেওয়া উচিত ততটা দেওয়া হয় না।”

নীরবতা।

"তারা অবশ্যই তোমার জন্য গর্ব বোধ করে," টম বললো।

জেনিফারের হঠাৎ করেই খুব কষ্ট হল। হয়তো এটা টমের কণ্ঠে মিশে থাকা দুঃখের জন্য, হয়তোবা মোমবাতির ধোয়ার জন্য অথবা ওর না বলা অপরাধের জন্য।

ওরা নীরব থাকলো। ওয়েটাররা ব্যালে নর্তকীদের মত ঘুরে এক ঝাপটায় ওদের মোমবাতিটা বন্ধ করে দিল।

অধ্যায় ৪৬

গার দু নর্দ, টেন্থ অ্যারোন্ডিসমেন্ট, প্যারিস।
রাত ৯.:১৩

আর্চি রুই ডিনাইন দিয়ে স্টেশনের মূল প্রবেশপথের দিকে হাটছে। ও ওর ভালো থাকা মোবাইলটা বারবার চেক করে দেখছে। বিল্ডিংয়ের আধুনিক কোরিয়াস্থিয়ান মুখোশের নিচের বিশাল এরিয়া এখনো আলজেরিয়ান ট্যাক্সি চালক আর পকেটমারদের ভীড়ের কারণে বেশ ব্যস্ত। নিজেদের পরবর্তী খদ্দের আর শিকার খুঁজছে তারা।

ও গাড়িটা দেখার আগে অনুভব করতে পারলো, এটার হেডলাইট রাস্তার উপর একটা হলদেটে ভাব এনে দিয়েছে। পেছনের জানালাটা যখন ওর সাথে লেবেলে আসল তখনই গাড়িটা থেমে গেল। গাড়িটা থামার সময় পিচের উপর কর্কশভাবে শব্দ করলো। আর্চির চোখ সন্দেহ। গ্লাসটা এক ইঞ্চি নিচে নামলে ভিতরের এ.সি'র সুবাস রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো।

"কোথাও যাচ্ছ?"

"আমি কি তোমাকে চিনি?" ওর কণ্ঠে কৌতুহল।

"হ্যা, আবার না।"

"হেয়ালি করার মত সময় এখন আমার হাতে নেই।"

"তোমার হাতে আসলে সময়ই নেই।"

"ক্যাসিয়াস?" আর্চি ঢোক গিললো, ওর বুক ধক ধক করছে।

"খুব উঁচু জায়গার সুপারিশে তোমাকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাকে বলতেই হচ্ছে, এখনো পর্যন্ত তুমি খুব সামান্যই করেছো যাতে বোঝা যায় যে তুমি সেই সম্মানের উপযুক্ত। প্রথমটা দিতে দেরি করেছো, আর এখন মাত্র দুদিন আছে কিন্তু দ্বিতীয়টার কোন চিহ্নই নেই।"

আর্চি ঢোক গিললো। না হাটলেই ভালো হত। "আমি জানি, কিন্তু এটা আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক কঠিন।" কথা বলার সময় ও জানালা দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করলো। "সম্ভবত আরেকটু সময়–"

"দুঃখজনকভাবে সেটাই আমি তোমাকে দিতে পারছি না। তোমাকে ভাল টাকা দেওয়া হয়েছে। এখন আমি ডেলিভারির আশা করি। আর ব্যর্থ হবার পরিণাম তুমি জানো।"

আর্চি কি বলবে বুঝতে পারছে না। "এতে আমার কোন দোষ নেই। এর জন্য ফেলিক্স দায়ি। আমি এখনো তার পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছি।"

"সেটা আমার দেখার বিষয় নয়।"

“আমি সব প্ল্যান করে রেখেছি।” ও কনফিডেন্ট ভাব নেবার চেষ্টা করলো।

“কোথায়?”

“তুমি জান সেটা আমি তোমাকে বলতে পারি না।”

“কোথায়?” এবার কণ্ঠে হুমকির ছোঁয়া।

“আমস্টারডাম।” আর্চি মাটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল।

“গুড।” ক্যাসিয়াসের গলায় রিল্যাক্স ভাব। “আমি আশেপাশেই থাকবো। আমাকে ব্যর্থ করো না।”

গ্লাসটা বন্ধ হয়ে গেলে গাড়িটা চলতে শুরু করতেই কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা আর্চির দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত স্বর্ণও সদগুণাবলি বিনিময়ের জন্য যথেষ্ট নয়।
-প্লেটো
ল'জ (বুক ফাইভ)

অধ্যায় ৪৭

সেভেন ব্রিজেস হোটেল, আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড।
২৮ জুলাই-দুপুর ২:৩৭

জুতো জোড়া শব্দ করে ব্রাউন রঙের কার্পেটের উপর ফেলে জেনিফার বিছানার উপর লাফিয়ে পড়লো। আগের রাতে ও ভাল মত ঘুমাতে পারে নি। যদিও ও আর টম পালা করে ড্রাইভ করেছে। গত কয়েকদিনের লাগাতার জার্নি আর পরিশ্রমে ও একেবারে ক্লান্ত।

আর, দিনগুলো মোটেই সহজ ছিল না। একজন নিরপরাধ লোককে হত্যা করা হয়েছে, তাকে বিশ্বাস করে যে কয়েনটা দেওয়া হয় সেটা চুরি হয়ে গেছে, ও ওর প্রাইম সাসপেক্টের সাথে ফ্রান্সে বে-আইনীভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি। ফোর্ট নক্সের ঘটনার পেছনে কে আছে? টম কি ছিল? কি করে একটা কয়েন একজন প্রিস্টের পাকস্থলীতে গিয়ে ঠেকলো? রেনউইকের হত্যার পেছনে কে আছে? ভ্যান সিমসন যদি জড়িত থেকে থাকে তবে কিভাবে? স্টেইনারের খুন হওয়াটা কি করে খাপ খায়? কয়েনগুলো এখন কোথায়?

অনেক চেষ্টা করেও একটা ব্যাপার ওর মাথা থেকে গেল না। পিপার আর করবেট টমের যে চিত্র ওর সামনে তুলে ধরেছে আর ও নিজের চোখে যা দেখলো আর শুনলো তা অনেকটাই ভিন্ন। আরো একটা ব্যাপার বারবার ওর মনে আঘাত করছে-সেই সকালের ঘটনা-আগের রাতে বেশি ড্রিঙ্ক করার কথা।

টমের মধ্যে ও একজন দক্ষ, বুদ্ধিমান আর প্রচন্ড বিশ্বাসী একজনকে দেখতে পায়। যদি তুমি তাকে বিশ্বাস কর। সে যা ছিল কিংবা সে এখন যা হয়েছে তার পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। জেনিফার বুঝতে পারছে সেদিন সকালে ও একটা গুরুত্বপুর্ণ মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। টমকে বিশ্বাস করবে কি করবে না? যেটা ও নিজের চোখে দেখেছে সেটা বিশ্বাস করবে, না লোকে ওকে যা বলেছে তাই বিশ্বাস করবে?

সবশেষে, ও ঠিক নিশ্চিত হতে পারলো না ওর কাছে কোন চয়েজ আছে কিনা। টমের সাহায্য ছাড়া ও কখনোই রানিরির লুকানো অ্যাপার্টমেন্ট,

নিউজপেপার কিংবা স্টেইনারের কানেকশান কিছুই পেত না। আর ছাদে টম ওর জীবন বাচিয়েছে। এখন রইল ফোর্ট নক্সের ব্যাপারে ওর যুক্ত থাকার ব্যাপারটা। সেক্ষেত্রে ও টমের নিস্পলক চোখে একজন নিষ্পাপ লোকের চেহারাই দেখেছে। না, ও মনস্থির করতে পেরেছে। টম ক্রিক আরেকটা সুযোগ পাবার দাবি রাখে। এখন প্রশ্ন হল করবেট কি ওর মত চিন্তা করবে?

"কি করছ তুমি?" জেনিফার এক চোখ খুলল, তারপর অন্য চোখ। টম রুমের ডান দিকের বিশাল আয়নাটাকে একটা কার্পেট দিয়ে ঢেকে দেবার চেষ্টা করছে। "মাঝে মধ্যে এই ঘরটাকে পর্নো মুভি বানানোর জন্য ব্যবহার করা হয়," টম ওর দিকে না ফিরেই বললো। এখনো কার্পেটটার ডান পাশটার সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। "আমি মোটামুটি নিশ্চিত এই দুমুখো আয়নাটার পেছনে একটা হিডেন ক্যামেরা আছে। আমার মনে হয়েছে তুমি চান্স নিতে চাইবে না।"

জেনিফার উঠে বসলো। পুরোপুরি জেগে উঠেছে সে।

"তুমি আমাকে একটা পতিতালয়ে নিয়ে এসেছ?" ও বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো, ওর হাত দুটো ওর সামনে ধরলো। ভীত যেন এখানকার আগের বাসিন্দাদের নোংরা করা কোন জায়গায় হাত না দিয়ে বসে।

"এটা কোন পতিতালয় না। মাঝে মধ্যে মানুষ সেসব করে আর কি। যাইহোক, মালিককে আমি চিনি। এটা পরিস্কার আর নিরাপদ। কেউ আমাদের দেখবে না। আমি সরি। ওদের কাছে একটাই ঘর ছিল। চিন্তা করো না, আমি ফ্লোরে শুচ্ছি।"

"ফাইন।"

অখুশি কিন্তু তর্ক করবার জন্য প্রস্তুত নয়, জেনিফার বসে পড়লো। বিছানার পাশ থেকে করবেটের পাঠানো মোটা এনভেলপটা তুলে নিল। ও ওটা খুলে প্রথম কয়েকটা পাতার সারাংশ জোরে জোরে পড়লো, আর বা হাত দিয়ে গলার পিছনটা মেসেজ করছে।

"কার্ল স্টেইনার, ইস্ট জার্মান, বয়স ৩৬। আগে বর্ডার গার্ড ছিল। সন্দেহভাজন স্টাসি ইনফর্মার। ডাকাতি, চোরাই মাল হ্যান্ডেল করা এসব কাজ করে বেড়াত। জার্মানিতে কয়েকটা মার্ডারে যুক্ত আছে বলে ধারণা করা হলেও কখনো কোন কোন জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। ধারণা করা হয় তিন বছর আগে নেদারল্যান্ডে আসে যাতে নিজের হেরোইন আসক্তিতে সুবিধা করতে পারে।"

টম হাসলো। "সে ঠিক জায়গাতেই এসেছিল। মার্ডারের ব্যাপারে কি আছে?"

জেনিফার কয়েকটা পাতা উল্টালো।

"খুব বেশি কিছু নেই।" জেনিফার টমের দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করলো। "রানিরি মত একই রকম ইনজুরি, অবশ্য খুনের সময় ফোন বুথে ছিল। লাস্ট

কল ট্রেস করলে লন্ডনের আরেকটা ফোনবুথের ঠিকানা পাওয়া যায়। তার ওয়ালেট আর চাবি সবই তার কাছে ছিল, তো এমনকি ডাচ পুলিশও এটাকে সাধারণ ছিনতাই হিসেবে দেখছে না। ওরা ভাবছে এটা ড্রাগ রিলেটেড। যেমনটা সবসময় হয় আর কি।"

টম চিন্তায় নাক কোচকালো। "অন্তত আমরা ভিন্ন কিছু জানি। এখানে আমরা একেবারে পেশাদারদের নিয়ে কাজ করছি, ট্রেনিং দেওয়া খুনি। তারা প্রথমে রানিরিকে মারে, এরপর স্টেইনার। সম্ভবত কেউই এই দুটোর মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজবে না কিংবা পাবে না। এখন প্রশ্ন হল যা তারা খুঁজছিল তা কি তারা পেয়েছে?"

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"মানে, কয়েন?"

"হ্যা।" ও আরেকটা পেজ দেখছে।

"এটা তো অবিশ্বাস্য!"

"কি?"

জেনিফার অবাক চোখে টমের দিকে তাকিয়ে আছে। "এই পুরো ঘটনার একটা ভিডিও ফুটেজ আছে।"

"ভিডিও? মানে ভিডিও টেপ?" টমও অবাক হয়ে গেল। জেনিফার সায় দিলো।

"একজন টুরিস্টের ক্যামেরায় পুরো ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়। এখানে একটা কপি থাকার কথা।" জেনিফার এনভোলপটা খুঁজছে। ও একটা ক্যাসেট পেয়ে গেল। এটার উপর লাল কালি দিয়ে লেখা : স্টেইনার–ভিডিও ফুটেজ।

টম ছো মেরে জেনিফারের হাত থেকে ক্যাসেটটা নিয়ে নিয়ে টিভি চালালো। বিল্ট-ইন ভিডিও প্লেয়ারটা হালকা একটা শব্দ করে ক্যাসেটটা গিলে ফেললো।

অধ্যায় ৪৮

ভ্যান রিজ হোটেল, আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড
দুপুর ২:৪৯

হোটেলের রুমটা ভীষণ নোংরা। বিবর্ণ সবুজ রঙের পর্দাগুলো একটা ময়লার আস্তরণে ঢাকা জানালার সামনে নড়বড়েভাবে ঝুলছে। জানালাটা আবার জন্মের মত আটকানো। ফ্লোর আর দেওয়ালগুলো সস্তা ব্রাউন কাঠ দিয়ে তৈরি। কোন সন্দেহই নেই সত্তরের দশকের ফ্যাশন। বছরের পর বছর ধরে এখানে যারা থেকে গেছে তাদের ফেলা আর্বজনার কারণে সব ফ্যাকাশে হয়ে আছে।

বিছানার মাঝখানটা এমনভাবে বসে গেছে যেন ওটা কোন পরিত্যাক্ত ট্রাম্পোলিন, যার উপর জিমন্যাস্টরা লাফায়। এটার দাগওয়ালা সাদা হেডবোর্ড আর সাইডের মেলামাইনের ক্যাবিনেটগুলো একেবারে দেওয়ালের সাথে লাগানো। ডান দিকের ড্রয়ারে একটা গিডিওন বাইবেল, তার প্রথম কয়েকটা পাতা ছেড়া। মার্ক আর লিউকের গসপেলের মাঝখানে রুটির টুকরো লেগে রয়েছে। বাকি কাগজগুলোর গন্ধ বলে দিচ্ছে এটাকে কোন এক রাতে সিগারেট পেপার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। হলদে রঙের ছাদটার মাঝখানে একটা চল্লিশ ওয়াটের বাল্ব ঝুলছে।

কিন্তু জায়গাটার মাহাত্ম আসলে অন্য জায়গায়। লোক এখানে আসা-যাওয়া করে কিন্তু তাদের কোন প্রশ্ন করা হয় না। ঘরগুলো ঘন্টা, দিন এমনকি সপ্তাহের চুক্তিতেও ভাড়া দেওয়া হয়। নগদ ক্যাশ। এখানে নামশূন্যভাবে থাকা খুবই সহজ। ছায়ার মধ্যে মিশে যাওয়া যায়। কারো নজরে না পড়েই যাওয়া-আসা করা যায়। তাই থাকার জন্য সে এই জায়গাটা বেছে নিয়েছে।

এখানে সাতদিন ধরে আছে আর এখন যাবার জন্য রেডি হচ্ছে। সে এখানে একা একা সিগারেট টেনেছে, চারজন বেশ্যা চুদেছে, যাদের প্রত্যেকে তাকে অদ্ভুতভাবে তার বোনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রতিদিন সকালে সে একটা খালি জ্যাকের বোতল জড়িয়ে ধরে আর একটা আতংক নিয়ে জেগে উঠেছে। সে নিজেকে প্রায় বিশ্বাস করিয়েই ফেলেছিল তোমার কাছে একটা ভালো জিনিসের অতিরিক্ত থাকতে পারে। তারপরও ছেড়া বাইবেল তাকে এখনো বিব্রত করে। এটা ঠিক হয় নি, এটা শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল না।

পকেটে ফোনটা ভাইব্রেট করে উঠলে সেটা বের করলো সে। বুড়ো আঙুল দিয়ে ফোনটার ফোল্ড খুলে সেটা ওর বিশৃঙ্খল দাঁড়ির সাথে চেপে ধরলো।

"ফস্টার।"

"তুমি কি এখনো আমস্টারডামে?" কণ্ঠটা একবারে আসল কথায় চলে এসেছে, সবসময়ের মত।

“হ্যা।”

“গুড, আমি চাই তুমি আরেকটা ছোট্ট কাজ কর। সব সময় যেমন ফি দেই সেরকম পাবে। এক ঘন্টার মধ্যে ফোন করছি।” ফোনটা কেটে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ফোনটা বিছানার উপর ছুড়ে দিলে সেটা বিছানার গর্ত হয়া অংশে ডুব দিল।

তার সুটকেসটা খুলে সেখান থেকে সুন্দরভাবে ভাজ করা শার্ট আর ট্রাউজার বের করে খাটের উপর রাখলো সে।

আবার সুটকেসে হাত দিল। তার হাত প্লাস্টিক শেলের ভিতরের সিল্কি ফেব্রিকের উপর থেমে গেল, এটাকে নিজের দিকে টানলো সে। ভেলক্রোটা খসখস শব্দ করে খুলে গেলে ও সেটাকে নিজের দিকে ভাজ করে আনলো। ঢাকনার নিচে লুকিয়ে থাকা কম্পার্টমেন্টটা খুলে গেছে।

ওখানে নানা অংশে ভাগ করা একটা চকচকে রেমিংটন এম২৪।

অধ্যায় ৪৯

সেভেন ব্রিজেস হোটেল, আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড।
২৮ জুলাই–দুপুর ২:৪৯

স্ক্রিনটা জীবন্ত হয়ে উঠলো। একটা টলয়মান ভিডিওচিত্র ওদের সামনে ফুটে উঠছে।

নির্মল মেঘের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল সূর্য উঁকি দিচ্ছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে ট্যুর গাইডের বকবক আর একটা বোটে স্রোতের ধাক্কা খাবার শব্দ। ওদের সামনে শহরের বিভিন্ন দৃশ্য, শব্দ, ব্রিজ আর খালের ছবি ফুটে উঠছে।

হঠাৎ করেই দৃশ্যপট বদলে গেল। একটা লম্বা বিল্ডিঙের পেছনে সূর্য উধাও হয়ে গেল, বোটটা একটা বিশাল ছায়ার নিচে চলে এসেছে। আকাশ দেখে মনে হচ্ছে যেন সেটা কোন অশনি সংকেত বহন করে আনছে। আর তখনোই টম আর জেনিফার ঘটনাটা দেখতে পেল। প্রথমে স্ক্রিনের ডান দিকে, এরপর পুরো স্ক্রিন জুড়েই সেই ভীতিজনক দৃশ্যটা ছড়িয়ে পড়লো। স্টেইনারকে দেখতে পেল ওরা।

ঘটনাটা খুবই দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। ফোনবুথে একজন লোক দাঁড়ানো, দুজন লোক নীরবে তার দিকে এগুচ্ছে, হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেল, সজোরে দরজাটা খুলে গেলে একটা স্টিলের ফলা ধক করে জ্বলে উঠলো। একজন লোক মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। পেছনে গাইডের মুখস্থ করা কমেন্ট্রি। কয়েক মুহূর্ত পর টেপটা শেষ হয়ে গেল। স্ক্রিন আবার অন্ধকার হয়ে গেছে। একটা জীবন নিঃশেষ হল।

ওরা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে, বিছানার কোণায় গিয়ে বসলো টম। জেনিফার নার্ভাসভাবে ঢোক গিলছে। টম একেবারে হতবাক হয়ে পড়েছে। ওর চোখে বারবার সেই লোমহর্ষক দৃশ্যগুলো ভেসে উঠছে। স্টেইনারের বুকে ছুরির ফলা বিদ্ধ হবার দৃশ্য, তার হৃদপিন্ড বন্ধ হবার দৃশ্য, আত্মার শরীরকে ত্যাগ করার দৃশ্য। টম নিশ্চিত যে জেনিফারও ঠিক তাই অনুভব করছে।

"আরেকবার দেখি?" অনিচ্ছাসত্ত্বেও টম বললো। কিন্তু এড়িয়ে যাবারও উপায় নেই। জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো।

টম টেপটা আবার চালিয়ে সেটাকে আরো ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করলো। স্টেইনারকে ওর ফাইলের ছবি থেকে সহজেই চিহ্নিত করা যাচ্ছে। কিন্তু খুনিদের চিহ্নিত করার কোন উপায় নেই। ক্যামেরাটা একবারের জন্যও ওদের চেহারা দেখার মত অবস্থানে ছিল না। আর যতক্ষণে ক্যামেরাটা একটা ভালো অবস্থানে এসেছিল ততক্ষণে ওরা সেখান থেকে চলে গেছে। আর এটা দেখাও সম্ভব না যে

লোক দুটো স্টেইনারের কাছ থেকে কিছু সরিয়েছে কি না। একেবারে শেষ মুহূর্তে লোক দুটো যখন ওর লাশটা পার করে যাচ্ছে, তখনই মাথার উপর ব্রিজটা চলে আসে।

যেটা পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া গেছে স্টেইনার ওদের দেখার সাথে সাথেই বুঝতে পেরেছিল যে কি ঘটতে যাচ্ছে। ওরা ওকে ঠান্ডা মাথায় দিনের আলোতে হত্যা করেছে, এটা একটা মিরাকল যে অন্য কেউ তাদের দেখে নি। আপাতদৃষ্টি দেখে মনে হয় ওরা চাচ্ছিল কেউ ওদের দেখুক। অন্যভাবে দেখলে, ওরা ওকে হারিয়ে ফেলার ঝুঁকি নিতে চায় নি। ওরা প্রথম চান্সেই স্টেইনারকে ধরাশায়ী করতে চেয়েছে, যা-ই ঘটুক না কেন। ওরা বেপরোয়া, নিবেদিত আর প্রচন্ড রকম বিপজ্জনক।

টম টেপটা আবারও চালালে স্ক্রিনের একেবারে কাছে চলে গেল, পারলে ও ছবির মধ্যে ঢুকে পড়ে ওদের কাছে চলে যায়। একটা চিন্তা হঠাৎ করে ওর মাথায় আসলো। ও দাঁড়িয়ে টেপটা রিওয়াইন্ড করছে। এক জায়গায় পজ করলো, ঠিক যেখানে স্টেইনার ওদের দেখতে পেয়েছে সেখানে। মাথা কাত করে দেখতে লাগলো, প্রথমে এক অ্যাঙ্গেলে তারপর আবার অন্য অ্যাঙ্গেলে, যেন ও ছবিটার অন্য পাশ দেখতে চাইছে।

"কি করছ তুমি, কার্ল?" টম আপন মনে বললো।

"কি বলতে চাচ্ছ?"

"ওর দিকে ভাল করে তাকাও," ও স্ক্রিনে স্টেইনারের পেছনের দিকটা দেখতে দেখতে বললো। "ও লোক দুটোকে দেখতে পাবার ঠিক আগে, সে বুথের দিকে পিঠ দেওয়া, সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে গেছে, বাম হাত দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে কিছু করছে, ফোনটা মাথা আর বাম দিকের ঘাড় দিয়ে ধরে রেখছে। সে কি করছে?"

"হ্যা, দেখতে পেয়েছি," জেনিফার উঠে এসে টমের পাশে দাঁড়ালো। "দেখে মনে হচ্ছে ও কিছু পড়ছে, অথবা ডান হাত দিয়ে ফোনের উপরে কিছু করছে। হেই, আচ্ছা দেখি তো তার কাছে কোন কলম পাওয়া গেছে কি না।"

জেনিফার ফাইলটার কয়েক পাতা উল্টিয়ে দেখতে লাগল।

"এই তো, পেয়েছি," জেনিফার সায় দিলো। "তার কাছে পাওয়া যায় নি, তবে একটা কলম পাওয়া গেছে, ওর সামনে পড়া ছিল। পুলিশ ধারণা করছে মারা যাবার সময় ওর পকেট থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে।"

"তুমি ভাবছ সে কিছু লিখে রেখে গেছে?"

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"কিন্তু কিসের উপর?"

জেনিফার টমকে আবার টেপটা ছাড়তে ইশারা করল। "নিশ্চিতভাবেই খুনিদের দেখার আগে সে পকেট থেকে কিছু বের করে নি বা কিছু ঢোকায় নি।

ওরা আসলো, তাকে মারলো, সার্চ করলো এবং চলে গেল।"

"এর অর্থ দাঁড়ায় সে কিছু লিখেছে। আর পুলিশ তার কাছে কিছু খুঁজে পায় নি, অর্থাৎ সেটা এখনো সেখানে আছে।" টম মাথা নাড়লো।

"ফোন বুথটা কোথায়?"

"তুমি ইয়ার্কি করছো, এক সপ্তাহ হয়ে গেছে।"

"আমার কথা শোন, আমস্টারডাম পুলিশ ওদের দক্ষতার জন্য খুব বেশি বিখ্যাত নয়। আমাদের একবার দেখা উচিত।"

"তুমি সিরিয়াস?" টম মাথা নেড়ে সায় দিলো। জেনিফার শ্রাগ করে মেনে নিল। "এটা 'প্রিনজ...' আমি বুঝতে পারছি না, উচ্চারণটা কি হবে?"

"প্রিন্সেনগ্রাখ্ট।" টম ফাইলটা দেখে বললো। "পুটিজার হোটেলের কাছে, পনের মিনিট হাটা পথ।"

অধ্যায় ৫০

দুপুর ৩:২১

ওরা জনবহুল ক্যাফে আর দশ ডলার ক্যারিক্যাচারিস্টদের অতিক্রম করে রেমব্রাঁপ্লেইন-এর দিকে গেল। সেখানে একদল পথশিল্পী বিটলস আর সাউথ আমেরিকান বাঁশির মিউজিক বাজাচ্ছে। সিনজেলে পৌছালো ওরা। সেখানে এক মানবমূর্তি টিনম্যান সেজে কোণায় দাঁড়িয়ে রোবটের মত নড়াচড়া করছে, আর প্রতিবার একটা গামলা এক পায়ের পাতার উপর থেকে অন্য পায়ে নিচ্ছে। অবশেষে ওরা রাধুইস্ট্রাট থেকে প্রিসেনগ্রাগুটে এসে পৌছালো।

জেনিফার চারপাশে থাকা সাইনবোর্ডের নামগুলো কষ্ট করে বিড়বিড় করে পড়ছে। ওদের পাশের খালটা শিশিরে ভেজা মাকড়শার জালের মত সূর্যের আলোতে চকচক করছে।

আমস্টারডামের অর্ধ-চন্দ্রাকার মধ্যভাগটা সপ্তদশ শতাব্দিতে তৈরি। এটার খালগুলো আসলে বাইরের হামলা থেকে নিজেদের রক্ষা করার একটা কৌশল। এর গুরুত্ব বাণিজ্যিক পোর্ট হিসেবে বাড়তে শুরু করলে সরু রাস্তা আর খালের নেটওয়ার্কও আস্তে আস্তে অর্ধচন্দ্র থেকে সরে যেতে শুরু করে। একটা এক কেন্দ্রিক বৃত্তের সিরিজ স্কয়ার হয়ে শহরের মূল ফটকগুলোও সামনে থেমে যেত। এই ফটকগুলো আবার প্রতি রাতে বন্ধ করে দেওয়া হত। সেসব ফটক বা দরজা এখন আর নেই। গাড়ি আর যোগাযোগের সুবিধার্থে অনেক খালই উধাও হয়ে গেছে। তারপরও এই শহরটা এখনো অনন্য। নর্থের ভেনিস। চারশ পাথরের ব্রিজের নিচ দিয়ে এখনো বয়ে চলেছে প্রায় একশ কিলোমিটার খাল। কমনীয় পানির একটা কঙ্কাল পুরো শহরটাকে একসাথে করে রেখেছে।

টম শেষবার আমস্টারডামে এসেছিল প্রায় পাঁচ বছর আগে। অবশ্যই কাজে। ও তখনকার কথা ভাবলো। যেকোন শহরে কাজ করতে আসলেই টম সেই শহরটাকে ভালো করে চিনে নেয়। রাস্তা, ল্যান্ডমার্ক, শর্টকাট, বার, রেস্টুরেন্ট, স্বভাব-চরিত্র, বৈশিষ্ট্য। এটা করলে ঝুঁকি কমে। সহজে কাজটা শেষ করে সহজে বের হয়ে যাওয়া যায়। আর এখন ওর আগের জ্ঞানটাকে একবার ঝালিয়ে নিচ্ছে।

ক্রাইম সিনটা সহজেই চেনা গেল। কৌতূহলী জনতাকে এর থেকে দূরে রাখার জন্য ফুটপাথের উপর পুরো ফোনবুথটাসহ চারপাশের প্রায় পাঁচ ফুট জায়গা একটা সাদা তাবু দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। পুরো ব্যাপারটার একটা বৈপরীত্য টম লক্ষ্য করলো। স্টেইনারের খুনের পুরো ঘটনাটার ভিডিও বেরিয়ে গেছে আর তার খুনের জায়গাটা কঠিনভাবে ঢেকে দেওয়া। নিশ্চিতভাবেই যদি কিছু হয়ে থাকে তবে বের করা কঠিন হবে।

তাবুটা স্টিলের বার দিয়ে ঘেরা, সেগুলোর উপর সাদা অংশে নীল কালি দিয়ে বড় কালি দিয়ে ডাচ ভাষায় 'ক্রাইম সিন' লেখা। নীল আর সাদা রঙের ক্রাইম সিন টেপটা বাতাসে ঘুড়ির সুতার মত উড়ছে।

ওরা কাছে গিয়ে রাস্তার দু'পাশ দেখে নিল, কেউ নেই। কেউ গার্ড দিচ্ছে না। নিশ্চিত হবার জন্য টম ডাকলো, কোন উত্তর নেই। দুটো মেয়ে, কোন বিষয়ে তর্ক করতে করতে ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল, নিচের ঠোঁটে রিং দেওয়া আর তল পেটে রাগী চেহারার ট্যাটু আকা। ওরা যাবার সময় টম ওর রিস্ট চেক করলো, ভাব করলো যেন কারো জন্য অপেক্ষা করছে। তখনই লক্ষ্য করলো ওর ঘড়িটা হোটেলে ফেলে এসেছে। মেয়ে দুটো অবশ্য কিছুই লক্ষ্য করলো না। ওদের গলার শব্দ মিলিয়ে গেলে টম জেনিফারের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো। টেপের নিচ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো ওরা।

শেষ দুপুরের আলো সাদা প্লাস্টিকের মধ্যে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে পুরো জায়গাটাকে একটা অস্বস্তিকর উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছে। বাতাস ভারি আর ভেজা। অনেকটা পরিত্যাক্ত গ্রিনহাউজের মত। মাটিতে ধূলো স্টেইনারের রক্ত শুষে নিয়ে শুকিয়ে শক্ত কালো কাদা হয়ে গেছে। চারদিকের মৃত্যুর গন্ধ।

সারা আমস্টারডামের প্রায় সব ফোনবুথেরই কালো রঙের দেওয়ালগুলো ক্যাটক্যাটে কার্ডে ভরা। সেখানে স্ট্রিপ শো, সেক্সলাইন, আর প্রস্টিটিউটদের বিজ্ঞাপন দেওয়া। ছবিগুলোতে প্রতিটা মেয়েকেই তাদের বিশাল বক্ষের মাধ্যমে পাশের জনের তুলোনায় আরো আবেদনময়ী করে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এরা সবাই তোমার থেকে কেবলমাত্র একটা ফোন কল দূরে।

ওরা বুথটার ভিতরে ঢুকে দেখতে শুরু করল। ফোনটা এখনো ঝুলছে। টম সবগুলো কার্ডই ভালো করে দেখছে।

"তুমি কি সেইরকম বোর?" জেনিফার মজা করে বললো। ওর কণ্ঠ তাবুর ভিতর ক্ষীণভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

"ঠিক তেমন না," টম না তাকিয়েই বললো। "আমি ভাবছিলাম, যদি সে কিছু লিখে থাকে তাহলে হয়তো সবচেয়ে কাছের কাগজটাই নিয়ে থাকবে। এখানে তো সেরকম কিছু দেখছি না," টম সবগুলো ভাল করে দেখছে। "দেখ, এখানে একটা কার্ড নেই।" ও ফোনের পেছনে একগাদা নগ্ন ছবির কার্ডের সারিতে একটা গ্যাপ দেখিয়ে বললো। "তুমি শিওর যে ওরা কোন কার্ড পায় নি বা তেমন কিছু মেঝেতে পায় নি?"

"ফাইলে তো নেই।"

"হুম...তাহলে আর কি," ওর কণ্ঠে হতাশা, "ও যদি কোন কিছুতে লিখেও থাকে তবে সেটা নেওয়া হয়ে গেছে, এমনও হতে পারে সে কিছু লেখেই নি। আমার মনে হয় আমাদের অন্য কোথাও খোঁজা উচিত।"

টম হতাশ হয়ে অন্য দিকে তাকাতে গেলে এক মুহূর্তেরও কম সময়ের জন্য

ওর চোখে উজ্জ্বল সাদা কিছু ধরা পড়লো। এটা একটা কার্ডের কোণা, ফোনের পেছনে পড়ে আছে।

টম ওর সানগ্লাসটা খুলে সেটার ডান্ডি দিয়ে অনেক কষ্টে কোণাটা টেনে ওর নাগালের মধ্যে এনে ওটাকে বের করে আনলো।

এটার উপর একটা ব্লন্ড মেয়ের ছবি দেওয়া। সে শুধু কাউবয় বুট আর হ্যাট পরে আছে। তার স্তন দুটো একটা লেখা দিয়ে ঢাকা রাইড মি, কাউবয়! টম কার্ডটা ফোনবুথের দেওয়ালে সৃষ্ট গ্যাপটাতে ধরলো। পারফেক্ট ম্যাচ।

"মনে হয় আমাদের ভাগ্যটা বেশ ভালোই যাচ্ছে।"

"কি লেখা?" জেনিফার এগিয়ে আসল।

কার্ডটা একেবারে উপরে বা দিকে একটা নাম্বার লেখা। টম পড়লো "০০৯০২১২"

"এর মানে কি হতে পারে?"

"আমি ঠিক নিশ্চিত না," টম ওর শার্টটা টেনে ছেড়ে দিল যাতে একটু বাতাস লাগে। জায়গাটা একেবারে গরম হয়ে গেছে।

"একটা অ্যাড্রেস, অথবা একটা জিপ কোড?" জেনিফার বললো। "অথবা কোন সেফ ডিপোজিট বক্সের নাম্বার।"

"হতে পারে," টম দ্বিধাগ্রস্থ। "ইউরোপে ডাবল জিরো ইন্টারন্যাশনাল এক্সেস কোড, ইউএস'র মত জিরো ওয়ান ওয়ান না। এটা ফোন নাম্বার হতে পারে।"

"নাইন্টি আর টু ওয়ান টু কি হতে পারে?"

"উম...টু ওয়ান টু তো নিউইয়র্ক, তাই না? কিন্তু ইউ.এস'র কান্ট্রি কোড তো নাইন্টি না। নাহ...এটা হয় না।"

"এখানে কান্ট্রি কোডের লিস্ট থাকে না?" জেনিফার ফোনের বা পাশের লেমিনেটেডেড পোস্টারটা দেখিয়ে বললো। ও সেখানে প্রায় দৌড়ে গিয়ে দেখতে লাগলো।

"এখানে কেবল বড় বড় দেশের কোডগুলো আছে। এখানে নাও পাওয়া যেতে পারে। "চায়না ৮৬, ইন্ডিয়া ৯১, মেক্সিকো ৫২...এই তো পেয়েছি, তুর্কি ৯০।"

"অবশ্যই।" টম ওর হাতে তালি দিল, "আমি কি করে ভুলে গেলাম?"

"কি?"

"টু ওয়ান টু ইস্তানবুলের সিটি কোড।"

"তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ মারা আবার আগে স্টেইনার ইস্তানবুলে কারো ফোন নাম্বার লেখার মাঝামাঝি অবস্থায় ছিল?"

টম মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"হতে পারে।"

“হতে পারে সে তখনো ক্রেতা খুঁজছিল, হয়তো সে এমন কাউকে পেয়ে গিয়েছিল যে ইন্টারেস্টেড।” টম শ্রাগ করলো। ওর কণ্ঠে সন্দেহ।

“ইস্তানবুলে? হতে পারে, কিন্তু সেটা কোন নিশ্চিত জায়গা নয়।”

“আমরা তো সেখানকার সাম্ভাব্য বায়ারদের খুঁজে বের করতে পারি, তাই না? লিস্টটাও তো খুব বেশি বড় হবার কথা না।”

“তাই তো মনে হয়।”

তাবুটার উপর একটা ছায়া পড়লো। সাদা প্লাস্টিকের উপর একটা ছায়া মূর্তি আস্তে আস্তে ছোট হচ্ছে, এর মালিক আরো কাছে আসছে।

“পুলিশ। ভেতরে কে?” ছায়াটা খেক করে উঠলো।

“শিট।” টম দ্রুত কার্ডটা পকেটে ভরলো। ও বের হবার রাস্তা খুঁজছে। কোন রাস্তা নেই। তাবুটা একেবারে মাটির সাথে লাগানো।

দরজার হাতলে একটা গ্লাভস পরা হাত দেখা গেল। টম বুঝে গেছে এটা তাদের জন্য মোটেই ভাল কিছু বয়ে আনবে না। ওরা জেনিফারের কন্ট্যাক্ট ব্যবহার করে অবৈধভাবে এখানে এসেছে। টেকনিক্যালি দেখলে ওরা এখনো ফ্রান্সে।

আরো আছে, টম ব্যবস্থা করে দিয়েছে যাতে ওদের হোটেলে কোন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করা না লাগে, যেটা আবার সব গেস্টদের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রতিরাতে সেসব তথ্য পুলিশ ডাটাবেসে আপলোড হয়। এই অবস্থায় ওদের পক্ষে আইনী ঝামেলায় পড়াটা একেবারে ভয়ংকর হবে। টম দ্রুত চিন্তা করছে। ও সামনে একটা উপায়ই দেখতে পেল।

জেনিফারকে জড়িয়ে ধরে কিস করা শুরু করলো টম।

অধ্যায় ৫১

ভ্যান রিজ হোটেল, আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড
দুপুর ৩:৩৯

কাইলি ফস্টার মনে করতে পারে না শেষবার কখন ও বন্দুক ছাড়া ছিল। ওর পঞ্চম জন্মদিনের গিফট ছিল একটা গ্যাস অপারেটেড বিবি গান। আর আঠারোতমতে একটা ম্যাগনাম পয়েন্ট ফোর্টি ফাইভ। সাথে ব্যাকআপ ক্লিপ। তার মা ভালোবেসে তাকে দিয়েছিল। এরপর থেকে তার মা তাকে আর কোন দিন চড় মারে নি। সে তাকে বলেছিল যে সে এখন একজন পুরুষ হয়ে গেছে। তার কাজ শেষ হয়েছে।

ওর বয়স যখন কুড়ি তখন ও মোটামুটিভাবে মার্কেটের প্রায় সব রকম হ্যান্ডগান, স্নাইপার, হান্টিং আর অ্যাসল্ট রাইফেল ট্রাই করে দেখেছে। খুব অল্প কিছুই তার চেক করা হয় নি। অন্তত আইনগতভাবে নয়।

সে প্রায় বিশ বছর ইউ.এস আর্মি রেঞ্জার্সের এলিট স্নাইপিং ইউনিটে কাজ করেছে। সে খুন করতে পছন্দ করতো তবে যেটা ভালোবাসতো সেটা হল শিকার।

সে এখনও সেই একই উত্তেজনা অনুভব করে। বুকের মধ্যেকার সেই শিহরণ। প্রথমবার এটা অনুভব করতে পেরেছিল যখন সে তার বাবার সাথে হরিণ শিকারে মিসিসিপির কাছে একটা লেকে গিয়েছিল। আর যখন প্রথম শিকারের রক্ত ওর সারা গায়ে লেগে গিয়েছিল তখনই সেই উত্তেজনাটা ওকে গ্রাস করে ফেলে।

দ্য আল্টিমেট কিলার, নিজেকে এই নামটায় ডাকতেই সে বেশি পছন্দ করে, সম্পুর্ণ সজাগ, নিয়ন্ত্রিত, প্রাণঘাতি। শিকারের সময় সে সাধারণ মানুষের চাইতে আরো বেশি শক্তিশালী, আরো বেশি স্মার্ট আর আরো বেশি ফিট হয়ে ওঠে। তার সমস্ত শরীর আর সকল ইন্দ্রিয় একসাথে একেবারে সঠিকভাবে কাজ করতে শুরু করে। তার দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়ে ওঠে, তার শ্রবণশক্তি হয় আরো তীক্ষ্ম, সে আরো নিখুঁতভাবে গন্ধ নিতে পারে।

নিঃসন্দেহে সে দিনে দিনে আরো ধারালো হয়ে উঠেছে। রাইফেল থেকে গান। গান থেকে ছুরি। আর এখন এটাই ওর সবচেয়ে প্রিয়। ছুরিতেই আসল স্কিল লাগে, আর আসল প্ল্যানিং। শিকারের একেবারে কাছে যাওয়া, তাদের চোখের বিস্ময়টা অনুভব করা, ছুরির ধারালো ফলার সামনে ওদের প্রশ্ন আর আকুতি মিশ্রিত আতংকটা উপভোগ করা।

সে গিডিওন বাইবেলটা ড্রয়ার থেকে তুলে সেখানে একটা নতুন বাইবেল

রেখে দিল, এটা পাশের বুকশপ থেকে কিনে এনেছে। যদিও এটা তার পছন্দের ভার্সন নয়, কিন্তু এটাতে অন্তত সবগুলো পেজ আছে।

তবে আজ রাতে সে ছুরি ব্যবহার করতে পারবে না। তার শিকার তার থেকে অনেক দূরে থাকবে। আজকের শিকারটা করতে ওকে রাইফেলই ব্যবহার করতে হবে।

ঠিক তার বাবার মত।

অধ্যায় ৫২

প্রিন্সেনগ্রাক্টট, আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড
দুপুর ৩:৪০

জেনিফার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লো, ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। ওর হাত টমের বুকে আটকা পড়েছে। টমকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলো সে। তারপরও ওর চোখ কাঁপছে, ওর ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে। গত তিন বছরে ওকে কেউ এভাবে চুমু খায় নি।

একজন রাগী চেহারার পুলিশ ভিতরে ঢুকলো। তার ফ্যাকাশে নীল শার্টটা হাতের নিচে আটসাট হয়ে আছে। তার মাথার পাশ দিয়ে ঘাম পড়ছে।

"কি হচ্ছে?" বাজখাই গলায় বললো সে। "বন্ধ করো।" এবার সে ইংলিশে বলল যখন দেখল যে ওরা ওর কথার দাম দিচ্ছে না। জেনিফার শেষ অপরাহ্নের আলোয় তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালো।

"এটা সংরক্ষিত এলাকা," লোকটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলছে। জেনিফার নিচের দিকে তাকিয়ে রইলো। সারা শরীর দিয়ে লজ্জার হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। "টুরিস্টদের জন্য নয়।"

"সরি," টম ক্ষমা চাইলো, "বুঝতে পারি নি।" লোকটা ওদের ভাল করে দেখলো। ওরা কিছু স্পর্শ করেছে কি না এই সন্দেহে ওর উপরের ঠোঁট কেঁপে উঠছে।

"যাও এখন।"

সে টেপটা উঁচু করে ধরলে ওরা তার নিচ দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় নেমে আসলো ওরা। জেনিফার অনুভব করতে পারছে পুলিশটা ওদের দিকে এখনো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ওরা নীরবে হোটেলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে টম কথা বললো।

"আমি দুঃখিত।"

"এটার কথা আর মুখেও এনো না।" জেনিফার স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছে। সেইসাথে নিজেকে সামলে নেবারও এক দিক থেকে দেখলে ও ততটা অবাক হয় নি যতটা হবার কথা। তিন বছর পর–একটা চুম্বন। অদ্ভুত লাগারই কথা। তারপরও যেটা ওর সবচেয়ে বেশি অবাক লাগলো, যেটা ও অনুভব করছে না, অথচ সেটা ওর অনুভব করার কথা, অপরাধবোধ।

"না, তারপরও আমি আসলেই দুঃখিত। এটা আসলে...বুঝতেই পারছো, এছাড়া আর কোন পথ ছিল না। এটা করলেই আমাদের উপর সবচেয়ে কম সন্দেহ পড়তো।"

“আমি ঠিক নিশ্চিত নই আমাদের এরচেয়ে আর কতটা সন্দেহজনক দেখাতে পারতো।” আশা করল সৃষ্টি করা রাগ যেন ওর গলার কাঁপনটা ঢাকতে পারে।

“তোমাকে বোঝালে তুমি ভালোই বোঝ।”

“আমার আর কোন চয়েজ আছে?” জেনিফার রেগে উত্তর দিল।

নীরবতা। একটা বাইসাইকেল চলে গেল। কালো, পুরোনো ফ্যাশনের। সামনে একটা ঝুড়ি লাগানো। একটা ছোট্ট জেনারেটের দিয়ে একটা লাইটও লাগানো হয়েছে। ওরা ওটার জন্য রাস্তা ছেড়ে দিল।

“হায় খোদা, এটা শুধু নিছক একটা চুমু ছিল, এখন বাদ দাও।”

জেনিফার দুজনের মাঝখানের দূরত্বের দিকে তাকিয়ে হাটছে। ওর বুক এখনো কাঁপছে। “শোন,” ও থামলো। হাত ঠোঁটে, “আমি তোমাকে বলেছিলাম না যে একজন ছিল, সে মারা গেছে, আমার মনে হয় এখন তোমার জানা উচিত, আমি তাকে খুন করেছি।”

“ওহ!” জেনিফার দেখতে পেল, টম ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

“তাই আমার জীবনে এমন কিছু নেই যেটা ‘শুধু নিছক একটা চুমু’। আর না। এটা শেষ কর, ঠিক আছে?”

“ঠিক আছে।”

জেনিফার নিশ্চিত না কেন ও টমকে এটা বললো। হয়ত এটা থেকে ওকে দূরে থাকার জন্য, হয়ত এটা ব্যাখা করার জন্য কেন ও এভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। তবে এটা বলার পর ওর ভাল লাগছে।

অধ্যায় ৫৩

সেন্ট্রাল স্টেশন, আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড
বিকাল ৫:৩২

ফোনটার শক্ত প্লাস্টিক টমের কানের সাথে লেগে আছে। শব্দটা ওর কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। রাস্তার অন্যপাশে একজন লোক মিষ্টি বিক্রি করছে। ওজন করে পেপার ব্যাগে করে তার গাড়িকে ঘিরে ধরা বাচ্চাদের দিচ্ছে সে।

রিং-রিং, রিং-রিং।

টম চোখ বন্ধ করে ফোনবুথটার দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো

রিং-রিং, রিং-রিং।

ওর চোখের আড়ালে, একটা নতুন ট্রেন সেন্ট্রাল স্টেশনে আসলে এক গাদা লোক সেদিকে দৌড়াতে শুরু করলো।

রিং-রিং, রিং-ক্লিক।

টমের চোখ খুলে গেল। সবসময়কার মতই অপরপ্রান্ত নীরব। আর্চি সবসময়ই পরে কথা বলে। আগে অপর প্রান্তের গলা শুনে নেয়। এটা ওর নিজস্ব কল স্ক্রিনিং সিস্টেম।

"আর্চি, ফেলি...টম।"

"টম, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি কাল রাত থেকে তোমাকে ফোন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তুমি কোথায় আছ?"

টম ওর গলার আতঙ্কটা অনুভব করতে পেরে প্রশ্নটা অবজ্ঞা করে গেল।

"কি হয়েছে?"

"সে কাল রাতে আমাকে খুঁজে পেয়েছে।"

"কে?"

"ক্যাসিয়াস।"

টম সাথে সাথেই প্রতিক্রিয়া দেখালো। "বাজে কথা। তুমি তাকে চেন না। কেউ কোনদিন দেখে নি।" কিন্তু ওর গলা অন্য রকম। ও চাচ্ছিল আর্চির ভুল হোক। এটা ওর দরকার।

"আমি বলি নি যে আমি তাকে দেখেছি। কিন্তু এটা সে-ই ছিল। সে আমাকে বলেছে আর এক দিনে যদি ডেলিভারি না হয় তবে প্রথমে আমাকে খুঁজে নেবে, তারপর তোমাকে।"

"শিট।" টম বিড়বিড় করে বললো। অবচেতন মনেই টমের চোখ পাশের বুথের মহিলার দিকে চলে গেল। তার গলার উচ্চস্বর গ্লাস ভেদ করে ওর কানে আসছে। কোন কারণে সে খুবই বিমর্ষ।

"তুমি এখনো সেই এফবিআই পাখিটার সাথে?"

"হ্যা ।"

"কি করছ তুমি?"

"আমি তো তোমাকে বলেছি। তারা ভাবে আমি ফোর্ট নক্সে চুরি করেছি। তাই পুরো ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাচ্ছি আমি।"

"ওখান থেকে ঠিক কোন্ জিনিসটা চুরি গেছে?"

"কয়েকটা দামি কয়েন।" টম নিঃশ্বাস ফেললো। "আমি মনে করছি সেগুলো ইস্তানবুলে কারো কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। কিন্তু কাকে তা জানি না।"

"ইস্তানবুল? এটা সহজ।"

"মানে?"

"কাল রাতে ওখানেই ক্যাসিয়াস অফ-সাইট করতে যাচ্ছে। আর ডিমগুলোও সেজন্যই।"

"তার মানে একই কারণে ওর ডিম আর কয়েন দুটোই দরকার।" টম নিঃশ্বাস নিয়ে বললো।

"এজন্যই সে ডেডলাইন দিয়ে দিয়েছে। আমি আগেও তোমাকে বলেছি, গুজব আছে যে তার কোন একটা ডিল নষ্ট হয়ে গেছে আর তাতে তার অনেক টাকা গেছে। সে যতটা পারে জোড়া লাগাচ্ছে, এমনকি নিজের অনেক জিনিস ছেড়ে দিয়ে হলেও। আর সে যদি যথেষ্ট লট না পায় তাহলে তাকে পুরো জিনিসটা বন্ধ করে দিতে হবে। আমি মনে করি না সেটা তার বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য ভালো কিছু হবে।"

"কোথায়?"

"এটা খুবই গোপনীয়। খুব শক্তভাবে নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে। আমি যতটুকু জানি তা হল কাল রাতে ইস্তানবুলে।"

টম চোখ বন্ধ করলো। সামনের বুথের মহিলা এখন কাঁদতে শুরু করেছে।

"তো তুমি কাজটা করছ?" আর্চি গলায় আশার সুর।

"আমি এখনো ভাবছি।"

"তার মানে পুরোপুরি 'না' নয়।"

"আগে তা-ই ছিল। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত নই।" পেছনের দরজায় ভর দিয়ে দাঁড়ালো সে। পাশের বুথের মহিলা চলে গেছে। এখন সেখানে এক অন্ধ মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। সে তার লাঠিটা বুথের দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখেছে। ফোনের উপরে ব্রেইল নাম্বারগুলো ধরে ধরে নাম্বার প্রেস করছে সে।

টম কয়েক সেকেন্ড কোন কথা বললো না। যখন বলল ওর গলা তখন চিন্তিত আর প্রশ্নবোধক শোনালো।

"আমি কাল রাতে তোমার সাথে কথা বলে যখন হোটেলে গেলাম তখন আমি জেনিফারকে তার বসের সাথে কথা বলতে শুনেছি।"

"কি বলছিল সে?"

"আমি শুধু শেষের অংশটা শুনতে পেয়েছি। মনে হল তার বস তাকে একটা রেজাল্ট এনে দেবার জন্য যেকোন কিছুই করতে বলেছে। আর এসবের পর আমার কি হল না হল তাতে তার কিছু যায় আসে না।"

"দেখেছ?" আর্চি বিজয়ীর কণ্ঠে বললো, "তুমি এদের বিশ্বাস করতে পার না।"

"কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না।"

"সে কেমন তা ঠিকই বোঝা গেল।"

"কিন্তু আমি এখনই দুম করে চলে গিয়ে কাজটা করে ফেলতে পারি না।"

"কেন?"

"অনেক কারণ আছে, আমি হোটেলে আমার ঘড়িটা ফেলে এসেছি।"

"একটা ঘড়িই তো, আরেকটা কিনে নিও।"

"ওটা আমার মা আমাকে দিয়েছিল।"

"তাহলে গিয়ে নিয়ে আস, সময় তো আছে।"

"আর আমার জিনিসপত্র?" টম এমনভাবে অজুহাত খুঁজছিল যেভাবে ডুবন্ত মানুষ খড় কুটো আকড়ে ধরে।

"সব জায়গামতই আমি গত রাতে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"তুমি কি করে জান আমার ওগুলো দরকার হবে?" ও শুকনো গলায় বললো।

"কারণ আমি তোমাকে চিনি, টম। আর আমি জানি তুমি ভাল লোক। আমাকে তুমি ডোবাবে না।"

টম রিসিভারটা কানের কাছে চেপে ধরলো। তার আর কি চয়েজ আছে? সে হয়ত নিজেকে দেখেশুনে রাখতে পারবে, কিন্তু আর্চিকে এভাবে ক্যাসিয়াসের হাতে ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে? সে নিজেই বা কত দিন পালাবে?

"আমি দুঃখিত মেট," আর্চি বলতে লাগল। "ওই মেয়ের অফারটা আসল, এটা বলতে পারলে আমারও ভাল লাগতো। কিন্তু তুমি নিজেই তার কথা শুনেছ। আমরা সবসময়ই একে অপরের জন্য। আমাদের জন্য যা ঠিক তা-ই আমাদের করতে হয়।"

"ওকে," টম বরফ শীতল গলায় বললো। "তুমি জিতেছ। ক্যাসিয়াসকে আমি তার ডিম পাইয়ে দেব। তারপর আমরা মুক্ত।"

অধ্যায় ৫৪

জে. এডগার হুভার বিল্ডিং, ওয়াশিংটন, ডি.সি
দুপুর ১:৪২

বব করবেট স্পিকার ফোনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। তার সাঁদা শার্টের কলারটা তার মসৃণ বাদামি গলার সাথে লেগে আছে।

"আবার বল।"

"আমি বলেছি, সে বাইরে গেছে," জেনিফারের শব্দগুলো দামি পারফিউমের মত সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়লো। "আমি তাকে বলেছিলাম আমার কিছু কাজ আছে সে যেন কিছুক্ষণের জন্য ঘুরে আসে। আমরা রুম শেয়ার করছিলাম। সে বুঝতে পারে।"

"ওকে ব্রাউন, ধন্যবাদ, দেখি তুমি আমাদের ইস্তানবুলের ব্যাপারে যে লিডটা দিয়েছ তাতে আমরা কত দূর কি করতে পারি। কাল ফোন করো।" করবেট ফোন কেটে দিল।

"রুম শেয়ার?" পিপার ঘোত করে শব্দ করলো। "সে কি বাল করছে? তিনদিন আগে ক্রিক আমাদের নাম্বার ওয়ান মার্ডার সাসপেক্ট ছিল। আর এখন সে তার সাথে রুম শেয়ার করছে? তুমি আমাদের কি নাটক দেখাচ্ছ, বব?"

"এটাকে কভার বলে, জন।" করবেট হিস হিস করে বললো। ও নিজেও শিওর না জেনিফার আসলে কি ভাবছে, কিন্তু সে পিপারকে এর জন্য পয়েন্ট দিতে রাজী নয়। "তুমি না একসময় ফিল্ডে থাকতে? তোমার তো জানার কথা তুমি কার সাথে থাকছ বা কোথায় থাকছ সেটা তুমি সবসময় চয়েজ করে নিতে পার না।"

পিপার ওর চেয়ারটা ঘুরিয়ে ওর সামনে বসা সবাইকে একবার দেখে নিল। দুপুরের রোদ ওদের সামনের টেবলে প্রতিফলিত হচ্ছে।

"তো তুমি কি ভাবছ?"

এফবিআই ডিরেক্টর গ্রিন নীরাবতা ভাঙলো। তার গ্রে সুটটা তার ঘাড়ের কাছে ভাজ হয়ে আছে।

"মনে হচ্ছে ক্রিক আসলেই সাহায্য করতে চেষ্টা করছে। প্রথমে আমস্টারডাম, এরপর এখন ইস্তানবুল। দুটো লিঙ্কই ও খুঁজে দিয়েছে। মনে হচ্ছে তাকে তার আগের কাজটা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত!"

টেবিলের সবাই হেসে ফেললো।

"হ্যা তাই তো!" পিপার ব্যাঙ্গ করে বললো। "ও ফ্রেমে আসার সাথে সাথেই আমরা একটা এইট মিলিয়ন ডলারের কয়েন হারালাম, লন্ডনে একটা মারামারি

হল, আরেকটু হলেই ফ্রান্সের সাথে বড় একটা কূটনৈতিক সমস্যায় জড়িয়ে পড়তাম। ইয়ার্কি ছাড়। এই লোক নিয়ন্ত্রণের বাইরে।"

করবেট টেবিলে আঙুল বাজাচ্ছে।

"তার সাথে ডিল করার প্ল্যানটা তোমারই ছিল," ও নিচু গলায় পিপারকে মনে করিয়ে দিলে পিপারের চোখ জ্বলে উঠলো।

কিন্তু ও কিছু বলার আগেই গ্রিন কথা বললো। "শান্ত হও, জন। আমরা এখনো কেউ জানি না লন্ডনে আসলে কি হয়েছে অথবা কার কি ভুল। আর ফ্রেঞ্চদের ব্যাপারে যা বলতে পারি তা হল, ওরা সব কিছুকেই কূটনৈতিক ইস্যু বানিয়ে ফেলে। যাতে তাদেরকে আরো গুরুত্বপুর্ণ মনে করা হয়। ক্রিক আমাদের সবাইকেই অবাক করে দিয়েছে। ওর কর্মকান্ড কোন অপরাধীর মত হচ্ছে না।"

করবেটের নখ টেবিলে শব্দ করছে।

"আমরা জানি না সেখানে আসলে কি হচ্ছে?" পিপার বললো। "আমি তোমাকে বলেছিলাম জেনিফারকে এই কেসটা না দিতে। আমি তাকে চিনি। তার ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না। আর এখন সে জেনিফারকে বিশ্বাস করিয়ে দিয়েছে যে সে এর সাথে কোনভাবেই জড়িত নয়। এটা ভুলে যেও না সে প্রেসিডেন্টের জন্যও হুমকি। আমাদের এখন তাকে তালা-চাবির মধ্যে আনা দরকার।"

করবেট টেবিলে শব্দ করা থামিয়ে দিল। "এই প্রথমবার আমিও পিপারের সাথে একমত," সে বললো। "ক্রিক একজন ক্রিমিনাল। তাকে বিশ্বাস করা যায় না। তার ফোর্ট নক্সের কাজের জন্য সামর্থ্য আর কারণ দুটোই আছে। সে এখন ব্রাউনকে সাহায্য করছে কারণ এর বদলে সে কিছু চায়। চান্স পেলেই সে তার চাল চালবে। তারপর হয়তো সেনটোরের কাহিনীও ফাঁস করে দেবে সে।"

পিপার ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো। করবেট ওর এই অপ্রত্যাশিত সংহতি দেখে ভ্রু উঁচু করলো।

"তোমাদের কথা হয়তো ঠিক।" ডিরেক্টর গ্রিন ধীর গলায় বলতে শুরু করলো। "তবে আমরা এখন যে অবস্থানে আছি, আমাদের কাছে আর কি অপশন আছে? তোমরা কি বলছ জেনিফারকে ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত? আমি এখনো মনে করি ক্রিকের সাহায্যেই কয়েনগুলো লোকেট করার চান্স বেশি।"

"আমি সেটা অস্বীকার করছি না," করবেট মাথা নেড়ে সায় দিলো, "আমি এখনো মনে করি ব্রাউন কাজটা বের করে আনবে। সে জানে তার ব্যর্থ হবার অবকাশ নেই। আমি যা বলছি তা হল ক্রিককে নজরে রাখার দরকার আছে।"

"আমি সবার পাছাই ঢাকতে চাচ্ছি।" ট্রেজারি সেক্রেটারি ইয়ং এই প্রথমবারের মত কথা বললো। তার মাথার টাকটা আয়নার মত চকচক করছে।

হাতে একটা মন্টব্ল্যাঙ্ক ইঙ্ক পেন ধরা। "দেখা যাক, আমরা আর কি কি করতে পারি। তুমি বলতে পারো না, তাদের ভাগ্য ভালোও হয়ে যেতে পারে। আর ক্রিক যদি কোন সমস্যা সৃষ্টি করে তাহলে আমরা তাকে ইকুয়েশন থেকে সরিয়ে দেব, সহজ হিসাব। এসব শেষ হয়ে গেলে আমি মোটেই কেয়ার করি না ক্রিকের কি হল না হল। জনের কাছ থেকে যা শুনলাম, সে একজন বিপজ্জনক লোক যে কিনা অনেক ভয়াবহ সিক্রেট জানে। সে যদি ফোর্ট নক্সের কাজটায় জড়িত থাকে তাহলে আমরা তাকে সেই জন্য ধরবো, আর যদি সে জড়িত নাও থাকে তবে আমি নিশ্চিত তাকে ধরার কারণ বের করতে তেমন কোন কষ্ট হবে না।"

করবেট মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"সাথে সাথেই আমাদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন জেনিফারের ব্যাক-আপ থাকে। জন তুমি তোমার কন্সুলেটের কোন লোককে নজর রাখতে বল। আর বব," ইয়ং করবেটের দিকে তাকালো, "আমি চাই তুমি একটা টিম নিয়ে রেডি থাক। তোমার মেয়ের যদি কোন সাহায্যের দরকার হয় তবে আমি চাই পরের প্লেনেই তুমি রওনা হয়ে যাবে। আমরা কখনো আমাদের লোকদের ঘূর্ণির মধ্যে ছেড়ে দিতে পারি না। কখনো দিই নি, দেবোও না।"

অধ্যায় ৫৫

সেভেন ব্রিজেস হোটেল, আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড।
রাত ৯:৩৩

ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শুনলো জেনিফার, আর একটু পরেই দরজায় নক হল। টম প্রায় তিন ঘন্টা বাইরে ছিল। এই সময়ে জেনিফার রিল্যাক্স করেছে। গোসল করেছে, পা আর বগল সেভ করেছে, ভ্রু প্লাক করে সারা শরীরে ক্রিম মেখেছে।

"আসো।"

"কি অবস্থা?" টম ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলো।

"ভালো, থ্যাংস, তোমার কি অবস্থা?"

"একটু হেটে আসলাম।" গ্লাসে ঠান্ডা পানি ঢালতে ঢালতে বললো। "বাইরে খুব গরম।"

"আচ্ছা, ইউরোপে কেউ এসি'র নাম শোনে নি?"'

"হ্যা, শুনেছে, কিন্তু এতে বিশ্বাস করে না।"

"কোন খবর?"

"আমি আমার এক বন্ধুকে কল করেছিলাম, ও ইস্তানবুলের ব্যাপারে কিছু জানে কিনা সেজন্য।"

"তো?"

টম বাথরুমে ঢুকে গেল।

"সে কিছু জানে না।"

ও বেরিয়ে এসে ওর ঘড়িটা হাতে দিয়ে দরজার দিকে গেল।

"কোথাও যাচ্ছ?" জেনিফার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "মাত্রই তো আসলে।"

"হ্যা, একটা কাজ আছে।"

"কি?" জেনিফার সামনে এগিয়ে আসলো।

"বেশি দেরি হবে না।" ও এগিয়ে যেতে লাগল কিন্তু ওর সামনে দরজা ধরে দাঁড়ালো জেনিফার।

"তুমি আমাকে ছাড়া যাচ্ছ না। তুমি কি করছ সেটা না বলে তুমি যেতে পারবে না।"

"এটা পার্সোনাল, এর সাথে কয়েনের কোন সম্পর্ক নেই।"

"তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি যাবে না।"

"আমি কয়েক ঘন্টার মধ্যেই চলে আসবো।" এবার টম সোজাসুজি ওর দিকে তাকালো।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও জেনিফার সরে দাঁড়ালো। আর কি-ই বা করতে পারে? সে নিশ্চয় টমকে চেয়ারের সাথে বেধে রাখতে পারে না।

"মনে রেখ," জেনিফার বললো, "আমাদের একটা ডিল আছে। তুমি উলটা পালটা কিছু করলে আমরা দুজনেই ডুববো।"

টম ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। "চিন্তা করো না। ডিলটা তোমার জন্য যতটা মূল্যবান আমার কাছেও ততটাই মূল্যবান।"

অধ্যায় ৫৬

রাত ৯:৩৭

দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর টমের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে জেনিফার ওর সিল্ক টপের উপর কালো একটা সোয়েটার পরে নিল, সেইসাথে হিলের বদলে স্নিকার। রুমের চাবিটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে একরকম উড়ে গিয়ে রাস্তায় নামলো।

ও প্রথমে একদিকে তারপর অন্যদিকে তাকালো। অন্ধকারে কষ্ট করে দেখছে। দেরি হয়ে গেছে। রাস্তা শান্ত আর ফাকা। কেবল একটা সাইকেলের লাইট জ্বলতে দেখা গেল।

আর তখনই একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। টম।

জেনিফার ওর পেছনে থেকে এগুচ্ছে। প্রতিবারই যখন ও কোন স্ট্রিট লাইটা বা কোন টিভি'র নীল আলোর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো তখনই জেনিফার ওকে দেখে নিচ্ছে। ও টমকে ব্রীজ পর্যন্ত ফলো করলো। ওরা খসখসে লাল ইটের দালান আর এর আলো ঝলমলে রেস্টুরেন্টগুলো পার হয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। এরপরই জেনিফার বুঝতে পারলো টম আসলে কোথায় যাচ্ছে। রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট।

আর কয়েকশ গজ পরে হঠাৎ করেই টম নিচু হয়ে ওর জুতার ফিতা বাধতে লাগলো। তারপর ঠাস করেই একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল সে। জেনিফার দৌড় দিল। টম যদি একবার এই গোলকধাঁধার মধ্যে হারিয়ে যায় তাহলে ও আর কখনোই ওকে খুঁজে পাবে না। ওর বুক কাঁপছে। ওর মাথায় অনেক প্রশ্ন। টম কোথায় যাচ্ছে? এখন কেন? ওকে বলছে না কেন?

গলিটার কাছে এসে ও হাটার স্পেসটা দেখে নিল। পেছনের দেওয়ালের সাথে মিশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখছে।

প্রায় পাঁচ ফুট সামনে, গলিটা একটা স্কয়ারের দিকে গেছে। অন্য পাশে আরেকটা গলি রয়েছে যেটা আবার জেনিফার এখন যে রাস্তায় দাঁড়ানো সেটার সমান্তরালে। স্কয়ারটার বা-পাশে তিনটা একই রকম গ্লাস দেওয়া দোকান। তার উল্টো পাশে একটা কংক্রিটের বিল্ডিং রাতের আকাশের বুক চিরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে অনেকটা চার্চের মত। মাথার দিকটা সরু হয়ে এসেছে। এর বিশাল দেওয়ালের উপর 'ওয়ার্ল্ড এইডস ডে'র একটা প্রাচীর চিত্র আকা।

টম মাঝখানের দোকানটা সামনে দাঁড়ানো। খোলা দরজা দিয়ে এটা বর্তমান মালিকের সাথে কথা বলছে। সুন্দরী এক তরুনী। উঁচু চোয়াল, অসম্ভব চিকন কোমর আর সুন্দর করে কাটা সিলিকনের মত স্তন। ওর ছোট ব্লন্ড চুল, কথা বলার সময় ওর মুখের চারপাশে খেলা করছে। ঠোঁট চাইনিজ লাল। তার

উজ্জ্বল নীল ব্রা, প্যান্টি আর হাটু পর্যন্ত লম্বা মোজা ওর সাদা স্কিনের উপর জ্বলজ্বল করছে।

টম মেয়েটার দিকে ঝুঁকে পড়লো। মেয়েটা টমের দিকে এগিয়ে এসেছে, আর এখন দরজার সাথে উত্তেজক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। টম মেয়েটার কানে কানে কিছু বললে সে হেসে উঠলো। তার হাসির শব্দ রিনরিন করে পুরো গলিতে ছড়িয়ে পড়ছে। ওর হাতে কয়েকশ ইউরোর চকচকে কতগুলো নোট ধরিয়ে দিল টম। এসব রাস্তায় এত টাকা সেক্সের জন্য অনেক বেশি।

মেয়েটা এখনো হাসছে। ও এবার দরজার সামনে থেকে সরে গেল। টম হালকা করে একটা ঘষা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। মেয়েটাও পিছন পিছন ঢুকলো। দরজা বন্ধ করে দিয়ে পর্দা টেনে দিল সে

অধ্যায় ৫৭

রাত ৯:৫৬

জেনিফার টলমলোভাবে রাস্তায় চলে আসল।

"বানচোত।" বিড়বিড় করে বললো সে। ও জানে এতে ওর দুঃখ পাবার, এমনকি অবাক হবারও কোন কারণ নেই। টম তো আসলে একটা চোরই। তাহলে কেন ও আশা করবে সে অপরাধীদের থেকে ভিন্ন ব্যবহার করবে।

তারপরও ওর খারাপ লেগেছে। কারন এ কদিনে ওর প্রতি জেনিফারের একটা ভালো ধারণা জন্মে গিয়েছিল। আর নিজের উপর খারাপ লেগেছে কারণ, ও স্বীকার করতে না চাইলেও টম ওখানে ঢোকার ফলে ওর রাগের চাইতে হিংসাটাই বেশি লেগেছে। ও এটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। কিন্তু তারপরও বুকের মধ্যে একটা অস্বস্তি, একটা কষ্ট থেকেই গেল।

"হাসহিস? এক্সটাসি? কো-কে-ইন?"

জেনিফার অবাক হয়ে ভীতিকর লোকটার দিকে তাকালো। অন্ধকারে ও কেবল তার চওড়া চোখ দুটো দেখতে পাচ্ছে আর মুখের কোণায় ঝুলতে থাকা গাঁজার গন্ধ পাচ্ছে।

"নো, থ্যাংক্স।"

"এটা খুউউউবই ভালো।" এরপর নিজের কথা প্রমাণ করার জন্য লম্বা একটা টান দিল, আরামে চোখ উলটে বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ধোয়া ধরে রেখে নাক দিয়ে বের করে দিয়ে তৃপ্তির একটা হাসি দিল সে।

"নো, থ্যাংক ইউ।" জেনিফার কঠোর সুরে বললো।

বিড়বিড় করতে করতে লোকটা চলে গেল। প্রতি পদক্ষেপে তার পায়ের স্নিকারের সাদা হিল রাতের অন্ধকারে চকচক করছে।

জেনিফার মাথা নাড়লো। সে আবার ওখানে উঁকি দিল। পর্দা সরে গেছে। টম উধাও। ব্লন্ড মেয়েটা সিগারেট জ্বালিয়ে একটা স্টিল টুলে বসে পরবর্তী কাস্টমারের জন্য অপেক্ষা করছে। লাল আলোতে তার নীল প্যান্টি লালচে দেখাচ্ছে। এসব কি হচ্ছে?

গলিটার ভিতরে ঢুকে সামনে এগুলো জেনিফার। ও মাঝের দোকানটার সামনে গেলে মেয়েটা ওর দিকে তাকিয়ে অলসভাবে হাসলো। তার মাথার চারপাশে ধোয়া উড়ছে। তার পেছনে ঘরের মধ্যের বিছানাটা একেবারে অধরা, পরিপাটি। ঘরটা খালি।

জেনিফার আশেপাশে তাকালো। উল্টোদিকের গলিটাও দেখলো। টম নেই। সে অবশ্যই জেনিফার যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল সেই রাস্তায় আসে নি। ও কিভাবে মিস করলো?

জেনিফার আবার দোকানটার পাশ দিয়ে হেটে রাস্তার দিকে আসছে। ওই মেয়েটা এখন আরেকজন কাস্টমারের সাথে দর কষাকষি করছে। জেনিফার রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। এখন? হোটেলে গিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। তারপর টম আসলে ওর সামনা সামনি হতে হবে। যদি ও আসে।

"কত?"

"কি?" জেনিফার ওর সামনে দাঁড়ানো বিশালদেহী লোকটার দিকে তাকালো। সে হঠাৎ করেই ওর সামনে এসে হাজির হয়েছে।

"কত?" লোকটা আবার বললো। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে। জেনিফার বিয়ারের গন্ধ পেল।

"কিসের জন্য?" জেনিফার পিছিয়ে গেল।

"চোদন খাওয়ার জন্য।" লোকটা দাঁত বের করে হাসছে।

"না," জেনিফার দৃঢ়ভাবে বললো। "তুমি ওইদিকে চেষ্টা করে দেখতে পার।" পেছনের গলির দিকে ইশারা করলো সে।

"তুমি জান লোকে কি বলে? তোমরা গায়ের চামড়া রোদা পোড়া না গেলে তুমি পুরুষই না!" সে চওড়া একটা হাসি দিয়ে জেনিফারকে কোমর ধরে উঠিয়ে ফেললো।

জেনিফার জানত এখন যদি ওর ডানহাত দিয়ে লোকটার উন্মুক্ত গলায় একটা ঘুষি দেয় তাহলেই সে সাথে সাথে ধরাশায়ী হয়ে যাবে। কিন্তু ও কিছুই করলো না। কারণ ও লোকটা কাঁধের উপর দিয়ে কিছু দেখতে পেয়েছে। হঠাৎ করেই একটা ছায়ামূর্তি প্রায় পনের ফুট দূরের একটা বাড়ির সামনে দিয়ে আর্বিভুত হয়েছে, হলওয়ের লাইট রাস্তায় পড়ার ফলে তাকে দেখা গেল।

ওটা টম।

ও ব্যাপারটা ধরতে পারলো। ওই বেশ্যাটার ঘরে নিশ্চয়ই কোন দরজা আছে যেটা ওই বাড়িতে খোলে, ডামি প্রবেশপথ, খুব সাধারণ একটা ট্রিক। যদি তুমি লোকচক্ষুর আড়ালে চলাফেরা করতে চাও। কিন্তু টম কেন এটা ব্যবহার করছে? সে করছেটা কি?

"তিনশ ইউরো।" জেনিফার বললো। লোকটা ওকে নামিয়ে দিল। যেন তাকে কেউ মেরেছে। লোকটার বিশাল দেহ জেনিফারকে টমের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছে। টম রওয়ানা দেবার আগে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল।

"কত?" লোকটা আবার জিজ্ঞাসা করলো।

“তিনশ, না হলে পেছনে যাও।” আসল ব্যাপার হল টমের দৃষ্টির আড়ালে থাকতে হবে। সামনে লোকটা কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে গলির দিকে চলে গেল।

টম ওর পনের ফুটের মত সামনে। দেখে মনে হচ্ছে ও হোটেলের দিকে যাচ্ছে। জেনিফার দেখতে পেল ও পোশাক পাল্টেছে। ওর গায়ে এখন কালো ড্রেস আর কাঁধে একটা বড় ব্যাগ ঝুলছে যেটা আগে ছিল না।

টম বায়ের মোড়টায় গেলে জেনিফার দেখতে পেল, আরেকটা ছায়ামূর্তিকে। ওর সামনে।

কেউ টমকে ফলো করছে।

অধ্যায় ৫৮

রাত ১০:১৬

সাধারনত সে এধরণের কাজের জন্য কয়েক মাস প্ল্যান করে। রুমের লে-আউট, কোন কোন জায়গায় কি কি সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে, কিভাবে সেগুলো কে কন্ট্রোল করা হচ্ছে, এই সব কিছু জেনে নেয়। আর গার্ড–তাদের নাম, তাদের মুদ্রা দোষ, তাদের দূর্বলতা।

কিন্তু আজ রাতে সেসব কিছুই করা যায় নি। অন্য সময় হলে এটা খুব বড় একটা ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যেত। কিন্তু এবারের কথা ভিন্ন। পাঁচ বছর আগে দু মাস ধরে আমস্টারডামে এই একই জায়গার জন্য ও প্ল্যান করেছিল। সে সময় টার্গেট ছিল একটা ছোট্ট স্কেচ। সে সবগুলো অ্যাঙ্গেল কভার করেছিল, সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছিল। কিন্তু পরে আর্চি সেটা বাদ দিয়ে দেয়। শোনা যায় বায়ার আমাজানে যাবার সময় ডাকাতদের হাতে মারা যায়।

টম ভেবে পাচ্ছে না ও যেটা করেছে সেটা আর্চি কি করে করলো। সে কি করে পুরো বাড়ির ব্লুপ্রিন্ট আর অ্যালার্ম সিস্টেমের টেকনিক্যাল ড্রয়িং বের করে আনলো? কাজের ব্যাপারে টম আর্চিকে কখনো ভুল করতে দেখে নি। আর এজন্যই টম ঝুঁকি নিচ্ছে। ও টমকে জানিয়েছে যে সিস্টেমে কোন পরিবর্তন হয় নি। পাঁচ বছর আগের মতই আছে। গার্ড চেঞ্জ হয়েছে, তবে তাদের রুটিন একই আছে।

তাছাড়া, সন্ধ্যায় এটা বন্ধ হবার আগে টম একবার দেখে গেছে। কেবলমাত্র টিকেটিং এরিয়াটা একটু ঘষেমেজে পরিস্কার করা হয়েছে, আর সেকেন্ড ফ্লোরে এক্সট্রা এক সেট ফায়ার ডোর এসেছে। তা বাদে সবই আগের মতই।

এটাকে আসলে মিউজিয়ামের চাইতে একটা প্রাইভেট কালেকশনই বলা ভালো। চারটা ছোট-খাট বিল্ডিং একসাথে করে কয়েকটা বড় গ্যালারী বানানো হয়েছে। ম্যাক্সিমিলিয়ান, নেদারলান্ডের সবচেয়ে বড় রিটেইলিং পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী, গত পঞ্চাশ ধরে আইটেমগুলো কালেক্ট করেছেন। এটা অনেক দ্রুত ছিল কিন্তু এককথায় দারুন একটা কালেকশান। সেরা চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, অ্যান্টিক এর খুবই দামি কালেকশন।

আর সেসবের একটা নিঃসন্দেহে ডিমটা যেটা টম আজ রাতে চুরি করতে যাচ্ছে।

অধ্যায় ৫৯

রাত ১০:২৭

লোকটা নিঃসন্দেহে টমকে ফলো করছে।

কয়েক মিনিটের জন্য জেনিফারের মনে হয়েছিল, এটা কেবলই ওর ভুল ধারণা। সে হয়ত শুধু একই রাস্তায় হাটছে। কিন্তু যখন ও লোকটাকে গাছ বা গাড়ির পেছনে লুকিয়ে পড়তে দেখলো, আর দেখলো যে টম যেদিকে ঘুরছে সে-ও তার সাথে একই দিকে ঘুরছে, তখনই সেই সম্ভাবনাটা মিলিয়ে যায়।

জেনিফার সাবধানে ওর সামনের দুজন লোকদের থেকে প্রায় পনের ফুট দূরত্ব বজায় রাখলো। ও সতর্কভাবে পা ফেলে এগুচ্ছে। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে রাখছে, ছায়া থেকে ছায়ার মধ্য দিয়ে চলছে। কোয়ান্টিকোর ইন্সট্রাকশনগুলো ওকে ভালোই শিখিয়েছে।

ওরা গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছে। খালের দুই পাশেই সারি সারি গাড়ি। মাল্টিকালারের দেওয়ালের মত। আর চারপাশেই সারি সারি বাইক। গাছ, রেলিং, ল্যাম্পপোস্টের সাথে লক করা। এমনকি নিজেরা নিজেদের সাথেও। যতবারই ওরা কোন বেসমেন্ট বা বার পিপ শো'র সামনে দিয়ে যাচ্ছে ততবারই বাইরে দাঁড়ানো ব্যারেলের মত বুকের বাউন্সার ওদের জিজ্ঞাসা করছে ওরা ভিতরে আসবে কি না। প্রথমে টম, তারপর সেই লোক, আর সবশেষে জেনিফার।

ওরা শহরের আরো ভিতরে প্রবেশ করলে বারগুলোর লাইভ ব্যান্ড শো আর ক্যাফেতে বসা লোকজনের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে শুরু করলো। জেনিফার হাটছে। ওর পাশের খালটার পানি রাতের অন্ধকারে একেবারে কালো দেখাচ্ছে।

ওর সামনে প্রথমে টম আর তারপর ওই লোকটা, ডানে ঘুরলো। জেনিফার ধীরে ধীরে রাস্তার শেষ মাথার দিকে হাটছে। টম হয়তো পেছনে তাকিয়ে দেখে ফেলতে পারে, অথবা ওর সামনের লোকটার পেছনে দৌড়ে গেলে সে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। ও রাস্তা কোণায় গিয়ে উঁকি দিল। কিন্তু দুজনই উধাও।

অধ্যায় ৬০

রাত ১০:৫৯

ত্রিকোণাকৃতির ছাদটা যেখানে বিল্ডিঙের লাল ইটের সাথে মিশেছে সে জায়গাটা প্রায় চার তলা উঁচু।

গ্রাউন্ড ফ্লোর দিয়ে ঢোকার কোন প্রশ্নই আসে না। জানালাগুলো খুব বেশিই খোলামেলা আর তাছাড়া কন্ট্রোল রুমের খুব কাছে। সেখানে রাতে তিনজন গার্ড মিলিত হয়। এখন সেখানে একজন ক্লোজ সার্কিট টিভি মনিটরের সামনে বসে আছে, আরেকজন টিভির সামনে। একটা কমেডি কুইজ শো গিলছে। প্রতি পয়তাল্লিশ মিনিটে সে তিন নম্বর গার্ডের সাথে ডিউটি এক্সচেঞ্জ করে।

টম জানে ওকে ছাদ থেকেই ঢুকতে হবে, কিন্তু ছাদে ওঠা খুবই কঠিন হবে। এক্ষেত্রে সে একটা কম্প্রেশেড এয়ার গ্র্যাপপ্লিং হুক ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। সিনেমার মত না যে মারলেই কিছু তে বেধে যাবে। এর কোন গ্যারান্টি নেই। সে নিশ্চয় একটা টাইটেনিয়াম হুকের চারতলা উপর থেকে নিচে পড়ে যাবার ঝুঁকি নিতে পারে না।

তাহলে আর একটা অপশনই বাকি থাকে। ওল্ড ফ্যাশন আর কষ্টসাধ্য স্টাইল। তাকে বেয়ে উঠতে হবে।

টম ওর ভারি ব্যাগটা দুই ঘাড়ে সমান ভর দিয়ে ভাল করে সেট করে নিল। রাস্তাটা আরেকবার দেখলো। ফাঁকা। তারপর বিল্ডিঙের একেবারে ডানের দিক দিয়ে শুরু করলো। এটা মিউজিয়ামের প্রবেশ পথে লাগানো ভিডিও ক্যামেরাটা থেকে অনেক দূরে।

বেশিরভাগ লোকের কাছেই মিউজিয়ামের দেওয়ালটার মসৃণতার কারণে বেয়ে ওঠা একেবারে অসম্ভব মনে হবে কিন্তু টম জানে বিল্ডিঙ্গটা বেশ পুরনো। এর ফাঁটা আর ভাঙ্গা অংশগুলোতে হাত আর পায়ের বুড়ো আঙ্গুল শক্ত করে চেপে ধরে উঠে যাওয়া সম্ভব। টম বেশ অনায়াসেই উঠতে শুরু করলো। ও একের পর এক সাপোর্ট খুঁজে পায়ে ভর দিয়ে উপরের দিকে উঠছে। বিল্ডিঙের লাল ইটের মাঝের ছোট ছোট খাজগুলো ও সুন্দর করে কাজে লাগাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে ডেকোরেশনের জন্য করা সাদা ইটের কিছু সরু উঁচু অংশ পেয়ে যাচ্ছে। সেখানে একটু দম নিয়ে নিচ্ছে।

মাটি থেকে পনের ফিট উঠে গেলে কয়েক ফিট সাইডে ও একটা লোহার ড্রেন পাইপ পেয়ে গেল। সেটা বিল্ডিঙের মধ্যে থেকেই বের হয়ে ছাদ পর্যন্ত চলে গেছে।

নিচে রাস্তায় হঠাৎ করেই একটা পুলিশ কার দেখা গেল। মিউজিয়ামের দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। টম নিজেকে দেওয়ালের সাথে মিশিয়ে দিল। বাম পা ড্রেন পাইপ আর দেওয়ালের মধ্যে বেধে আছে। গাড়িটা আসলো, কয়েক মুহূর্ত দাঁড়ালো, তারপর ডানে মোড় নিয়ে চলে গেল। টম আবার পাইপ বেয়ে উঠছে।

দু'মিনিট পর টম ওর ডান হাত আর ডান পায়ে ভর দিয়ে ছাদের কার্নিশ দিয়ে উঠে ছাদে পা রাখলো। ও কয়েক মুহূর্ত দম নিয়ে নিল। ওর গলা শুকিয়ে গেছে, সমস্ত পেশী ল্যাকটিক এসিড ছাড়ছে।

মাথার উপর তারা মিটমিট করছে, ভেলভেটের কুশনে সাজিয়ে রাখা মূল্যবান রত্ন। টম এক মুহূর্তের জন্য ভাবলো ও কি করছে। আর্চির কথাই মনে হয় ঠিক। একটা ফ্রেশ শুরুর জন্য জেনিফারের প্রমিজটা ওর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু আসলে ও নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারে না।

ওর ঘড়িতে বিপ হলে আবার বর্তমানে ফিরে এল ও। সঠিক সময়।

নিচু হয়ে ওর ব্যাগ থেকে একটা লম্বা কালো দড়ি বের করে দড়িটা কার্নিশে বেধে নিচে ফেলে দিল। সেটা পাশে বড় গাছটা ছায়ায় হারিয়ে গেল। বাইরের রাস্তা থেকে এটা দেখা যায় না বললেই চলে। যদি হঠাৎ দরকার পড়ে যায় এটা ওকে দ্রুত নিচে নিয়ে যাবে।

ত্রিকোন ছাদের পেছনের অংশ একেবারে সমতল। গ্যালারীগুলোকে আরেকটু মডার্ন চেহারা দেবার জন্য ১৯৬০ সালে আসল ত্রিকোণ ছাদটা পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। সাথে প্রাকৃতিক আলো আসার ব্যবস্থা করার জন্য কতগুলো বড় বড় স্কাইলাইট লাগানো হয়। টম পা টিপে টিপে ঘরের মাঝখানের স্কাইলাইটার সামনে গুটিশুটি মেরে বসলো।

নিচের রুমে দুজন গার্ড আছে। ওরা ঘরের মধ্যে লাইট মারলো। রিপোর্ট করার মত কিছু নেই। ফিরে যাবার সময় ওদের একজনের হাতের লাইটটা উপরের দিকে উঠে গেলে সেটাকে গ্লাসে মধ্য দিয়ে একটা স্পটলাইটের মত দেখালো। টম সরে গেল সেইসাথে ওর ঘড়ির টাইমার সেট করে নিল। ওরা আবার ফিরে আসার আগ পর্যন্ত ঠিক পয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে।

ব্যাগ থেকে কাঁচ কাটার একটা ছোট্ট গ্রিনডার বের করলো। এটা ব্যাটারিতে চলে। টম এটাকে একটু মডিফাই করেছে যাতে ইলেক্ট্রিক মটরের শব্দটা না হয়। কাঁচ কাটার জন্য একেবারে আদর্শ। ক্ষীণ একটা শব্দ করে টম কাচের উপর একটা বড় বর্গক্ষেত্র কেটে নিল।

গ্রিনডারটা রেখে ও দুটো এ্যানভার সাকশন কাপ বের করল। একটা অ্যালুমিনিয়াম রডের দুই প্রান্তে দুটো রাবার ক্যাপ লাগানো। এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেন প্রতি লোডে ৬৬ পাউন্ড টানা যায়। ওটাকে কাঁচের উপর রেখে

প্রতিটা কাপের মাঝের কালো লিভার দুটো ইজি করে দিল। যার ফলে বর্গক্ষেত্রটার ঠিক মাঝখানে যেখানে জিনিসটা প্লেস করা হয়েছে সেই স্থানটা বায়ুশূন্য হয়ে পড়ে।

এবারই মোমেন্ট অব.ট্রুথ। ভুল হলেই কাঁচটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। ও টান দিল। একটা শব্দ করে কাচটা ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসলো। পারফেক্ট

পথ পরিস্কার।

অধ্যায় ৬১

রাত ১১:৩১

মিউজিয়ামের পাশের বিল্ডিংটার ছাদে সে ক্রিককে উঠতে দেখলো। কাইল ফস্টার তার এম২৪টা বের করে জোড়া লাগাচ্ছে। একটু মজা করার জন্য কাজটা সে চোখ বন্ধ করে করছে। যেমনটা ওদের ফোর্ট বেনিং জর্জিয়াতে শেখানো হত।

প্রথমে ব্যারেলটা মূল বেজে স্লিপ করে দাও। তারপর অ্যাকশন স্ক্রুগুলো লাগিয়ে টাইট করো। এরপর হাফ ইঞ্চি কম্বিনেশন রেঞ্জ দিয়ে স্কোপটা লাগাও। সবশেষে বোল্টটা। ম্যাগাজিন ঢোকাও। সেফটি অফ কর। সুন্দর।

ফস্টার অন্যান্য পিস্তলের চাইতে বোল্ট অ্যাকশনই বেশি পছন্দ করে। ওগুলো সারা জায়গায় গুলির শেল ফেলে। তাছাড়া এটা আরো বেশি হালকা, এর সূক্ষ্ম এইচ.এস স্ট্রোক এপক্সি রেজনের সাথে কেভলার, গ্রাফাইট আর ফাইবারগ্লাসের মিশ্রণে বানানো হয়েছে। স্কোপ না থাকলে কিছুই নয়। ওজন মাত্র সাড়ে পাঁচ কে.জি। রেঞ্জ আটশো মিটার। আজকের কাজের জন্য অনেক বেশি।

সে নরমাল অপ্টিক স্কোপ এর পরিবর্তে নাইট ভিশন ডিভাইস ব্যবহার করবে। আরও নিশ্চিত হবার জন্য ব্যারেলের নিচে একটা হ্যারিস বিপড আর একটা লেজার পয়েন্টারও ব্যবহার করবে।

এই বন্দুকটা নিয়ে ওর একটাইমাত্র সমস্যা। নির্দিষ্ট রাউন্ডের সীমাবদ্ধতার প্রচলিত সমস্যা ছাড়াও। লং অ্যাকশন, যেটা ফিডিং প্রব্লেম সৃষ্টি করে যদি রাউন্ডগুলোকে ম্যাগাজিনের একেবারে পিছন পর্যন্ত পুশ না করা হয়। এই সমস্যা ওর ইউনিটের প্রায় সবাইকে পাগল করে ফেলেছে। সে বন্দুকটা শক্ত করে ওর কাঁধের সাথে চেপে ধরলো। এসব ছোটখাট সমস্যা ওর মাথা থেকে দূর হয়ে গেছে। মাত্র একটা শট দূরে আছে সে। তার পরিবর্তে তার মনে অন্য স্মৃতিগুলো ভেসে উঠল।

ডার্ক অ্যাঞ্জেল, তাকে কলম্বিয়াতে এই নামেই ডাকা হয়। এমন না যে তারা তাকে চেনে। সে কি মানুষ না অন্য কিছু তাও তারা জানে না। কেউ কেউ তাকে প্রেতাত্মা বলে, যে তাদের সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোনদের তুলে জঙ্গলে নিয়ে যায়, আর কয়েকমাস পর তাদের ক্ষত বিক্ষত দেহ মাটির নিচে বা গাছে ঝুলানো অবস্থায় পাওয়া যায়।

"কেন?" তাদের চোখে ও এই প্রশ্নটাই দেখতে পায়, যখন ও ওদের উপর

ঝুঁকে পড়ে।

"কারণ আমি পারি," সে ফিস ফিস করে বলে, "কারণ আমাকে এটা করতে বলা হয়েছে।"

ঠিক যেমন তাকে আজকে বলা হয়েছে। একটা ফোন কল।

"ক্রিককে ফলো কর। কাছাকাছি থাক। তার বিপরীত দিকে পজিশন নাও। কোনভাবেই মিস্ করো না।"

অধ্যায় ৬২

১১:৩২

টম গ্লাসে শিটটা কয়েক ফুট দূরে রেখে সাকশন প্যাডগুলো খুলে আবার ওর ব্যাগে রেখে দিল। তারপর ও এয়ারকন্ডিশনিং ভেন্টের কাছে গেল, স্কাইলাইটের ঠিক পেছনে। নিচের রুম থেকে ময়েশ্চার বের করে আনার জন্য এর নিচে পানি জমে আছে।

টম হাটু গেড়ে বসে একটা রিমোট কন্ট্রোল্ড কপিকল বের করে সেটাকে এয়ারকন্ডিশনিং ভেন্টের সাথে সেট করলো। যদিও এটাকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে গাড়ির ইঞ্জিন থেকে পাওয়ার নিতে পারে, কিন্তু টম এটার ডিজাইনে কিছু পরিবর্তন আনে যাতে ব্যাটারি থেকে পাওয়ার নিতে পারে। এটা বেশিক্ষণ চলতে পারবে না, কিন্তু আজ রাতের প্ল্যান অনুসারে যথেষ্ঠ। ও কপিকলটার ড্রাম থেকে কয়েক ফিট তার বের করে নিল। চিকন স্টিল ক্যাবল চকচক করে উঠলো।

স্কাইলাইটের একেবারে কোণায় দাঁড়িয়ে ব্যাগটা উল্টো করে বুকে পরে নিল। আর কপিকলের ক্যাবল পেছনে। কপিকলটার চকচকে অংশগুলোকে ও কালো টেপে মুড়ে দিয়েছে। এবার স্কি মাস্কটা পরে পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলো সে।

ও বসে রিমোর্ট কন্ট্রোলের মাধ্যমে নিচে নামতে শুরু করলো। তার টা যাতে ফ্রেমের সাথে ঘষা না খায় সে জন্য একটা শক্ত রাবার তার আর ফ্রেমের মাঝখনে লাগিয়ে রেখেছে।

মেঝে প্রায় বিশ ফুট নিচে। রুমটা বর্গাকার। তিরিশ বাই তিরিশ। একটিমাত্র দরজা। আর তার ওপাশে একটা চওড়া করিডোর। এই করিডোরটা অন্য ঘর আর নিচে যাবার সিঁড়ির সাথে যুক্ত। ঘরটাতে মোট তিনটা ক্যামেরা। একটা স্থির ক্যামেরা দরজাটা কভার করছে, আর বাকি দুটো ক্যামেরা বিপরীত দুই কোণায় লাগানো। সম্ভবত রুমের অর্ধেক অর্ধেক করে কভার করছে। পুরো ঘরটা সাদা রঙ করা। চাদের আলোতে জ্বলজ্বল করছে। একটা ছোট লাল লাইট পিটপিট করছে, যার অর্থ ক্যামেরাগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে।

গ্যালারিটা শতাব্দীর পর শতাব্দীর সব দক্ষ শিল্পীদের শিল্পকর্মে পরিপূর্ণ। ক্ষীণ আলোতে বা দিকের দেওয়ালে স্কেচটার একটা আউটলাইন আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। কয়েক বছর আগে এটাই চুরি করার প্ল্যান করেছিল।

খোলা দরজা দিয়ে টম একটা হালকা সবুজ আলো জ্বল জ্বল করতে

দেখলো। ও আর্চির কাছ থেকে জানতে পেরেছে ওটা ইনফ্রারেড ট্রিপ ওয়্যারের কন্ট্রোল প্যানেল। কোন কিছু ফ্লোরে টাচ করলেই ওটা সক্রিয় হয়ে উঠবে। কিন্তু ফ্লোরে টাচ করার দরকার বা ইচ্ছা কোনটাই টমের নেই। আর দরজার সামনে যে স্থির ক্যামেরাটা রয়েছে সেটার কাছেও যাচ্ছে না ও। বাকি রইলো, দুটো ক্যামেরা, সেগুলো প্রতি সেকেন্ডে ঘুরে ঘুরে অর্ধেক অর্ধেক করে পুরো রুমটা কভার করছে। এ দুটোর সাথে তাকে খেলতে হবে।

দুটো ক্যামেরাই সুচিন্তিতভাবে আশেপাশের দেওয়াল আর মেঝের নিচের দিকে কোণ করে সেট করা। সেগুলোর অবিশ্রান্ত দৃষ্টি ডিসপ্লে ক্যাবিনেটের মধ্যে বিশ্রামরত পেইন্টিং আর ভাস্কর্যগুলোর দিকে। যার অর্থ, এরা মাটি থেকে সর্বোচ্চ দশ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত কভার করছে। অর্থাৎ রুমের ঠিক মাঝামাঝি, স্কাইলাইটের ঠিক নিচের অংশটা তাদের এরিয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। টম ক্যামেরার ভিশন ফিল্ডের বাইরে রয়েছে, আর এভাবে থাকার জন্য ও মাটি থেকে উঁচুতে থাকছে।

টম ওর ব্যাগ থেকে ছোট একটা স্পেয়ার গান বের করলো। সাধারণত লাইফ র‍্যাফটে রাখা হয়। জেবিএল মিনি কার্বাইনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এর সাইজ মাত্র সাতাশ ইঞ্চি। পানির নিচে এর রেঞ্জ নয় ফিট আর পানির উপরে কিছু মডিফিকেশনের মাধ্যমে টম এর রেঞ্জ বিশ ফিট পর্যন্ত করেছে। ও দেখলো ওর থেকে বাম দিকের ক্যামেরার উপরের দেওয়ালটার দূরত্ব আনুমানিক পনের ফিট, রেঞ্জের মধ্যে। এবার ও ক্যামেরাটার কয়েক ফুট উপরে তাক করলো। ও জানে যে যদি ও মিস করে তাহলে স্পেয়ারটা মেঝেতে পড়বে আর অ্যালার্ম বেজে উঠবে।

এটা একটা কমন গ্যালারি, কার্বন ফিল্টারগুলো ধোয়া আর গন্ধ বের করে দেবার জন্য বসানো হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হল ভিজিটররা যে সালফার ডাই অক্সাইড নিঃসরণ করে সেটা। এটা যদি চেক না করে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে পেইন্টিংগুলোর অনেক ক্ষতি করতে পারে।

টম ট্রিগার চেপে দিলে স্পেয়ারটা ঠিক জায়গামত গিয়ে বিঁধলো। এর নিকেল-প্লেটেড স্টিল দেওয়ালে প্রায় ইঞ্চিখানেক ঢুকে গেল। যাবার পথে একটা সরু নাইলনের দড়ির রেখা টেনে গেল, অপেক্ষা না করেই অন্য ক্যামেরাটা উপর একই ভাবে শুট করল সে। দু'পাশের নাইলনের দড়ি দুটো মেটাল টাইটনার দিয়ে একসাথে শক্ত করে জুড়ে দিল টম। ঘড়ি দেখলো সে। আর তিরিশ মিনিট আছে।

টম নিজেকে নাইলন কর্ডের সাথে যুক্ত করলো। দড়িটা ঘরের বিপরীত দুই কোণা যুক্ত করেছে। বর্গক্ষেত্রের কর্ণের মত। ও নিজেকে স্টিল ক্যাবল থেকে আলাদা করলো। এরপর ও ওর গোড়ালী আর হাত দিয়ে দড়িটা পেচিয়ে ধরে ঝুলে ঝুলে ডান দিকের ক্যামেরাটা ঠিক উপরে পৌছাল।

যে তারটা কন্ট্রোল প্যানেলে ভিডিও সিগন্যাল পাঠায় সেটার সাথে টম একটা ছোট্ট কালো বক্স জুড়ে দিল। এটা একটা মেমরি কার্ডে এই রুমটার দুই মিনিটের ভিডিও ফুটেজ ধারণ করে নিবে আর সেটাই বারবার নিচের কন্ট্রোল প্যানেলের মনিটরে দেখাবে, যতক্ষণ এতে ব্যাটারি থাকে, মানে এক ঘন্টা।

টম ডিভাইসটা অন করে দিয়ে ভিডিও হওয়া পর্যন্ত দু'মিনিট অপেক্ষা করলো। তারপর ঘরের অন্য কোণায় অপর ক্যামেরাটার সাথেও ঠিক একই কাজ করলো। দু'মিনিট পর, এই ঘরটা সম্পুর্ণভাবে নিচের গার্ডদের কাছে অদৃশ্য হয়ে গেল। পঁচিশ মিনিট বাকি।

টম নাইলন কর্ডটার সাহায্যে আবার ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে ঘাড়ের পিছন দিক দিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে নিচের ডিসপ্লে কেসটার গ্লাসের মধ্য দিয়ে ডিমটা দেখতে পেল। একটা সোনার কারুকার্যমন্ডিত পাত্রের উপর দিয়ে ডিমটার সবুজ দিকটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। টম হাসলো। স্বীকার করতে খারাপ লাগলেও, ওর আসলে মজা লাগছে। উত্তেজনাটা বেঁচে আছে।

ও নিজেকে স্টিল ওয়্যারের সাথে যুক্ত করে রিমোট চেপে আরেকটু নিচে নামলো। এখন ও ডিসপ্লে কেসটার ঠিক উপরে। ওর নিঃশ্বাসে গ্লাসটা ধোয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। কেসটা একটা সুন্দর করে, ব্রাশ করা স্টিলের কলামের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার উপরে বড় চওড়া বর্গাকার বেজ।

টম রিমোট চেপে আরেকটু নিচে নামলো। গ্লাস ক্যাবিনেটের নিচের স্টিলের কলামগুলো পরীক্ষা করে দেখছে, মেঝে থেকে মাত্র কয়েক ফুট উপরে। ও পা ভাজ করে রেখেছে যাতে নিচের পালিশ করা কাঠের মেঝেতে টাচ না লাগে। টম কলামের ঠিক নিচে মেটাল প্যানেলটা পেয়ে গেল, যেখানে বেজটা চওড়া হতে শুরু করেছে তার ঠিক আগে। টম ফ্লাশ জ্বেলে দেখলো, চার স্ক্রু দিয়ে আটকানো। টম ঘড়ি দেখলো। পনের মিনিট বাকি।

ও জ্যাকেট থেকে একটা পাতলা ইলেক্ট্রিক স্ক্রু ড্রাইভার বের করে স্ক্রুগুলো খুলতে শুরু করলো। স্ক্রু ড্রাইভারের মাথায় ম্যাগনেটিক টিপ রয়েছে। স্ক্রুগুলো খোলার পর তাতে আটকে থাকে। আর টম প্রতিটা স্ক্রু কলামের উপরের স্টেপটাতে রাখছে। শেষ স্ক্রু খুললে যখন প্যানেলটা লুজ হয়ে গেল ও তখন বাম হাত দিয়ে সেটাকে ধরলো যেন পড়ে না যায়।

কিন্তু হঠাৎ করে ওর নড়ার কারণে ওর ডান হাতটা একটু ঝাঁকি খেল। যার ফলে স্ক্রুটা স্ক্রু ড্রাইভার থেকে পড়ে গেল, নিচের প্ল্যাটফর্মে টুং করে শব্দ করলো, এর পর এটা আস্তে আস্তে গড়াতে গড়াতে প্রতিটা স্টেপ পার হচ্ছে মেঝের দিকে।

অধ্যায় ৬৩

১১:৫০

সিলভার রঙের ছোট্ট স্ক্রুটা ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়ছে। টমের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে।

কিন্তু ওটা পড়লো না।

ওটা একেবারে শেষ স্টেপটাতে উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে টম হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

ও স্ক্রু ড্রাইভারটার ম্যাগনেটিক টিপ দিয়ে স্ক্রুটা তুলে নিয়ে অন্য স্ক্রুগুলোর সাথে রেখে দিল। প্যানেলটা খুলে ফেলার ফলে যে ফাঁকটা বের হয়েছে সেটা দিয়ে ও দুটো তার দেখতে পেল। যেমনটা আর্চি ধারণা করেছিল। আরেকটা অ্যালার্ম সিস্টেম। ডিমটা উঠানোর সাথে সাথেই, মানে এর উপর থেকে প্রেশার সরে যাবার সাথে সাথেই বেজে উঠবে। তবে এটা বড় কোন সমস্যা না। টম দুটো ক্লিপের সাহায্য নিয়ে এগুলো কেটে ফেললো।

এরপর রিমোটটা চাপ দিয়ে আবার ডিসপ্লে কেসের উপরে আসলো। ও একটা ডায়মন্ড কাটার বের করে সেটা দিয়ে ডিসপ্লে কেসের কাঁচটার উপরের অংশে গোল একটা বৃত্ত আঁকলো। কাটারটা পকেটে রেখে কাটা অংশটার মাঝখানে হাত দিয়ে একটা গুঁতো দিল। গ্লাসের টুকরোটা ভিতরে পড়লো, ঠিক ডিমটার মাথার উপর।

টমের গ্লাভস পরা হাত ডিমটার সিল্কি অংশটা স্পর্শ করলো। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে সেটা উঠিয়ে আনলে ক্লিক করে একটা শব্দ হল, অ্যালার্ম শান্তই আছে। সুইচে চাপ পড়েছে, কিন্তু মেটাল ক্লিপটার কারণে সার্কিটের ফ্লো বাধা পায় নি।

চল্লিশ মিনিট শেষ। আর পাঁচ মিনিট বাকি। বেরিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ঠ।

টম ডিমটা জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রিমোট চেপে উপরে উঠতে শুরু করলো। ওর মাথা আর কাঁধ যখন স্কাইলাইটের ফাঁকা অংশটায় পৌছাল ও তখন রিমোট চেপে কপিকলের মোটরটা বন্ধ করে দিয়ে হাত দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে গেল।

আর তখনই সেটা দেখতে পেল। একটা লাল ডট, ঠিক ওর বুকের মাঝামাঝি। ওর মুখ সাদা হলে গেল। বুঝে গেছে ওটা কি, একটা পাওয়ারফুল রাইফেলের লেজার পয়েন্টার।

লাল ডটটা ওর মুখে উঠে আসলো, ওর বা চোখের উপর, ওকে পলক ফেলতে হল। তারপর সেটা ওর ঠোঁটের উপর ঘুরে বেড়াল, এরপর ওর গ্লাফসে, অবশেষে সেটা কপিকলের মটরটাতে স্থির হল। যে-ই হোক না কেন, তারা খালের অন্য পাশে বিল্ডিঙে তার সাথে খেলছে।

একটা শট। মোটরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। টম স্কাইলাইটের ফাঁকা অংশ দিয়ে মাটিতে পড়তে শুরু করলো।

স্বয়ংক্রিয়ভাবেই, ও চারপাশে হাতড়াতে লাগল কিছু ধরে ফেলার জন্য। ঘরের মধ্যে যে নাইলনের কর্ডগুলো চলে গেছে সেখানে ওর বাম হাতটা কোনভাবে আটকে থাকলো। ও এক হাত দিয়ে কর্ডটা আর অন্য হাত দিয়ে কনুই চেপে ধরে কোনভাবে ঝুলে আছে। হাতে আর কাঁধে প্রচন্ড ব্যাথা পেয়েছে। কি হচ্ছে এসব? কারা এরা? এরা কি করে জানে ও এখানে আছে?

হঠাৎ ঝাকি খেয়ে, কর্ডটা কয়েক ইঞ্চি নেমে গেল। বা দিকের স্পেয়ারটা দেওয়াল প্রায় থেকে খুলে এসেছে। টম দেখল সেটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে পড়ছে। ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেললো। পাঁচ সেকেন্ড। দশ সেকেন্ড।

স্পেয়ারটা পুরোপুরি খুলে আসলে টম মেঝের উপর পড়ে গেল।

ঘরটা যেন বিস্ফোরিত হল। রাতের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে কর্কশ শব্দে সাইরেন বাজতে শুরু করলো। সাথে সাথে ঘরের সমস্ত লাইট জ্বলে উঠলো। তীব্র আলো বারবার জ্বলছে আর নিভছে। টম মেঝেতে শুয়ে আছে।

ও কষ্ট করে দুই পায়ে খাড়া হল, অসহায়ভাবে দরজার দিকে গেল, কিন্তু স্টিলের দরজাটা ওর সামনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। বের হবার একমাত্র পথ বন্ধ। স্কাইলাইটটা ওর থেকে প্রায় বিশ ফুট উপরে। আর কোন রাস্তা নেই।

ও ফাঁদে আটকা পড়েছে।

অধ্যায় ৬৪

রাত ১২:০৪

বিপরীত দিকের ছাদ থেকে আসা লাল ডটটা দেখে জেনিফার বুঝে গেল, যে লোকটা টমকে ফলো করছে এখন সে কোথায় আছে। আর কয়েক সেকেন্ড লাগলো মিউজিয়ামের ছাদে উঠতে। টম যে দড়িটা ফেলেছিল ও সেটা ব্যবহার করলো। এরপরই বুঝতে পারল ওই লাল বিন্দুটা আসলে কি।

তার পরেও যখন গুলির শব্দটা শুনে, কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। অ্যালার্মের শব্দ শুনে এখন ও কোমরে হাত দিয়ে স্কাইলাইটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকে টমকে দেখছে।

"বেশ মজায় আছ, মনে হচ্ছে?"

"তুমি?" টমের গলায় বিস্ময়, কিন্তু সাথে সাথেই সেটা মিলিয়ে গেল। "তাড়াতাড়ি আমাকে এখান থেকে বের কর।"

"আমার তেমন মনে হচ্ছে না।"

"দেখ, এটা যেমন দেখাচ্ছে ব্যাপারটা সেরকম নয়।"

জেনিফার ভাঙ্গা ডিসপ্লে কেসটার দিকে তাকালো, নিচের মাস্ক পরা অবয়বটা দেখছে। এটা আসলে যেমন দেখাচ্ছে ঠিক তেমনই। ঠিক করবেট যেমনটা বলেছিল। ও কেমন করে ভেবে নিল যে সবাই ভুল বলছে?

"তাই না?" জেনিফার ঠান্ডা গলায় হাসলো। "তাহলে এটা কি?"

টম মাস্কটা খুললো। চুল ভেজা আর উশকো খুশকো। চোখ কালো, আর বড় বড় হয়ে আছে, তাতে ভয় মিশানো।

"নব্বই সেকেন্ডের মধ্যে গার্ডরা এসে পড়বে।" টম দরজার দিকে তাকিয়ে উত্তেজিতভাবে বললো। "আমি পরে বলছি।"

"না, তুমি এখনই বলবে।" জেনিফার বুঝতে পারছে না ও কেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে? ও কেন দড়িটা ঝুলতে দেখার সাথে সাথেই পুলিশে খবর দেয় নি? ওর একটা অংশ কারণ শুনতে চাচ্ছে।

"এখন সময় নেই," টমের গলায় আকুতি।

"আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

টম অন্য দিকে তাকালো, তারপর আবার ওর দিকে। "আমি নিউইয়র্কে যে ডিমটা চুরি করেছিলাম সেটা আসলে ক্যাসিয়াসের জন্য ছিল। তুমি জান সে কে, ক্যাসিয়াস?"

নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু ওর প্রথমেই মনে পড়লো না কোথায় শুনেছে। সাথে সাথেই মনে পড়ে গেল। ক্যাসিয়াস, ক্যাপ্টেন নিমো ফিগার,

যেমনটা করবেট মিটিঙে বলেছিল। একজন ক্রিমিনাল মাস্টারমাইন্ড, যে আর্ট থেফটসের একটা বিশাল চক্র চালায়। জেনিফার মাথা নাড়লো।

"হ্যা, তাহলে শোন, কাজটা ছিল দুটো ডিম ডেলিভারি দেবার, কিন্তু একটা ডিম চুরি করার পরই পিছিয়ে যাই। আমি যখন তোমাকে বলেছিলাম আমি আর এসবের মধ্যে নেই, মনে পড়ে? তখন মিথ্যে বলি নি। আমি এসবের থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ক্যাসিয়াস এটা করতে দেয় নি, সে আমাকে আর আমি যার সাথে কাজ করি তাকে হুমকি দেয়, যিদি আগামী কালকের মধ্যে তাকে দ্বিতীয় ডিমটা ডেলিভারি না দেওয়া হয় তবে সে আমাদের মেরে ফেলবে।"

জেনিফার চুপ। ও কি টমকে বিশ্বাস করবে? স্টিল শাটারটা কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠলো। বাইরে গার্ডদের উত্তেজিত কথা শোনা যাচ্ছে। "তুমি এটা আমাকে কেন বল নি?"

"তাতে কি কোন লাভ হত? তুমি আমাকে এটা করতে দিতে?"

"না।"

"তাহলে আমার কাছে আর কি চয়েজ থাকলো? কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকি আর কেউ এসে আমাকে মেরে ফেলুক?"

"আমাদের একটা ডিল ছিল, তোমার আমাকে বিশ্বাস করা উচিত ছিল। আমি হয়তো তোমাকে প্রটেক্ট করতে পারতাম।" জেনিফার চোখ জ্বলে উঠলো। কিন্তু ও এখন আরো অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সবকিছু বাদ দিয়ে ওর টমকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছ।

টম সামান্য হেসে মাথা নাড়লো। "আমি তোমাকে সেদিন রাতে তোমার বসের সাথে কথা বলতে শুনেছি। সে তোমার কাছে একটা রেজাল্ট চাচ্ছিল, যে কোন প্রকারে। আর তুমি বলেছিলে, আমার কি হল না হল তাতে তোমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমাকে তো নিজের খেয়ালটা রাখতে হবে। আমি আমার সুরক্ষার জন্য তোমার বা কারো উপর ভরসা করতে পারি না। কখনো করি নি।"

জেনিফার নিজের বলা কথাগুলো মনে করলো। তখনই ও বুঝতে পারল সে রাতে ডিনারের সময় টম কেন অতটা শীতল আচরণ করেছিল।

"আমি বলতে চেয়েছিলাম তোমারে প্রতি আমার ইন্টারেস্টের একমাত্র কারণ, আমি বিশ্বাস করি তুমি এই কেসটাতে সাহায্য করতে পার, আর সেটা সত্যি। অতীতে কে কার সাথে কি করেছে তাতে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই। আমার যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল আমাদের ডিলটা, আমি ততক্ষণ সেটা রক্ষা করে যাব যতক্ষণ তুমি সেটা রক্ষা করবে।"

শাটারটা তিন ইঞ্চি উপরে উঠে গেলো। জেনিফার গার্ডদের বুট দেখতে পাচ্ছে।

"হতে পারে, এখন তুমি সেটা ভাবছো। কিন্তু সময়মত জিনিসগুলো তেমন

নাও হতে পারে। তোমাকে তোমার ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবতে হবে। আমি দ্বিতীয়বার পিঠে ছুরি খাবার ঝুঁকি নিতে পারি না।"

"তাহলে তুমি কি প্ল্যান করছিলে? ডিম চুরি করে উধাও হয়ে যাবে? কোথায়?"

"ক্যাসিয়াস আগামীকাল রাতে ইস্তানবুলে একটা অফসাইট করছে।" টম নার্ভাসভাবে দরজার দিকে তাকালো। সেটা আস্তে আস্তে খুলছে। আমি সেখানে গিয়ে সব জন্মের মতো মিটিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম। হ্যারির জন্য।"

"ইস্তানবুল?" সব কিছু ছাপিয়ে জেনিফারের গলায় হঠাৎ করেই একটা উৎসাহ ফুটে উঠলো। ইস্তানবুলের সাথে তো কয়েনগুলোর লিঙ্ক আছে। সম্ভবত সেগুলো ফেরত পাবার একটা চান্স পাওয়া যাবে। সাথে যে চুরি করেছে। "এগুলো আমাকে আগে বল নি কেন?"

"এজন্যই স্টেইনার মারা যাবার আগে ইস্তানবুলের নাম্বার লিখে রেখে গেছে। ক্যাসিয়াস অফসাইটের জন্য নিশ্চিতভাবে কয়েনগুলো চাচ্ছে। এই কয়েনগুলো আর এই ডিম দুটোই মনে হয় তার প্রধান আইটেম।"

"তো কি হবে যদি সে দ্বিতীয় ডিমটা না পায়?"

"সে অফসাইটে লোকজন ডেকে পরে ওয়াদা করা জিনিসগুলো না দেবার ঝুকি নিতে পারে না। সে সম্ভবত অফ সাইট বাতিল করে দিবে।"

জেনিফার মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। যদি অফসাইট বাতিল হয়ে যায় তাহলে সে কয়েনগুলো পাবার চান্স মিস করে ফেলবে, তাদের সবাইকে একই জায়গায় পাবার চান্স আর পাওয়া যাবে না। অফসাইটটা হতে দিতে হবে।

"এটা ধর।"

জেনিফার ওর দড়িটা নিচে ফেলে দিল। ভারি কর্ডটা হুশ করে নিচে নামলো। শাটারটা প্রায় একফুট উপরে উঠে গেছে আর এক জন গার্ড শুয়ে পড়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে এখন।

টম দড়িটা ধরলো। ও নিজেকে টেনে বার করতে করতে দরজাটা আর তিন ইঞ্চি উপরে উঠে গেল। প্রথম গার্ডটা ঢোকার সাথে সাথেই ও ছাদে এসে দাঁড়ালো।

টম টেনে হিচড়ে নিজেকে বের করে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে জেনিফারের দিকে তাকালো।

"পরের বার শুধু আগে দড়িটা ফেলবে, কথা আমরা পরেও বলতে পারি।"

"আর কোন পরেরবার আসবে না।" ও টমকে টেনে দাঁড় করালো। "চল, এখান থেকে বের হই।"

তারা পাশের বিল্ডিঙের ছাদগুলো ব্যবহার করে রাস্তায় নামলো। তারপর হোটেলের দিকে হাটা শুরু করলো। দূরে পুলিশের সাইরেনের শব্দ আর লাল আলোর ঝলকানি রাতের আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পুরো রাস্তায় এক জোড়া চোখ তাদের ফলো করে গেল। তারা হোটেল ঢোকার সাথে সাথেই ফোন বের করে ডায়াল করলো সে।

"জোন্স বলছি, স্যার, এখানে একটা সার্কাস চলছে। ক্রিক একটু আগে মিউজিয়ামে চুরি করতে ঢুকেছিল, সেখানে কোন লোক তাকে ছাদ থেকে রাইফেল দিয়ে খুন করার চেষ্টা করে...না, সে মিস করেছে। ব্রাউন? দুঃখিত, স্যার, কিন্তু দেখে মনে হয়েছে সে ক্রিককে পালাতে সাহায্য করেছে।"

অধ্যায় ৬৫

সেভেন ব্রিজেস হোটেল, আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড।
রাত ১২:৩৬

"দেখি, আমাকে একটু দেখতে দাও।" জেনিফারের গলায় ক্লান্তি আর উত্তেজনা মিশানো। ওদের বুক এখনো ধড়ফড় করছে। রুমে ফিরে আসার পরও এখনো ওদের মাথায় ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

"শিওর?" টম অনিশ্চিতভাবে তাকালো। "মানে তুমি এমনিতেই অনেক গভীরে চলে গেছ। আমার মনে হয় এটাকে তোমার এভাবেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।"

"আমি তোমাকে ক্রাইম সিন থেকে পালাতে সাহায্য করেছি। এর চেয়ে কত গভীরে যেতে পারি?"

টম সায় দিয়ে ওর দিকে তাকালো। "তুমি একটু আগে আমার জন্য যা করলে সেজন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।"

"মনে হয় আমার মাথায় তখন পাগলামী ভর করেছিল।" ও নিজে নিজেই বিড়বিড় করছে। "কেউ যদি জানতে পারে, আমি তাহলে শেষ।" ওর চোখে এক বিন্দু পানি চিক চিক করে উঠলো।

"হুম," টম থামলো, "তুমি এটা কেন করলে?"

"ডিম না হলে অফসাইট হবে না, আর অফ সাইট না হলে কয়েন পাওয়া যাবে না।"

"পিওর বিজনেসম্যান?" টমের কণ্ঠে হতাশা।

"একেবারে খাঁটি বিজনেসম্যান।" জেনিফার আশা করলো যেন ওর গলার দ্বিধাটা টম ধরতে না পারে। কারণ দড়িটা নিচে ফেলার সময় ওর মাথায় আরেকটা জিনিস কাজ করছিল, যেটা ও নিজের কাছে স্বীকার করতে চায় না, টমের কাছে তো না-ই। ও টমকে বোঝাতে চেয়েছিল যে টম ওকে বিশ্বাস করতে পারে। এই পুরো জিনিসটাতে ওরা এক সাথে। কারণ জেনিফার জানতো কেউ যদি তোমাকে বিশ্বাস না করে কিংবা সবসময় তোমাকে সন্দেহ করতে থাকে তাহলে কেমন লাগে। ও টমকে আরেকটা চান্স দিতে চাচ্ছে, ঠিক যেটা করবেট ওকে দিয়েছে।

টম হাসলো। ওর চোখের ঝলক বলে দিচ্ছে যে ও বুঝতে পেরেছে জেনিফার ওকে পুরোটা বলে নি। ও অবশ্য সেটা নিয়ে কিছু বললো না।

"কারণ যাই হোক না কেন, আমরা পুরো জিনিসটা একসাথে শেষ করতে যাচ্ছি। এবার তোমার হাত দাও।"

টম ওর জ্যাকেটের পকেট থেকে ডিমটা বের করে ওর হাতে রাখলো।

"ইশ, কি সুন্দর!" জেনিফারের চোখে বিস্ময়। ডিমটার সবুজ অংশে স্পর্শ করলো। এর উপর স্বর্ণ খচিত ফুলগুলো অনুভব করতে পারছে। "এটার নাম কি?"

"দ্য প্যানসি এগ। আমার ফেবারেটগুলোর একটা।"

"কেন?"

"দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।" টম ডিমটা খুললে একটা অপসারণযোগ্য সোনার হার্ট শেপড শিল্ড বেরিয়ে এল। সাথে এগারোটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দরজা। একটা নাজুক ফ্রেমের উপর খোদাই করা।

"প্রতিটা দরজার ভিতর রাজ পরিবারের এক এক জনের ক্ষুদ্র পোর্ট্রেট রয়েছে।" ও কয়েকটা দরজা খুললো। বিমর্ষ আর বিষন্ন চেহারা উঁকি দিল। "এদের বিমর্ষ চেহারা দেখে মনে হয়, যেন এরা জানতো এদের সাথে কি ঘটতে যাচ্ছে।"

"রুশ বিপ্লবের কথা বলছ?"

"আমি বলশেভিকদের দ্বারা এদের হত্যা করা, আর সমস্ত কালেনশন বাজেয়াপ্ত করে সেগুলো বিক্রি করে স্টালিনের আর্মিকে ফাইনান্স করার কথা বলছি। আমার কাছে এই একটা শিল্পকর্মই হাজার হাজার টেক্সটবুকের চাইতে রাশিয়ানদের ইতিহাস আরো ভালো করে ব্যাখা করে। এখানে সবই আছে, গর্ব আর বিভীষিকা।"

"সব মিলিয়ে ক'টা ডিম আছে?"

"এগুলো মাত্র পঞ্চাশটা বানিয়েছে। তার বারোটা হারিয়ে গেছে। ক্রেমলিনের আর্মোরি মিউজিয়ামে দশটা আছে, আর একজন রাশিয়ান বিলিয়নার সম্প্রতি ফ্রোবেস পরিবার থেকে ন'টা কিনেছে। বাকিগুলো বিভিন্ন মিউজিয়াম আর প্রাইভেট কালেক্টরদের কাছে রয়েছে।"

"আচ্ছা, যেগুলো আজ পর্যন্ত তুমি চুরি করেছ তার কোন কিছু তুমি কখনো রেখে দিতে চেষ্টা কর নি?"

"কক্ষনো না," টম হেসে বলল। "এটাই প্রথম নিয়ম, তুমি কাজটা করবে, ব্যস, তারপরই ওই অধ্যায় শেষ। তুমি কখনোই সেই জিনিসটার প্রেমে পড়ে যেতে পারো না।" জেনিফার ডিমটা টমের হাতে দিলে টম ওটা প্যাকেট করে ড্রেসারে রেখে দিল। "দেখি, আর্চির সাথে কথা একটু কথা বলি।"

"কে?"

"কলিগ।" জেনিফার খাটে বসলে টম ডায়াল করলো। "আমি," ফোন রিসিভ করলে টম বললো।

"কি খবর বন্ধু, সব ঠিক আছে তো?" আর্চির গলায় টেনশন।

"হ্যা, জিনিস পেয়ে গেছি।"

“উফ, পেয়েছ, শাবাশ, শাবাশ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।”

“থ্যাংস।” টম হাসলো।

“কোন সমস্যা হয় নি তো?” আর্চির গলা এবার আরো স্থির শোনালে টম ছোট্ট করে হাসলো।

“তাতো একটু হয়েছেই। আচ্ছা তুমি কি কাউকে বলেছ আজরাতে আমি ওখানে যাচ্ছি?”

“অবশ্যই না, কেন?”

“আসলে আমি যখন বের হচ্ছিলাম–”

“দাঁড়াও, দাঁড়াও,” আর্চি বলে উঠল। “আমি একজনকে বলেছিলাম, কিন্তু কোন জায়গায় তা বলি নি, শুধু শহরটার নাম বলেছিলাম।”

“কাকে?”

“সেদিন রাতে, ক্যাসিয়াসকে।”

“হায় খোদা, তুমি আসলে কার দিকে?”

“আমি জানি, সরি। আসলে সেদিন ও আমাকে হঠাৎ করে ধরে ফেলে। কিন্তু কি হয়েছে?”

“কেউ আমার কপিকলে গুলি করে আমাকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল।”

“তোমাকে মেরে বা হাজতে পাঠিয়ে ক্যাসিয়াসের কোন বালের লাভ হবে তাই তো বোঝা গেল না। এটা সে নয়। অন্য কেউ।”

“হতে পারে।”

“তোমাকে বের করল কে?”

“জেনিফার।”

“ওই এফবিআইটা? ইয়ার্কি করছো?”

“না।”

“সে আসলে করছেটা কি? সে নিশ্চয়ই কিছু চায়?”

“হতে পারে।” টম জেনিফারের দিকে একবার তাকালো। ও মনোযোগ দিয়ে টমের কথা শুনছে। “কোন কিছু নিয়েই আমি আর এখন শিওর নই। যাইহোক, এসব নিয়ে পরে কথা হবে। আমি কাল সকালে ডিমটা এয়ারপোর্টে আমার জিনিসপত্রের সাথে রেখে দেব। ওখান থেকে তুলে নিও।”

“ঠিক আছে, ওহ টম?”

“হ্যা।”

“চিয়ার্স।”

“এটা বলার দরকার নেই।”

টম জেনিফারের দিকে ঘুরলো। “সব বুঝেছো?”

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো। ওর মুখে সিরিয়াস ভাব।

“আর্চি সুম্ভবত তোমার ফেন্স, আর সে ক্যাসিয়াসকে এই কাজের ব্যাপারে

কিছু বলেছে।" টম সায় দিলো। "এখন তুমি মনে কর যে ক্যাসিয়াস তোমাকে ইচ্ছা করে মিউজিয়ামে ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তুমি জান না কেন।"

"তুমি জান?"

"উত্তরটা ইস্তানবুলে আছে। কাল সকালে আমরা সেখানে যাবার ব্যবস্থা করছি।" জেনিফার শান্ত গলায় বললো। "ম্যাক্স ডিটেইলসের ব্যবস্থা করে দেবে।"

"তুমি তোমার বসকে কল করবে না? তাকে জানাও এখানে কি হচ্ছে।"

"জানাবো, কিন্তু এখন আমাদের দুজনেরই বিশ্রামের দরকার।" জেনিফার টমের চোখের দিকে তাকালে। "ভালো কথা ওই মেয়েটা কে?"

"কোন মেয়ে?"

"ওই যে ওখানে, ব্লন্ড মেয়েটা।"

"ও, এমন একজন যাকে আমি চিনি। যার উপর বিশ্বাস রাখতে পারি। কেন? তুমি ঈর্ষান্বিত?" টম দাঁত বের করে হাসছে।

"যা খুশি মনে করতে পার।" জেনিফার শ্রাগ করে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। "এখন কে বিছানা নেবে তার জন্য টস কর।"

"কোন দরকার নেই।" টম দয়ালু ভঙ্গিতে বললো। "পুরোটাই তোমার।"

অধ্যায় ৬৬

ইস্তানবুল, তুর্কি
২৯ জুলাই–বিকাল ৫:৪৩

ডিভান ইয়ুলু থেকে বের হলেই চা-বাগানটা সামনে পড়ে। এই সুপ্রাচীন রাস্তাটা রোমান হিপোড্রোম থেকে ইম্পেরিয়াল কাউন্সিল পর্যন্ত বিস্তৃত। যেখানে একসময় উন্মত্ত জনতার সামনে রথের রেস আর গ্লাডিয়েটরদের যুদ্ধ হত। প্রাচীন শহরের ক্যানন গেটের ওপাশে।

বাগানটার শক্ত প্রাচীরের এপাশে ট্রাম কিংবা গাড়ির হিংস্র হর্নের পরিবর্তে বিশাল ব্যাকগেমন বোর্ডের উপর ডাইসের ঝন ঝন শব্দ শোনা যায়। কিছু উদ্যোগী স্থানীয় লোক বাগানের কয়েকটা ছোট ঘরের মধ্যে বেঞ্চের উপর উজ্জ্বল কুশন, আর দেওয়ালে ঝলমলে কার্পেট সাজিয়ে বাগানের অগণিত অতিথিদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। এসব স্টলগুলো আবার কখনো কখনো মসজিদ, মাদ্রাসা বা স্কুলের ক্লাসরুম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

সব সময় যেমনটি থাকে বাতাস খুব ভারি আর পানির পাইপ থেকে ধোয়া উঠছে। টেবিলে বসে এক বৃদ্ধ সুগন্ধী পানীয়ের হুক্কা ফুঁকছে অলসভঙ্গিতে।

"ওরা এটা করে কেন?" জেনিফার টমকে জিজ্ঞাসা করলো। ওরা বাগানের একেবারে কোণায় এসে বসেছে। বারবার হাত নেড়ে কার্পেট বিক্রেতাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে, তারা ভাবছে ওরা তাদের 'জেনুইন' তুর্কি কার্পেটের সাম্ভাব্য ক্রেতা হতে পারে।

"ধোয়া পরিস্কার করে, এটাকে শীতল করে," টম বললো।

"তুমি আগে এখানে এসেছ?"

"আমি এখানে বেশ কিছু দিন কাটিয়েছি," টম বললো, ওয়েটারের দৃষ্টি আর্কষণের চেষ্টা করছে।

"তুমি তো দেখছি অনেক জায়গায়ই অনেক দিন কাটিয়েছ," জেনিফার বললো।

"হ্যা, তা ঠিক," টম বললো। "তুমি কি নেবে? অ্যাপেল টি না কফি? অ্যাপেল টি খুবই মিষ্টি হবে, তোমার মনে হবে তোমার দাঁতগুলো খুলে পড়ে যাচ্ছে। আর কফিটা এত তিতা যে মনে হবে তোমার দাঁতগুলো সব একসাথে লেগে যাচ্ছে।"

"বাহ, কি চয়েজ!" জেনিফার চোখ উলটে বললো। "কফিই নেই।"

টম একটা চা আর কফি অর্ডার করলে কয়েক মুহূর্ত পরই সেগুলো ওদের টেবিলে পৌছে গেল। একটা বাঁকানো গ্লাসে ধোয়া ওঠা চা, আর কফি একটা চীনা মাটির পাত্রে। কফিটা দেখে মনে মনে হচ্ছে যেন ওখানে লোহা গলিয়ে

ফেলা হয়েছে।

"তো আমরা এখানে কেন?" জেনিফার কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললো। মস্তিষ্কে ক্যাফেইনের স্পর্শ পেয়ে ভালো লাগছে। চারপাশ দেখে নিচ্ছে। বাগানটা পুরোপুরি ভরা না। ওদের আশেপাশের নিচু টেবিলগুলোতে ধুমপানরত তুর্কিদের ব্যাপারে সচেতন।

"কারণ, আমাদের ইনফর্মেশন দরকার। আর এখান থেকেই তা পাওয়া যাবে," টম বললো।

জেনিফার সকালে উঠেই করবেটকে ফোন করেছে। আমেরিকাতে তখন রাত তিনটা। ও কলটা করবেটের বাসায় প্যাচ করে দিতে বলে। করবেটকে জানায়, টম জানতে পেরেছে আজ সেখানে একটা অবৈধ নিলাম হতে যাচ্ছে আর সেখানে কয়েনগুলো পাওয়া যেতে পারে। তারা দু'জনেই সেখানে যাচ্ছে। করবেট ওদের প্ল্যানের সাথে একমত হয়েছে আর সাবধানে থাকতে বলেছে। ওরা আমস্টারডাম থেকে বেলা এগারোটার ফ্লাইট ধরে জার্নিটা ওদের জন্য একটু অস্বস্তিকর ছিল। ওরা দুজনেই বুঝতে পারছিল যে গত রাতের মিউজিয়ামের ঘটনাটা ওদের সম্পর্কটাকে অন্য রকম করে দিয়েছে, ওদের কেউই বুঝতে পারছে না কিভাবে?

হঠাৎ করেই বাগানের প্রবেশ দরজায় একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হল। মিরর সানগ্লাস আর চকচকে গ্রে সুট পরা দুজন লোক ভিতরে ধুকে চারপাশ ভাল করে দেখছে। সন্তুষ্ট হয়ে তারা তাদের পেছনে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

ভেতওে ঢুকলো একজন লোক। মুখের প্রায় পুরোটাই দখল করে নিয়েছে তার বিশাল গোল নাক আর চুলের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে জঙ্গলের মত ঘন কালো দাঁড়ি। চোখ দুটো মোটা রিমের টোরটয়জশেলের রে-বান সানগ্লাস দিয়ে ঢাকা। বা দিকের লেন্সে প্রস্তুতকারকের লোগো আকা যাতে ডিজাইনার নিয়ে কোন সন্দেহ না থাকে। তার গায়ে ভারি লেদার জ্যাকেট। ভিতরে কালো সিল্কের শার্ট, উপরের তিনটা বোতাম খোলা। তার রিস্ট আর গলা থেকে উঁকি দিচ্ছে মোটা মোটা সোনার চেন।

তার পিছন পিছন আরো দুজন লোক ভিতরে এরস তার আশেপাশে পজিশন নিল। তাদের বা দিকের বগল চোখে পড়ার মত করে ফুলে আছে। একজন ওয়েটার হন্তদন্ত হয়ে তার কাছে গিয়ে তাকে সেখানকার সবচেয়ে বড় আর ভালো টেবিলটার কাছে নিয়ে গেল। ঐ টেবিলে বসা লোকগুলোকে অপমানজনকভাবে তুলে দেয়া হল। এদের মধ্যে একজন তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তুললে সে বেশ পরিস্কার নিশানার একটা লাথি হজম করলো।

"কে এই লোক?" হিসহিস করে বললো জেনিফার।

"আমিন মাধাবি। মিথ্যাবাদী আর চোর," টম দ্রুত বললো।

"তোমার বন্ধু তাহলে?"

"কি করে বুঝলে?" টম চোখ টিপ দিল। "তাড়াতাড়ি আস।"

অধ্যায় ৬৭

বিকাল ৫:৫২

বডিগার্ডগুলো নিজেদের ড্রিঙ্ক অর্ডার করতে বেশ ব্যস্ত। ওরা টমকে একেবারে কয়েক ফুট দূরে চলে আসা পর্যন্ত লক্ষ্যই করে নি।

টম সম্বোধনের জন্য তুর্কির সবচেয়ে সম্মানজনক বিশেষণটা ব্যবহার করলো। "আরেকটা শিক্ষার জন্য ফিরে আসলে নাকি?"

লোকটার ভ্রু উঁচু হয়ে গেল। কিন্তু সে তাকালো না। তার বদলে কফিতে চিনি নিতে লাগলো। এক, দুই, তিন চামচ।

অবশেষে সে টমের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল। মুখে হাসি। "ওয়েলকাম।" তীক্ষ্ণ গলা। ভারি ইংলিশ উচ্চারণ।

টমের গলা শুনে হঠাৎ করে বডিগার্ডগুলো চঞ্চল হয়ে উঠলো। হাত জ্যাকেটে। মাধাবি অবজ্ঞাভরে হাত নেড়ে ওদের থামালো।

"অনেক দেরি হয়ে গেছে, গর্দভেরদল। আমাকে যদি তার মারার দরকার হত তাহলে এতক্ষণে আমি পটল তুলতাম।" ও টমের দিকে তাকিয়ে হাসলো। "কেন যে এদের রাখি!" ও টমকে সামনের বেঞ্চে বসার জন্য ইশারা করলো। "আসুন, আমার সাথে জয়েন করুন।"

সে ভাল করে টমকে দেখছে। তার সবগুলো আঙুলের সোনার আংটিগুলো দামি ঢালের মত চকচক করছে।

"তো আবার ইস্তানবুলে?" মাধাবি ওর সানগ্লাস খুলে ফেললো। ওর বাদামি চোখে দুষ্টূমির হাসি। "এবার কোন গরীবকে আপনার ভিজিটের ধাক্কা সামলাতে হবে?"

টম মাথা নাড়লো। "তুমি শোননি আমি রিটায়ার করেছি?"

"হাহ, আমকে বোকা মনে করেন?"

"আমি সিরিয়াস।"

"তাহলে এখানে কি করছেন?"

"আসলে, আমি কিছু খুঁজছি, একটা জায়গা।"

"আহ্!" মাধাবির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "আর আমার সাহায্যের দরকার।"

"এটা তোমার শহর, আমিন, আর কাকে জিজ্ঞাসা করবো?" মাধাবি মাথা নেড়ে সায় দিলো। ওর ভ্রু উঁচু হতে শুরু করেছে।

"সেটা সত্য।"

"তুমি আজ রাতে কোন নিলামের কথা শুনেছ?" টম সামনের দিকে ঝুঁকে আসলো। "এক্সপেনসিভ আর্ট?"

“তো,” সে তার প্রশ্বস্ত বুকে হাত ভাঁজ করে রাখলো। “এজন্য তুমি এখানে। হ্যা, আমি এ বিষয়ে শুনেছি। কিন্তু এর লোকেশনটা গোপনীয়। খুবই গোপনীয়। কেউই সঠিকভাবে জানে না এটা কোথায় হবে। এমনকি আমিও না।” ও ওর বুকের সাথে হাত চেপে ধরলো। “আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশিই হতাম পুরনো বন্ধু। কিন্তু,” সে শ্রাগ করলো। টম ভালো করেই বুঝতে পারছিল সে কোন দিকে ইশারা করছে।

“তো, পুরোনো বন্ধু, তুমি কি চাও? তোমার প্রাইস বল।”

“আমার প্রাইস! তোমার মনে হয় আমিন মাধাবিকে কেনা যায়?” ও গলা উঁচিয়ে বলে গর্বের সাথে চারদিকে তাকালো। সন্তুষ্ট যে অনেকে শুনেছে। এবার সামনের দিকে ঝুঁকে এসে ফিস ফিস করে বললো, “একটা রি-ম্যাচ।” সে চেয়ারটা সামনে এগিয়ে নিয়ে বলতে লাগলো, “আগেরবার, আমি কয়েকমাস আমার মুখ দেখাতে পারি নি। লোকজন আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে।”

মাধাবি আশেপাশে তাকালো। “এবার আপনি আগেবারের মত লাকি হয়ে যাবেন না।” মাধাবি ইশারা করলো আর সাথে সাথেই একটা ব্যাকগেমন বোর্ড ওদের টেবিলে চলে আসলে টম হাসলো।

“খুব ভালো। পাঁচ পয়েন্টে খেলা হবে। আমার তাড়া আছে। আমি জিতলে তুমি আমাকে লোকেশনটা বলবে। আর তুমি জিতলে...তুমি জিতলে কি হবে?”

মাধাবি টমের ঘড়ির দিকে ইশারা করলো। “আমি জিতলে আপনার ঘড়িটা পাব।”

টম একটু দ্বিধা করলো। ঘড়ি। এটা ওর মা ওর জন্য রেখে গেছেন। কিন্তু তার কাছে আর কি চয়েজ আছে? নিলাম আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই।

“ফাইন,” টম মেনে নিল।

ওরা যখন কথা বলছে জেনিফার তখন ওদের টেবিলের কাছে আসতে গেল। এবার বডিগার্ডরা একেবারে সময়মত প্রতিক্রিয়া দেখালো। বন্দুক বের করে সজোরে চিৎকার করে উঠলো। মাধাবির ঝাড়ির ফল।

“সে আমার লোক,” টম নিজের ঘুটি ঠিক করতে করতে বললো। মাধাবি আরো কিছু বলার পর তারা জেনিফারকে আসতে দিল।

জেনিফারের মুখের বিরক্তি দেখে হাসলো মাধাবি। “নারী জটিলতা?” মাধাবির কণ্ঠে কপট উদ্বিগ্নতা, “আশা করি আপনার মনোযোগ ব্যাহত হবে না।”

“বেশি খুশি হবার দরকার নেই। তোমাকে হারানোর মত মনযোগ থাকবে। শুরু করা যাক।”

অধ্যায় ৬৯

সন্ধ্যা ৬:১৭

মাধাবি ঘোৎ করে একটা কফির অর্ডার দিয়ে ওর এক বডিগার্ডের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো। সে কথা বলছিল। টম জানত মাধাবি এখন একটা ছোট্ট ভুল করলেই হেরে যাবে। আর নিয়ম অনুসারে এখন আর ডাইস ডাবলিং করা যাবে না। টম জয় থেকে মাত্র এক পয়েন্ট দূরে। মাধাবিকে জিততে হলে পরপর তিন পয়েন্ট পেতে হবে। পরিস্কারভাবে তার চেহারাটা দেখার মত হয়েছে।

তাদের টেবিলের চারপাশে লোক জমে গেছে। সবাই গভীর আগ্রহে ওদের খেলা দেখছে। টম ভাল করে মাধাবির মুখ দেখে নিল। ওর নার্ভাস চোখ, দাঁড়ি নিয়ে নড়াচড়া করা, কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম, বারবার ঠোঁট ভেজানো। সে টমের দিকে তাকিয়ে হাসলো। টম ওর ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। একেবারে স্পটলাইটের নিচে, নিজের লোকজনের সামনে। তাকে খুব সাবধানে খেলতে হবে।

পরের গেমের চালগুলো মোটামুটি ভারসাম্যসহ শুরু হল। কেউই তেমন কোন সুবিধা করতে পারছে না। চারটা বাজে দানের পর টম ওর স্ট্র্যাটেজি পরিবর্তন করে একেবারে আক্রমাত্মক চাল দিল। ডেথ অর গ্লোরি।

মাধাবি ভালো প্রতিক্রিয়া দেখালো। কয়েকটা ডাবলের মাধ্যমে টমকে বেকায়দায় ফেলে দিল। হঠাৎ করেই টমের ওর ঘুঁটিগুলোকে ছিড়ে যাওয়া নেকলেসের পুঁতির মত মনে হল।

তিন দানের পর টম ঠিক সেই পজিশনে পড়লো যেখানে এর আগের গেমে মাধাবি পড়েছিল। পার্থক্য শুধু একটা ওর কাছে তিন বোর্ড আছে আর মাধাবির কাছে একটা। সে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে শেষ চারটা পিস নিয়ে টমের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসলো। টমের কাছে এখনো একটা বার। ব্যাকগ্যমন। মাধাবির তিন পয়েন্ট আর ম্যাচটাও।

তাদের পাশের ছোট্ট ভিড়টা তালিতে ফেটে পড়লো। মাধাবী টমের সাথে হাত মেলালো, সবাই হাসছে। তার বডিগার্ডরা তার পিঠ চাপড়ে দিচ্ছ। চা বাগানের ম্যানেজার প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে আসলো। মাধাবী আনন্দের সাথে তাদের দিকে হাত নাড়লো। টম ক্রিক হেরে গেছে। এটা নিশ্চিতভাবেই টক অফ দ্য টাউন হবে।"

"ওয়েল ডান," টম বললো।

"বেটার লাক নেক্সট টাইম।" মাধাবি ওর খুশি ঢাকার কোন চেষ্টা করছে না।

টম ওর ঘড়িটা খুললো। শেষবারের মত ওটার দিকে স্নেহভরে তাকিয়ে, ওটা মাধাবিকে দিয়ে দিল। সে ঘড়িটা দুই হাতে সশ্রদ্ধভাবে নিল। তারপর এটাকে একটা ট্রফির মত করে উপরে তুলে ধরলো। আরেকবার করতালির শব্দে এলাকাটা মুখরিত হয়ে উঠলো।

"চল যাই।" জেনিফারের কানে কানে বললো টম।

"যাব? আমরা তো এটাও জানি না–" জেনিফার টমের দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় বললো। "আমরা তো কিছুই পেলাম না। অফ সাইটের কি হবে?"

টম কিছু না বলে ওর কনুই শক্ত করে ধরে হাটতে শুরু করলো। ওরা চলে যেতে লাগলে, মাধাবি ডাকলো। "দাঁড়ান।"

সে ওদের দিকে এগিয়ে আসলো। বাগানের মাঝামঝি দাঁড়িয়ে ওর অনেক প্রশংসা করলো।

"আসুন। বন্ধু হয়ে আলাদা হই।" সে টমকে অনেক্ষণ ধরে জড়িয়ে ধরে রাখলো। মাথা টমের বাম কাঁধের উপর। হাত ওর কোমরে। এরপর আবার হাত মেলালো।

"পরেরবার পর্যন্ত," ওরা বেরিয়ে যেতে লাগলে মাধাবি চেঁচিয়ে বললো।

"এগুলো কি হল?" ওরা ওখান থেকে বের হয়ে রাস্তায় আসলে জিজ্ঞাসা করলো জেনিফার। বুড়ো মানুষগুলো সুট পরা, মোচ সুন্দর করে কাটা। যুবক ছেলেরা ডিজাইনার জিন্স আর শার্ট পরা। মহিলাগুলো স্মার্ট। এই বছরের ইটালিয়ান ফ্যাশনের পোশাক আর গত বছরের হলিউড স্টাইলের হেয়ার স্টাইল। সবার কাছে মোবাইল। কোমর রাখা কিঙ্গা দামি নেকলেসের মত গলায় ঝুলানো।

"*সিস্তার্ন অব থিওদোসিয়াস*-এর নাম শুনেছ কখনো?" টম জেনিফারকে জিজ্ঞাসা করলো। ওর ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির রেখা।

"সিস্তার্ন অব?" জেনিফার বিরক্ত হয়ে বললো। সাথে সাথে ওর মুখে আশার আলো জ্বলে উঠলো। "ও তোমাকে বলেছে?"

টম মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"বাই জানানোর সময় কানে কানে বলেছে।"

"সে জিতে যাবার পরও?" টম সায় দিলো। "কেন?"

"জেতার কারণে সে উদার হয়ে যাবে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম।"

"মানে তুমি ইচ্ছা করে হেরে গেছ?"

"শেষ যেবার আমি ওর সাথে খেলেছিলাম, সেবার আমি টানা বারোটা ম্যাচ জিতে ওর মার্সিডিজটা পেয়েছিলাম। আমি শুনেছি এরপর ও প্রায় দু'বছর খেলে নি। আমি ধারণা করেছিলাম যে আরেকবার হারার চাইতে ও যদি এবার জেতে তাহলেই বলাটা বেশি স্বাভাবিক হবে। নিজের লোকের সামনে আবার হারাটা যঠেষ্ট অপমানজনক হতো।"

"আর তোমার ঘড়িটার কি হবে? তুমি না বলেছিলে ওটা তোমার মায়ের দেওয়া।"

"ওহ্, এটা একটা ভালো কারন, আমি অবশ্যই এটা মিস করতে পারি না," টম দাঁত বের করে হেসে বললো। ওর পকেট থেকে টম ঘড়িটা বের করলে জেনিফার অবাক হয়ে তাকালো।

"কিভাবে?" ও কি বলবে বুঝতে পারল না।

"মাধাবি প্রথম জীবনে পকেটমার ছিল। এ কারণেই ও পকেট থেকে জিনিস বের করে নেবার পাশাপাশি পকেটে জিনিস ঢুকিয়েও দিতে পারে।" টম ঘড়িটা পরতে পরতে বললো। "আমি যতদূর ওকে চিনি ও ম্যাচটা জিতে অনেক খুশি। আর ওর আত্মসম্মানবোধের কারণে ও কখনোই সিরিজটা পুরো সমান সমান না করে ঘড়িটা নেবে না। তোমার জন্য শিক্ষণীয় জিনিসটা হল, সব চোররাই ডাকাত নয়।"

অধ্যায় ৭০

গালাটা টাওয়ারের কাছে
রাত ৮:২০

গোল্ডেন হর্নের কালো পানি অস্তাগামী সূর্যের আভায় গোলাপী দেখাচ্ছে। এই পোতাশ্রয়টিই ইউরোপকে এশিয়া থেকে পৃথক করে। খ্রিশ্চানিটিকে ইসলাম থেকে। বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তীক্ষ্ণ সুললিত সুর।

পাশের মীনার থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে। এরপর একই সুরে আরেকটা গলা শোনা গেল। তারপর আরেকটা। গ্রীষ্মের গরম বাতাস যেমন কোন বনে লাগা আগুনকে উসকে দেয়, তেমনি মুয়াজ্জেনদের আজানের ধ্বনি বিশ্বাসী মুসলিমকে আহ্বান করে।

"আমরা এখানে কতক্ষণ অপেক্ষা করবো?" জেনিফার জিজ্ঞাসা করলো।

"অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত।"

ওরা একটা গাঢ় নীল বিএমডাব্লিউ'তে বসে আছে। এটা ওরা এয়ারপোর্ট থেকে ভাড়া করেছে। বাইরে আলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। কয়েকজন লোক হন্ত দন্ত হয়ে কাছাকাছি কোন মসজিদ খুঁজছে।

"তো, *সিস্তার্ন অব থিওদোসিয়াস*টা কি? জেনিফার সিটে হেলান দিয়ে বসে এসি'টা আরেকটু বাড়িয়ে দিল।

"রোমানরা এখানে থাকাকালে শহরে বিশুদ্ধ পানির জন্য বড় বড় নালা কেটেছিল।" টম বলতে শুরু করলো। "এই জলাধারগুলোতে পানি জমিয়ে রাখা হত। সারা শহরে এরকম বেশ কয়েকটা ছিল। এখন অবশ্য কিছুই নেই।"

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো। ওরা দুজনেই নিশ্চুপ। সূর্য পুরোপুরি ডুবে গেছে। পাশের পানিটা এখন কালো দেখাচ্ছে। একটা সাদা পাখি ওদের গাড়ির সামনে বসলো।

"টম, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই।" জেনিফার ধরা গলায় বললো। ওর চোখে পানি। "আমার মনে হয় তুমি বুঝতে পারবে। অন্য কারো কাছ থেকে শোনার আগে আমার কাছে শোনাই ভালো হবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে শুরু করবো।"

টম ওর দিকে ঘুরে একটা পা ভাজ করে তার উপর বসলো। চোখে সিরিয়াস ভাব।

"জান, বাইজান্টাইনরা গোল্ডেন হর্নের মুখে একটা মোটা চেন লাগিয়ে বন্ধ করে রেখেছিল যাতে সাগর দিয়ে কোন সশস্ত্রবাহিনী না আসতে পারে। কিন্তু আরবরা যখন সেখানে আসল তখন তারা তাদের নৌকাগুলো মাটিতে উঠিয়ে

এনে রোলার আর স্লাইড ব্যবহার করে অন্যপাশে নিয়ে গেল। আর কয়েক বছর পর পুরো শহরটা তাদের দখলে চলে আসে।" জেনিফার কোন কথা বললো না। "অনেক সময়ই তুমি যদি তোমার সমস্যাগুলোর সামনাসামনি মোকাবেলা কর তাহলে সেগুলো খুব সহজেই সমাধান করা যেতে পারে," টম নরম গলায় বললো।

জেনিফার সামান্য হেসে নড করে তারপর বড় একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। "তোমার মনে পড়ে, একবার আমি তোমাকে বলেছিলাম যে আমার জীবনে একজন ছিল, সে মারা গেছে, আমি তাকে মেরে ফেলেছি। আমি সত্যিই বলেছিলাম।"

টম কিছু বললো না।

"তার নাম ছিল গ্রেগ। অ্যাকাডেমিতে আমাদের দেখা হয়। সে কেসের ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলে। তার ক্লাসে ঢোকার সময়টা আমি কখনই ভুলতে পারবো না। তাকে খুবই আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা আর শক্তিশালী মনে হচ্ছিলো।"

জেনিফার খুব দ্রুত কথা বলছে। ওকে খুব উত্তেজিত শোনালেও ওর চোখ ভাবলেশহীন। ওরা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। সাদা পাখিটা গাড়ির পেইন্টওয়ার্কের উপর লাফা লাফি করছে। নীরবে শুনে যাচ্ছে টম।

"কয়েক সপ্তাহ পর ও আমাকে খুঁজে বের করে। আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চায়।" জেনিফার টমের দিকে তাকালো। "আমরা ডেট করতে শুরু করি। ওর সাথে আমার ভালো সময় কাটছিল।" জেনিফার মনের পর্দায় অনেক ছবি ভেসে উঠছে, যেগুলো ও কখনো মনে করতে চায় নি। রেস্টুরেন্টের টেবিলে বসা হাস্যোজ্জ্বল গ্রেগ। জেনিফারের পিঠে আইসক্রিম ফেলে দিয়ে হাসছে। নিজের রক্তের মধ্যে পড়ে থাকা গ্রেগ।

"এরপর আমাকে ওর সাথে কাজ করার জন্য অ্যাসাইন করা হয়। আসলে আমরা খুব লাকি ছিলাম। আমাদের সম্পর্কের কথা কেউই জানতো না। জানলে কখনই আমাদের একসাথে কাজ করতে দিত না। এই ব্যাপারটায় আমাদের মধ্যে একটা শিহরণ কাজ করছিল।"

জেনিফারের গলা কঠোর আর ভাবলেশহীন। পাখিটা রাতের আকাশে উড়ে গেল।

"এক দিন আমাদের একটা ওয়্যারহাউসে রেইড দিতে বলা হল। ডিইএ (ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট এ্যাডমিনিসট্রেশন)-এর সাথে জয়েন্ট অপারেশন। মেরিল্যান্ডে। আমরা বিল্ডিঙে ছড়িয়ে পড়লাম। হঠাৎ করেই ঠাস করে একটা দরজা খুলে গেল। সেখানে বন্দুক হাতে একজন দাঁড়িয়ে ছিল। আমি চিন্তা না করেই গুলি করে দেই। সে মাটিতে পড়ার আগেই মারা যায়। আমি তাকে গুলি করেছি...আমি তাকে মেরে ফেলেছি।" জেনিফার টমের তাকিয়ে শ্রাগ করে

আবার অন্য দিকে তাকালো। "আমি এখন এটা নিয়ে কাঁদতেও পারি না। এখন বেশিরভাগ সময়ই আমার কোন অনুভূতি হয় না।"

"এরপর কি হয়?"

"একটা ইনকোয়ারি বসে। একটা স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম সেদিনের প্রতিটা সেকেন্ড নিয়ে গবেষণা করে। একশো বার। আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়ে। আমার গুলি করার চাইতে এই ব্যাপারটাই ওদের প্রধান মাথাব্যাথার কারণ হয়। তারা খুঁজতে শুরু করে কোন ঝগড়ার রেশ ধরে বা ছাড়াছাড়ির জন্য আমি তাকে ইচ্ছা করে গুলি করেছি কি না।"

জেনিফার শুকনোভাবে হাসলো।

"কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় এতে আমার কোন দোষ ছিল না। গ্রেগ সবার আগে সামনে চলে যায়। আর সে রেডিওতেও কোন যোগাযোগ করে নি। তার যেখানে থাকার কথা ছিল সে সেখানে ছিল না। ওই অবস্থায় যেকোন এজেন্টই একই কাজ করতো। কিন্তু আমি মনে করি তারা পুরোটা বিশ্বাস করেনি। কিংবা তাদের সবাই। আমি তাদের চোখে দেখতে পাই সন্দেহ, বা এমন কিছু আমি নিজেও জানি না। তারা আমাকে অপরাধী ভাবে। তারা যখন আমাকে আটলান্টায় পোস্ট দেয় তখন তারা এটা বলে যে এটা আমার ভালোর জন্যই। আমার ততদিন লো প্রোফাইল এলাকায় থাকা উচিত যতদিন না এসব ঘটনা মুছে যায়। কিন্তু আসলে এটা তাদের জন্যেই। কারণ কি হয়েছে সেটা মেনে নেবার চাইতে আমাকে এসব থেকে দূরে রাখাই তাদের জন্য সহজ ছিল।"

দীর্ঘ নীরবতা। এমনকি গাড়ির বাইরেও। ওরা এখানে আসার পর এই প্রথমবারের মত আশেপাশের সবকিছু একেবারে শান্ত। কেউ চিৎকার করছে না। পুরো শহর থেমে গেছে।

"বুঝতে পারছি না কি বলবো," অবশেষে টম বললো।

"এখানে বলার কিছু নেই।"

"আমি বুঝতে পারি তুমি যাকে ভালোবাস তাকে হারানোর বেদনাটা।"

জেনিফার জানে সে আসলেই বুঝতে পারে।

"আর এটাও বুঝি সবার কাছ থেকে পরিত্যাক্ত হলে কেমন লাগে, কিংবা সবাই যদি তোমাকে একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা হিসেবে দেখে যেটাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। এটা কখনই সহজ হয় না। যতটা না অন্যেরা তোমাকে দায়ি করে তার চাইতে তুমি নিজের অপরাধবোধের কষ্টটাই বেশি থাকে।" জেনিফার খুব ধীরে মাথা নাড়লো। আবার নীরবতা। এবারও টম কথা বললো। "সে খুব ভালো ছিল?"

"খুবই ভাল, আর একজন ভালো এজেন্ট।"

"সে দিক দিয়েও?" টম হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যা।" জেনিফার হাসলো।

"এটা একটা ভুল ছিল, জেন," টম নরম গলায় বললো। আর এবার জেনিফার খেয়াল করলো টম ওর ডাক নামটা ব্যবহার করায় ওর ভাল লাগছে। "একটা ভুল, একটা অ্যাক্সিডেন্ট। তুমি ভুল কিছু কর নি।"

"আমি যাকে ভালোবাসতাম তাকে আমি খুন করেছি। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। আর এখন মনে হয় সারা জীবন আমার এটা বয়ে বেড়াতে হবে।"

সন্ধ্যার প্রার্থনা শেষ করে ওদের চারপাশ দিয়ে হাজার হাজার লোক চলে যাচ্ছে।

"তো এই কেসটা?"

"এটা আমার প্রথম কোন বড় কেস। এই চান্সটা পাবার জন্য আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তাই এটা আমি কোনভাবেই নষ্ট করতে পারি না। আমি এর জন্য নিজের কাছে ঋণী, আমার পরিবারের কাছে ঋণী, গ্রেগের কাছে ঋণী।"

"কিন্তু এটা সল্‌ভ করলে তো আর গ্রেগ ফিরে আসবে না। তোমার কষ্ট কমবে না।"

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"জানি, কিন্তু হয়তো আমার নিজের প্রতি ঘৃণা কমবে।"

অধ্যায় ৭১

চেম্বারলিটা, ইস্তানবুল, তুর্কি
রাত ৯:৩৭

অন্ধকার আরো গাঢ় হয়েছে। সরু রাস্তার শুকনো বাতাসে পচা-বাশি খাবারের গন্ধ। বাড়ির দরজা আর রাস্তার সোডিয়াম লাইটের হলুদ আলো অনেকটা ঘন কুয়াশার মত মনে হচ্ছে। কিছু জায়গায় ড্রেনের উপর পুরোন খবরের কাগজ বিছিয়ে সেখান থেকে আসা দুর্গন্ধ ঠেকানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

টম জেনিফারকে একটা বিল্ডিঙের ছাদে নিয়ে এসেছে। সেখান থেকে সামনের জলাধারের প্রবেশপথটা দেখতে পাচ্ছে ওরা। সেখানে অন্তত পাঁচ জন ভারি অস্ত্রে সজ্জিত লোকের গার্ড। ওদের থেকে প্রায় একশ গজ দূরে একটা কুৎসিত দর্শন কংক্রিট শেড যেখানে একটা মেটাল ডোর পার করে ঢুকতে হচ্ছে। গাড়ি আসছে, সেগুলোকে না থামিয়েই অন্য দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চেহারাগুলো ফ্লাশলাইট দিয়ে কম্পিউটার প্রিন্টআউটের সাথে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। সবাই নিচু স্বরে কথা বলছে।

"পার হব কি করে?" টমের দেওয়া রাবারাইজড বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে দেখতে বললো জেনিফার।

"আমরা পার হব না," টম হেসে বললো। "আমরা ওদের নিচ দিয়ে যাব।" টম নিচু হয়ে কাপড় শুকানোর তারগুলো পার হয়ে ছাদের অন্যপাশে চলে গেল। "এর ভিতর দিয়ে।" ও রাস্তার অন্যপাশের একটা স্কয়ার দেখিয়ে বললো।

একটা মসলা আর কার্পেটের দোকানের মাঝখান দিয়ে নিয়ন আলোয় আলোকিত একটা সরু রাস্তা চলে গেছে। মসলার রঙ গাঢ় লাল, আর হলুদ রঙের কমলাগুলো একটা ছোট পাহাড়ের মত ত্রিকোণ আকারে স্তুপ করা। বালির ঘড়ির নিচে জমে থাকা বালির মত। অন্যদিকে কার্পেটগুলো কালর্চে রঙের, লাল, খয়েরি আর মাঝে মধ্যে একটা একটা হলুদ বা ময়লা সাদা রঙ দেখা যাচ্ছে। কার্পেটের দোকানটায় বিশাল একটা ভিড়, আর কার্পেটগুলো এত উঁচু স্তুপ করা যে মনে হচ্ছে গ্লাসটা ভেঙ্গে যাবে।

"তুমি যা বল।" জেনিফার বললো।

"তুমি রেডি?" টম জেনিফারকে নিয়ে একটু চিন্তিত। ওর মনে হচ্ছে জেনিফার একশ ভাগ ঠিক নেই। একটু আগের ঘটনার কারণে জেনিফার মানসিকভাবে আর শারিরীক এখনো একটু ক্লান্ত। কিন্তু তাকে না যেতে বলারও কোন মানে হয় না। সে কখনোই শুনবে না।

"হাহ।" জেনিফার কোনমতে হাসি দিল। যেন টমের দুশ্চিন্তাটা বুঝতে

পেরে ওকে আশ্বস্ত করছে।

ওরা সিঁড়ি নিচে নেমে রাস্তায় আসলো। ওখান থেকে ওই সরু রাস্তাটা দু'মিনিটের হাটা পথ।

টম পথ দেখিয়ে প্যাসেজে নিয়ে আসলো। কিছু দূর যাবার পর ওরা ডান দিকে দেওয়ালের সাথে একটা বাজেভাবে কাটা জানালা দেখতে পেল। পেছনে একজন দাড়িওয়ালা তুর্কি বসা। মুখে বয়সে ছাপ স্পষ্ট। টম তার হাতে কয়েকটা ময়লা নোট ধরিয়ে দিল। ওটার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ওরা একটা ভেজা গরম হাওয়ার হল্কা অনুভব করছে।

"কি এটা?" জেনিফার হাটতে হাটতে জিজ্ঞাসা করলো। ভাঙ্গাচোরা কংক্রিটের রাস্তা আচমকাই শেষ হয়ে মার্বেল পাথরের রাস্তা শুরু হয়েছে।

"হাম্মাম, টার্কিস বাথ, অনেক পুরনো, প্রায় চারশ বছর আগে সিনান শুরু করে। পুরুষরা এদিকে আর মহিলারা ওই দিকে।" ও পাশের করিডোরটা দেখিয়ে সায় দিলো, ওখান থেকে আরেকটা করিডোর বেরিয়ে গেছে, একইরকম দেখতে।

"আমরা কি এখান থেকে আলাদা হয়ে যাব?" জেনিফার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

"না, আমরা বেসমেন্টে যাচ্ছি।" একেবারে বা দিকের দেওয়াল থেকে বের হওয়া একটা কাঠের দরজা দেখিয়ে টম বললো। সেখান থেকে একটা পেচানো সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। খাড়া সিঁড়ির প্রতিটা ধাপ ওদের একটা অন্ধকার শূন্য গহ্বরের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে।

নিচে একটা পাথরের ঘর। একেবারে মাথায় একটা দরজার মাথায় একটা লাইট জ্বলছে।

"এখানে হাম্মামের পানি গরম করা হয়," টম বললো।

ওরা দরজার কাছে আসলে পানি গরম করার শব্দ শুনতে পেল। ওরা যত কাছে আসছে উত্তাপ তত বাড়ছে। বলতে গেলে হঠাৎ করেই ওরা ঘেমে গেল।

"মেইন কৃত্রিম নালার থেকে পানি সরবারহ করা হয়।"

ওরা প্রধান বয়লাররুমে ঢুকলে সেখানকার শব্দে টমের গলা দুর্বল শোনালো। চারিদিকে লোহা আর আগুন। বিশাল সাইজের দুটো কড়াইয়ের ভিতর দিয়ে কতগুলো পাইপ বেরিয়ে গেছে।

"এখানে *সিস্তার্ন অব থিওদোসিয়াস* হয়ে পানি আসে," টম এখন প্রায় চিৎকার করে কথা বলছে। "পানি একটা রিং ফর্মের পাইপে এখানে আসে, কিন্তু পুরোন পাইপগুলো এখনো আছে, দেখ।" ও দেওয়ালের ছ'ফিট উপরে একটা বিশাল মুখ দেখালো। দুটো কাঠ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। "আমাকে একটু সাহায্য করো।"

টম একটা মোটা লোহার পাইপ মেঝে থেকে তুলে নিল। এবার সেটা

কাঠের ঢাকনার ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে জোরে চাপ দিয়ে একে একে দুটো ঢাকনাই সরিয়ে ফেললে হামাগুড়ি দেবার মত বেশ বড় জায়গা বেরিয়ে গেল।

টম পকেট থেকে একটা ম্যাগলাইট ফ্ল্যাশলাইট বের করে ওটা জ্বালিয়ে ওর দাঁতের ফাঁকে শক্ত করে ধরে ভিতরের গর্তটার মধ্যে ঢুকে গেল, পেছনে জেনিফার।

প্রায় তিন মিনিট এবড়ো থেবড়ো পাথরের উপর হামাগুড়ি দেবার পর যখন ওদের হাটু আর কনুই-এর অবস্থা মোটামুটি কাহিল তখন একটু সামনে গিয়ে ওরা মোটামুটি দাঁড়ানোর মত জায়গা পেয়ে গেল। ওদের চারপাশের দেওয়ালে ফ্লাশলাইটের আলো পড়ছে। সামনে অন্ধকারে এক মুহূর্তের জন্য ডিমলাইটের মত এক জোড়া আলো দেখা গেল। তারপর ওরা সামনে এগুলে আবার উধাও হয়ে গেল। ইঁদুর। নাক সিটকালো টম।

এভাবে ওরা আরো প্রায় দেড়শ গজ গেল। ওদের কাপড় পুরোপুরি নোংরা হয়ে গেছে। প্যাসেজটা একটু একটু আলোকিত হতে শুরু করেছে। মানুষের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। টম লাইট বন্ধ করে পা টিপে টপে এগুচ্ছে। টানেলের মুখটা একটা জং ধরা গ্রিল দিয়ে আটকানো। খুব সাবধানে ওরা কাছে গেল। উঁকি দিয়ে দেখলো। একটা ঘর। জলাধারের মেঝের দশ ফুট উপরে আর সিলিঙের চার ফুট নিচে।

কিছুক্ষণ পর পর পাথর দেখা যাচ্ছে। গা খসখসে। নিয়মিত বিরতিতে উপরের ছাদকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। আসলে পুরো ঘরটারই পানিতে ডুবে থাকার কথা। কিন্তু এখন মেঝেতে মাত্র কয়েক ইঞ্চি পানি। কলামগুলো অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। পানির প্রতিফলনে একটা বিশাল তিমির পাঁজরের মত মনে হচ্ছে।

ওদের নিচে বাম দিকে প্রায় বিশ ফুট দূরে ইটের সিঁড়ির সামনে একটা বিশাল কাঠের প্ল্যাটফর্ম। টম ধারণা করলো সিঁড়িটা ঐ কংনক্রিট শেডে বেরিয়েছে, যেটা ওরা ছাদ থেকে দেখেছে। একটা নিচু মঞ্চের সামনে সুন্দরভাবে চেয়ার সাজানো।

প্ল্যাটফর্মের কোণায় বাঁকানো লাইট, কাঠের পাটাতনে মানুষের চলাচলের সাথে সাথে রঙ বদলাচ্ছে। টম গুণলো। প্রায় তিরিশ জনের মত। ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়, রাশান, ইংলিশ বিভিন্ন ভাষার কথা তাদের নার্ভাস হ্যান্ডশেক আর অর্ধ হাসিতে এলাকা পরিপূর্ণ।

আচমকাই লাইট কমে গেল। সব নীরব। নিজ নিজ সিটে গিয়ে বসলো সবাই।

অধ্যায় ৭২

রাত ১০:০০

একজন লোক মঞ্চে এসে দাঁড়ালো। মাথায় জেল দেওয়া কালো চুল অনেকটা পালিশ করা হেলমেটের মত মনে হচ্ছে।

"লেডিস এন্ড জেন্টেলমেন, আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এত অল্পসময়ের নোটিশ আর উপরে আমার কলিগদের অতি উৎসাহী তল্লাশীর জন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।" লোকটার ফ্যাকাশে, ব্রনভরা মুখে একটা পাতলা হাসি। দর্শকরা নার্ভাসভাবে হাসছে।

"আজরাতে আমাদের লটের সংখ্যা তিরিশ, তাই আমার ধারণা শেষ হতে হতে প্রায় মাঝরাত হয়ে যাবে।" লোকটা বললো, তার গলা উপরের পাথরের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যেখানে টম আর জেনিফার লুকিয়ে আছে। টম লোকটার উচ্চারণ শুনে বুঝতে পারলো লোকটা আফ্রিকান। তার উচ্চারণে তাদের নেটিভ সাউথ আফ্রিকান, ইংরেজ, আর প্রকৃতির সাথে সাড়ে তিনশ বছরের যুদ্ধের প্রতিফলন ঘটছে।

"সকল বিড ইউ.এস কারেন্সিতে হবে এবং সাথেই সাথেই ক্যাশে অথবা ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারে পে করতে হবে। ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারে পে করলে সেটা অবশ্যই কনফার্ম করতে হবে। সকল বিডই বাধ্যতামূলক, কোন আপিল করা যাবে না, সুতরাং বিড করার আগে দ্বিতীয়বার ভেবে নিন।" আবার দর্শকরা হাসলেও লোকটা হাসলো না।

"যদি কোন প্রশ্ন না থাকে তবে আমি শুরু করতে পারি।"

সবাই নীরব। লোকটা ছোট্ট একটা মাথা নেড়ে সায় দিলো। নিশ্চিতভাবেই সে আজদের নিলামদার। মঞ্চের পাশের একটি দরজা খুলে গেলে দু'জন পেশীবহুল লোক একটা সোনার ফ্রেমের পেইন্টিং নিয়ে প্রবেশ করলো। তারা সেটা মঞ্চের পাশে একটা ঈজেলে সেট করলো।

তাদের একজন নাটকীয়ভাবে এর উপরের সবুজ কাপড়টা সরিয়ে ফেললে টম নিঃশ্বাস চেপে ধরলো।

"কি এটা?" জেনিফার জিজ্ঞাসা করল।

"ভিমার," টম ফিস ফিস করে বললো। "ইসাবেলা স্টুয়ার্ট গার্ডনার থেকে চুরি হয়েছিল। আমি শুনেছিলাম এটাকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। ক্যাসিয়াস আজ ওর বেস্ট জিনিসগুলো বিক্রি করছে।"

"জ্যঁ ভিমারের *দ্য কন্সার্ট* ১৬৬৫-৬৬ সালে আঁকা হয়েছে। বিড শুরু হবে তিন মিলিয়ন ডলার থেকে। ধন্যবাদ, স্যার। তিন মিলিয়ন দুই লক্ষ...?"

বিডিং খুব দ্রুত আর কোন প্রকার জটিলতা ছাড়াই হচ্ছে। কোন মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার স্ক্রিন নেই। দেরি বা চিন্তা করারও কোন অবকাশ নেই। বায়াররা নিশ্চিতভাবেই তাদের বসদের কাছ থেকে ডিটেইল ইন্সট্রাকশন নিয়ে এসেছে। কোনটায় বিড করতে হবে, আর কত বিড করতে হবে। ভিমার বিক্রি হল ছয় মিলিয়নের কিছু বেশিতে। এরপর রেমব্রাঁ'র *স্টর্ম অন দ্য সি অফ গ্যালি* বিক্রি হল আট মিলিয়নে। এটা ওই একই মিউজিয়াম থেকে চুরি করা। হ্যামবুর্গের একটা মিউজিয়াম থেকে সম্প্রতি চুরি হওয়া একটা ভাস্কর্য বিক্রি হল তিন লাখ ডলারে। গার্ডদের নাকের নিচ দিয়ে এটা চুরি করে তার জায়গায় একটা কাঠের রেপ্লিকা বসিয়ে দেওয়া হয়।

"এটা মনে হচ্ছে আমাদের জিনিস।"

নিলামদারের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট দশ ইঞ্চি লম্বা আর তিন ইঞ্চি চওড়া একটা স্লিম মেটালিক কেস নিয়ে প্রবেশ করল।

"এবার লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, একটা অসম্ভব রেয়ার আইটেম।" অ্যাসিস্ট্যান্ট কেসটা খুলে উপরে আলোয় তুলে ধরল যাতে সবাই ভালো করে দেখতে পায়। নিলামদার দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখতে লাগল।

"৪৫০৫০০ টি ১৯৩৩ ডাবল ঈগলের মধ্যে টিকে থাকা মাত্র আটটি কয়েন। ১৯৩৩ সালে ইউএস ট্রেজারি এগুলো প্রস্তুত করে, পরে ১৯৩৭ সালে প্রেসিডেনশিয়াল অধ্যাদেশের কারণে সেগুলো গলিয়ে ফেলা হয়। আমি বিশ মিলিয়ন ডলার থেকে বিড শুরু করছি। বিশ মিলিয়ন ডলার?"

হঠাৎ করেই চারটা বন্দুক ধরা হাত উপরে উঠে গেল। তারা ফাঁকা গুলি চালাতে শুরু করেছে। গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো পুরো ঘর, সেইসাথে ছাদের কিছু অংশ ফেঁটে নিচের পানিতে পড়লো।

অধ্যায় ৭৩

রাত ১০:৩৩

সিঁড়ির উপরের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। দরজাটা কজ্বা থেকে চিড়ে ফেলে সেটাকে প্ল্যাটফর্মের সামনের সারির দিকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল।

ধোয়ার মধ্যে দিয়ে পাঁচজন মাস্ক পরা লোক মাথার উপর দিয়ে সাইলেন্স মেশিনগান ফায়ার করতে করতে ভিতরে ঢুকলো। বুলেটগুলো তীক্ষ্ণ ফলার মত ইট-পাথরের দেওয়ালে বিঁধছে। চারদিক থেকে ছিটকে আসা পাথরের টুকরোর মাঝে বিভ্রান্ত মানুষগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। উত্তপ্ত গুলির শেলগুলো নিচের পানিতে পড়ে হিস করে উঠছে। ছাদের উপরের বড় বড় গর্ত দুটো থেকে দুটো দড়ি নিচে নেমে গেল। সেই দড়ি বেয়ে ভারি বুট পরা আরো চারজন লোক ঢুকলো। সেকেন্ডের মধ্য নিলামদার আর তার অ্যাসিস্ট্যান্টসহ প্ল্যাটফর্মের সবাইকে এই অজ্ঞাত অস্ত্রধারীরা ঘিরে ফেললো।

জেনিফার তড়াক করে উঠে দাঁড়লে। টম ওকে থামালো।

"চুপ করে বস।"

টম ওর বাইনোকুলার দিয়ে ভালো করে দেখছে। এই লোকগুলো খুবই দক্ষ। সম্ভবত সাবেক মিলিটারি। পরস্পরের সাথে কম দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করছে। ভারি অস্ত্রে সজ্জিত। গায়ে গ্রেনেড ঝুলছে। হাতে হেকলার অ্যান্ড কচ এমপি৫এসডি৬ শক্ত করে ধরা। এর সাইলেন্স ভার্সনটা বিশ্বের এলিট মিলিটারী আর প্যারা মিলিটারি ইউনিটের জন্য চয়েজ করা হয়।

এদের কমান্ডার সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ইন্সট্রাকশন দিচ্ছে। তার কাঁধ বিশাল। টম লক্ষ্য করলো সে তার বন্দুকের বাট দিয়ে একজনের পেছনে বারি দিলে সে সাথে সাথে হাটু গেড়ে বসে পড়লো।

কালো ড্রেস আর মাস্ক পরা আরেকটা অবয়ব ঘরে ঢুকলো। সে নীরবে নিলামদারের অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে চলে গেল। লোকটা এখনো বাম হাতে কেসটা ধরে রেখছে। কালো পোশাকের লোকটা কেসটা তার হাত থেক নিয়ে নিল। এরপর একবার খুলে দেখে নিজের জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিল সে।

কমান্ডারের দিকে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলে যেতে লাগলো। হঠাৎ করেই নিলামদার হিস্টিরিয়াগ্রস্থের মত চিৎকার করতে শুরু করলো।

"তোরা সব শেষ। তোরা জানিস না তোরা কার সাথে লাগতে এসেছিস। ক্যাসিয়াসের কাছ থেকে কেউ চুরি করে না!"

লোকটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রায় দরজার কাছে চলে গিয়েছিল। চিৎকার শুনে

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো। নিলামদারের জেল দেওয়া চুল ময়লা হয়ে গেছে। মুখে ঘৃণা। সে উপরের লোকটা দিকে ফিরে থুতু দিল। তার আঠালো থুতু সিঁড়ির পাশ বেয়ে নিচের দিকে পড়ছে। লোকটা আবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে আসতে লাগলো।

কোন কথা না বলে সে একটা চকচকে সিলভার সিগ পি২২৮ তার হোলস্টার থেকে বের করে নিলামদারের মুখের সাথে চেপে ধরলো। তার মাড়ির দাঁত ভেঙ্গে স্মুথ মাজেলটা মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। নিলামদারের মুখ থেকে রক্ত বেয়ে নিচে পড়ছে। কিন্তু তারপরও তার মুখ শক্ত করে বন্ধ রেখেছে। স্পর্ধার দৃষ্টতে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। বন্দুকটা মোচড়াতেই তার সামনের দুটো দাঁত ভেঙ্গে গেল। এবার লোকটা জোরে একটা গুতো দিয়ে বন্দুকটা ট্রিগার গার্ড পর্যন্ত মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে নিলামদার চিৎকার করে উঠলো।

নিলামদার জান্তব শব্দ করছে গলার পেছনে শক্ত শীতল লোহার আঘাতে তার গা ঝাঁকি দিয়ে উঠলো। ব্লাম। তার মাথার পিছন দিকটা উড়ে গেল। দেহটা কালো পোশাকধারী লোকটা পায়ের সামনে পড়লো। বিস্ফোরণের ফলে তার চোয়াল একদিকে ঝুলছে। একটা চোখ তার নিস্প্রাণ গালের পাশে পড়ে আছে।

টম ওর বাইনোকুলার দিয়ে পৈশাচিক দৃশ্যটা দেখলো। ওর মুখ কঠিন হয়ে গেছে। লোকটা যখন ট্রিগার চাপে তখন ওর জ্যাকেটটা সরে গিয়ে রিস্টটা উন্মুক্ত হয়ে যায়। হাতের ঘড়িটা টম সাথে সাথেই চিনে ফেলে।

ব্লাক ফেস পিংক গোল্ড কেস। সারা পৃথিবীতে মাত্র পনেরটা আছে। ঠিক যেমনটা ভ্যান সিমসন পরে।

অধ্যায় ৭৪

রাত ১০:৪১

অস্ত্রধারী লোকগুলো ভাবলেশহীন মুখে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভীত লোকগুলোর দিকে বন্দুক তাক করা। প্ল্যাটফর্মের মেঝে বেয়ে নিলামদারের রক্ত নিচের পানিতে পড়ছে।

"ওরা চলে যাচ্ছে," জেনিফার বললো। "ওদের থামাতে হবে।"

"থাম, আমরা তাদের পরেও ধরতে পারবো," টম বললো। "আমি জানি সে কে।"

টম জেনিফারের ঘাড় ধরলো কিন্তু তারপরো ব্যালান্স রাখতে পারল না। তাল হারিয়ে সামনের গ্রিলের উপর সজোরে আছড়ে পড়লো। বহু বছরের পুরনো জং ধরা গ্রিল টমের ভার রাখতে ব্যর্থ হল। অসহায়ভাবে নিচে পড়ে মাথায় প্রচন্ড জোরে আঘাত পেল টম।

তিন জন লোক তখনো সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। শব্দ শুনে সাথে সাথে তারা ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর অন্ধের মত গুলি ছুড়তে লাগলো।

"গুলি থামাও, আমার তাকে জ্যান্ত চাই," খুনি লোকটা ফিরে এসে চিৎকার করে বললো। তার পিস্তলে এখনো নিলামদারের রক্ত, চামড়া আর দাঁতের টুকরা লেগে আছে।

"ওকে আমাদের সাথে নিয়ে এস।"

তিনজন লোক আদেশ পালন করতে টমের কাছে চলে গেল। ওকে টেনে দু'পায়ে খাড়া করলো। টম হতভম্ব। ওর পা ওর ভার নিতে পারছে না। হঠাৎ করেই মাথা প্রচন্ড ভারি হয়ে গেছে।

ওদের মাথার উপরে দাঁড়ানো জেনিফারের মাথায় তখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সে খুনি লোকটার গলা চিনতে পেরেছে। ভ্যান সিমসন।

"ওহ, আর জায়গাটা পুরো ক্লিন কর।" ভ্যান সিমসন চিৎকার করে বললো। "ওর সাথে সম্ভবত এফবিআই'র মাগিটাও আছে।"

জেনিফার ইতিমধ্যে দৌড়াতে শুরু করে দিয়েছে। ওরা টমকে পেয়ে গেছে, আর ওদের কাছে কয়েনও রয়েছে। বাইরে গিয়ে ওদের ফলো করতে হবে। কোন ভাবেই মিস করা যাবে না।

ও পেছনে একটা টুং করে শব্দ শুনলো। তারপর আরেকটা। পাথরের উপর লোহার ড্রপ খাওয়ার শব্দ। শব্দটা পুরো টানেল জুড়ে প্রতিধ্বনিত হল। গ্রেনেড। দুটো।

ও নিজেকে যতদ্রুত সম্ভব ঐ জায়গাটা থেকে দূরে সরিয়ে নিল। ৫০, ৬০,

৮০ গজ। নীরবে ও সেকেন্ডগুলো গুণতে শুরু করলো। পাঁচ, চার, তিন, দুই। জেনিফার মাটিতে শুয়ে ওর চোখ-কান চেপে ধরলো। এক।

কোন কিছুই তাকে এই বিস্ফোরনের জন্য প্রস্তুত করতে পারতো না। বিস্ফোরনের শব্দ আর তাপের একটা দমক মুহূর্তের মধ্যে ওর দিকে এগিয়ে এল। একটা দানবীয় শব্দ ওর সমস্ত শরীরকে নাড়িয়ে দিলে ও ঢোক গিললো। সাথে সাথেই আরেকটা বিস্ফোরণ। এবারেরটা ওকে মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠিয়ে দিল। ও একটা ছুড়ে দেওয়া কয়লার বস্তার মত মাটিতে আছড়ে পড়লো।

আনেক কষ্ট করে নিজেকে দাঁড় করালো সে। চোখ আর চুল থেকে ধূলা ঝাড়লো। ধোয়া আর ধুলায় চোখ জ্বলছে। কিছুক্ষণ কাশলো। মুখ গলা সব শুকিয়ে কাঠ। গাল বেয়ে রক্ত পড়ছে। এখান থেকে বেরুতে হবে। দ্রুত।

কয়েক মিনিট পর ও হাম্মামের বয়লার রুমে লাফিয়ে পড়লো একজন তুর্কির সামনে। খালি গায়ে দাঁড়ানো লোমশ লোকটার সারা গা ঘামে চটচটে। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। তারপর হুশ হলে তুর্কি ভাষায় গালাগালের মেশিনগান ছেড়ে দিল। ততক্ষণে জেনিফার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

হাম্মাম থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে ও সুপ্রাচীন চিম্বারলিটা কলামের কাছে চলে এল। গাড়িটা এখানেই পার্ক করেছিল।

ড্রাইভং সিটে বসার সাথে সাথই দেখতে পেল দুটো নীল ভ্যান ওর সামনে দিয়ে চলে গেল। নীল বিএমডাব্লিউ'র ইঞ্জিনটা গর্জন করে উঠলো। ও জানতো ওদের ধরতে হবে। ওনেক দেরি হয়ে যাবার আগেই ওদের থামাতে হবে।

ও ডিভান ইয়ুলুর দিকে গাড়ি ঘোরালো। পাথরের রাস্তার উপর টায়ারগুলো আর্তনাদ করে ছুটছে। অনেক রাত হয়েছে, রাস্তায় গাড়ি তেমন নেই। তার বদলে রাস্তার মাঝখান দিয়ে দুই ডিরেকশন থেকে ট্রাম চলছে। নিচু কার্ব দিয়ে ট্রাম লাইন আর দুই পাশের ফুটপাত আলাদা করা। ফুটপাতে তখনও অনেক লোক।

জেনিফার কার্বের উপর গাড়ি উঠিয়ে দিল। গাড়িটা সজোরে কার্বের অন্য পাশে মেটাল ট্রাম লাইনের উপর আছড়ে পড়লে ভ্যান দুটো দেখতে পেল। মনে হচ্ছে কোন ট্রামের পেছনে বাধা পেয়েছে। কিন্তু জেনিফার যখন স্পিড বাড়িয়ে সামনে এগুতে শুরু করলো, ভ্যান দুটো কোনভাবে ট্রামের পিছন দিয়ে পার হয়ে গেলো।

জেনিফার গতি বাড়িয়ে ট্রামের দিকে এগিয়ে গেল আর তারপর ওদের ফলো করার জন্য হুইলটা ঘুরিয়ে পাশের দিকে চলে আসলে গাড়ির লেফট ফ্রন্ট উইং মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে নিচু হয়ে গেল।

ওর উইন্ডশিল্ডে সাথে সাথেই একটা দ্রুতগামী ট্রামের হেডলাইটের আলো ঝলক দিয়ে উঠলো।

“শিট।”

জেনিফার ব্রেক চেপে ধরে গাড়িটা পিছিয়ে আনলো।ট্রামটা কান ফাটানো সাইরেন সাইরেন বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

“শিট।”

ট্রামটা ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলে, জেনিফার গাড়িটা সেকেন্ড গিয়ারে দিয়ে ডানে ঘুরলো। তারপরট্রামটা ওভারটেক করলো।

এই দেরিটা ওর ভাল একটা ক্ষতি করে দিয়েছে। ভ্যান দুটো ইতিমধ্যেই ওর ডানে দিকে, হিপোড্রমের একেবারে শেষ মাথায় চলে গেছে। ও স্পিড আরো বাড়ালো।

ফিফথ গিয়ারে গাড়ি চালাচ্ছে সে। ঘন্টায় প্রায় সত্তর মাইল বেগে চালিয়ে ও আয়া সোফিয়া আর ব্লু মস্ক পার হল। ফ্লাডলাইটের আলোয় সেখানকার দেওয়ালগুলো সাদাটে দেখাচ্ছে, মীনারগুলো হাড্ডিসার আঙুলের মত আকাশ ফুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেনিফার হর্ন চেপে ধরেছে। পথচারীরা যে যেদিকে পারছে সরে যাচ্ছে।

“পথ ছাড়ো!” ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে জেনিফার চিৎকার করে উঠলো। রিয়ারভিউ মিররে এক ঝলক নিজের চেহারা দেখে নিচ্ছে। অবিন্যস্ত চুল, ধূলো ভরা মুখ। চোখের নিচে কালি। এমনকি ওর কান্নার কথাও মনে নেই। জ্বলন্ত ক্ল্যাচের ধোয়া গাড়ির ভিতর ঢুকলে ওর কাশি এসে গেল।

হিপোড্রমের শেষে, একেবারে আচমকাই রাস্তাটা বামে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। জেনিফার মোড়টা দেখতে দেরি করে ফেলেলো। তবে কোন সমস্যা হল না। ও গাড়িটা সেকেন্ড গিয়ারে নিয়ে মোড় ঘুরে আবার স্পিড বাড়িয়ে দিল। ঢালু রাস্তায় গাড়িটা রোলার কোস্টারের মত চলছে।

জেনিফার ভ্যান দুটোকে ওর নিচে দেখতে পেল। কিন্তু বা দিক থেকে একটা পুলিশ কার বেরিয়ে এসেছে। সাইরেন বাজাচ্ছে সাথে নীল লাইট। ও ভ্যান দুটোকে ফলো করার জন্য ঘুরলো কিন্তু আরেকটা পুলিশ কারকে প্রচন্ড গতিতে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখছে। ওর চোখে তীব্র আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছে। জেনিফার ওর দু'হাত চোখের সামনে ধরলো। সামনের ডান চাকাটা একটা কার্বে ধাক্কা খেল। গাড়িটা পাশের রাস্তাউ ঘষা খেতে খেতে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের সজোরে ধাক্কা খেল।

জেনিফার কোনভাবে ওর হুইলটা সামলালো। পুলিশ কারের প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে গেলে একটা পরিচিত অবয়ব ওর গাড়ির একমাত্র হেডলাইটের সামনে আবির্ভুত হল। জেনিফার এলোমেলোভাবে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলো।

“ভ্যান সিমসন, স্যার। সে কয়েনগুলো নিয়ে গেছে, টমকেও ধরে নিয়ে গেছে।”

অধ্যায় ৭৫

প্যারিস, ফ্রান্স
৩০ জুলাই–বেলা ১১:০২

টমের জামা কাপড় থেকে সস্তা আফটার সেভের মত ক্লোরোফর্মের গন্ধ আসছে। ওর শুষ্ক ফাটা ঠোঁটে ক্লোরোফর্মের জ্বলন্ত মিষ্টি স্বাদ। উপর থেকে পড়ে ভ্যানে মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া পর্যন্ত ঘটনা মনে করতে পারলো সে। এরপর আর কিছু মনে নেই।

সে অন্তত বেঁচে আছে। ভ্যান সিমসন যেভাবে নিলামদারটাকে মারলো সেটা বিবেচনা করলেও এটা অনেক বড় ব্যাপার। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়, ভ্যান সিমসন ওকে নিয়ে কি করতে চাচ্ছে?

টম দাঁড়াতে চেষ্টা করলো। একটু দাঁড়িয়েই পড়ে গেল। পাথরের মেঝের উপর শব্দ করে বমি করলো। ঢোক গিলে ও নিজেকে স্থির করতে চেষ্টা করছে।

ভ্যান সিমসনই কি ক্যাসিয়াস? কিন্তু তা কি করে হয়। নিজের নিলাম থেকে কয়েন চুরি করার মানে কি? কিন্তু ফোর্ট নক্সের পেছনে সে থাকতে পারে। হয়তো স্টেইনারের কারণে কয়েনগুলো ক্যাসিয়াসের হাতে চলে আসে। হতে পারে সে-ই হ্যারিকে খুন করেছে, আর নিলাম থেকে নিজের চুরি করা জিনিসগুলো ছিনিয়ে নিল।

যেটাই হোক না কেন, ভ্যান সিমসন পুরো ঘটনার সাথে খুবই গভীরভাবে জড়িত। জেনিফারের কি হল? ও কি বের হতে পেরেছে? ও কি করে জানবে টম কোথায় আছে? যেখানে টম নিজেই জানে না সে কোথায় রয়েছে?

টম ধীরে ধীরে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে। ও ভালো করে রুমটা দেখে নিল। একটা বারো বাই বারো বর্গাকার ঘর, ও আন্দাজ করলো। সারা ঘরে একটা মাত্র বাল্ব। বাল্বটা যে গ্লাস হোল্ডারের মধ্যে রয়েছে সেগুলো সাধারনত কারখানায় ব্যবহৃত হয়। কোন জানালা নেই। কেবল একটা স্টিলের দরজা। এটাই আসা যাওয়ার একমাত্র পথ। টমের সামনে একটা ট্রে'তে গ্রে কালারের রাইস আর চিকেন।

ও এটাকে কোন মদের সেলার বা আন্ডারগ্রাউন্ড স্টোর রুম ভাবতো যদি সারা ঘরে রাখা এসব জিনিস না দেখত।

ঘরের একেবারে কোনায় একটা আয়রন মেইডেন। নামটার রহস্য এর গোমড়ামুখী চেহারা, অবিন্যস্তত চুল, কেউ কেউ বলে গোর্গন। প্রাচীন পাথরের মত খাড়া, প্রায় ছ ফুট। এটা মাঝখান থেকে খোলা যায়। ভিতরে অপেক্ষা করছে তীক্ষ্ণ লোহার কাটা। দুর্ভাগ্য ভিক্টিমকে এর দুই দরজার মাঝে ঢুকানো হবে।

তারপর দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর লোহার ফলাগুলো এমনভাবে প্লেস করা যাতে এগুলো শরীরের কোন প্রধান অঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে। যার ফলে মৃত্যু যন্ত্রণা আরো দীর্ঘায়িত হয়।

সারা দেয়ালে নানা অদ্ভুত দর্শন জিনিসপত্র ছড়ানো। ভোতা হেরেটিক'স ফর্ক, বড় একটা থাম্ব স্ক্রু, বিড়ালের জং ধরা থাবা। এছাড়া আরো অনেক আইটেম রয়েছে। সবই টর্চার করতে ব্যবহার করা হয়।

বাইরে পায়ের শব্দে টমের চিন্তা বাধগ্রস্থ হল। ও দরজার দিকে তাকালো। আস্তে আস্তে খুলে গেল সেটা।

দারিউস ভ্যান সিমসন ঘরে ঢুকলো। পেছনে দুজন লোক। একজন শুকনা-পাতলা, খাটো, গাট্টাগোট্টা। তিনজন এখনো কমব্যাট ড্রেস পরা। বোঝাই যাচ্ছে ওরা বেশিক্ষণ আগে আসে নি।

"টম, টম, টম।" ভ্যান সিমসন মেঝেতে টমের বমির দিকে তাকিয়ে চুক চুক করে মাথা নাড়লো। "আমি দুঃখিত, আসলেই আমি খুবই দুঃখিত। ব্যাপারটা এমন হোক সেটা আমি কখনোই চাই নি।"

"আপাতত তোমার সমবেদনা আমার দরকার হচ্ছে না, দারিউস," টম দুর্বলভাবে বললো। "ভাল কথা, বেশ ভালো জায়গায় রেখেছ।"

ভ্যান সিমসন শীতলভাবে হাসলো। "বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি যে এই সাইটে আমার বাড়িটা বানানোর আগে এটা পনের শতকের জেলের আসল টর্চার চেম্বার হিসেবে ব্যবহার করা হত।"

তার মানে ওরা প্যারিসে। টম বুঝতে পারলো। ভ্যান সিমসনের প্রাইভেট জেটে আসলে ইস্তানবুল থেকে পাঁচ ঘন্টার রাস্তা। আর ওরা এসেছে গাড়িতে, মানে ইতিমধ্যে ছয় সাত ঘন্টা কেটে গেছে।

"বাড়ি রেস্টোরেশন করাবার সময় আমার চোখে পড়ে। চিন্তা করলাম রেখে দেই। অবশ্যই ঐতিহাসিক কারণে। এখানে যা যা দেখছো সবই খাঁটি।"

"তুমি কি করছো, দারিউস? এফবিআই যদি এখনো তোমার পেছনে না লেগে থাকে তবে খুব তাড়াতাড়িই লাগবে। আর এখন তুমি ক্যাসিয়াসকেও নিজের শত্রু বানিয়েছ।"

ক্যাসিয়াসের নাম শুনে ভ্যান সিমসনের পিঠ এক মুহূর্তের জন্য একটু শক্ত হয়ে গেল। তারপরই আবার একটা হাসি দিল সে। "তোমার তো তোমার বাবার মতোই ফাইটিং স্পিরিট," ভ্যান সিমসন বললো।

"বাবাকে এসবের মধ্যে টানার কোন দরকার নেই," টম ঝাঁঝের সাথে বললো।

"আর অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোর স্বভাবটাও তার মতোই," বলার সময় ভ্যান সিমসনের মুখ থেকে থুতু ছিটে মেঝের ধুলার মধ্যে পড়লো।

"হ্যারিকে খুন করেই তুমি এটা আমার ব্যাপার বানিয়ে ফেলেছো।" টম

ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছে।

"হ্যারি? হ্যারি রেনউইক? তার জন্যই এসব কিছু? ওহ্, তোমার আগে বলা উচিত ছিল। তাহলে আমরা এসব অস্বস্তিকর ব্যাপারগুলো এড়াতে পারতাম। তার সাথে আমার কিছুই ছিল না। আমি শুধু কয়েনগুলো চেয়েছি। সবসময়ই। ঐ বানচোত রানিরি আমার হাত থেকে বেরিয়ে যায়। আর আমি যখন জানতে পারি পাঁচটা কয়েন বিক্রি হচ্ছে তখন আমি আমার চালটা চালি। আর তোমার এসব থেকে দূরে থাকা উচিত ছিল। ওটা একটা প্রাইভেট পার্টি ছিল আর সেখানে তোমা কে দাওয়াত দেওয়া হয় নি।"

"আর তোমাকে?" টম ছোট্ট করে হাসলো।

"তুমি কি মনে কর আমি চিন্তিত? জ্যঁ পিয়েরের নিষ্কর্মা লোকগুলো নিয়ে? তারা কিছুই পায় নি। এফবিআই? আসলে সেজন্যেই তুমি এখনো বেঁচে আছ। টম। "যখন তারা দেখবে এজেন্ট ব্রাউন মরে গেছে আর কয়েনগুলো হারিয়ে গেছে, আমার ধারণা তখন তারা তোমার সাথে কথা বলতে চাইবে। তখন আমি নিজ হাতে তোমাকে গিফট র‍্যাপ করে তাদের হাতে তুলে দেব। সাথে এটা বলবো যে তুমি আমার কালেকশনে চুরি করতে ঢুকেছিলে। আরেকটু খোঁচা দিতে আর কি।" ভ্যান সিমসনের মুখে একটা ক্রূঢ় হাসি ফুটে উঠলো। "ওহ, আমি সরি, তুমি তো আবার জানো না। আমি তোমাদের ইঁদুরের গর্তটা উড়িয়ে দিয়েছি। সে আর নেই। আর সাথে তোমার অ্যালিবাইও শেষ।"

টমের গলায় একটা কান্না দলা পাকিয়ে উঠলো। ওর মনে হচ্ছে ভ্যান সিমসনকে ছিড়ে ফেলে। কিন্তু কিছু করার আগেই দুজন গার্ড ওকে শক্ত করে ধরে দেওয়ালের সাথে চেপে ধরলো।

"টম, এখন আমাকে ক্ষমা কর। আমার একজনের সাথে দেখা করতে হবে।" দেওয়াল থেকে একটা বড় লোহার বস্তু বের করতে করতে ভ্যান সিমসন বললো।

টম জিনিসটা চিনতে পারলো। এটাকে বলে মুখ খারাপ লোকের লাগাম। জিনিসটা একটা বড় খাঁচার মত। এটা ভিক্টিমের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয় আর একটা লোহার বেড়ি মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যাতে কথা বলতে না পারে।

"স্বামীরা তাদের বাচাল স্ত্রীদের এটা পরিয়ে রাখতো," ভ্যান সিমসন বললো। গার্ড দুজন জোর করে এটা টমকে পরিয়ে দিল। "দেখা যাক এটা তোমার জিহ্বা আর রাগকে ঠান্ডা রাখে নাকি।" ও ওটাকে তালা মেরে দিল।

টম চিৎকার করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কাজ হলো না। সবাই রুম থেকে বের হয়ে গেল। মোটা লোহার দন্ডটা ওর গলার পেছনে ঢুকে আছে।

টম বুঝে গেছে এখান থেকে যত দ্রুত সম্ভব বের হতে হবে। না হলে একটু পর ভ্যান সিমসন আবার এসে দেখা যাবে ওর উপর নতুন কোন যন্ত্র টেস্ট করছে।

গলার পাশে হাত চালিয়ে ও খেয়াল করলো তালাটা ডান দিকে। ছোট্ট একটা আশার আলো দেখতে পেল। ভ্যান সিমসন বলেছিল এগুলো সব খাটি। মানে সবই পুরনো। তালাটাও। টম ওর সামনে রাখা খাবারের ট্রে থেকে কাটা চামচটা তুলে নিল। তারপর এর একটা কাটা বাকিয়ে বের করে সেটাকে আবার বাঁকিয়ে একটা হুকের মত করলো।

টম সাবধানে কাটাটা তালার মধ্যে ঢোকালো। এর স্প্রিং আর লিভারগুলো অনুভব করতে চেষ্টা করছে। হঠাৎ করেই তালাটা খুলে গেল। টম খাঁচাটা মাথা থেকে খুলে ফেলে নিজের চোয়াল ম্যাসেজ করলো। জিহ্বাটা নাড়িয়ে রক্ত সঞ্চালন ঠিক করলো।

কষ্ট করে উঠে দরজার কাছে গেল সে। এটা ওতটা আশাব্যঞ্জক নয়। এখানে ভ্যান সিমসন কম্প্রোমাইজ করে নি। একটা জটিল ইলেক্ট্রনিক লক সিস্টেম। এটা খুলতে হলে কিছু স্পেশাল যন্ত্রপাতি দরকার। যা ওর কাছে এখন নেই।

রুমের অন্যপাশে, হালকা আলোতে আয়রন মেইডেন ওর দিকে তাকিয়ে নির্দয়ভাবে হাসছে।

অধ্যায় ৭৬

বেলা ১১:৩৪

সেলের মধ্যে লোহার বাড়ির শব্দে পুরো করিডোরটা অনুরণিত হচ্ছে। খাটো গাট্টাগোট্টা গার্ডটা, যে একটু আগে ভ্যান সিমসনের সাথে সেলে মধ্যে ঢুকেছিল, প্রথমে তেমন একটা আমলে আনলো না। পেপারে মুখ ডুবিয়ে বসে আছে। কিন্তু হাড় কাপানো শব্দটা ধীরে ধীরে আরো বাড়তে লাগলে সে সেলের দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকালো।

অবশেষে, আরেকটা শব্দে ওর মুখ থেকে কফি ছিটকে ওর কমব্যাট ট্রাউজারে পড়লো। পেপারটা সিটের উপর ছুড়ে ফেলে রাগে গজগজ করতে করতে সে সেলের দিকে হাটা দিল।

হঠাৎ করেই শব্দটা থেমে গেল। গার্ড হাসলো। হোলস্টার থেকে তার নতুন আইএমআই বারাক পিস্তলটা বের করে নিলো। সে দীর্ঘদিন ধরেই একাজ করছে, সে জানে কখন মানুষ একটু কিউট হতে চেষ্টা করে। তবে এটা খারাপ না। এসব ক্ষেত্রে সে তাদের ভালো একটা সময় উপহার দেয়। সে জানে পার্টিটা আরো সুন্দর করা যায় কি করে।

সে তালাটা খুলে লাথি দিয়ে দরজাটা খুললো। ভারি স্টিল দরজাটা দড়াম করে ঝুলে পেছনের দরজায় সজোরে বারি খেল। দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকলে এটা তার জন্য মোটেই ভালো হবে না। আদিকালের ট্রিকে সে পিছলাচ্ছে না।

বাল্বটা খোলা। লোকটা ওর বারাকের ব্যারেলের নিচের ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালালো। একটু আগে প্রিজনারের মাথায় যে হেলমেটটা পরানো হয়েছিল সেটা ঘরের মাঝখানে পড়ে আছে। সে চারদিকে লাইট মারলো। একটু আগের শব্দের পর ঘরটা এখন পুরোপুরি শান্ত। আর খালি।

তাই কি?

একেবারে কোণায় ফ্লাশলাইটটের উজ্জ্বল আলোয় সামান্যই দেখা যায়, আয়রন মেইডেনের দরজাগুলো সামান্য ফাঁক। খুব বেশি না। তবে একজন লোক অক্ষতভাবে এর ভিতরে থাকতে পারে। ও হাসলো। ট্রিগারে হাত রেখে সামনের দিকে এগুচ্ছে।

"বেরিয়ে আস!" সে আয়রন মেইডেনের কয়েক ফুট সামনে এসে চিৎকার করলো। কোন শব্দ নেই।

"বেরিয়ে আস! আমি জানি তুমি ওখানে।"

কোন শব্দ নেই।

গালাগাল দিতে দিতে একটা দরজায় বা-হাত আর অন্য দরজাটায় বন্দুকের ব্যারেল দিয়ে দ্রুত দরজাটা খুলে ফেললো।

ফাঁকা।

আয়রন মেইডেনটার ঠিক পেছনে বসে টম দেওয়ালের সাথে পা দিয়ে আর মূর্তিটার উপর পিঠ দিয়ে সর্বশক্তিতে ঠেলা দিলে মূর্তিটার উন্মুক্ত কাটাগুলো নির্মমভাবে গার্ডটাকে আকড়ে ধরলো।

অধ্যায় ৭৭

বেলা ১২:০২

টম গার্ডের গানটা নিল। তার রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত মুখ দেখে ঢোক গিললো সে। এটাই প্রথম খুন নয়। কিন্তু তাই বলে কাজটা সহজ হয় নি।

টম ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোর পার হয়ে একটা অন্ধকার ঘরে আসলো। ভ্যান সিমসনের জীবনের ধ্বংসাবশেষ। মদের ঝুড়ি, পেপার, ফাইল এমনকি খেলা ধুলার সরঞ্জাম। সবই খুব পরিস্কারভাবে সাজিয়ে রাখা।

পিস্তলটা রাবারাইজড গ্রিপ ওর ঘর্মাক্ত হাত থেকে স্লিপ করছে। সামনের সরু পাথরের সিঁড়িটার সামনে এসে থেমে ট্রাউজারে হাত মুছে নিল। ওর কাছে কোন প্ল্যান নেই, আর ও জানে এটা বিপজ্জনক। তাছাড়া এখনো রেগে আছে, এর ফলে ও কেয়ারলেস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারপরও ওর মাথায় কেবলই একটা জিনিস ঘুরছে। হ্যারি আর জেনিফারের জন্য ভ্যান সিমসনকে মূল্য চুকাতে হবে। ওদের কাছে ও ঋণী। এই মহূর্তে এই ইচ্ছেটাই ওর সব গতিবিধি ঠিক করে দিচ্ছে। সমস্ত সিদ্ধান্ত।

টম সিঁড়ির উপরের দরজাটা খুললো। সামনে চুনা পাথরের মেঝের একটা করিডোর। ও পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ওর দিকেই আসছে। পাথরের মেঝেতে মেটাল টিপের হিলের শব্দ। টম দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে সামান্য একটু ফাঁক রাখলো যাতে বাইরে দেখতে পায়।

রুলফ। আলবেনিয়টা ও আর জেনিফার এখানে আসলে ওই ওদের সার্চ করেছিল। জেনিফার নেই। ওফ। টম ঠোঁট কামড়ে ধরলো। মাথা থেকে জেনিফারের ছবিটা সরিয়ে দিল। এটা মনে করার সময় এখন নয়।

টম দরজাটা খুলেই পিছন দিক দিয়ে রূলফকে পেচিয়ে ধরলো। রুলফ পকেট হাত দিয়ে কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে। কিন্তু টম ওর পিস্তলের বাট দিয়ে সজোরে ওর গলার পেছনে একটা বারি দিলে সে ঘোৎ করে একটা শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল। তবে পুরোপুরি অজ্ঞান হবার জন্য সে কপালে আরেকটা বারি দিল।

ও রুলফকে টেনে সিঁড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে ঠেলে কয়েকধাপ নিচে ফেলে দিল। এরপর আবার করিডোরে ফিরে এসে পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ও হাটতে লাগলো। কিছু দূর হাটার পর একটা পরিচিত হলঘর দেখতে পেল। সামনে, ও চিনতে পারছে। লিফট। উপরে ভ্যান সিমসনের অফিস আর নিচে ভল্ট।

ও লিফটের দরজা দুটো খুলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কয়েক ইঞ্চির বেশি

ফাঁক হল না। একটু ফাঁক হয়েই আবার শব্দ করে লেগে যাচ্ছে। টম আশেপাশে তাকালো। সিঁড়ির পাশে একটা পাতলা ব্রোঞ্জের মূর্তি। ওটা নিয়ে লিফটের দরজার মাঝখানে বসিয়ে দিল। দরজা দুটো বারবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে এক ফুট দূরত্ব হলে তারা পারলো না। শব্দ করে দেওয়ালের দিকে খুলে গেল।

টম ব্রোঞ্জটা ফ্লোরে রেখে সামনের দিকে গেল। একবার উপরে তাকালো, তারপর নিচে এলিভেটেরের শ্যাফটের দিকে। ক্যাবিনের উপরের দিকটা নিচের অন্ধকারে প্রতিফলিত হচ্ছে। হঠাৎ করেই টমের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ভ্যান সিমসন যখন লিফটে আসবে ও তখন এক্সেস হ্যাচ দিয়ে ওর উপর লাফিয়ে পড়ে ওকে অবাক করে দেবে।

অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে, টম একটা স্টিল ক্যাবল ধরলো। তারপর দুই হাত আর দুই পায়ে শক্ত করে সেটা ধরে লিফটের মাথায় নামলো। টম বসে শোনার চেষ্টা করছে। নিচে অদ্ভুত একটা মেকানিক্যাল শব্দ হচ্ছে। যেন কোন কিছু একঘেয়ে ভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে, বারবার একই জিনিস। টম হ্যাচটা সাবধানে একটু ফাঁক করে নিচে তাকিয়ে দেখলো। চারদিকে শুধু রক্ত।

হ্যাচটা পুরোপুরি খুলে ফেললো টম। ভ্যান সিমসনের সেই শুকনো পাতলা গার্ডটা মাথায় গুলি খেয়ে পড়ে আছে। লিফটের দরজার মাঝখানে পা ছড়ানো।

টম লিফটের ভেতরে নামলো। বডিটা ডিঙ্গিয়ে ও ভল্টের দিকে যে করিডোরটা গেছে সেটায় উঁকি দিল। কেউ নেই। কিন্তু ভল্টের দরজাটা খোলা। টম পিস্তল উঁচিয়ে ধরে এগিয়ে যেতে লাগলো। ক্যামেরাগুলো অন্ধভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। লেন্স ভাঙ্গা।

ভল্টটা আগের মতই আছে। কালো রাবারাইজড ফ্লোর। ভেজা ভেজা। বিশটার মত ডিসপ্লে কেস। ডিসপ্লে কেসগুলোর উপর দিয়ে ও ভ্যান সিমসনকে দেখতে পেল। পেছনের দিকের উঁচু প্ল্যাটফর্মটার উপরের ডেস্কটায় কুঁজো হয়ে বসে আছে। টম একেবারে নিচু হয়ে ডিসপ্লে কেসগুলোর মধ্য দিয়ে সাবধানে এগিয়ে যাচ্ছে যাতে ভ্যান সিমসন দেখতে না পায়।

আর একটা কেস। টম পিস্তলের সেফটি চেক করে নিল। অফ আছে। টম উঠে দাঁড়িয়ে ভ্যান সিমসনের মাথায় পিস্তল ধরলো।

"নড়ো না, দারিউস।"

ভ্যান সিমসন কোন প্রতিক্রিয়াই দেখালো না। মাথা উঁচু করে তাকালো।

"আশা করি তুমি রুলফকে মারো নি," ওকে বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে, দুঃখিতও। "ও খুব ভালো ছেলে, খুবই কাজের।"

"কয়েনগুলো কই?" টম প্ল্যাটফর্মের উপর উঠে এসেছে। এখনো ভ্যান সিমসনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ।

"কয়েন? এই যে নাও।" ভ্যান সিমসন মেটাল কেসটা, যেটার মধ্যে কয়েন

ছিল, ডেস্কের উপর আছড়ে ফেললো। "মনে করছ তুমি জিতেছ? কিছুই পাও নি। আমরা কেউই কিছুই পাই নি। আমরা সবাই হেরে গেছি।"

"না, তুমি হেরেছো।" টম কেসটা উঠিয়ে নিল। "যেমনটা আমি আগে বলেছি, তুমি আমার কাছে আর কোন অপশন রাখো নি।" ও বন্দুকটা উঁচু করলো। কেসটা ওর হাতে। ওর মনে জেনিফারের ছবি ভেসে উঠলো।

কিন্তু ট্রিগারটা টানার আগে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর কথা বলে উঠলো।

"এত তাড়াতাড়ি না, টমাস।"

অধ্যায় ৭৮

বলা ১২:২৬

শব্দটা টমের কানে একটা ভোতা ব্লেডের মত বিধঁলো। ও আশেপাশে তাকাচ্ছে। ছায়ার মধ্য দিয়ে একটা অবয়ব বেরিয়ে আলোয় এল। গ্লাভস পরা হাতে গ্লক ১৯। তার বন্দুক তাক করা হাত ধীরে ধীরে সামনে আসলো।

"হ্যারি?" টম অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালো।

"ভাল ছেলের মত বন্দুকটা ফেলে দাও," রেনউইক বললো। টম বিশ্বাস করতে পারছে না ও কি দেখছে। এই সেই সামান্য আত্মভোলা লোকটা যাকে টম কয়েকদিন আগে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানিয়েছিল। ডার্ক ব্লু সুটে তাকে খুবই নির্মল দেখাচ্ছে, মসৃণ সাদা শার্টের উপর নীল টাই, চুলগুলো সুন্দর করে আচড়ানো, মুখে একটা গোলাপী আভা, চোখে একটা তীক্ষ্ণতা রয়েছে, তার মধ্যে এসব কিছুই টম আগে কোন দিন দেখে নি। কেবল হাতের আংটিটাই টম চিনতে পারছে।

টম পিস্তলটা নামিয়ে টেবিলে রাখতে যাচ্ছিল, রেনউইক চেঁচিয়ে উঠলো। "বোকার মত কাজ করো না, টমাস, মাটিতে ফেল। লাথি দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দাও।" কণ্ঠে কোন উষ্ণতা বা উদারতা নেই।

টম পিস্তলটা লাথি দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে দিলে রেনউইক টমের দিকে নিজের পিস্তলটা স্থির রেখে পিস্তলটা তুলে পকেটে রেখে দিল।

"হ্যারি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কি হচ্ছে এসব?"

রেনউইক হাসলো। "এটাই হল তোমার মধ্যে বসবাস করা আমেরিকানটা। সবসময় জানা লাগবে, কেন হল, কিভাবে হল। এটা অতটা সহজ নয়। আমাদের মত লোকদের কখনো বোঝার চেষ্টা করতে হয় না। শুধু গ্রহন করে নিতে হয়।"

"আমি ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ," টম ফিসফিস করে বললো। ওর মাথা ঘুরছে।

"কেন? কতগুলো গর্দভ পুলিশ আমার বাড়িতে একটা পোড়া দেহ পেয়েছে বলে? নাকি এজেন্ট ব্রাউন বলেছে আমি মরে গেছি এ কারণে? সে যা দেখেছে তা হল দুটো ব্ল্যাংক ফায়ার আর আমি নিচে শুয়ে পড়েছি। যখন তার জ্ঞান হয়েছে আমি বডিগুলো বদলাবদলি করে ফেলি।"

"কার সাথে?"

"এমন একজন যে আমার কাছে আর প্রয়োজনীয় নয়। যে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে গিয়েই আমাকে আরো ভালো সার্ভিস দিয়েছে। এরপর শুধু ডেন্টাল

রিপোর্টগুলো চেঞ্জ করার দরকার ছিল। সিম্পল। এছাড়া পোড়া দেহ তারা আর কি করে চিনবে? ঠোলাগুলো পিছলালো, যেমনটা আমি ধারণা করেছিলাম। পুলিশদের কাজই এরকম। সব বোঝা যায়। আমি অবাক হচ্ছি তোমারও একই অবস্থা হয়েছে দেখে। তুমিও সিআইএ'র কাছ থেকে এভাবেই পালিয়েছিলে।"

"তুমি জান?"

"ওহ্, তোমার ব্যাপারে খুব কম জিনিসই আছে যা আমি জানি না, টমাস।"

"আমি এখানে এসেছি শুধু তোমার জন্য, কে তোমাকে মেরেছে তাদের পাবার জন্য।"

"বাহ্, তুমি কত বিশ্বাসী!"

"তুমি আসলে কে?"

"কেন, আন্দাজ করতে পারছো না?"

একটা দীর্ঘ নীরবতা।

"ক্যাসিয়াস?" রেনউইক হাসলো।

"অনেকেই আমাকে এই নামে ডাকে।"

"তাহলে তুমিই ক্যাসিয়াস।"

টম এক পা সামনে এগিয়ে এলে রেনউইক চোখ সরু করে তাকালো। "সাবধান, টমাস," সে নরম গলায় বললো, "সাবধান।"

"তাহলে এসব তুমিই করিয়েছ, তাই তো?" টম শেষ কয়েকটা দিনের ঘটনাগুলো সব সাজাচ্ছে। "তুমি প্রথমে ফোর্ট নক্সে চুরি করিয়েছ। তারপর আমাকেও একই সময় নিউইয়র্কে কাজ দিয়ে পাঠিয়েছ যাতে তখন আমি আমেরিকাতেই থাকি।"

রেনউইক শ্রাগ করলো।

"আমি পুলিশকে জানিয়ে দেবার প্ল্যান করেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার কাজটা আরো সহজ করে দিলে। ক্রাইম সিনে চুল ফেলে এসেছ। যাই হোক সেটা আমার জন্য বেশ ভালোই হয়েছে। আমি অবশ্য একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম যখন তুমি প্রথম ডিমটা চুরি করতে দেরি করছিলে।"

"আর তারপর, তুমি কয়েনগুলো হারিয়ে ফেললে স্টেইনার সেগুলো চুরি করে রানিরিকে বিক্রি করতে দেয়।"

রেনউইকের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

"একটা সামান্য ঝামেলা। তারা অবশ্য তাদের কাজের ফল ভোগ করেছে। ওরা আমারই এক লোকের কাছে ওগুলো বিক্রি করতে গিয়েছিল।"

"তুমি স্টেইনারের কাছ থেকে চারটা কয়েন পেয়ে যাও। আর বাকি কয়েনটা এজেন্ট ব্রাউনের কাছ থেকে এই নাটক করে নিয়ে নাও।"

রেনউইক হাসলো।

"এটা বেশ মজার হয়েছে। কয়েনটা সারা দুনিয়া ঘুরে আমার ঘরেই এসে

হাজির হয়। তাছাড়া এমনিতেও আমি হ্যারি রেনউইককে মেরে ফেলার কথা ভাবছিলাম। সে কেমন যেন মন মরা হয়ে পড়েছিল। এটা বেশ ভালো চান্স ছিল। মিস করাটা বোকামি হত।" রেনউইকের গলাটা একেবারে অনুভূতিশূন্য শোনাচ্ছে।

"কিন্তু টমাস তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছ। আমি বছরের বছর খুব কাছ থেকে তোমার ক্যারিয়ারটা দেখেছি, তারপরও। বিপদের ভিতর থেকে তোমার বেরিয়ে আসার ক্ষমতাটা এক কথায় অসাধারণ। প্রথমে লন্ডনে তোমার জন্য আমি যে খুনের নাটকটা সাজিয়েছিলাম সেখান থেকে পালালে, তারপর এজেন্ট ব্রাউনকে বুঝিয়ে ছাড়লে ফোর্ট নক্সে তোমার হাত নেই, সবশেষে আমস্টারডামে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আসলে। আমি স্নাইপারকে বলে দিয়েছিলাম যেন তোমাকে আঘাত না করে, শুধু এটা সুনিশ্চিত করে যেন তুমি ধরা পড়।"

"তোমার আসলে আমাকে খুন করা উচিত ছিল।"

"অবশ্যই, সেটা আমি মানি। কিন্তু আসলে একজন লাইভ সাসপেক্ট পুলিশের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। তাহলে তারা খুনির পেছনে দৌড়াবে না। বৃটিশ, আমেরিকান সবাই ভাববে তারা তাদের লোক পেয়ে গেছে। ফাইল ওখানেই শেষ। তাছাড়া আমি এতটা দানবও নই। আমি একটু হলেও তোমার কাছে ঋণী।"

"আর সে?" টম ভ্যান সিমসনের দিকে মাথা নেড়ে সায় দিলো। যে এই পুরোটা সময় কোন কথা বলে নি। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

"দারিউস?" রেনউইকের গলা একটু উপরে উঠলো। "ওর আসলে পলিটিশিয়ানদের ঘুষ দেওয়া আর নিজের বিজনেস রাইভালদের খুন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। ওহ, ভাল কথা সে তোমাকে কি বলেছে জানি না, এজেন্ট ব্রাউন কিন্তু খুব ভালোভাবেই বেচে আছে। আমি খুবই খুশি। সে একজন মায়াবী তরুণী।"

টমের হৃদপিন্ড লাফিয়ে উঠলো। জেনিফার বেঁচে আছে!

"কিন্তু টমাস, তোমার অবস্থা কিন্তু দারিউসের মত নয়। তোমার কাছে এখনো চয়েজ আছে। এখনও খুব দেরি হয়ে যায় নি।"

"মানে?"

রেনউইক এক পা এগিয়ে আসলো। বন্দুক তাক করা। "তুমি আমার সাথে জয়েন করতে পারো। আমরা দুজনে একেবারে অপ্রতিরোধ্য হব। একটা টিম। একটা ফ্যামিলি।"

এই প্রথমবার টম রেনউইককে অনুভব করতে পারছে। এই প্রথমবার ওর গলায় মায়ার টান খুঁজে পেল। চোখে একটা না বলা প্রয়োজনীয়তা দেখতে পেল। টম হাসলো।

"তুমি আসলেই পাগল। তুমি আসল ফ্যামিলিটা তো নষ্ট করেছোই, এখন আবার গান পয়েন্টে রেখে ফ্যামিলি বানাতে চাচ্ছো। আমি বুঝতে পারছি না এখন কে কথা বলছে।"

"তাহলে এখনই বুঝতে পারবে।"

রেনউইক টমের বন্দুকটা পকেট থেকে বের করে ভ্যান সিমসনের বুকে গুলি করলো।

অধ্যায় ৭৯

বেলা ১২:৩২

ভ্যান সিমসনের দেহটা মাটি থেকে উপরে উঠে আবার মাটিতে আছড়ে পড়লো টম সুযোগ বুঝে বাম দিকে লাফ দিল। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে ভল্টের মাঝখানের দিকে দৌড়াল। সাথে সাথেই গুলি করলো রেনউইক। টমকে দেখে চোখের পলকে তিনটা গুলি করলো। গুলিগুলো নিজেদের লক্ষ্যবস্তু খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়ে পেছনের বুলেট প্রুফ কাঁচে আঘাত করলে গ্লাসগুলো ডিসপ্লে কেস থেকে আলাদা হয়ে গেল। ফাটা কিন্তু এখনও শক্তভাবে ভিতরের জিনিসগুলোকে রক্ষা করে যাচ্ছে।

"অনর্থক দৌড়া দৌড়ি করছো, টমাস," রেনউইক শীতল গলায় চিৎকার করে উঠলো। গুলির শব্দ এখনো সারা ভল্টে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। "বেরিয়ে আস। আমি শুধু তোমাকে আঘাত করব। মার্ডার উইপনে তোমার প্রিন্ট পাওয়া গেলে পুলিশ হয়ত তোমাকে দারিউসের খুনের দায়ে জেলে পুরবে, কিন্তু তুমি বেঁচে থাকবে।"

ঘরে কোন শব্দ নেই।

রেনউইক বিড়বিড় করে গালি দিতে দিতে প্ল্যাটফর্ম থেকে নামলো। দুই হাতে দুটো বন্দুক ধরা। কেসটার আশেপাশে তাকালো। এটার পেছনে দিয়েই টম একটু আগে লাফিয়েছে।

কেউ নেই।

"বন্ধ কর এসব, টম।"

কোন শব্দ নেই।

রেনউইকের মুখের উপর থেকে রাগের ছায়া সরে গিয়ে সেখানে জেদ চেপে বসলো। মাপা মাপা পদক্ষেপে মেথডিক্যালি প্রতিটা কেসের চারপাশ দেখছে। খুবই সতর্কভাবে। ঘাসের উপর স্নিকার পায়ে দিয়ে হাটার মত নিঃশব্দ চলাচল। হঠাৎ করেই ঠোঁটের কোণে সামান্য একটা হাসির রেখা ফুঁটে উঠলো। সামনের ক্যাবিনেটার নিচে একটা জুতার মাথার সামন্য অংশ বের হয়ে আছে।

রেনউইক বসে পড়ে তারপর শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। হঠাৎ করেই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে টম কিছু করার আগেই দুটো গুলি করলো। কিন্তু কেউ নেই। কেবল দুটো জুতো সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। রেনউইক নিচু হয়ে জুতো দুটো ধরে দেখলো। এখনও উষ্ণ।

হঠাৎ করেই পাশের ক্যাবিনেট থেকে রেনউইকের কাঁধ লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লো টম। রেনউইক ক্যাবিনেটের পাশে আছড়ে পড়লো। তার বন্দুক ছিটকে

দূরের দেওয়ালের নিচের একটা ট্রেঞ্চের মধ্যে পড়লো। চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে বন্দুক উঠাতে গেল টম।

"বানচোত!" রেনউইক চিৎকার করে উঠলো।

হঠাৎ করেই ভল্টের দরজার উপরে একটা লাল লাইট জ্বলতে দেখা গেলো। টম ঘাড় ঘুরিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালো। ভ্যান সিমসন নিজেকে টেনে ডেস্কের উপরের কি-বোর্ডের কাছে নিয়ে গেছে। সে টমের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। টম বুঝে গেল কি ঘটতে যাচ্ছে। সে সবাইকে এর ভিতর আটকে ফেলতে চাচ্ছে। রেনউইক দরজার দিকে রুদ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। টম বুঝতে পারলো ও এখন যেভাবে শুয়ে আছে সেখান থেকে উঠে কোনভাবেই দরজা বন্ধ হবার আগে বের হতে পারবে না। হঠাৎ করেই টমের মনে পড়ে গেল আগেরবার এখানে আসলে ভ্যান সিমসন ওদের কি দেখিয়েছিল। ওর সবছে কাছের ডিসপ্লে ক্যাবিনেটটার থার্ড ড্রয়ারটা খুললো। অন্ধকারের মধ্যে নাজি ইনগোটগুলো চকচক করছে।

টম একটা তুলে নিল। এবার নিজের পায়ের উপর ঘুরে সর্বশক্তিতে নিখুঁত নিশানায় রেনউইকের দিকে ছুড়ে মারল। মাধ্যাকর্ষন বলের কারণে প্রচন্ড গতিতে রেনউইকের কাঁধে আঘাত করলো সেটা। দৌড়ানো অবস্থায় এমন একটা আঘাত পেয়ে রেনউইক একটা হোচট খেল। নিজেকে আছাড় খাবার হাত থেকে বাচানোর জন্য বন্ধ হতে থাকা দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। তারপর কোনভাবে নিজেকে সামান্য ফাঁকের মধ্য দিয়ে গলিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। কিন্তু ওর শার্টের হাতা দরজার হুকে বেধে থাকল। বের করতে পারার আগেই ভারি দরজাটা সজোরে দেওয়ালের সাথে আটকে যেতেই হাতটা রিস্টের উপর থেকে কেটে পড়ে গেল।

রেনউইকের গগণবিদারী চিৎকার দরজার বোল্টগুলো লেগে যাবার সাথে সাথে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ করেই ভল্টটা পরিণত হল মৃত্যুপুরীতে।

অধ্যায় ৮০

বেলা ১২:৩৬

একটা নতুন শব্দ।

পানি পড়ার।

টমের পা ইতিমধ্যেই ভিজে গেছে। ট্রেঞ্চের থেকে পানি উঠে মেঝে ভরতে শুরু করেছে। তখনই টমের মাথায় ভ্যান সিমসনের কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। কি যেন বলেছিল? একটু অতিরিক্ত সতর্কতা?

টম লাফ দিয়ে সবচেয়ে কাছের কেসটার উপর উঠে পড়লো। প্রায় তিন ইঞ্চি পানির উপর দিয়ে একটা হাই ভোল্টেজ ইলেক্ট্রিক চার্জ চলে গেল মুহূর্তে।

টমের এখন একমাত্র করণীয় হল প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দরজাটা খোলার চেষ্টা করা। কিন্তু সমস্যা হল ওর থেকে প্ল্যাটফর্মের দূরত্ব প্রায় পনের ফিট, আর সবচেয়ে কাছের ডিসপ্লে কেসটার দুরত্ব ছয় ফিট। একবার ওখানে চলে যেতে পারলে তখন কেসগুলোর উপর লাফিয়ে লাফিয়ে সহজেই প্ল্যাটফর্মে পৌছে যাওয়া যাবে।

ও ডিসপ্লে কেসের কোণায় এসে দাঁড়ালো। কাজটা সহজ হবে না। সিলিং নিচু, আর গ্লাস স্ক্রিনগুলোও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তার উপর ওর পায়ে কিছু নেই। জুতো জোড়া মেঝের কোন এক কোণায় পড়ে আছে।

টম বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলল। জাম্প দেবার সময় হয়েছে।

এক...দুই...তিন।

টম নিজেকে শূন্যে ছুড়ে দিলে ক্যাবিনেটের উপর আছড়ে পড়লো। ওর বুক গ্লাসের উপর, থাই আর হাটু সজোরে স্টিল ড্রয়ারের সাথে ধাক্কা খেলে ও ব্যাথায় গুঙিয়ে উঠলো। প্রায় সাথে সাথেই ও ক্যাবিনেটের মসৃণ পাশ দিয়ে স্লিপ করতে শুরু করলো। ও ওর নখ দিয়ে স্থির হবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু ওর হাটু আস্তে আস্তে আরো নিচে নেমে যাচ্ছে।

পানির মাত্র ইঞ্চিখানিক উপরে এসে ও থেমে গেল। বাম হাটু ক্যাবিনেটের কোণায় আটকে আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসলো। অবশেষে দুই পায়ে খাড়া হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে।

এবারের কাজ সহজ, ছোট ছোট লাফ দিয়ে সামনের পাঁচটা ক্যাবিনেট পার হয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালো। সেখানে ভ্যান সিমসন অর্ধচেতনভাবে চেয়ারের উপর পড়ে আছে।

"ওঠ, দারিউস, ওঠ," টম ভ্যান সিমসনের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল। "আমার সাথে থাকো, আহা।"

ভ্যান সিমসন চোখের পাতা সামান্য ফাঁক হল।

"দারিউস, আমার কথা শোন, রেনউইক পালিয়েছে, তুমি দরজা খোল। আমাকে তার পিছু নিতে দাও, তোমার জন্য ডাক্তার আনতে দাও।"

"না," ভ্যান সিমসন ফিসফিস করে বললো। "অনেক দেরি হয়ে গেছে।" তার চোখ আবার বন্ধ হয়ে গেল।

টম ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল। "এখনও খুব বেশি দেরি হয় নি।"

টম ভ্যান সিমসনের শার্ট ছিড়ে আঘাতটা দেখলো। বুকের উপরের বাম দিকে একটা ছোট্ট ছিদ্রে ওর বুক লাল হয়ে গেছে সেখান থেকে অবিরত রক্ত পড়ছে। টম ওর বুকে কান লাগালো।

"তোমার ফুসফুসে একটা ছিদ্র হয়েছে," টম বললো। ওর ডেস্কে খুঁজছে, কাজের কিছু পাওয়া যায় নাকি। "যতবার তুমি শ্বাস নিচ্ছ, ততবারই গুলির ছিদ্রটা দিয়ে তোমার বুকে বাতাস ভরে যাচ্ছে। যার ফলে এয়ার প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে আর তোমার শ্বাস নেওয়া আরো কঠিন হয়ে যাচ্ছে।"

টম একটা প্লাস্টিক ডকুমেন্ট ফোল্ডার আর মোটা টেপ পেয়ে গেল।

"দ্রুত চিকিৎসা পেলে তুমি বেঁচে যাবে।" টম ফোল্ডারটা তিন ইঞ্চি বর্গাকারে ছিড়ে নিয়ে টেপ দিয়ে ক্ষতস্থানে লাগাতে শুরু করল। "তোমাকে দরজাটা খুলতে হবে, আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে।"

প্লাস্টিকটার তিন দিকে টেপ লাগিয়ে এক পাশ খুলে রাখলো। এটা একটা ভালভ। নিঃশ্বাস ছাড়লে এখন বাতাস বের হয়ে যাবে, আর যখন শ্বাস নেওয়া হবে এটা তখন আবার চামড়ার সাথে লেগে যাবে।

কয়েক মিনিট পর ভ্যান সিমসন শ্বাস-প্রশ্বাসের অবস্থার উন্নতি হলে সে চোখ মেলে তাকালো। টম স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে শুরু করলো। "দারিউস, তুমি এখানে মরবে না। দরজা খোল। আমি কথা দিচ্ছি আমি সাহায্যের ব্যবস্থা করবো। আর এরপর রেনউইককেও ধরবো। আমাদের দুজনের জন্যই। খেলা এখনো শেষ হয় নি।"

ভ্যান সিমসন টমের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো। ও ধীরে ধীরে একটা লম্বা সিরিয়ালের নাম্বার প্রেস করতে শুরু করলো। প্রতি সেকেন্ডে শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছে। শেষ নাম্বারটা প্রেস করে ও অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

ভল্টের দরজাটা পিছাতে শুরু করেছে।

অধ্যায় ৮১

বেলা ১২:৫১

আর্মড ফ্রেঞ্চ পুলিশ ঝাঁক বেঁধে ঘরে ঢুকলো। কালো হেলমেটের উপর ওদের প্লাস্টিকের আবরণগুলোকে দেখতে বড় বড় চোখের মত মনে হচ্ছে।

টানা টানা কণ্ঠে আদেশ দেওয়া হল।

মাথার পেছনে হাত তুললো টম।

পুলিশ সারা ভল্টে ছড়িয়ে পড়ছে। তারপর আস্তে আস্তে বন্দুক উঁচিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে আসতে লাগলো।

আরেকটা অর্ডার আসলে টম হাটু গেড়ে বসলো। হাত এখনও উপরে।

দুজন পুলিশ সামনে আসলো। একজন টমকে কাভার করলো, আরেকজন ভ্যান সিমসনের কাছে দিয়ে তাকে পরীক্ষা করছে। সে এখনো অজ্ঞান।

কেউ একজন ভেতরে আসছে। "পরিচয় দাও," পুলিশটা চেঁচিয়ে উঠলো।

"টম," জেনিফার পুলিশদের অতিক্রম করে টমের দিকে এগিয়ে এসে ডাকলো। "তুমি ঠিক আছ?"

"তোমাকে হতাশ মনে হচ্ছে," মজা করে বললো টম। পুলিশটা বিড়বিড় করতে করতে সরে গেল।

"না আসলে-"

"আমাকে ড্রাগ দেওয়া হয়েছে, কিডন্যাপ করা হয়েছে, আর কোন মতে হাই ভোল্টেজ শক থেকে বেঁচেছি। এই অবস্থায় একজন লোকের সমবেদনার জন্য কি দরকার হয়?"

"একটা শট," জেনিফার হাসলো। এরপর ভ্যান সিমসনের দিকে তাকিয়ে বললো, "সে কি ঠিক হবে?" দুজন প্যারামেডিক ভিতরে এসেছে। তারা ভ্যান সিমসনকে একবার চেক করে স্ট্রেচারে উঠালো।

"হ্যা, বেঁচে যাবে। রেনউইককে দেখেছো?"

"কে?"

"হ্যারি, জেন। এসব কিছুর পেছনে সে-ই আছে। সে ফোর্ট নক্সে চুরি করিয়েছে, রানিরি আর স্টেইনারকে মেরেছে, তাদের কাছ থেকে কয়েনগুলো হাতিয়েছে, আর শেষ কয়েনটা তোমার কাছ থেকে নিজের মরার নাটক সাজিয়ে চুরি করেছে। এসব কিছুই আমার ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছে।"

"হ্যারি? বিশ্বাস হচ্ছে না।" জেনিফার মাথা নেড়ে অবিশ্বাসের সাথে বললো।

"আমারও হয় নি," টমের গলা দুঃখিত শোনালো। "এসব সে-ই করেছে। সে নিজে স্বীকার করেছে।"

“আমি সরি টম, আমি জানি তুমি তাকে কতটা ভালোবাসতে,” জেনিফার বললো।

ভল্টের দরজার সামনে একটা পরিচিত চেহারা দেখা গেল। জ্যঁ পিয়েরে দুমা। দুজন পুলিশকে কিছু অর্ডার দিতে দিতে টমের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লে টম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

“জলাধারে আমি ভ্যান সিমসনের গলা চিনতে পারি। তখন আমার মনে হয় যে কিছু করতে হলে ব্যাকআপ টিম দরকার হবে। জ্যঁ পিয়েরে সব ব্যবস্থা করে দেয়। ভ্যান সিমসন এখানে আছে এটা নিশ্চিত হবার সাথে সাথেই আমরা এখানে চলে আসি।”

“ওয়েলডান।” একটা শক্তিশালী গলা শোনা গেল। একজন লম্বা লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে আসছে। ডাবল ব্রেস্টেড কোটের নিচে একটা সাদা শার্ট। “আমি বব করবেট। এই পুরো ইনভেস্টিগেশনের এজেন্ট ইন চার্জ। তুমি খুবই ভাল কাজ করেছ। খুবই ভাল।” টমের সাথে শক্ত করে হ্যান্ডশেক করতে করতে বললো। “আমি স্বীকার করছি তোমার অতীত ইতিহাসের কারণে আমার সন্দেহ ছিল কিন্তু এজেন্ট ব্রাউন আমাকে বুঝিয়েছে যদি তুমি না থাকতে তবে আমরা কিছুই করতে পারতাম না। ইউএস গভমেন্ট তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।”

“রেনউইক, স্যার,” জেনিফার বললো। “সে-ই এসব কিছুর পেছনে।”

করবেটের ভ্রু উঁচু হয়ে গেল।

“হ্যারি রেনউইক?” প্রশ্নটা রীতিমত হাসতে হাসতেই করা হল।

টম দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

“আমাদের বিপক্ষে পুরো খেলাটা সে-ই খেলেছে।”

করবেটের চোখ সরু হয়ে গেল। সেখানে একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠলো। “যা যা বলতে পার আমাদের বল, আমি তার পেছনে লাগছি। সে বেশি দূর যেতে পারে নি।” করবেট ওর দুজন লোকের দিকে ফিরে নিচু গলায় তাদের অনেকগুলো ইন্সট্রাকশন দিল। তারপর উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে আবার ওদের দিকে ফিরলো।

“এগুলো মনেহয় আপনার।” টম কয়েনের কেসটা ডেস্ক থেকে উঠিয়ে করবেটের হাতে দিল।

“অনেক ধন্যবাদ,” করবেট ওটা একবার খুলে দেখে কৃতজ্ঞভরে টমের দিকে তাকাল। “দেখি এবার আমরা এটা ধরে রাখতে পারি কিনা।”

অধ্যায় ৮২

হোটেল সেন্ট মেরি, ফোর্থ অ্যারোন্ডিসমেন্ট, প্যারিস
৩০ জুলাই–রাত ৮:৪২

হোটেলের জানালাগুলো খোলা। ভেসপা ইঞ্জিনের গন্ধ নাকে আসছে। টম দরজার কাছে ক্রোকারির শব্দ শুনল। ও এখন একা। জেনিফার করবেটের সাথে জর্জ-৫ বা এরকম কোন হোটেলে গেছে যেখানে এফবিআই তাদের এজেন্টদের রাখার ব্যবস্থা করেছে।

জেনিফার তাদের সাথে গেছে টম তার উপর রাগ করে নি। কোন সন্দেরহ নেই এখন করবেটকে গত দিনগুলো পুংখানুপুংখ বর্ণনা দিতে হবে।

দরজায় নক হল। টম ঘরের অন্যপাশে হেটে গিয়ে দরজা খুললো। জেনিফার। জেনিফার কথা বলার আগ পর্যন্ত টম ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো।

"আমি কি ভিতরে আসতে পারি?"

"হ্যা, হ্যা, অবশ্যই, সরি।" টম সরে দাঁড়ালে জেনিফার ভিতরে ঢুকলো। বিছানাটাই বসার জন্য একমাত্র জায়গা। জেনিফার একপাশে বসলো। "আমি আসলে চিন্তাও করি নি তুমি আসবে, তারপর কেমন চলছে, সবকিছু?" টম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। "ওরা তোমাকে বের হতে দিয়েছে দেখে অবাক হলাম।"

"আসলে, তারা ঠিক বের হতে দেয় নি, একই সব প্রশ্ন করে তারা আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছিলো, তাই ভাবলাম পরিচিত কারো সাথে দেখা করে আসি।"

"ভালো, করবেটের কি অবস্থা?"

"ভালো, তবে এই ভেবে অস্থির হয়ে আছে যে সে-ই রেনউইকের বাড়িতে আমার সাথে তার মিটিং অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছিল। সে বেশ ভালোভাবে এখন রেনউইকের পেছনে লেগেছে। তাকে ধরার জন্য সে একটা টাস্কফোর্স গঠন করারও কথা বলছে। ওহ...আর সে তোমার সাথে কাল সকালে দেখা করবে। ডিলের ব্যাপারে কথা বলার জন্য। সে বলেছে তার ধারণা তুমি হয়ত ইউএস অ্যাম্বাসিতে বসে কথা বলতে চাইবে না তাই অন্য একটা জায়গার কথা বলেছে। আর বলেছে তুমি চিনবে।"

টম মাথা নেড়ে সায় দিলো, কিন্তু নড়লো না।

"তুমি ওখানে যাবে?"

"নিশ্চিত।"

"ওটা বেশ মজার একটা জায়গা। গেলে ভালোই লাগবে। একটা গাইডবুক নিয়ে নিও।"

জেনিফার মাথা নেড়ে সায় দিলো।

একটা অস্বস্তিকর নীরাবতা।

"এটা বলার জন্য তো তুমি একটা কল দিলেই পারতে," টম বললো।

"জানি, কিন্তু আমি আসতে চাচ্ছিলাম।"

টম দাঁত বের করে হেসে ওর দিকে তাকালো। "এজেন্ট ব্রাউন, আপনি কি আসলেই আমাকে মিস করছিলেন?"

জেনিফার মেঝে দিকে তাকিয়ে থাকলো। "একটু মনে হয়।"

টম দরজাটা লক করে দিল। লকের শব্দ শুনে তাকালো জেনিফার। এরপর হাসলো।

টমের পাল্‌স বেড়ে যাচ্ছে।

অধ্যায় ৮৩

লো ইনভ্যালেদি, প্যারিস।
৩১ জুলাই–বেলা ১:২২

লাঞ্চটাইমে শহরটার উপর একটা গরম হাওয়া বয়ে চলেছে। বাইরের গরম আর অসহ্য ধোয়া থেকে বেরিয়ে পাথরের শীতল প্রাঙ্গণে এসে জেনিফারের ভাল লাগছে। করবেট আর টমের মিটিংটার জন্য ও একটু তাড়াতাড়িই চলে এসেছে, তবে ও দেরি করা পছন্দ করে না।

টমের কথা মনে হতেই ওর সাথে কাটানো রাতের উষ্ণ স্মৃতি ওর মাথায় চলে এল। ও নিজেই অবাক হয়ে গেছে এটা দেখে যে ও আসলে টমকে কতটা তীব্র ভাবে চাচ্ছিলো। এই অব্যহতিটা ওর কতটা দরকার ছিল। তবে ও এটাও জানতো যে এটা টিকবে না। টম কোন বাধনে বাধা পড়ার মত লোক নয়। যদিও জেনিফারের কাছে মনে হয়েছে সে হয়তো এটা চাচ্ছে।

জেনিফার আশেপাশে তাকিয়ে ওর গাইডবুকটা খুললো। এটা আজ হোটেল গিফট শপ থেকে কিনেছে।

ও পড়ছে, আর চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখছে, হঠাৎ কোন রকম পূর্বাভাস ছাড়াই, টম একটা কলামের পিছন থেকে বেরিয়ে এল। ও এসেই জেনিফারের বাহু শক্ত করে ধরে একেবারে বাম পাশে ছায়ার মধ্যে চলে গেল।

"কি হচ্ছে এসব?" টম যেতে যেতে ওর কানে ফিসফিস করে বললো।

"ছাড়, তুমি আমাকে ব্যাথা দিচ্ছ।" জেনিফার ওর শক্ত মুঠোর মধ্য থেকে বের হবার চেষ্টা করছে। টম ওকে ধাক্কা দিল। জেনিফার পিচ্ছিল পাথরের উপর কোনভাবে ব্যালান্স রাখলো।

"আমার বোঝা উচিত ছিল।" টম একপা এগিয়ে আসলো। "আর্চি ঠিকই বলেছিল। তোমরা সবাই একইরকম।"

"কি বলছ তুমি এসব?" জেনিফার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটা ট্যাংকের উপর হেলান দেওয়া। এটা পারমানেন্টভাবে এখানে শো'র জন্য রাখা।

"এখন বল না যে, তুমি কিছু জানো না–"

"কি? কি জানার কথা বলছ?"

"সে এখানে কি করছে?" টম ঘাড়ের উপর দিয়ে আঙুল দিয়ে দেখালো।

"কে?"

"ক্লার্ক। বৃটিশ পুলিশ অফিসার, আমি ওর কথা তোমাকে বলেছিলাম। এখানে চারজন আমাকে ধরার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমরা আমাকে বিক্রি করে দিয়েছো।"

"কি?" জেনিফারের চোখ বড় হয়ে গেছে। "টম আমার কথা শোন।" জেনিফার ওর দিকে এগিয়ে আসলো। গলা নিচু এবং সিরিয়াস। "আমি এসব ব্যাপারে কিছুই জানি না, আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে। নিশ্চয়ই কোথাও কোন ভুল হচ্ছে।"

জেনিফার আরেক পা এগোলে টম ওর দিকে তাকালো।

"দেখো," জেনিফার বললো। "তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি ববকে খুঁজে দেখছি, তার সাথে কথা বলে দেখছি আসলে কি হয়েছে। এটা নিশ্চিত কোন মিক্স আপ। তুমি আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছ। আমার উপর বিশ্বাস রাখ।"

জেনিফার আরো এক পা এগোল।

"আমি তোমাকে দশ মিনিট সময় দিচ্ছি। যদি তুমি এর মধ্যে না আস, তাহলে আর কোনদিন আমাকে দেখবে না কিংবা আমার কাছ থেকে কোনো ফোনকলও পাবে না। আমি কথা দিচ্ছি।"

"দশ মিনিট, ফাইন।"

স্মৃতিস্তম্ভের রাস্তার দিকের সাইনগুলো পাঁচটা ভিন্ন ভাষায় লেখা। একটা অন্ধকার করিডোর দিয়ে জেনিফার সে দিকে গেল। সেখান থেকে বের হয়ে ও চার্চের পাশে একটা নুড়ি বিছানো রাস্তায় এসে পৌছালো। বড় বড় লোহার বেড়া দিয়ে পুরো পথটা ঘিরে দেয়া হয়েছে। আর সেখানে পাঁচটা ভাষায় বলা হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভটা এখন সাময়িকভাবে বন্ধ আছে, এর জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে। আশেপাশে কেউ নেই দেখে জেনিফার বেড়াটা পার হয়ে চার্চের সামনের দিকে গেল। নিচু হানি কালারের সিঁড়িগুলো ওকে প্রবেশদ্বার পর্যন্ত নিয়ে গেল।

একেবারে উপরের সিঁড়িটায় দাঁড়িয়ে ও থামলো। আশেপাশের বাগানগুলো দেখে নিল দেখে নিল। ফাঁকা। কয়েক জায়গায় পানি ছিটানোর যন্ত্র চালু করা।

টম যেসব লোকের কথা বলেছে ও তাদের দেখতে পেয়েছে। যে রেলিংগুলো বাগানগুলোকে ঘিরে রেখছে তার বিপরীত পাশে। চারজন। দুজন গাড়িতে, একজন একটা বেঞ্চে বসে পেপার পড়ার ভান করছে, আরেকজন হাটাহাটি করছে। তারা নিশ্চিতভাবে চার্চের প্রবেশদ্বারটা দেখতে পাচ্ছে। এদের মধ্যে একজনকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে। তার জ্যাকেটটা তার শীর্ণ দেহর উপর ঝুলছে। ও প্রবেশ দরজার দিকে ফিরে ভিতরে ঢুকলো। গ্লাসের দরজাটা ওর পেছনে বন্ধ হয়ে গেলে শহরের কোলাহলের শব্দ মিলিয়ে গেল।

নিজেকে একটা ভয়ংকর নীরবতার মধ্যে আবিষ্কার করে ঢোক গিললো সে। আলো কম, মার্বেল ফ্লোর আর পাথরের দেওয়াল যেন আতংকে স্থির হয়ে আছে। ওর অনেক উপরে লাল, নীল আর কমলার সংমিশ্রণে সজ্জিত গম্বুজ। ছবিগুলো জিশুর বারোজন শিষ্যদের নির্দেশ করে। গাইডবুকে লেখা।

চারটা সাইড চ্যাপেল, জানালগুলোর গ্লাসের রঙ সবুজ, নীল, হলুদ, আর

কমলা। এর মধ্যে থেকে আলো ঘরে প্রবেশ করার সময় গ্লাসের রঙ্গে রাঙ্গিয়ে ঘরের কোনাগুলোকে আগুনের মত উজ্জ্বল করে তুলেছে। প্রতিটা চ্যাপেলে মাঝখানে একটা করে নিঃসঙ্গ কবর, আর তাদের প্রত্যেকের উপরের দেওয়ালে তাদের সম্পর্কে কিছু লেখা।

জেনিফার এদের কারো নামই জানত না, তবে নামগুলো বেশ ইম্প্রেসিভ। ব্রাউন, কিংবা করবেটের তুলনায়। জেনিফার ভ্রু উঁচু করলো। কোথায় সে? সে কখনো দেরি করতে পছন্দ করে না।

জেনিফার একটা বিশাল কালো মার্বেল আর সোনার বেদী দেখতে পেল। ঘরের একেবারে শেষ মাথায়। পেছনে একটা গ্লাসের দেওয়াল ঝলমল করছে। এখন যেটা একটা সমাধি, সেটাকে ডাবল চার্চের সোলজার সাইড থেকে আলাদা করে রেখছে, গম্বুজের একেবারে নিচ দিয়ে একটা ঝুল বারান্দা চলে গেছে। ও সামনে এগিয়ে দেখতে পেল সেখানে একটা ভুগর্ভস্থ কক্ষ চলে গেছে। সেখানে সবুজ পাথরের স্তম্ভের উপর লাল পাথরের একটা কবর।

জেনিফার বারান্দার উপর দিয়ে ঝুঁকে নিচে তাকালো। কফিনের চারপাশে মেঝেতে নেপোলিয়নের অবিস্মরনীয় সব বিজয়ের নাম খোদাই করা। আর পুরোটাই একটা কলোনেড দিয়ে ঘেরা। কলামের ছায়াগুলোর মধ্য ও একটা ছায়া মূর্তি। অন্ধকারের কারণে প্রথমে বুঝতে পারে নি। কিন্তু পরে ভালো করে দেখে নিশ্চিত হল।

জুতার সোল। একজন মানুষের পা।

জেনিফার চার্চের পিছন দিকে বেদীর দিকে দৌড়ালো। সিঁড়িগুলো এক মুহূর্তের মধ্যে পার করে নিচের ঘরটায় পৌছালো। ম্যাক্স, লন্ডনে ওর সিআইএ কন্ট্যাক্ট। সরু করিডোরটার উপর পড়ে আছে। শার্ট রক্তে ভেজা। জেনিফার ওর চোখের পাতা খুললো। মারা গেছে। ওকে পার হয়ে সামনে এগুলো। ওর বুক প্রচন্ডভাবে কাঁপছে।

করবেটকে কোলোনেডের অন্যপাশে দেখতে পেল সে। মেঝের উপর পড়ে আছে। মাথায় রক্ত। স্থির এবং নীরব।

অধ্যায় ৮৪

বেলা ১:৩৬

ছোট্ট একটা চিৎকার দিয়ে করবেটের কাছে চলে গেল জেনিফার। তাকে উল্টালো। তার ক্যারোটিড আর্টারিতে হাত দিয়ে চেক করলো।

বেঁচে আছে। মাথার বা পাশে একটা বড় ক্ষত কিন্তু সে এখনো জীবিত।

"স্যার, স্যার শুনতে পাচ্ছেন? আমি ব্রাউন।"

জেনিফারের গলা শুনে করবেট চোখ মেলে তাকালো। কিছু বলার চেষ্টা করলো। জেনিফার মাথা এগিয়ে আনলো।

"কয়েন, সে কয়েনগুলো নিয়ে গেছে।"

করবেট কোলনেইড থেকে বের হওয়া ছোট একটা চেম্বারের মেঝেতে পড়ে আছে। অর্ধেক ভেতরে আর অর্ধেক বাইরে। সেখানে নেপোলিয়নের একটা স্ট্যাচু। রাজপোশাকে নেপোলিয়ন। সামনের মেঝেতে সাদা মার্বেলের উপর খোদাই করা নেপোলিয়ন। তার উপর একটা ফুলদানী। জেনিফার ওর রুমালটা ফুলদানীর পানিতে ভিজিয়ে করবেটের হাতে দিল। করবেট দরজার ফ্রেমে হেলান দিয়ে কৃতজ্ঞভরে সেটা নিয়ে তার ক্ষতস্থানে চেপে ধরলো।

"কি হয়েছে?" জেনিফার করবেটের সামনে মেঝেতে বসে জিজ্ঞেস করলো। তার গলা খুবই দুর্বল শোনাচ্ছে, মুখ ছাইবর্ণ। হঠাৎ করেই জেনিফারের মনে হল করবেটের বয়স কিছুটা বেড়ে গেছে।

"আমি জানি না, খুবই তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে সব। আমি ভেবেছিলাম, তোমাদের আসার আগে পুরো জায়গাটা একবার ঘুরে দেখি। সে আমাকে পিছন থেকে আঘাত করে। আমি তাকে মাত্র একনজর দেখতে পাই। রেনউইক।"

"রেনউইক? আপনি শিওর?"

করবেট মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"আমি তাকে চিনতে পেরেছি। কোন সন্দেহই নেই।" করবেট কাশতে শুরু করলো। জেনিফার ওকে সময় দিল। "আমার পকেটে ছিল," করবেট ওর পকেটে হাত বোলাল, "নেই।" ওর গলা খুবই দুর্বল শোনাচ্ছে। "ভেবেছিলাম ম্যাক্স যখন সাথে আছে তখন আর কোন সমস্যা হবে না, কখনো চিন্তা করি নি কেউ–"

"সেটা নিয়ে এখন আর চিন্তা করবেন না, আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করছি, ঠিক আছে?"

করবেট ক্ষীণভাবে মাথা নাড়লো।

জেনিফার ওর পার্স থেকে মোবাইলটা বের করলো। কিন্তু তখনই ডায়াল করলো না। "ভালো কথা, বৃটিশরা এখানে কেন?"

"কে?" জেনিফার ওর মুখ দেখতে পারলো না। মুখের উপর জেনিফারের রুমালটা দেওয়া। কিন্তু জেনিফার বুঝতে পারল যে ওর ভ্রু উঁচু হয়ে গেছে।

"বৃটিশরা এখানে এসেছে। আপনি তাদের ডেকেছেন?"

করবেট রুমালটা নামালো। চোখ সরু হয়ে গেছে। গলা কঠিন। "এসব থেকে দূরে থাক, জেনিফার। এসব তোমার অনেক উপরের ব্যাপার। একেবারে টপ লেভেলের।"

"কিসের থেকে দূরে থাকবো? কি হচ্ছে এসব?"

"সবচেয়ে ভালোর জন্য।"

"আপনি তাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন? সে আমাদের জন্য এত কিছু করলো আর আপনি তাকেই ধরিয়ে দেবেন? সে তো কিছুই করে নি! সে তো পুরোপুরি নির্দোষ!" জেনিফারের চোখে বিস্ময়। করবেট ওর দিকে তাকিয়ে তরল হাসি দিল।

নির্দোষ? কিসের নির্দোষ? হতে পারে সে রেনউইককে মারে নি, কিংবা কয়েনগুলো চুরি করে নি, তো? সে আরও অনেক বেআইনি কাজ করেছে। একটা সেকেন্ড ক্লাস চোর। তার জেলেই যাওয়া উচিত।"

"জঘন্য!" জেনিফার চিৎকার করে উঠালা।

"তুমি কি মনে কর আমরা তার মত একজনকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারি, যে আমাদের মারাত্মক সিক্রেটগুলো জানে? সে যখন তখন এগুলো উগড়ে দেবে, শুধুওই সময়ের ব্যাপার। তখন আমাদের যে কূটনৈতিক ঝড়ের সামনে পড়তে হবে সেটা আমাদের ফরেন পলিসি কম করে হলেও বিশ বছর পিছিয়ে দেবে।"

"আমাদের একটা ডিল ছিল। সে আমাদের সাহায্য করলে তার সমস্ত ফাইল মুছে দেওয়া হবে। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম। সে আমার কথা বিশ্বাস করেছে।"

"আর তুমি ওর কথা বিশ্বাস করেছ? হুহ!" করবেট ঘোৎ করে শব্দ করলো, "আমি তোমাকে বলেছিলাম বেশি কাছাকাছি যেও না, সে বিপজ্জনক। তোমার কথার চাইতেও দামি অনেক কিছু আছে। বৃটিশরা এখনও জানে রেনউইককে খুন করা হয়েছে, আর ক্রিকই তাদের আসামী। এদিকে আমরা রেনউইকের পেছনে ছুটবো, আর অন্য দিকে ওরা ক্রিককে ধরে ফেলবে। নিশ্চিতভাবেই তাকে নিয়ে আমাদের আর কোন ভয় থাকবে না।"

"কিসের জন্য আপনি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন?" জেনিফার গলা

রাগে ফেটে পড়ছে। যাতে প্রেসিডেন্টকে কয়েকটা অস্বস্তিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে না হয়? যাতে সিআইএ'কে তাদের ভুলের জন্য পস্তাতে না হয়? যাতে আপনার আরকটা স্টার বাড়ে?"

"ওয়েক আপ, জেনিফার," করবেট গলা চড়িয়ে বললো। "এটাই সত্যিকারের পৃথিবী, আর মাঝেমাঝে নোংরামী করতে হয়। এসব সঠিক রেজাল্ট পাবার জন্য, আমাদের সবার জন্যই, আর তুমি সেটা জানো।"

"এটা ঠিক একইরকম নোংরামী যেটার কথা আপনি আমাকে বলেছিলেন, আপনি ঘৃণা করেন। আপনি যদি ভেবে থাকেন এটা আমি হতে দেব, তাহলে আপনি ভুল ভাবছেন, খুবই ভুল।"

"এটাকে এখন বন্ধ কর," করবেট তীক্ষ্ণভাবে বললো। একটা নীরবতা। "তোমাকে তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ খুবই সাবধানে নিতে হবে।" করবেটের কণ্ঠে হুমকির স্পর্শ। "আর আমি তোমাকে এটা বলছি কারণ আমি তোমার জন্য কেয়ার করি।" সে একটু থামলো। "আমরা এটা নিয়ে একটু চিন্তিত ছিলাম, তুমি আর ক্রিক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছো কি না। আর সেটা তোমার জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। সে কারণে পিপার আমস্টারডামে তার একজন লোককে তোমাদের উপর নজর রাখতে বলে।"

জেনিফার ঢোক গিললো, কিন্তু চোখ সরানোর সাহস করলো না।

"আমি একটা তার কাছ থেকে একটা স্টেটমেন্ট পেয়েছি, সে বলেছে যে সে তোমাদের দুজনকে মিউজিয়াম থেকে হোটেল পর্যন্ত ফলো করেছে। তিন রাত আগে। যেদিন সেখানে চুরি হয়।"

সে আবার থামলো।

"এটা খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার হবে যদি তাকে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হয়। আমি ঠিক নিশ্চিত নই কি হবে।" করবেট ভাবলেশহীন কণ্ঠে বললো। "ব্যুরো তাদের এজেন্টদের তাদের বিরুদ্ধে দেখতে পছন্দ করে না।"

"বানচোত," জেনিফার দাঁতে দাঁত চেপে বললো। ও বুঝে গেছে করবেট ওকে হাতের মধ্যে পেয়ে গেছে। যদি ওকে স্পটলাইটে নিয়ে আসে তবে পাঁচ-সাত বছরের জন্য জেলে চলে যাবে। ফিরে আসার কোন পথ থাকবে না।

"বানচোত," ও আবার বললো এবার একটু দ্বিধার সাথে।

"এটা এখন খারাপ লাগছে," করবেট শান্ত স্বরে বললো। "কিন্তু পরে বুঝবে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত, এটা দেখতে ভালো নয় কিন্তু এভাবেই সিস্টেমটা কাজ করে। কখনও কখনও তোমাকে শর্টকাট নিতে হবে, যদি তুমি সঠিক রেজাল্ট চাও। আমস্টারডামে যেটা ঘটেছে কারোই সেটা জানার কোন কারণ নেই, এটা শুধু তোমার আর আমার মধ্যে থাকবে। আমি জানি ওটা করার জন্য তোমার

কাছে খুব শক্তিশালী কারণ ছিল। তুমি যদি তোমার কার্ড ফেল, তাহলে কথা দিচ্ছি, তোমাকে ব্যুরো সামনাসামনি হতে হবে।"

জেনিফার কোন কথা বললো না। কেবল মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ওর করবেটকে মারতে ইচ্ছা করছে।

"তুমি তোমার হাত ধুয়ে ফেলো," করবেট ওর আঙুলের দিকে তাকিয়ে বললো। সেখানে এখনো করবেটের রক্ত লেগে আছে, "তারপর আমরা এ বিষয়ে আরো কথা বলছি।"

জেনিফার চেম্বারটায় ঢুকে মেঝে থেকে ফুলদানীটা উঠিয়ে নিল। ভিতরের ফুলগুলো বের করে তার পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিল। সাদা মেঝের উপর পানি পড়ে লালচে হয়ে গেছে। ও উপরে তাকালো, স্ট্যাচুটার দিকে, চোখে পানি আর ক্রোধ।

এটা এভাবেই শেষ হবে? এগুলো কিসের জন্য? মানুষকে ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া। এটাই বব করবেটের সফলতার সিক্রেট? এখন কি তাকেও এটাই করতে হবে?

আর এসব কিসের জন্য? তাদের কাছে তো কিছুই নেই। কয়েনগুলো হারিয়ে গেছে। ক্যাসিয়াস হাওয়া। কিন্তু ও কি করবে? সে যাই বলুক না কেন তারা টমকে আমস্টারডামের ঘটনার জন্য ধরবে।

জেনিফার স্কার্টে হাত মুছলো। নিজেকে আবার করবেটের নিষ্ঠুর হাসির সম্মুখীন করার জন্য প্রস্তুত করলো। ও চেক করে নিল ওর নখের ভিতর থেকে রক্ত গেছে কি না। হঠাৎ করেই রেনউইকের কাটা হাতটার কথা মনে পড়ে গেল। ও দেখেছিল একটা মাংশ পিন্ড এভিডেন্স ব্যাগে ভরা হচ্ছে। ডান হাত।

ওর মাথায় আবার ব্যাপারটা উঁকি দিল। ডান হাত।

লুইসভিল মর্গে ফিঞ্চের কথাগুলো মনে পড়ে গেল। পুরনো একটা ফরেন্সিক ট্রিক। ডান-হাতি লোকেরা সাধারণত মাথার ডানদিকে আঘাত করে থাকে। তা না হলে বাড়িটা ঠিক জোরদার হয় না। আর করবেটের আঘাতটাও ডান দিকে। কিন্তু রেনউইকের তো ডান হাতই নেই। তাহলে সে এটা করলো কি করে?

"বব, আমি আপনার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করছি," ও গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলো। "এসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে।"

কোন উত্তর নেই।

ও ঘুরে দাঁড়াল। করবেট ওর মুখের পাশে পিস্তলের বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করলে জেনিফার মাটিতে পড়ে গেল। ওর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে।

"মুভ," করবেট খেকিয়ে উঠলো। "এদিকে।" জেনিফার সামান্য ওঠার চেষ্টা করলে করবেট ওর পাঁজরে লাথি মারলো। ও নিজেকে কোনভাবে চেম্বারটা

ভিতরে টেনে নিয়ে গেল।

"আমি দুঃখিত জেনিফার। সত্যিই আমি দুঃখিত। আমি কখনোই চিন্তা করি নি এটা এরকম হয়ে যাবে।" পকেটে হাত দিয়ে একটা মোটা সাইলেন্সার বের করলো। তারপর সেটা ওর বেরেটায় লাগাতে লাগাতে বললো, "এটা আসলে ক্রিকের দোষ যে তোমাকে খুন করতে হচ্ছে আমার।" ওর গলা অনেকটা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত শোনাচ্ছে। ক্লিক। করবেট ওর বেরেটাটা লোড করল।

"কি করছেন, আপনি?" জেনিফার কেশে উঠে, মুখের রক্তটা গিলে ফেললো। ওর পিঠ স্ট্যাচুর শীতল পাথরে হেলান দেওয়া।

"আমি আসলে বাধ্য হচ্ছি।"

অধ্যায় ৮৫

দুপুর ১:৫১

টমের হাত দরজার হাতলে। পাশের উঁচু গলার কথাবার্তা শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো। কোন সমস্যা আছে। বড় কোন সমস্যা।

জেনিফার ওখান থেকে চলে গেলে, টম মেইন বিল্ডিঙের ওঠানের সোলজারদের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আসলে উধাও হয়ে যাবার কথা বললেও ও পুরো ব্যাপারটা একবার বুঝে নিতে চাচ্ছে। জেনিফার কি আসলেই ওর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে না কি এটা কোন ধরণের ভুল বোঝাবুঝি। ক্লার্ক রেলিঙের অন্য পাশে বসে আছে। সময় বাড়ার সাথে সাথে ওর গলার রগগুলো ফুলে ফুলে উঠছে।

চার্চের ভিতরে, ওর সামনে মার্বেল ফ্লোরের উপরে কালো কাঠের সারি সারি সিট। উপরে, যেখানে বিশাল দেওয়ালগুলো ছাদের সাথে মিশেছে, সেখানে রেজিমেন্টের কালার আর পরাজিত শত্রুদের পতাকা পুরো শেষ পর্যন্ত টাঙানো। আর একেবারে শেষ মাথায় একটা বেদী।

টম বেদীর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে গ্লাসওয়ালের সাথে একটা চার্চের দুই পাশ যোগ করার জন্য একটা দরজা রয়েছে। এটাই ও খুঁজছিল। আর তখনই ওদের কথা শুনতে পেল সে।

দরজাটা বিনা শব্দে খুলে গেলে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। ম্যাক্সকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখল, আর অন্যপাশে দুটো অবয়ব দেখলো।

ডানে ঘুরে নিঃশব্দে ঝুলবারান্দায় আসলো সে। ওর ঠিক নিচে আবার ওদের গলা শুনলো।

"কি করে বুঝলে?" করবেটের গলা। "আমি শুনতে চাচ্ছি।"

"আপনার ক্ষত।" জেনিফারের কণ্ঠ অদ্ভুত শোনালো। "রেনউইকের ডান হাত নেই, এটা সে কি করে করবে?"

"খুবই চালাক, সবসময়ের মত। তাহলে এই দোষটাও ক্রিকের ঘাড়েই যাবে বলে মনে হচ্ছে, সে আমার গানটা কেড়ে নিয়ে তোমাকে গুলি করে।"

টম আরেকটু সামনে আসলে করবেটের গলা আরো পরিস্কার শোনা গেল। জেনিফারের গলা দুর্বল শোনাচ্ছে। ও বুঝতে পারল ওরা কোথায়। কফিনের পাশের চেম্বারটায়।

"আপনি এগুলো কেন করছেন? এখন কেন? টাকার জন্য?"

ওরা এখন ওর ঠিক নিচে। ও কোন দেরি না করে ঝুল বারান্দা দিয়ে নেমে গেল।

অধ্যায় ৮৬

বেলা ১:৫৬

"আমি তোমাকে মিস করবো, ব্রাউন," করবেট বন্দুক উঁচু করে বললো। বন্দুকটা আরেকটু শক্ত করে গ্রিপ করা জন্য ও এক মুহূর্ত থামলো।

দেওয়ালের কিণারা দিয়ে করবেটের উপর লাফিয়ে পড়লো টম। ওর পায়ের পাতা করবেটের পিঠে আঘাত করেছে। আচমকা প্রচন্ড আঘাত পেয়ে করবেট মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়লো। ওর নাক ভেঙ্গে গেছে। হাত থেকে বন্দুক ছিটকে মেঝেতে পড়লো। হাত দিয়ে নিজের পতন ঠেকালো টম।

করবেট পেছনে ফিরলো। হাত মুষ্ঠিবদ্ধ। টমের উপর লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু তার আগেই জেনিফার পিস্তল তুলে নিয়ে ওর দিকে তাক করলো।

"দরকার হলে আমি আপনাকে গুলি করবো, স্যার। আমরা দুজনেই জানি এটা আমি আগেও করেছি।"

করবেটের চোখ সরু হয়ে গেছে। মুখ চেপে ধরেছে। হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

"অনেক বড় কথা বলছো, ব্রাউন। তবে আমরা দুজনেই জানি তুমি তা করতে পারবে না। গ্রেগের সাথে এটা করার পর এবার আমার সাথে এটা করতে পারবে না। তারা তোমাকে এবার জেলে পুরে দেবে।"

"হয়তো, কিংবা না, কিন্তু কখনও কখনও শর্টকাট নিতে হয়, সঠিক রেজাল্ট পাবার জন্য, তাই তো?"

ওর গলায় এমন কিছু ছিল যেটা করবেটকে দ্বিধাগ্রস্ত করছে।

"তুমি পারবে না," অবশেষে করবেট বললো।

"ও না পারলে আমি পারবো," টম এগিয়ে এসে জেনিফারের কাছ থেকে বন্দুকটা নিল। "তাই এখন তুমি তোমার জিহ্বাটাকে একটু রেস্ট দাও।"

করবেট হাসতে শুরু করলে ওর নাকে রক্তের একটা বাবল তৈরি হয়ে আবার ফেটে গেল।

"তোমরা দুজন? কি টিম! এটার জন্য আমরা কখনো প্ল্যান করি নি।"

"আমরা?" জেনিফার এক পা এগিয়ে এসে বললো। "আমরা কারা?" করবেট উত্তর দিল না।

"ক্যাসিয়াস," টম হঠাৎ করেই বললো। "তুমি ক্যাসিয়াসের জন্য কাজ করছ? তাই না?"

করবেট পেছনের দেওয়ালে হেলান দিল। "এজন্যই রেনউইক জানতে

পেরেছিল তুমি বেঁচে আছ।" টম জেনিফারের দিকে তাকালো। "এজন্যই সে জানতে পেরেছিল এনওয়াইপিডি নিউইয়র্কে আমার ডিএনএ ম্যাচ পেয়েছে।" টম করবেটের দিকে তাকালো। "কারণ তুমি বলেছ।" করবেট কোন কথা বললো না।

"কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না সে কি করে রেনউইকের সাথে কাজ করে?"

জেনিফার বললো, "পুরোটা সময় আমি ওর সাথে কাজ করেছি। তাহলে তো আমি খেয়াল করতাম।"

"কারণ, সে তোমাকে শুধু সেটাই দেখাতো, যেটা সে তোমাকে দেখাতে চাইতে।" টম বললো। "স্টেইনার কয়েনগুলো পেয়ে গেলে রেনউইক রানিরিকে আর স্টেইনারকে দুজনকেই খুঁজে বের করে মেরে ফেলে। শুধু একটা সমস্যা ছিল। সেটা হল রানিরি একটা কয়েন গিলে ফেলে, আর সেটা তোমাদের কাছে চলে আসে। এজন্য তারা রেনউইকের বাড়িতে আমাদের দুজনের মিটিঙের ব্যবস্থা করে ফেলে। এর ফলে একই সাথে দুটো জিনিস হয়। এক, 'রেনউইকের' হাত থেকে 'ক্যাসিয়াস' মুক্তি পায় আর দুই, কয়েন চলে আসে হাতের মুঠোয়। আর আমার উপর দোষ চাপানোর পুরো বন্দোবস্ত করে ফেলা হয়। কেবল একটা সমস্যা হয়ে যায়। সেটা হল তুমি সারা রাত আমার উপর নজর রাখার জন্য লোক লাগিয়ে রাখ।"

"তোমরা এখনো বুঝতে পার নি সে কে? সে জিনিয়াস। আর সে কি করতে পারে?" করবেট থুতু ফেললো। গলা আরো কঠিন হয়েছে। "তোমরা দুজনও বোকা। ঠিক পিপার, ইয়ং আর গ্রিনের মত। সবাই এই ফাঁদে পা দিয়েছে।"

"মানে? ফাদে পা দিয়েছে, মানে কি?" টম জিজ্ঞাসা করল।

"হায় খোদা!" জেনিফার ঢোক গিললো, "এসব তো আগে কখনো হয় নি, হয়েছ?"

"কি কিসের কথা বলছ?" টম জিজ্ঞাসা করলো।

"তোমার কথাই ঠিক," জেনিফার বলতে শুরু করলো। "তুমি বলেছিলে না এমনও হতে পারে কেউ চাচ্ছে আমি এসব খুঁজে পাই। এসব আসলে খুবই সহজে হয়ে গেছে। তারা চাচ্ছিলই যেন ফেক সুইসাইড আর কন্টেইনারটা যেন ধরা পড়ে। আগে কখনো এসব হয় নি, করবেটই পরামর্শ দিয়েছিল কর্মচারীদের ফাইল দেখার জন্য। সে জানতো আগে হোক পরে হোক আমি জেনেই যাব যে শর্ট খুন হয়েছে আর সেদিকেই তদন্ত চালাবো। সাথে সাথে কন্টেইনার আর তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের খোঁজও পেয়ে যাব। এই পুরোটাই একটা সেটআপ।"

"শর্ট বোর হয়ে ছিল," করবেট বললো। "আবার পুলিশ হবার জন্য পাগল হয়ে ছিল, আগের সেই উত্তেজনাটা ফিরে পেতে চাচ্ছিলো। তাই আমি যখন আমার ব্যাজটা ওকে দেখিয়ে বললাম একটা সিক্রেট প্রজেক্টে ওর সাহায্য লাগবে তখন, সে এতটাই পাগল হয়ে গেল যে গাধাটা বললো সে এর জন্য কোন টাকাই

নেবে না। এমন একটা প্রজেক্টে কাজ করতে পেরেই সে খুশি। বিশ্বাস করতে পারো?"

"তার মানে কোন গোল্ড শিপমেন্ট হয় নি?" টম জিজ্ঞাসা করলো।

"ওহ্, কন্টেইনার আসল, ইনভেন্টরির সমস্ত কাজ শর্ট নিজেই করে। অন্য কেউ সেটা দেখার সুযোগ পায় নি। তারপর জেনারেটরে একটা ঝামেলা করে যাতে আমি কম্পিউটার ভাইরাসের থিওরিটা দিতে পারি, কিন্তু কন্টেইনারে কেউ ছিল না। পুরোটাই রেনউইকের আইডিয়া। এমন একটা চুরির ঘটনা সাজানো যেটা আসলে কখনো হয়ই নি। তাহলে যদি কেউ খুঁজতে আসে, তাহলে সে তদন্ত করার মত কিছু পাবে।" তারপর টমের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "কাউকে পায়।"

"কিন্তু তাহলে কয়েনগুলো পাওয়া গেল কি করে?"

টম মাথা নেড়ে সায় দিলো, হঠাৎ করেই সব বুঝে গেছে।

"কারণ এটা ঠিক সেট-আপ নয়, এটা হল, কাভার-আপ। এসব করা হয়েছিল আগেই করে ফেলা ক্রাইমটা লুকানোর জন্য। শুধু দরকার ছিল অন্য কারো উপর দোষ চাপানো। আমার উপর।"

নীরবতা। জেনিফার বোকার মত একবার টম আর একবার করবেটের দিকে তাকাচ্ছে।

"দশ বছর, দশ বছর সেগুলো আমার সেফ ডিপোজিট বক্সে পড়ে আছে, আর আমি সেগুলো স্পর্শও করতে পারি নি। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার। তারপর রেনউইক আমাকে এই বুদ্ধিটা দেয়।"

"কিন্তু আপনি সেগুলো কিভাবে পেলেন?"

"তুমি চেক ব্যাক করতে শেখো নি তাই না?" করবেট ওর দিকে তাকালো। "এফবিআই ১০১, জেনিফার, সবসময় অতীত চেক করবে। আসলে তুমি বেসিক হোমওয়ার্ক করার চাইতে আমার পাতানো ক্লুগুলো নিয়েই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে।" করবেট ছোট্ট করে হাসলো। "আর এজন্যই আমি তোমাকে পছন্দ করে নিই। তুমি আমাদের ইম্প্রেস করার জন্য পাগল হয়েছিলে। এজন্য একের পর এক আমার পাতানো ক্লুগুলোতে জড়িয়ে পড়। যদি তুমি খেয়াল করতে তবে দেখতে যে দশ বছর আগে যখন কয়েনগুলো ফিলাডেলফিয়া থেকে ফোর্ট নক্সে স্থানান্তর করা হয় তখন অফিসার ইন চার্জ ছিলাম আমি।"

জেনিফারের হঠাৎ করেই গরম লেগে উঠলো। আসলেই ও এতটা পাগল হয়ে ছিল যে একটা ঘাপলা অনুভব করতে পারার পরও ক্লুগুলো ধরেই এগিয়ে গেছে।

"মার্থা আমাকে ছেড়ে তার ইয়োগা ক্লাসের একজনের সাথে চলে যাবার দু সপ্তাহ পর, একদিন মিলিয়ন ডলারের পাঁচটা কয়েন আমার রিস্টের সাথে চেইন দিয়ে আটকানো ছিল, একটা ভ্যানের পেছনে বসা অবস্থায়, একা। আমি বক্সটা

খুলে কয়েনগুলো নিয়ে নিলাম। যখন ফোর্ট নক্সে পৌছালাম কেউ চেকও করে দেখলো না। তারা কেসটা সাইন করে ভল্টে নিয়ে গেল। খালি অবস্থায়। বৃদ্ধ বব করবেটকে সবাই বিশ্বাস করে, সবসময়ই করতো। খুবই সহজ।" করবেট ওদের দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসলো।

"তাহলে প্ল্যানটা কি ছিল? ওগুলো ইউরোপে পাঁচার করে নিলামে দেওয়া? তোমার ভাগ কত ছিল?" টম জিজ্ঞাসা করলো।

"অর্ধেক।"

"অনেক শুনেছি," জেনিফার বললো। "এবার কয়েনগুলো দিন।"

করবেট ওর জ্যাকেটের পকেট থেকে কেসটা বের করলো।

"তুমি ব্যাকআপ ডাক," বললো টম।

জেনিফার কেসটা খুলে কয়েনগুলো চেক করে দেখে কেসটা আবার বন্ধ করে দিল।

"আগে তুমি যাও।"

"না, আগে এই লোকের কাহিনী পুরোপুরি শেষ হোক।"

"আমি সিরিয়াস, একে আমি সামলাতে পারবো। সব ঠিকঠাক না হওয়া পর্যন্ত তুমি ধরা পড়ার ঝুঁকি নিতে পারো না।"

"তুমি শিওর?"

জেনিফার কিছু বলার আগেই একটা অপরিচিত গলার শব্দ শোনা গেল।

"কি বাল-ছাল হচ্ছে এখানে?"

একজন লোক করিডোরের ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে ম্যাক্সের দেহের দিকে তাকিয়ে আছে।

"ক্লার্ক।"

অধ্যায় ৮৭

বেলা ২:১০

টম ঘোরার সাথে সাথেই ওর হাতে লাথি চালালো করবেট। বন্দুকটা ছিটকে শব্দ করে মাটিতে পড়লো। কোন রকম দেরি না করেই সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল সে।

"আহ, করবেট।" ওকে নিজের দিকে দৌড়ে আসতে দেখে ক্লার্ক বললো। "মনে হল এদিকে কোন শব্দ শুনেছি।" ম্যাক্সের দেহের দিকে তাকিয়ে বললো, "এসব ক্রিক করেছে?"

করবেট না থেমে ক্লার্ককে কঁনুই দিয়ে একটা গুঁতো দিয়ে সরিয়ে দিলে ক্লার্ক মাটিতে পড়ে গেল।

"তাড়াতাড়ি," টম বললো, "এখানে, হাত কাপের মত করে ধর।"

টম ওর হাতে পা দিয়ে লাফ দিয়ে উপরের ঝুলবারান্দার রিমে উঠে গেল। ও নিজেকে টেনে তুলছে। করবেটের পায়ের শব্দ শুনতে পেল। করবেট ওর সামনে দিয়ে যাবার সময় টম ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর কোমর ধরে ফেললো। ওকে একটা রোল করা কার্পেটের মত করে জঁড়িয়ে ধরলো সে।

করবেট প্রচন্ড জোরে টমের মুখের পাশে আঘাত করলে টমের ঠোঁট বাজে ভাবে ফেঁটে গেল। মুখের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে। ও এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে দরজা আর করবেটের মাঝখানে দাঁড়ালো। উঠে দাঁড়ালো করবেট। একবার দরজা আরেকবার টমের দিকে অনিশ্চিতভাবে তাকালো সে।

"বি মাই গেস্ট," টম বললো।

একটা গর্জন করে টমের দিকে ছুটে আসলো করবেট। কয়েকটা ভালো নিশানার লাথি আর ঘুষি টম খুব সহজেই ওর হাত দিয়ে ঠেকিয়ে দিল। তারপর করবেটের বা দিকের চোয়ালে প্রচন্ড জোরে একটা ঘুষি দিতেই করবেট পড়ে গেল। এরপর হাটু গেড়ে বসা অবস্থায় টমের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো সে।

ও উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। টম বেশ দেরিতে বুঝলো ও কি করছে। করবেট ওর পেছনে থাকা মোবাইল ব্যারিয়ারগুলোর একটার থেকে লাল দড়ি খুলে পিতলের ভারি পোল তুলে নিল। ঠোঁটের কোণে একটা হাসি নিয়ে ও টমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দুই হাত দিয়ে পোলটা ধরে ঘোরালো সে

টমের দিকে দৌড়ে এসে পোলটা তলোয়ারের মত করে ঘোরাল। টম প্রথমবার ডানে এরপর বায়ে সরে গিয়ে আঘাত এড়ালো। কিন্তু তিন নাম্বারটা ওকে অবাক করে দিয়ে ওর বাম হাটুর পেছনে আঘাত করলে পড়ে গেল টম। সাথে সাথেই করবেট পোলটা উঠিয়ে ওর উপর সজোরে নামিয়ে আনলো। টম সরে গেলে সেটা সশব্দে মার্বেল পাথরের উপর আঘাত করলো। দেরি না করে

করবেটের পেটে লাথি দিল টম। করবেট টালমাটাল ভাবে পড়ে গেল।

টম উঠে দৌড় দিয়ে আরেকটা পোল খুলে নিল। দুজন লোক একটা বৃত্ত করে ঘুরছে, আর একে অপরকে ভালো করে দেখে নিচ্ছে। দুজনেই একটা শুরুর অপেক্ষায়।

করবেট প্রথমে আঘাত করলো টমের মাথার পাশে। টম ওর হাতের পোলটা দিয়ে ঠেকিয়ে দিল। দুটো ধাতুর পরস্পর সংঘর্ষে যেন পুরো বিল্ডিংটা কেঁপে উঠছে। টম সাথে সাথে করবেটের হাতে আঘাত করলো। ব্যাথায় চিৎকার করে উঠলো করবেট। ও একটু পিছিয়ে আবার এগিয়ে আসলো। পোলটা একবার পেছনে আরেকবার সামনে ঘুরিয়ে আনছে। টম কোন রকমে নিজেকে রক্ষা করলো। পোল দুটো বার বার একে অপরকে আঘাত করছে। আঘাতের ফলে সৃষ্ট ভাইব্রেশনে ওদের দুজনের হাতই অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে।

ঝুলবারান্দাটা ওর ঠিক পেছনে বুঝতে পেরে টম সেখানে লাফিয়ে পড়লো। সাথে সাথে করবেটও লাফ দিল।ওর পোলটা টমের পা লক্ষ্য করে নিচু করে ঝাড়ু দেবার মত করে ঘুরিয়ে আনলে সো। টম লাফ দিল। পোলটা কোন রকম ক্ষতি ছাড়াই ঘুরে আসলো কিন্তু এর ফলে করবেট একটু ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। ফলাফল হিসেবে নিজের ভাঙ্গা রক্তাক্ত নাকে সজোরে একটা লাথি খেল। মুহূর্তেই তার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। হাত থেকে পোলটা ফেলে দিয়ে মুখ চেপে বসে পড়লো। টম পোলটা লাথি মেরে ঘরের অন্য দিকে সরিয়ে দিল। আর নিজেরটাও সে দিকে ছুড়ে দিল।

করবেট ওর দিকে তাকালো। চোখ দিয়ে ধোয়া বেরুচ্ছে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, জামা কাপড় ময়লা আর ছেড়া। করবেট শেষ একটা মরিয়া চেষ্টা করলো। লাফ দিয়ে টমের দিকে ছুটে গেল। টম ওকে ধরে মেঝেতে ছুড়ে ফেললো। করবেটের চোখ দিয়ে ঘৃণা আর বিস্ময় উপচে পড়ছে।

টম সাথে সাথে করবেটের পেছনে গিয়ে ঠিক রেসলারদের মত করে ওর গলা পেচিয়ে ধরলে কাশতে শুরু করলো সে। শ্বাস নিতে পারছে না। টম আস্তে করে গলাটা নিজের দিকে টান দিল।

করবেট নিজেকে ছাড়ানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওর গলার লিগামেন্টগুলো টান টান হয়ে ছিড়ে যাবার উপক্রম হল। টম ওর স্পাইনাল কলাম ভেঙ্গে ফেলছে।

সিআইএ ট্রেনিঙের সময়ের কিছু সুপ্ত স্মৃতি ওর মনে ভেসে উঠলো। একজন মানুষের ঘাড় ভাংতে মাত্র ছয় পাউন্ড প্রেশার লাগে।

অধ্যায় ৮৮

বেলা ২:২৩

"টম না," জেনিফার টমের কাঁধে হাত রাখে নরম গলায় বললো, "ওকে সঠিক প্রমাণ করো না।"

টম ধীরে ধীরে ওর গ্রিপ নরম করলো। তারপর করবেটকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল। করবেট প্রচন্ড জোরে জোরে কাশছে।

জেনিফার টমের দিকে তাকিয়ে হাসলো। "ভালো করেছো।"

"ঠিক। কেউ নড়বে না।" ক্লার্ক ওল্টারের পিছন থেকে বের হয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। হাতে করবেটের বন্দুক। "কেউ কোথাও যাচ্ছে না যতক্ষণ না আমি বুঝতে পারছি এখানে আসলে কি হচ্ছে।" করবেট এখনো নিজের গলা ডলছে।

"এটা খুবই সহজ," ক্লার্ক জেনিফারের দিকে বন্দুক নিয়ে এগুলে জেনিফার ওকে থামিয়ে বললো, "আমি, বব করবেটকে একটি অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার করছি।"

ক্লার্কের ভ্রু উঁচু হয়ে গেল।

"কি, তোমাদের নিজেদের এজেন্টকে? তোমরা আসলে করছোটা কি?"

"এটা আসলে একটু জটিল," জেনিফার ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো।

"যাইহোক, এসবে আমার কোন আগ্রহ নেই, আমি এখানে তার জন্য এসেছি," ক্লার্ক টমের দিকে তাকিয়ে পাতলা একটা হাসি দিল, "বলেছিলাম না আমি তোমাকে ধরবই।"

"আপনাকে হতাশ করার জন্য আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু আসলে টম আমাদের সাথে কাজ করছে।" জেনিফার ক্লার্কের দিকে আরেক পা এগিয়ে গেল।

"ক্রিক? ক্রিক এফবিআই'র সাথে কাজ করছে? সে একটা খুনি।"

"হ্যারি রেনউইকের কথা বলছেন?"

জেনিফার ওর দিকে আরেক পা এগিয়ে গেল। ওরা মাত্র এক ফুট দূরে দাঁড়ানো। "রেনউইক এখনও বেঁচে আছে, আর আমি সেটা প্রমাণ করতে পারি।"

ক্লার্ক অবিশ্বাসের সাথে ওদের দিকে তাকালো। কি করবে বুঝতে পারছে না। ওর ফ্যাকাশে চামড়ার নিচে ওর গলার রগগুলো ফুলে উঠছে।

"সব বাজে কথা তুমি ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করছো। আমার জন্ম কালকে হয়েছে নাকি?" ওর গলায় একটা মরিয়া টান।

"আমি না, ব্যুরোই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবে।"

"ও বুঝেছি," ক্লার্কের চিন্তিত মুখে হঠাৎ করেই একটা বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠলো। "তুমি ওর সাথে কাজ করছো, তাই না? তোমরা দুজন এক সাথে। এটা এক ধরণের ফাঁদ। যাইহোক, আমি তোমাদের দুজনকেই ধরছি।" ও ওর পকেট থেকে একটা চকচকে হ্যান্ডকাফ বের করলো।

"টম ক্রিক," সে বলতে শুরু করলো, "আমি তোমাকে হ্যারি..."

টম জেনিফারের দিকে তাকালো। "তুমি কিছু মনে করবে?"

"আমাকে করতে দাও।"

"জুলিয়াস রেনউইককে খুনের অপরাধে গ্রেফতার করা হচ্ছে," সে বলতে থাকলো, "তুমি যা বলবে-"

জেনিফার ক্লার্কের ঠিক চোয়াল বরাবর ঘুষি চাললে সে কাশতে কাশতে মেঝেতে পড়ে গেল।

অধ্যায় ৮৯

শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্ট, প্যারিস ফ্রান্স।

১ আগস্ট–সন্ধ্যা ৬:৩০

চিকন গলার অ্যানাউন্সমেন্টটা ডিপার্চার লাউঞ্জে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে,

"ওয়াশিংটন ডিসি'র উদ্দেশ্যে যাত্রারত এয়ার ফ্রান্স ফ্লাইট নাম্বার ৯০৭৪-এর যাত্রীদের শেষবারের মত অনুরোধ করা যাচ্ছে, দয়া করে আপনারা এখনই গেট নং পাঁচে চলে আসুন।"

"আমার ফ্লাইট," জেনিফার বললো।

"হুম," বললো টম।

"ধন্যবাদ," জেনিফার একটু অপ্রস্তুতভাবে বললো "সব কিছুর জন্য।"

"না, তোমাকে ধন্যবাদ, আমাকে বিশ্বাস করার জন্য। এটা আমার জন্য অনেক কিছু।"

জেনিফার লজ্জা পেয়ে মেঝের দিকে তাকালো। "তুমি যদি কখনো ইউএস এ আসো..."

"আসবো," টম বললো। "যদি তোমার সময় হয়, এখন তো তুমি আবার একজন বিশেষ ব্যক্তি।"

জেনিফার লাল হয়ে গেল। "তুমি শুনেছো।"

"এটা তোমার প্রাপ্য," টম বলল, "করবেটের খবর কি?"

"জ্যঁ পিয়েরে লোকাল অথরটির সাথে কথা বলে সব ঠিকঠাক করে দিয়েছে। সে এখন মিলিটারি হেফাজতে আছে ডিসিতে যাবার আগ পর্যন্ত। ওখানে যাবার পর ব্যাপারটা আমরা দেখবো। যেমনটা সে বলেছিল, বদ এজেন্টদের ক্ষেত্রে ব্যুরোর আলাদা কিছু ব্যাপার আছে। আমার ধারণা অনেকদিনের জন্যই ভিতরে যাবে।"

"গুড, তাই-ই হওয়া উচিত।"

"আর তুমি এখন কি করবে?"

"ওহ্ দোকানটা শীঘ্রই খুলবো, অনেক কাজ বাকি। এখনো চিন্তা করি নি। মানে সময় পাই নি আর কি।"

"আর তুমি শিওর রেনউইকের কারণে কোন প্রটেকশন নেবে না, সে কিছু করতে পারে।"

"নাহ, দরকার নেই। তবে আমার মনে হয় তার সাথে আমার একদিন দেখা হবে, আমি রেডিই থাকব।"

"আমরাও ওকে খুঁজছি," জেনিফার ওর ব্যাগ ওঠালো। "কিছু পেলে

তোমাকে জানাবো।" ও একটু থামলো। "আমি যাই।"

টম ওর কপালে চুমু খেল। তারপর ঠোঁটে। অনেকক্ষণ ধরে জড়িয়ে ধরে রাখলো।

"ভালো থেকো," জেনিফার ওর কানে কানে বললো।

"ওহ ভালো কথা," ও চলে যেতে যেতে আবার ফিরে আসলো। "তোমার বন্ধু পিপার রিজাইন করেছে, ট্রেজারি সেক্রেটারি এত কিছু হবার পর আর মিথ্যা বলার দয়াটুকু দেখাতে পারে নি। সে বলেছে, যতদিন তুমি সেনটোরের ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখবে ততদিন ডিলটা থাকবে। আর তুমি বাড়ি গেলে তোমার বন্ধু ক্লার্ক তোমাকে একটা লাল গালিচা সংবর্ধনা দেবে।"

"ওয়াও," যদিও টমের মনে এটা নিয়ে সামান্য সন্দেহ আছে।

"সেক্রেটারি তোমাকে কিছু পুরস্কারও দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমার তখন মনে পড়লো যে তুমি সরকারের সাথে কাজ করতে পছন্দ কর না, আর তাই হয়তো কিছু নিতে চাইবে না।"

"শুধুই স্মৃতি," টম হাসলো।

"বাই টম।" জেনিফার চোখ মটকে বললো।

"মানে কি, বিদায় সম্ভাষণ?" টম আপন মনে বললো।

অধ্যায় ৯০

সন্ধ্যা ৬:৩৯

"তাহলে সব ঝামেলা চুকে গেল?" আর্চির পরিচিত গলার স্বর টমের চিন্তাগুলো ভেঙে দিল। "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

টম অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে হাসছে।

ও এখনও জেনিফারকে শেষ যেখানে দেখছে সেদিকে তাকিয়ে আছে। আর্চি ওর কাছে এসে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। পরনে শার্ট আর টাই। হাতে ব্রিফকেস। বগলের তলে ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস।

"কারো তো তোমার পিছনটার খেয়াল রাখতে হয়," ডান হাতে ধরে স্যান্ডউইচে কামড় দিয়ে জড়ানো গলায় বললো। হলুদ র‍্যাপারটা ওর টাইয়ের সাথে ম্যাচ করেছে।

"শেষবার যখন আমার পেছনের খেয়াল রেখেছিলে, তখন আমাকে ক্যাসিয়াসের একটা কাজ ধরিয়ে দিয়ে মোটামুটি গুলি খাওয়ার একটা ভালো ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে," টম ব্যঙ্গ করে বললো।

আর্চি দুঃখিত দৃষ্টিতে তাকালো। "এটা আসলেই কষ্টদায়ক, বন্ধু।"

"তুমি এখানে কি করছো?"

"নিশ্চিত করছি যেন তুমি এমন কিছু না কর যার জন্য পরে পস্তাতে হয়, যেমন ওর সাথে প্লেনে ওঠা।"

"সেটা কি খুব খারাপ কিছু হত," টম চিন্তা করে বললো।

"হ্যা," আর্চি ড্রিঙ্কে চুমুক দিতে দিতে বললো। "প্রথমত সে একজন এফবিআই, সাধারনত তোমার মত চোরদের জন্য সেটা ঠিক ভাল কোন খবর না। দ্বিতীয়ত সে আমেরিকায় থাকে। বাড়ি থেকে অনেক দূরে। আর তৃতীয়ত তোমার তুলনায় সে অনেক বেশি হট।"

"হুম...তুমি মনে হয় ঠিকই বলেছ," টম হাসতে হাসতে বললো।

টম আর্চির পাশে হেলান দিলে হঠাৎ করে জ্যাকেটের নিচের বা পকেটে একটা অপরিচিত জিনিসের স্পর্শ টের পেল। পকেটে হাত দিয়ে একটা ১৯৩৪ রোলেক্স প্রিন্স বের করলো সে। যেদিন জেনিফারের সাথে প্রথম দেখা হয় সেদিন ও টমকে এটা দেখিয়েছিল। মনে হচ্ছে জড়িয়ে ধরার সময় পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঠিক আমিন মাধাবির মত।

"নাইস পিস," আর্চি ঝুঁকে দেখতে লাগলো

টম জেনিফারের প্লেনটা উড়ে যেতে দেখছে। ও অনুভব করছে, জেনিফার সিট খামচে ধরেছে। "আমার মনে হয় এটাই স্মৃতি হিসেবে থেকে যাবে।"

আর্চি কেশে টাইটা ঠিক করে নিল। "টম, আসলে আমার আসার আরেকটা কারণ আছে।"

"বাহ্, সুন্দর, এই তো," টম চোখ উল্টালো। "তো এবার আপনি কি করে রেখেছেন?"

"না, আমার মাথায় সুন্দর একটা আইডিয়া এসেছে। তুমি আর আমি, ক্রিক আর কনোলি, একসাথে বিজনেস করতে পারি।"

টম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাটতে শুরু করলো।

"কোথায় যাচ্ছ?" আর্চি ওর পিছন পিছন দৌড়াচ্ছে। "তোমার স্কিল আর আমার কানেকশন। আমরা একেবারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে যাবো। চিন্তা করে দেখ।"

"আর্চি, আমি আগেই বলেছি, আর না।"

"না, সেটাই তো আমার পয়েন্ট," আর্চি বলল, "একেবারে প্রোপার বিজনেস। মানে এখান থেকে জিনিস কিনে ওখনে বেচা। মানুষকে তাদের জিনিস ফেরত পেতে সাহায্য করা। ভেবে দেখো, আমরা বড়লোক হয়ে যাব।"

"আর্চি," টম ওর গলা জড়িয়ে ধরে বললো, "তুমি জড়িত থাকলে আমরা ভালো হব কি করে?"

"ব্যাথা লাগে, বন্ধু।"

টম হাসলো।

"এক পিন্ট হয়ত তোমার ব্যাথাটা দূর করতে পারে। কিন্তু এই বিদেশী গাজাগুলো নয়।"

উপসংহার

একটা জিনিসকেই আমাদের ভয় পেতে হয়, আর সেটা হল স্বয়ং ভয়।
-প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ইনাউগুরাল
এড্রেস, মার্চ ৪, ১৯৩৩।

লিও'র কাছে, ফ্রান্স
দু'সপ্তাহ পর-রাত ১০:০০

অনুগ্রহপূর্বক পকেট থেকে সকল প্রকারের ধাতব জিনিস সরিয়ে রাখুন। চাবি, কয়েন, মোবাইল ফোন, গ্লাস। ডিটেক্টর অতিক্রম করার আগে সেগুলো পাশের কন্টেইনারে রাখুন। ধন্যবাদ।

কোলাহলপূর্ণ লাইনটা বেশ কয়েকবার বেঁকে আবার সোজা হয়ে গেল। মনে হচ্ছে এটা কোন পার্কের রাইডের লাইন। বেশিরভাগ লোকই হলিডে থেকে ফিরছে। তাদের চামড়ার লাল আভা দেখে বোঝা গেল। তারা মেটাল ডিটেক্টর আর এক্স-রে মেশিনের একেবারে কাছে দিয়ে আস্তে আস্তে সব বের করছে।

শুধু লম্বা লোকটা বাদে, তার কালো সুট, ফ্লুরোসেন্ট টি-শার্ট বা স্যান্ডেল কোন সমস্যা নয়। তার মেটাল অবজেক্টট সে সাবধানে একহাত থেকে অন্য হাতে নিল।

সিকিউরিটি গার্ড খেয়াল করলো না। এয়ারপোর্টটাকে সম্প্রতিই লো কোস্ট এয়ারলাইন থেকে বেশ দুর্বোধ্যভাবেই তিরিশ মাইল উত্তরের একটা শহরের নামে খৃস্টান নাম দিয়ে নতুন লিজ দেওয়া হয়েছে। এজন্যই সে এটা পছন্দ করে নিয়েছে। মেজর এয়ারপোর্টগুলোর মত টাইট সিকিউরিটি এখানে নেই। কর্মচারীদের কোয়ালিটিও তেমন উঁচুমানেরও না। এসব সে আগেও করেছে। তাকে একটা দেশ থেকে বেরুতে হবে, সবার চোখের আড়ালে।

সে গার্ডের দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর কতগুলো খুচরা পয়সা আর চাবি এক্স-রে মেশিনের পাশে গ্রে কন্টেইনারে রাখলো নরমাল দেখানোর জন্য। সে ডিটেক্টরের ভিতর দিয়ে গেলে জোরে বিপ করে উঠলো। সে জানত করবে।

"আর কিছু আছে ফাদার?" গার্ডটা তাকে ফ্রেঞ্চে জিজ্ঞাসা করল। পকেট হাতড়ালো সে, তারপর মাথা নাড়লো। "না," বলল সে।

"ওকে, দয়া করে আরেকবার গেটের মধ্য দিয়ে আসুন।"

সে তা-ই করলো। আবার শব্দ হল।

"দয়া করে এখানে দাঁড়ান, ফাদার। পা একটু ফাঁক করেন, ধন্যবাদ," গার্ডটা এবার একটা হ্যান্ড হেল্ড স্ক্যানার দিয়ে তার কালো সুটের উপর স্ক্যান

করতে লাগল। এটা তার গ্লোভ পরা হাতের কাছে এসে চিৎকার করে উঠলো। "আমি দেখতে পারি?" গার্ডটা সন্দেজনক দৃষ্টিতে তাকালো।

"ওহ্, অবশ্যই," সে মাথা নাড়ল। "কি বোকা আমি, আসলে আমি এটার কথা ভুলেই গেছি।" এই অংশটা সে খুব ভালো করে চিন্তা করে রেখছে। সে এটাকে এমনভাবে দেখাতে চাচ্ছিলো যেন মনে হয় যে এটা অনেক আগের ইনজুরি।

"কি ভুলে গেছেন?"

"আমার হাত," সে তার গ্লাভস খুলে বললো। একটা গোলাপি প্রসথেটিক হাত বেরিয়ে পড়েছে।

পেছনের কয়েকজন মেয়ে ফিক করে হেসে দিল।

"আমি দুঃখিত," গার্ড লজ্জা পেয়ে বললো। তাদের হাসিতে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে।

"না, এটা আমারই ভুল," সে বললো। "এটা প্রায়ই হয়, আমার মনে রাখা উচিত।"

"ধন্যবাদ ফাদার, আচ্ছা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"জেনেভা।"

"অন্তত এই প্লেনটা ঠিক সময়ে ছাড়া উচিত," গার্ড বললো। "এক্সট্রা সিকিউরিটি চেকের জন্য আমাদের অনেক ফ্লাইট ডিলে হয়েছে।"

"আমার তাড়া নেই," কয়েন আর চাবিগুলো নিতে নিতে বললো। "আসলে আমাকে অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে।"

"আপনার ফ্লাইট আনন্দময় হোক।"

"ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, মাই সান," ক্যাসিয়াস বললো।

সিকিউরিটি গার্ড একজন এক হাতি লোককে ডিপার্চার লাউঞ্জ থেকে যেতে দেখছে।

গার্ডটা ক্যাসিয়াসের পথের দিকে তাকিয়ে বুকে ক্রস আঁকলো। এটা তার অভ্যাসের মধ্যে পড়ে না।